চরিত্রে

রামায়ণ মহাভারত

তৃতীয় পর্ব

শিপ্রা দত্ত

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
মাঘী পূর্ণিমা
২২শে ফেব্রুয়ারী ’৫৭

মুদ্রক :
শ্রীশীতলচন্দ্র ঘোষ
শ্রীধরনাথ প্রেস
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

আমার পরমারাধ্যা মাতা ৺সুবালা দত্ত, শৈশবে যিনি সর্ব প্রথম আমাকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়েছিলেন, যাঁর উৎসাহে সাহিত্য সাধনার পথে এতদূর অগ্রসর হয়েছি—

ও

আমার পরমারাধ্য পিতা ৺অতুলচন্দ্র দত্ত, যাঁর সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম, সেই পরম পূজনীয় ও পরম প্রিয় জনক জননীর অমর আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখিকার অন্যান্য বই :—

চেনা অচেনা।

অধ্যাপিকার ডায়েরী।

ভেসে যাওয়া ফুল।

এরা ভুল করে বারে বারে।

আলো'র ইসারা।

কালের পদধ্বনি।

কালের ঢেউ।

কাচের সংসার।

সুখের লাগিয়া।

আলো ছায়ার অন্তরালে।

নানা রং।

চলার পথে।

নষ্ট লগ্ন।

হাসি ঝরা রাত্রি।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত।

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত।

(১ম পর্ব, ২য় পর্ব)

মুখপত্র

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারতের তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হল। এত বিলম্বে প্রকাশিত হবার যুক্তিসঙ্গত কোন কৈফিয়ৎ নেই। এক বছর পূর্বে এই পর্বটি প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু নানা বাধা বিঘ্নের দরুণ পর্বটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আশা করি আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

প্রথম দুইটি পর্ব পাঠকবৃন্দের বিশেষ সমাদর লাভ করায় ও দেশ বিদেশ হতে ঐ পর্ব দুটির চাহিদ আমায় তৃতীয় পর্ব লিখতে উৎসাহিত করেছে। আশা করি প্রথম পর্বদ্বয়ের মত এই পর্বও পাঠকবর্গকে আনন্দ দেবে। পরবর্ত্তী পর্বগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি।

বহু চেষ্টা মুদ্রণ ত্রুটি থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকবৃন্দ মার্জনা করবেন।

গত দুটি পর্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সমালোচনা এর সঙ্গে ছাপানো হলো। সংক্ষেপে অধ্যাপক সিংহ মহাশয়ের পরিচয় দিচ্ছি। অখণ্ড ভারতের পাঠক পাঠিকাদের সঙ্গে তাঁর সবিশেষ পরিচয় আছে বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি ও রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে। কিন্তু খণ্ডিত ভারতের নবীন পাঠক পাঠিকার হাতে পূর্ব বাংলার মিলিটারীর লৌহ কপাট ভেদ করে তাঁর লেখা এসে পৌঁছায়নি। তাই তাঁদেরই জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সিংহের পরিচিতি অতি সংক্ষেপে দিচ্ছি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সিংহ মহাশয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন। অতঃপর চট্টগ্রাম নৈশ কলেজ এবং চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। সারা জীবন তিনি সাহিত্যব্রতী। তিনি 'ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ' 'রাসলীলা' এবং 'গীতাবোধিনী' প্রভৃতি বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা।

কুমারী শিপ্রা দত্তের "চরিত্রে রামায়ণ ও মহাভারত" গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া মনে হইতেছে যেন আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির এক নব দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল।

কুমারী শিপ্রা যে মনোজ্ঞ উপায়ে রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে সুগ্রথিত সুগভীর সুদুর্লভ ধর্মতত্বসহ আদর্শনীয় জীবননীতি সমূহ চরিত্রের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে প্রশংসনীয়। ইহা এই যুগের পক্ষে সর্বাংশে সঙ্গত, যেহেতু আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসহায়ভাবে ত্বরা কবলিত। কাহারও যেন বিন্দুমাত্র বিশ্রামের সময় নাই; সকলেই শুধু ছুটিয়া চলিয়াছে, গন্তব্য যাহাই হউক।

স্থানে স্থানে সমগ্র সমাজে আমাদের সুপ্রাচীন মহান অনুপম সংস্কৃতির প্রতি যে ঔদাস্য পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাকে আবার মনোরাজ্যে পুনর্বাসিত করিতে হইলে কুমারী শিপ্রার অবলম্বিত প্রথাই অপরিহার্য রূপেই কাম্য।

রামায়ণ ও মহাভারত হইতে জীবন তন্ত্রকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার অপপ্রয়াস আত্মহত্যা স্বরূপ। আধুনিক আত্মঘাতী জীবন সংগ্রামের কোলাহল কলরব, যান্ত্রিক সমারোহের মর্মদাহী হুংকারের মধ্যে ভাব-জগতে নিবিষ্ট থাকিবার সুযোগ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এই অবস্থায় এই গ্রন্থ আমাদের সনাতন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগীর পক্ষে পরম সহায়ক। রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের বৈদিক ঋষিগণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাঁহাদের সাধনা ও প্রজ্ঞার প্রযুক্তি বিদ্যা স্বরূপ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ রূপে ভারতে আগমন উপলক্ষে কবি নবীন তাঁহার 'ভারত উচ্ছ্বাস' শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছিলেন,

মহাকাব্য মহাভারত যাহার
মহারঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্র, হায়,

ভীষ্ম কৃষ্ণার্জুন আছিল যাহার,
যুবরাজ আজ .স জাতি কোথায় ?

ভারত ও মহাভারত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত: মহাভারতকে এই কারণে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে। তদুপরি মহাভারতের মধ্যেই বিধৃত রহিয়াছে সেই মহাকালযাত্রী মহাবাণী :

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥

"ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ বিষয়ে মহাভারতে যাহা আছে তাহা অনুসন্ধান করিলে অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই।" ইহা শুধু কথার অতিরঞ্জন নহে, ইহা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাসত্যের কালধ্বংসী ডমরু নাদ।

সর্বোপনিষদ-দুগ্ধ-নবনীত-সার শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা মহাভারতের অচ্ছেদ্য অংশ রূপে ইহার কেন্দ্রমণি সদৃশ।

রবীন্দ্রনাথের "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায়, রাম চরিত্রকে অনতিক্রমনীয় মানবত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ রূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদের মুখে তাহা ধ্বনিত—

বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম,
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো........

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, কর্মনীতি এক কথায় সামগ্রিক মানবজীবন নীতি, চিরমানবের শিক্ষামন্ত্র রূপে অমলিন গরিমায়, চিরন্তন মাধুর্যে বিশ্লেষিত রহিয়াছে রামায়ণে এবং মহাভারতে। সহস্র সহস্র বৎসর পার হইয়াছে, তথাপি এই বিংশ শতাব্দীতে ও এমন কোন নীতি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা তত্ত্বগত ভাবে মূলতঃ মহাভারতে মিলিবে না। যে কোন দেশে, যে কোন উদার পূর্বসংস্কার মুক্ত, নিরপেক্ষ মন তাহাকে নিশ্চিত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য এবং গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—**Europe has never been able to develop a powerful religion of its own ; it has been obliged to turn to Asia. Science takes possession of the measures and utilities of Force ; rational philosphy pursues reason to its last subtleties ; but inspired philosophy and religion can seize hold of the highest secret**"—"উত্তমং রহস্যম্" তাঁহার মতে আমাদের বেদ বেদান্তের ঋষিগণই ছিলেন আমাদেব "পূর্বে পিতরঃ"। আমাদের সেই পিতৃগণের প্রতি ক্ষীণতম অসম্মানও বিশুদ্ধ মানবত্বের বিভীষিকাময় বিপর্যয়। বুদ্ধদেব যাহাকে 'পিতৃধন' বলিয়াছিলেন আমরা উহাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখিয়া বিনা পরিতাপে স্থূল মিথ্যার খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছি—(**The truth is dead in us and we are living by a Lie**)

কুমারী শিপ্রা সাফল্যের সহিত আমাদের উপরোক্ত 'পিতৃধ-'কে চরিত্রের মাধ্যমে উজ্জ্বল সারল্যে উপস্থাপিত করিয়াছে। মূল মহাভারত হইতে সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলি শুধু প্রাসঙ্গিক নহে, উহারা সংশ্লিষ্ট বিষয় বস্তুকেও অধিকতর মনোহর করিয়াছে। ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলিও বর্ণিত ঘটনা বা ভাবের সহিত পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া উপভোগ্য হইয়াছে।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হউক, ইহাই কামনা করি।

রাবণ ও দুর্যোধন

The disposition to do an evil deed is of itself a terrible punishment of the deed it does—C. Mildmayর উপরোক্ত অভিমত ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের রাবণ ও দুর্যোধনের চরিত্রের সঙ্গে বিচিত্র ভাবে মিলে গেছে।

এই চরিত্রদ্বয়ের স্বভাবে যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়েই প্রবল পরাক্রমশালী বীর, বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিশ্বর, নানা গুণে অলঙ্কৃত হয়েও আপন আপন দুষ্কর্ম ও দুরাকাঙ্ক্ষার পরিণতিতে সবংশে ধ্বংস হয়েছিলেন।

চরিত্রই পরিণতির নিয়ামক—এই সত্য রাবণ ও দুর্যোধন এই দুই চরিত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য। পুলস্ত্যের মানস পুত্র ঋষি বিশ্রবা ও রাক্ষসরাজ সুমালীর কন্যা কৈকসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাবণ। মাতা কৈকসী প্রখর বেলায় পুত্র অভিলাষী হয়ে বিশ্রবার নিকট গেলেন। বিশ্রবা তাঁকে বললেন, যেহেতু তুমি নিদারুণ বেলায় আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ, তাই তোমার পুত্ররা বিকট শরীরধারী ও ক্রূরকর্মার সঙ্গে সখ্য সম্পন্ন হবে। তুমি ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের প্রসব করবে।

দশটি মুখ নিয়ে রাক্ষস রূপে জন্মলাভ করায় বিশ্রবা পুত্রের নামকরণ করেন দশগ্রীব। দশানন নামে সে সর্বজন পরিচিত। তাঁর অপর নাম রাবণ। মহেশ্বর তাঁকে এই নাম দিয়েছিলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন। দুর্যোধনের কলির অংশে জন্ম। তাঁর অপর নাম সুযোধন। কলি অর্থ কলি-কাল, চতুর্থ যুগ, সম্পূর্ণ অধর্মের যুগ।

উভয়ের জন্মলগ্নে নানা অঘটন ঘটে। আকাশ হতে রক্ত বৃষ্টিপাত, অসময়ে মেঘ গর্জন, চারদিকে গৃধ্রর চীৎকার, দিবামধ্যে শেয়ালের ডাক, উত্তপ্ত হাওয়া ধরার মত চারদিক দগ্ধ করছিল, কাকে সমস্ত নগর আচ্ছন্ন ইত্যাদি নানা অশুভ লক্ষণ এই বীরদ্বয়ের জন্ম ক্ষণে উভয়ের অশুভ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বাভাষ দিয়ে যায়। ছায়া পূর্বগামিনী। (Caming events cast their shadows before—Campbell).

রাবণের অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন তাঁর সহজাত বীভৎস চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে। উভয়েরই যেন নিজ বংশ ধ্বংসের জন্য জন্ম।

দুর্যোধনের জন্মলগ্নেও নানা অশুভ লক্ষণ দেখে বিদুর দুর্যোধনকে ঐ মুহূর্তে হত্যা করে বংশ রক্ষা করতে ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছিলেন, কালই তাঁর পুত্র দুর্যোধনের রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই দুই মহান দ্রষ্টার ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে ছিল।

ভরদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভজাত বিশ্রবার ঔরসজাত পুত্র বৈশ্রবণ বা ধনেশ্বর কুবেরকে দেখে কৈকসী রাবণকে বলেছিলেন —পুত্র, তোমার ভ্রাতা তেজস্বী কুবেরকে দেখ, যাতে তাঁর মত হতে পার, সেই চেষ্টা কর।

ঈর্ষ্যান্বিত রাবণ প্রত্যুত্তরে জননীকে বলেছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন যে, তিনি কুবেরের সমান বা ততোধিক হবেন। তারপর তিনি ভ্রাতাদের নিয়ে গোকর্ণ আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে অমরত্ব বর চাইলেন। ব্রহ্মা বললেন, অমর বরের যোগ্য তুমি নও। অন্য বর প্রার্থনা কর। তখন দশগ্রীব প্রার্থনা করলেন তিনি যেন পশু পক্ষী, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব রাক্ষস ও দেবতাদের অবধ্য হন। ব্রহ্মা তথাস্তু বললেন। ব্রহ্মা তাঁকে আরও একটি বর দিয়ে বললেন যে, দশগ্রীব যখন যে রূপ ধারণ করতে মানস করবেন, তখনই সেই রূপ গ্রহণ করতে পারবেন।

মাতামহ সুমালী ও মাতুল প্রহস্তের প্ররোচনায় রাবণ প্রথমেই আত্মরূপ প্রকাশ করলেন। ভাই কুবেরকে লঙ্কার সিংহাসন হতে বিতাড়িত করে, তিনিই সিংহাসন দখল করেন। কুবের কৈলাসে আশ্রয় নিলেন।

রাবণ ময়দানব ও অপ্সরার গর্ভজাত কন্যা হেমার কন্যা মন্দোদরীকে বিয়ে করেন, ময় তাঁর তপোলব্ধ অমোঘ শক্তি অস্ত্র রাবণকে দান করেছিলেন।

মন্দোদরীর গর্ভে রাবণের একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েই মেঘ গর্জনের ন্যায় রোদন করতে লাগলেন। সেজন্য রাবণ তার নামকরণ করেন মেঘনাদ।

রাবণ শাস্ত্রবিদ্যায় পণ্ডিত ও শস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর শারীরিক শক্তিও ছিল অসাধারণ, দানবদের কাছ থেকে রাবণ নানা মায়াও আয়ত্ব করেছিলেন।

ব্রহ্মার বরে ও শক্তিমদে মত্ত হয়ে রাবণ কাউকেই গ্রাহ্য করতেন না। এবং যদৃচ্ছা অত্যাচার ও দুরাচার তাঁর চরিত্রের অঙ্গ ছিল। বহু পরস্ত্রীকে বলপূর্বক হরণ করে নিজের অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখেছিলেন।

রাবণ কৈলাসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর পুষ্পক বিমান কেড়ে নিয়ে কার্তিকেয়র জন্মস্থান শরবণে উপস্থিত হলেন। পুষ্পকের গতি সহসা রুদ্ধ হল। তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচ রাবণকে জানালেন যে ঐ রথ কুবের ভিন্ন অন্য কাউকে বহন করে না। সেইজন্যই নিশ্চল হয়েছে।

শঙ্করের পার্ষদ নন্দী রাবণকে বললেন—রাবণ যেন ফিরে যান। কারণ এই পর্বতে শঙ্কর ক্রীড়া করেন। নাগ, পক্ষী, যক্ষ, দেব, গন্ধর্ব, রাক্ষস সকলেরই এ স্থান অগম্য।

রাবণ নন্দীর কথায় ফিরে গেলেন না। বরং কে এই শঙ্কর দেখবার জন্য বিমান হতে নামলেন এবং শঙ্করের সঙ্গী নন্দীর রূপ

দেখে হেসেছিলেন। কারণ নন্দীর মুখ বানরের মত ছিল। নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে বানরাই রাবণের বংশ ধ্বংস করবে। রাবণ নন্দীর অভিশাপ উপেক্ষা করে স্পর্দ্ধা করে পর্বতে উঠতে লাগলেন। পার্বতী সহ পর্বতবাসীরা ভীত হয়ে পড়লে মহাদেব পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপ দিলেন। ফলে রাবণের বাহু নিপীড়িত হল এবং রাবণ ত্রিলোক কম্পিত করে গর্জন করে উঠলেন।

অমাত্যবর্গের পরামর্শে রাবণ সহস্র বৎসর মহাদেবের স্তব করেন। সহস্র বৎসর পর মহাদেব তাঁর বাহু মুক্ত করে বললেন, দশানন, তোমার পরাক্রমে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি পর্বতের ভারে নিপীড়িত হয়ে দারুণ রব করেছিলে, সেজন্য তোমার নাম রাবণ। মহেশ্বরের দেওয় দশগ্রীবের অপর নাম রাবণ।

রাবণ মহাদেবকে জানালেন ব্রহ্মার থেকে তিনি পুর্বেই বর পেয়েছেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব প্রভৃতির তিনি অবধ্য। পুর্বে ব্রহ্মার বরে দীর্ঘায়ু লাভ করেছেন। তিনি এমন এক অস্ত্র প্রার্থনা করলেন যার দ্বারা অবশিষ্ট আয়ু তাঁর নিরাপদ হয়। এবং ব্রহ্মার থেকে বর প্রাপ্তির পুর্বে তাঁর যে আয়ু শেষ হয়েছে, তা যেন তিনি ফিরে পান।

মহাদেব রাবণকে চন্দ্রহাস নামক খড়গ দিয়ে বললেন, তোমার কামনা সিদ্ধ হবে। আরও বললেন এই অস্ত্রকে অবজ্ঞা কর না। যদি অবজ্ঞা কর তবে এই অস্ত্র আমার কাছে ফিরে আসবে।

রাবণ দেবতাদের কৃপা লাভের যে সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, খুব কম ব্যক্তিরই অদৃষ্টে তা ঘটে। কিন্তু তিনি সেই শক্তির অপপ্রয়োগ করে নিজেকে ধ্বংস করেছেন।

রাবণ দিগ্বিজয়ী হবার ইচ্ছায় অনেক ক্ষত্রিয় বীরকে নিহত করেন, অনেকে আবার রাবণের বশ্যতা স্বীকার করেন।

রাবণ দেবলোক বিজয় করেছিলেন। অনেক নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাবণ অযোধ্যায় গেলেন। সেইখানে মহারাজ

অনরণ্যকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। অনরণ্যর মস্তক রাবণের করাঘাতে রথ হতে ভূতলে লুটিয়ে পড়লে রাবণ উপহাস করেন। রাবণের উপহাস সহ্য করতে না পেরে তিনি রাবণকে অভিসম্পাত করেন—

উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিন্নিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রামো দাশরথির্নাম যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ (উঃ) ১৯।৩০

—ইক্ষ্বাকুবংশের মহাত্মাদের বংশে দশরথ নন্দন রাম জন্মগ্রহণ করবেন। তিনিই তোমার প্রাণ হরণ করবেন।

রাবণ যমরাজকেও যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। তিনি কালকেয়-দৈত্যদের বিনাশ সাধন করেন। চার হাজার কালকেয় দৈত্যকে হত্যা করবার সময় শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বকেও নিহত করেন। বরুণপুত্রদেরও পরাভূত করেন। নাগগণকে বশে আনেন। নিবাত কবচ দৈত্যগণের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী করে ব্রহ্মার নির্দেশে সখ্য স্থাপন করেন। প্রত্যাবর্তন কালে রাবণ পথিমধ্যে বহু নৃপতি, ঋষি, দেবতা ও দানবদের কন্যাগণকে অপহরণ করলেন। তাঁরা রাবণকে অভিশাপ দিলেন, যেহেতু সে পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়েছে, সেজন্য স্ত্রীর জন্যই এই দুর্মতি বিনাশ প্রাপ্ত হবে। এই সতী সাধবী নারীদের অভিশাপ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে দুন্দুভি বাদ্য এবং পুষ্প বৃষ্টি হলো। ব্রহ্মর্ষি কন্যা বেদবতীও রাবণকে অভিশাপ দেন, পরজন্মে বেদবতীর সীতা রূপে আবির্ভাব ঘটবে। (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য) Diogenes-এর—The vicious obey their passions—as slaves do their master এই উক্তি রাবণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

স্বামী শোকে ক্রন্দনরতা শূর্পণখাকে রাবণ আশ্বাস দিয়ে শূর্পণখার মাসতুত ভ্রাতা খরকে দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের অধিপতি করে পাঠালেন এবং শূর্পণখাও খরের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে লাগলো।

অতঃপর বিভীষণ রাবণকে পরস্ত্রী হরণের পাপের ফলে তাদের ভগ্নী (মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবানের কন্যা অনলা মাসীর

কন্যা) কুম্ভীনসীকে রাক্ষস মধু অপহরণ করেছে বলে দোষারোপ করেন। রাবণ মধু রাক্ষসকে শাস্তি দিতে গেলে কুম্ভীনসী মধুকে স্বামীরূপে স্বীকার করে তার প্রাণ ভিক্ষা করে। রাবণ তাকে আশ্বাস দিয়ে মধুকে সঙ্গে নিয়ে দেবলোক আক্রমণ করেন।

রাবণ স্বর্গ আক্রমণের অভিযানে পথিমধ্যে অপ্সরা রম্ভাকে কুবেরের পুত্র নলকুবেরের ভাবী বধূ জানা সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর উপর অত্যাচার করায় ধর্মে কর্মে ব্রাহ্মণ পরাক্রমে ক্ষত্রিয় বিখ্যাত নলকুবের রাবণকে অভিশাপ দিলেন যে, যেহেতু তিনি রম্ভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর উপর অত্যাচার করেছেন, সেজন্য অন্য কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সম্ভোগ করতে পারবেন না। যখনই তিনি অনিচ্ছুক নারীকে ধর্ষণ করতে যাবেন, তখনই তাঁর মস্তক সাত খণ্ডে বিভক্ত হবে। নলকুবেরের এই অভিশাপে ব্রহ্মা ও দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। রাবণ যে সব নারীকে হরণ করেছিলেন তাঁরাও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

রাবণের জীবন যেন অভিশাপের শোভাযাত্রা। দুশ্চরিত্র রাবণ কঠোর তপস্যায় দেবতাদের আশীর্বাদে গর্বে স্ফীত হয়ে অনাচার ব্যভিচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত হলেও রাক্ষস-রাজ রাবণ অভিশাপের অমোঘ শক্তিকে জয় করতে না পেরে নিজেকে দুর্বল মুষিকের মত অসহায় মনে করতেন। সেই জন্যই তাঁর শেষ পরিণতি এমন দুঃখাবহ।

রাবণ সসৈন্যে ইন্দ্রলোক আক্রমণ করেন ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়তার জন্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু স্বয়ং ভবিষ্যতে রাবণকে বধ করবেন প্রতিজ্ঞা করলেন। দেবতাদের সঙ্গে রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ সুরু হয়। ইন্দ্রের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয়। রাবণকে ইন্দ্র প্রায় বন্দী করছে দেখে রাবণ পুত্র মেঘনাদ মায়াবলে ইন্দ্রকে বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। অতঃপর ব্রহ্মা ইন্দ্রকে মুক্ত করেন।

রাবণ মাহিষ্মতী নগরীতে এসে হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্য অর্জুনকে

যুদ্ধে আহ্বান করেন। ফলে অর্জুনের প্রচণ্ড গদাঘাতে রাবণ পশ্চাদ-পসরণে বাধ্য হয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে ভূপতিত হলেন। পরাজিত রাবণকে অর্জুন বন্দী করে নিজ পুরীতে প্রবেশ করেন।

রাবণের পিতামহ মহর্ষি পুলস্ত্যের অনুরোধে অর্জুন রাবণকে মুক্ত করেন। এবং অগ্নি সাক্ষী করে তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। অর্জুনের মিত্রতা লাভ করে রাবণ সদর্পে রাজাদের সংহার করতে করতে পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় বালির বীর্য্যের খবর পেয়ে, একদিন তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। বালির অমাত্যগণ তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু রাবণ তাতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বালি তখন সান্ধ্য উপাসনা করছিলেন। রাবণ বালিকে ধরতে গেলে, বালি তাঁকে বগলে চেপে বায়ুবেগে আকাশে উড্ডীন হলেন। রাবণের সঙ্গীরা তাঁর অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলো। বালি এইভাবে রাবণকে বগলে ধারণ করে চতুঃসমুদ্রে গিয়ে সন্ধ্যা বন্দনা শেষ করে সহাস্যে রাবণকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। রাবণ লজ্জিত হয়ে আত্মপরিচয় দিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বালির হাতে রাবণের লাঞ্ছনার চিত্র অন্য রঙে চিত্রিত করা হয়েছে।

লেজে বান্ধি রাবণে গগনে উঠে বালি ॥
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের বড় ॥

— — —

অতি শীঘ্র ধায় বালি পরাণের বেগে।
রাক্ষস না পায় লাজ অবসাদে ভাগে ॥
পূর্বদিকে সাগর যোজন চারি শত।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত ॥
সেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্বলোক হাসে ॥

লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মূর্চ্ছিত।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত ॥

— — — —

ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল সে পেটে নাহি ধরে ।
অকট বিকট করে পড়িয়া তরাসে।
রাবণ জলের মধ্যে বালি ও আকাশে ॥
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে।
রাবণ লইয়া বালি কিষ্কিন্ধায় নড়ে ॥ (উঃ)

রাবণ বালিকে বললেন—

সোঽহং দৃষ্টবলস্তুভ্যমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব।
ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ ॥ (উঃ) ৩৪।৪০

—হে বানরশ্রেষ্ঠ, আমি আপনার বলবীর্য্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি। এখন আমি অগ্নি সাক্ষী করে আপনার সঙ্গে চির সখ্য স্থাপন করতে চাই।

অবশেষে বালির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে রাবণ একমাস সপারিষদ কিষ্কিন্ধ্যায় অবস্থান করে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অশ্মনগরে বহু রত্নখচিত সুন্দর ভবন রাবণকে আকৃষ্ট করে। রাবণ ঐ প্রাসাদের মালিক বলির সঙ্গে যুদ্ধ করবেন স্থির করলে, দ্বাররক্ষী দানবেন্দ্র বলির সঙ্গে তাঁকে সাক্ষাৎ করাবার জন্য নিয়ে গেলেন।

বলি রাবণকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস কি চাও? কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলি জিজ্ঞেস করলেন—

জিজ্ঞাসিল পাতালেতে এলে কি কারণ ॥
সে বলে পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে।
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে ॥

বলি বলে হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে ॥

বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু অন্যরূপ। বলি রাবণকে বললেন যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে দ্বার দেশে দেখেছ তিনি পূর্ব্ববর্তী সব দানব রাজকে বশীভূত করেছেন। ইনি আমাকেও বন্ধন করেছেন। ইনি তোমাকে, আমাকে এবং পূর্ব্ববর্তী সব বীরকে বন্দী করতে পারেন। নিরঞ্জন বাসুদেবই দ্বারে রয়েছেন। (এষ তিষ্ঠতি দ্বারস্থো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ)।

তথাপি রাবণ স্পর্দ্ধা করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে, হরি ভাবলেন, এই পাপীকে এখন বধ করব না। (নৈনব হম্ম্যধুনা পাপং চিন্তয়িত্বেতি) এই ভেবে তিনি অন্তর্হিত হলেন। রাবণ সিংহনাদ করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়েছে—

বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন।
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ ॥

— — — —

বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান ॥
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে।
আপন বন্ধন বলি দিল ততক্ষণে ॥
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে
রাবণ পড়িল বন্দী বলিরাজ হাসে ॥
রাবণেরে বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ।

— — — —

এই মত বন্দিশালে আছে ত রাবণ।
কৌতুকে নাচিয়া বেড়ায় যত দেবগণ ॥

— — — —

বলি ভূপতির আছে শত শত দাসী।

— — — —

উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ স্বর্ণ থালে।
পাখলিতে যায় তারা সাগরের জলে ।।

— — — —

রাবণ বলেন কন্যা শুনহ বচন।
এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন ।।
চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বরে।

— — — —

দিতেছি তুলিয়া অন্ন দিল ততক্ষণ।
মুখ পসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ ।।
কুঁজী বলে রাবণ তুমি হে মহারাজ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ ।।
বন্ধন লইতে বসি চিন্তে মনে মনে।
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে।
লজ্জা পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথা।
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা ।।
যথায় যথায় আছেন বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
তথ তথা রাবণ পাইল অপমান ।। (উঃ)

রাবণের মত দুর্ধর্ষ শক্তিশালী বীরকে কৃত্তিবাস কবি যেন উপহাসাস্পদ করে চিত্রিত করেছেন। রাবণের মত বীর পুরুষ ক্ষুধার্ত্ত হয়ে এইভাবে জীবন রক্ষার জন্য বলির দাসীদের নিকট উচ্ছিষ্ট যাচ্ঞা করার চিত্র বড়ই করুণ।

রাবণ সূর্যলোকে গিয়ে সূর্যলোকের সকলকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। সূর্য দ্বারপাল দণ্ডিকে বললেন, দণ্ডি. তুমি রাবণকে পরাজিত কর অথবা নিগৃহীত হলাম বল। দণ্ডী রাবণকে তা জানালে রাবণ জয় ঘোষণা করে প্রস্থান করলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে পর্বত মুনির পরামর্শে রণপ্রিয় রাবণ রাজা মান্ধাতার সঙ্গেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ।
একই সমান যুদ্ধ ক'রে দশ মাস ।।
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্বত ।।
সপ্ত স্বর্গে কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর ।। (উঃ)

ব্রহ্মা মহর্ষি ভার্গব মারফৎ রাজা মান্ধাতাকে বলে পাঠালেন, ব্রহ্মার বরে রাবণকে তিনি নিহত করতে পারবেন না।

তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ।।
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে ।।

— — — —

অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুই জন।

— — — —

মান্ধাতা রাবণেতে সমান গেল রণে।
জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে ।। (উঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু অন্যরূপ বর্ণনা আছে। রাবণ সোমলোক যাত্রার পথে অনেক রাজাকে দেখে পর্বত মুনিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে সব রাজারা যাচ্ছেন এদের মধ্যে কে আজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ?

পর্বতমুনি বললেন, এইসব নৃপতিরা স্বর্গাভিলাষী, যুদ্ধার্থী নন। তিনি আরও বললেন, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর অত্যন্ত তেজস্বী মান্ধাতা নামে বিখ্যাত এক মহারাজা আছেন, তিনিই তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মান্ধাতা সপ্তদ্বীপ জয় করে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য আসলেন। রাবণ মান্ধাতাকে বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। মান্ধাতা রাবণকে উপহাস করে বললেন, রাক্ষস, যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে, তাহলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

উত্তরে রাবণ বললেন—

বরুণস্য কুবেরস্য যমস্যাপি ন বিব্যথে ॥
কিং পুনর্মানুষাত্ত্বত্তো রাবণো ভয়মাবিশেৎ ॥ (উঃ) (প্রঃ)
৩।৩০-৩১

—বরুণ, কুবের এবং যমের নিকট আমি ব্যথিত হইনি। তুমি মানুষ তোমার ভয়ে রাবণ ভীত হবে ?

উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধে উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হলেন। উভয়ের তপস্যালব্ধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রয়োগে ত্রিলোকের প্রাণীরা দেবতারা ভয়ে কম্পিত হলেন এবং নাগরা লয় প্রাপ্ত হলেন। এই সময় মুনি পুলস্ত্য ও গালব ধ্যান যোগে তা দেখতে পেলেন। তাঁরা নানা উপদেশে উভয়কে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করলেন এবং উভয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপন করলেন।

রাবণ চন্দ্রলোকে গেলেন চন্দ্রকে জয় করতে। ব্রহ্মা তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন, তুমি চন্দ্রকে পীড়ন কর না। অবিলম্বে এ স্থান হতে চলে যাও। কারণ এই মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ লোকের হিতাভিলাষী। আমি তোমাকে একটা মন্ত্র দিচ্ছি। যখন প্রাণ যাবে মনে হবে সেই সময় এই মন্ত্র স্মরণ করলে মৃত্যুর বশীভূত হবে না। রাবণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, লোকনাথ, আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাকে এমন মন্ত্র দিন, যে মন্ত্র জপ করে আমি —

যং জপ্ত্বাহং মহাভাগ সর্বদেবেষু নির্ভয়ঃ ॥
অসুরেষু চ সর্বেষু দানবেষু পতত্রিষু।
ত্বৎপ্রসাদাত্তু দেবেশ স্যামজেয়ো ন সংশয়ঃ ॥ (উঃ) (প্রঃ)
৪।২৬-২৭

—দেব, দানব, অসুর এবং গরুড়াদি পক্ষিদের মধ্যে নির্ভয় হব দেবেশ, অধিক কি ? আপনার প্রসাদে আমি অজেয় হব। এতে সংশয় নেই।

ব্রহ্মা বললেন, প্রাণ বিনাশকালেই মন্ত্র জপ করা উচিত। নিত্য জপ করা উচিত না। অক্ষসূত্র গ্রহণ করেই এই শুভ মন্ত্র জপ করতে হয়। অতএব তুমি মন্ত্র জপ করেই অজেয় হবে।

রাবণকে বর দিয়ে ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করলেন। রাবণ ব্রহ্মার বর লাভ করে দেব, গন্ধর্ব, মানব প্রভৃতি শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হলেন।

কিছুকাল পর রাবণ পশ্চিম সাগরে আসলেন। সেখানে ভীষণাকার এক পুরুষ দেখে রাবণ বললেন, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। সেই পুরুষ বজ্রের ন্যায় ছয় হস্ত দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসকে নিপীড়িত করে ভূপাতিত করলেন। রাবণ উঠে মন্ত্রীদের বললেন, সেই মহাপুরুষ কোথায় গেলেন, তা আমাকে বল। তারা জানাল তিনি এই স্থানেই প্রবেশ করেছেন। রাবণ পাতালে প্রবেশ করে দেখল, যাকে তিনি দেখেছিলেন, সেই পুরুষের ন্যায় তিন কোটি পুরুষ প্রত্যেক দিন উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা পূর্ব দৃষ্ট পুরুষটির ন্যায় চতুর্ভুজ। রাবণ আরও দেখলেন পাতালে কোন এক গৃহের মধ্যে শয্যায় এক পরম পুরুষ শয়ান রয়েছেন। তিনি পাবক দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং স্বয়ং লক্ষ্মী চামর হস্তে ব্যজন করছেন। দুর্মতি রাবণ তাঁকে স্পর্শ করতে গেলে, সেই পরম পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। রাবণ ছিন্নমূল তরুর মত ভূপতিত হলেন। রাক্ষসকে পতিত হতে দেখে তিনি বললেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তুমি উঠ, আজ তোমার মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মার বরে তুমি জীবিত রয়েছে। এখন তোমার মৃত্যু নেই। তুমি চলে যাও,

রাবণ জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে ?

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলেছে—

রাবণ বলিছে তুমি কোন অবতার।
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার॥ (উঃ)

সেই দিব্য পুরুষ বললেন, আমি তোমাকে এখন বিনষ্ট করব না। উত্তরে রাবণ বললেন—

ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর ॥
তুমি যে আমারে মার হবে সে মরণ।
তোমা বিনা অন্য হাতে ন মরে রাবণ ॥
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ ॥
সে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয় ॥
চর্তুভুজ তিন কোটি তাঁর পরিবার ॥ (উঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে সেই পুরুষের পরিচয়ে বলা হয়েছে তিনি ভগবান কপিল। তাঁর অপর নাম নর। কপিল ক্রুদ্ধ নেত্রে রাবণকে দেখেননি তা হলে রাবণ ভস্ম হয়ে যেতেন।

বাল্মীকি রামায়ণে সেই মহাপুরুষ রাবণের প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন—

কিংতে ময়া দশগ্রীব বিজ্ঞাতেন নিশাচর ॥ (উঃ) (প্রঃ)
৪। ৫৬

—হে নিশাচর দশানন, আমাকে জেনে তোমার লাভ কি ?

উত্তরে রাবণ বললেন—

অমরোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ যেন মাং নাবিশদ্ভয়ম্।
তথাপি চ ভবেন্মৃত্যু স্বদ্ধস্তান্নান্যতঃ প্রভো ॥ (উঃ) (প্রঃ)
৪। ৬০

—প্রভো যদিও আমার মৃত্যু নেই তথাপি যদি আমার মৃত্যু ঘটে তবে আপনার হাত ব্যতীত অপর কারো হাতে যেন না হয়।

আপনার হাতে মৃত্যুতে আমি যশস্বী হব এবং গর্ব অনুভব করব। তারপর রাবণ সেই দেবতার শরীরে সমগ্র ত্রৈলোক্য দেখতে পেলেন। সেই দ্বীপের নর ভগবান কপিলমুনি নামে অভিহিত ছিলেন। তিনিই নারায়ণ। তিনিই বিষ্ণু। তিনিই প্রাণীদের সৃষ্টি ও সংহারের কর্ত্তা। যে সব দেবতা সেখানে নৃত্য করছিলেন তাঁরা সকলেই সেই কপিলের ন্যায় তেজ ও প্রভাবসম্পন্ন। তিনি ক্রুদ্ধ পাপী রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। তাই রাবণও ভস্মীভূত হননি। অতঃপর বহু বিলম্বে সেই মহাশক্তিশালী রাবণ সংজ্ঞা লাভ করে যেখানে তাঁর মন্ত্রীবর্গ

ছিল, সেখানে গমন করেন। (আজগাম মহাতেজা যত্র তে সচিবাঃ স্থিতাঃ)।

রাবণ একদিন ঋষি সনৎকুমারকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলেন, দেবতারা যাঁকে আশ্রয় করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের পরাজিত করে, ইহলোকে সেই দেবতাদের মধ্যে কে বলবান ? দ্বিজগণ কার পূজা করেন ? এবং যোগীরাই বা নিত্য কার ধ্যান করেন ?

ঋষি সনৎকুমার বললেন, যিনি এই জগতের স্রষ্টা—সেই নারায়ণ হরিকেই সকলে প্রণাম করে। তিনি যুদ্ধে দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি সকলকে পরাজিত করেন।

রাবণ জিজ্ঞেস করলেন, দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি যে সব শত্রু দেবতাদের দ্বারা নিহত হয়েছে, তাদের কি গতি হবে ? এবং যাদের হরি হত্যা করেছেন তাদেরই বা কি গতি হবে ?

উত্তরে মহামুনি সনৎকুমার জানালেন, দেবতা যাঁদের হত্যা করেছেন তাঁদের স্বর্গলাভ হবে। এবং পুনরায় তাঁরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন। কারণ পূর্ব জন্মার্জিত পাপ পুণ্যের ফলে জীবদের জন্ম ও মৃত্যু হয়। কিন্তু স্বয়ং হরি বা জনার্দ্দন যাঁদের নিহত করেছেন, সেই নরোত্তমগণ তাঁতেই লয় প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর ক্রোধও আশীর্বাদ।

সনৎকুমারের কথা শুনে—

তথা প্রহৃষ্টঃ স বভূব বিস্মিতঃ।

কথং ন যাস্যামি হরিং মহাহবে॥ (প্রঃ) ৬৷২৩

—(রাবণ) সন্তুষ্ট হয়ে এবং বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন যে কিরূপে হরিকে মহাসমরে পাওয়া যায় ?

সনৎকুমার রাবণকে বললেন, তুমি সুখী হও। কিছুকাল অপেক্ষা কর। তাহলে তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে।

অতঃপর রাবণ কৌতূহলী হয়ে সনৎকুমারের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর [illegible] সনৎকুমার রাবণকে বললেন—

স হি সর্বগতো দেবঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্য সচরাচরম্॥
স ভূমৌ দিবি পাতালে পর্বতেষু বনেষু চ।
স্থাবরেষু চ সর্বেষু নদীষু নগরীষু চ॥ (প্রঃ) ৭। ৫-৬

—তিনি সনাতনদেব অব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং সর্বত্রগামী। তিনি এই চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্যেই ব্যাপ্ত আছেন। তিনি কি ভূমি, কি স্বর্গ, কি পাতাল, কি বন, কি স্থাবর, কি নদী এবং কি নগরী সর্বত্রই অধিষ্ঠিত আছেন।

এইভাবে তিনি জনার্দ্দনের স্বরূপ ও অবস্থান বর্ণনা করেন। এবং বললেন যদি তাঁকে দর্শন করতে তোমার ইচ্ছা হয় বা তোমার যদি তাঁর বৃত্তান্ত শ্রবণ করবার অভিলাষ হয়, তবে তা শ্রবণ কর।

সত্য যুগ শেষ হলে ত্রেতাযুগের প্রথমে দেবতা এবং মানুষদের মঙ্গলের জন্য তিনি রাজদেহ ধারণ করবেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের এক মহাতেজস্বী পুত্র জন্ম গ্রহণ করবেন। তাঁর নাম হবে রাম। সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাম ক্ষমাগুণে পৃথিবীর সমান, অত্যন্ত তেজস্বী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিশালবাহু এবং মহাত্মা রাম পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ভ্রাতার সঙ্গে দণ্ডক বনে বিচরণ করবেন। বসুধাতল হতে উত্থিত জনক দুহিতা সর্বসুলক্ষণযুক্তা সীতা তার পত্নী হবেন।

সনৎকুমারের মুখে রাম-সীতার বৃত্তান্ত শুনে রাবণ রামের সঙ্গে কিরূপে বিরোধ ঘটাবেন তা চিন্তা করতে লাগলেন।

এতদর্থং মহাবাহো রাবণেণ দুরাত্মনা।
সুতা জনকরাজস্য হৃতা রাম মহামতে॥ (প্রঃ) ৮।৪

—এই জন্য দুরাত্মা রাবণ জনক দুহিতা সীতাকে হরণ করেছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ধার্মিক বিভীষণ নানা অশুভ লক্ষণ দেখে রাবণকে পূর্বেই বলেছিলেন—

জন্মিয়াছে যে তোমার বধিবে জীবন ॥
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ॥ (অঃ)

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়েছে যে রাবণও জনক রাজার হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করতে গিয়েছিলেন।

ধনুক তুলিয়া যায় বীর দশানন ॥
আঁচিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে ॥
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুক খানি টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে ॥
নাকে হাত দিয়া বলে কি করি উপায়।
কি হইবে মামা ধনু তুলা নাহি যায় ॥ (আঃ)

শক্তিশালী বীর রাবণকে কবি কৃত্তিবাস বার বার হাস্যাস্পদ চরিত্রে চিত্রিত করেছেন। যে মহাবীর রাবণ স্বর্গ মর্ত পাতাল জয় করেছেন, যিনি কৈলাস পর্বতও তুলেছেন, সেই রাবণ মাতুল প্রহস্তকে বলছেন :—

দশগ্রীব বলে আর নাড়িতে না পারি ॥
প্রাণ যায় মামা তবু তুলিতে না পারি ॥
— — — —
তুলিতে না পারি শীঘ্র রথ আন তুমি ॥
আরবার রাবণ ধনুকখান টানে।
তুলিতে না পারে চায় প্রহস্তের পানে ॥
কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে ॥
— — — —
লাফ দিয়া রথে উঠে ধনুক এড়িয়া ॥
পলাইয়া চলিল লঙ্কার অধিকারী। (আঃ)

রাবণের মত বীরকে কবি কৃত্তিবাস এমন দুর্বল চরিত্র করে কেন

অঙ্কিত করলেন জানি না। হয়ত রামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য রাবণকে উপরোক্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাবণ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করার পথে নারদের সঙ্গে দেখা হয়। রাবণ নারদকে জিজ্ঞেস করলেন কোন লোকের মানবরা বেশী শক্তিশালী? আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি। নারদ তাঁকে শ্বেত দ্বীপের নাম বলেন।

রাবণ শ্বেত দ্বীপে গমন করলেন। সেই দ্বীপের তেজ প্রভাবে রাবণের পুষ্পক বিমান বায়ু দ্বারা সমাহত হয়ে বাতাহত মেঘের ন্যায় অবস্থান করতে পারল না। রাবণের মন্ত্রীরা ভয়ে পলায়ন করল। তখন রাবণ একা সেই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করলেন, শীঘ্রই সে অঞ্চলের রমণীদের দৃষ্টিপথে এলেন। তাদের মধ্যে এক রমণী রাবণের হাত ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জন্য এস্থানে এসেছো? তুমি কে? কার পুত্র? কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?

উত্তরে রাবণ বললেন—

অহং বিশ্রবসঃ পুত্রো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
যুদ্ধার্থমিহ সম্প্রাপ্তো ন চ পশ্যামি কঞ্চন ॥ (প্রঃ) ৯ ৩২

—আমি বিশ্রবামুনির পুত্র। আমার নাম রাবণ। আমি যুদ্ধাভিলাষী হয়ে এস্থানে এসেছি, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

সেই দ্বীপের যুবতীরা রাবণকে নানাভাবে অপদস্থ করলে তা দেখে নারদ হাস্য ও নৃত্য করতে থাকেন।

সীতা হরণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে অগস্ত্য মুনি রামকে বলেছিলেন, রামের হস্তে মৃত্যু কামনা করেই রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। (বিজ্ঞায়াপহৃতা সীতা ত্বত্তো মরণকাঙ্ক্ষয়া)

সারা জীবন রাবণ পাপের সাগরে ভেসে বেড়িয়েছেন। দেবদত্ত আশীর্বাদে বলীয়ান হয়ে তিনি একের পর এক পাপ করে বেড়িয়েছেন। এই প্রসঙ্গে Leighton এর উক্তি—Sin is first pleasing, then if grows easy, then delightful, then

frequent, then habitual, then confirmed, then the man is impenitent, then he is obstinate, then he is resolved never to repent, and then he is ruined রাবণের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।

বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করালে গন্ধর্বসহ সমস্ত দেবতা, ঋষি ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মাকে জানালেন, আপনার আশীর্বাদে প্রমত্ত রাক্ষসরাজ রাবণ বল প্রয়োগ করে আমাদের পীড়ন করেছেন, আমরা তাঁকে শাসন করতে পারছি না। আপনি তাঁকে বরদান করেছেন। অতএব তা মান্য করে আমাদের তাঁর সব দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হচ্ছে। ঐ দুরাত্মা রাবণ স্বর্গ মর্ত ও পাতাল এই তিন লোককেই অতিষ্ঠ করছেন। সম্বন্ধ ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করছেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে নিগৃহীত করতে ইচ্ছা করছেন। তিনি ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণ ও অসুরদিগকেও অতিক্রম করেছেন।

নৈনং সূর্য্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্টা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে ।। (আঃ)
১৫।১০

—সূর্য্য ঐ রাবণকে উত্তপ্ত করে না, বায়ু তার পার্শ্বে বেগে প্রবাহিত হয় না, সমুদ্রও রাবণকে দেখে একটুও চঞ্চল হয় না, অর্থাৎ তরঙ্গ সঞ্চালন না করে স্তব্ধ হয়ে যায়।

এই বিকটাকৃতি রাক্ষস আমাদের সবার ভীতিপ্রদ। আপনি শীঘ্রই রাক্ষসকে প্রতিরোধের উপায় স্থির করুন।

দেবতাগণ ব্রহ্মাকে এইরূপ বললে পর তিনি খানিকক্ষণ চিন্তিত থেকে বললেন, আমি ঐ দুর্বৃত্ত রাক্ষসের বিনাশের উপায় স্থির করেছি। রাবণ আমার থেকে গন্ধর্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসগণের অবধ্য হবার বর চেয়েছিল। আমি সেই বরই দিয়েছি। অবজ্ঞা ভরে সে মানুষের নাম উল্লেখ করেনি। সুতরাং সে মানুষের দ্বারাই নিহত হবে।

বিষ্ণু দশরথের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে দেবতাদের প্রিয় কাজ করবার সঙ্কল্পে ব্রহ্মার নিকট উপবেশন করলেন। তখন দেবতারা তাঁকে স্তুতি করে বললেন, সব লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি মহারাজ দশরথের গৃহে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করুন। আপনি মনুষ্য রূপ ধারণ করে সব লোকের কণ্টক ও পীড়াদায়ক রাবণকে পরাভূত করুন। কারণ সে দেবতাদের দ্বারা অবধ্য।

রাক্ষসো রাবণো মূর্খো বীর্য্যোদ্রেকেণ বাধতে।
ঋষয়শ্চ ততস্তেন গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥ (আ:) ১৫।২৩

—সেই মূর্খ রাক্ষস রাবণ শক্তি মদে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ঋষি শ্রেষ্ঠ জনকে অত্যন্ত পীড়ন করছে.

আপনি আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয়। আপনি দেবশত্রুদের বিনাশের জন্য মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হতে সঙ্কল্প করুন। দেবতাদের প্রার্থনা শুনে বিষ্ণু বললেন, দেবগণ, তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য ক্রূর হৃদয় রাবণকে পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় সভাসদ্ ও অনুচরবর্গ সহ যুদ্ধে নিহত করব। এইজন্য আমি পৃথিবী পালনের ছলে একাদশ সহস্র বৎসর মনুষ্যলোকে বাস করব। বিষ্ণু দেবতাদের জিজ্ঞেস করলেন কি উপায়ে রাক্ষস রাবণকে বধ করা সম্ভব। তাঁরা তাঁকে ব্রহ্মার বরের প্রসঙ্গ জানালেন। সেই বরবলে কিরূপে রাবণ ত্রিলোককে নিগৃহীত করছেন তা বর্ণনা করেন। একমাত্র মনুষ্য ভিন্ন অন্য কারো হতে রাবণের ভয় নেই। সুতরাং আপনি মানব রূপ ধারণ করে যুদ্ধে রাবণকে নিহত করুন।

উৎসাদয়তি লোকাংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়শ্চাপ্যপকর্ষতি।
তস্মাত্তস্য বধো দৃষ্টো মনুষেভ্যঃ পরন্তপ ॥ (আ:) ১৬।৭

—এখন সে ত্রিভুবনকে বিপর্য্যস্ত করছে। এবং নারীদের অপহরণ করছে। হে শত্রুনাশক, মানুষ হতেই তার মৃত্যু সুনিশ্চিত দেখা যাচ্ছে।

দেবতাদের কথা শুনে সর্বেশ্বর বিষ্ণু নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত করে দশরথের সন্তান রূপে জন্ম নিতে সম্মত হলেন। দশরথের পুত্র না থাকার জন্য ঐ সময়েই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছিলেন। (প্রথম পর্বে রাম ও যুধিষ্ঠির চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

অরণ্যকাণ্ডে রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা লক্ষ্মণের হাতে লাঞ্ছিতা হয় এবং তার ভ্রাতা খর রামের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য চতুর্দশ রাক্ষস সৈন্য পাঠিয়েছিল। রাম তাদের সকলকেই বধ করেন। শূর্পণখা তাদের মৃত্যু সংবাদ দিলে খর ও দূষণ চৌদ্দ হাজার রাক্ষস সেনা নিয়ে জনস্থান হতে পঞ্চবটী বনে যায়, রাম তাদের সকলকেই যুদ্ধে বধ করেন।

রাক্ষস অকম্পন কোন প্রকারে সেই যুদ্ধ হতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে রাবণকে খর দূষণ ইত্যাদির মৃত্যু সংবাদ জানায়। এই দুঃসংবাদ পেয়ে রাবণ অকম্পনকে বললেন, কোন্ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবার জন্য আমার জনস্থান নষ্ট করছে?

ন হি মে বিপ্রিয়ং কৃত্বা শক্যং মঘবতা সুখম।
প্রাপ্তুং বৈশ্রবণেনাপি ন যমেন চ বিষ্ণুনা॥ (অরণ্য) ৩১।৫

—স্বয়ং বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম ও কুবের ও আমার অপ্রিয় কাজ করে সুখী হতে পারে না।

কালস্য চাপ্যহং কালো দহেয়মপি পাবকম্।
মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে॥ (অরণ্য) ৩১।৬

—আমি কালেরও কাল যমকে নাশ করতে পারি। অগ্নিকেও দগ্ধ করতে পারি। মৃত্যুকেও মৃত্যুর মুখে মুক্ত করতে পারি।

আমি আমার তেজে সূর্য্য ও অগ্নিকে দগ্ধ করতে পারি। বায়ুর ক্ষিপ্রগতিকেও বিনষ্ট করতে পারি।

উত্তরকাণ্ডে রাবণের শৌর্য্য বীর্য্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে রাবণের উপরোক্ত দম্ভ বাহুল্য নয়।

অতঃপর অকম্পন রাবণের উক্তিতে অভয় পেয়ে জানালো রাজা

দশরথের অন্যতম শক্তিশালী পুত্র রাম জনস্থানে এসে খর ও দূষণকে বধ করেছে।

এই কথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেই রাম কি ইন্দ্র ও সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে জনস্থানে এসেছেন ? রাবণের এই কথা শুনে অকম্পন পুনরায় রামের বল ও বিক্রমের বর্ণনা করলো এবং বললে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে যে গুণ থাকা প্রয়োজন, সেই সব গুণ সম্পন্ন ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ ও তেজস্বী রাম যুদ্ধ বিষয়ে উত্তমরূপে অবগত আছেন। তাঁর ন্যায় বলবান, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। এই দুই ভ্রাতা জনস্থান নষ্ট করছেন। দেবতারা বা মহাত্মগণ সেখানে আগমন করেন না। তখন রাবণ বললেন, আমি লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে বধ করবার জন্য জনস্থানে যাব। তখন অকম্পন পুনরায় রামের পরাক্রমের বর্ণনা দিয়ে বললে, সেই রাম তার শক্তির দ্বারা সমস্ত লোক সংহার করে পুনরায় তা সৃষ্টি করতে পারেন (স পুরুষঃ স্রষ্টুং পুনরপি প্রজাঃ)।

নহি রামো দশগ্রীব শক্যো জেতুং রণে ত্বয়া।
রক্ষসাং বাপি লোকেন স্বর্গঃ পাপজনৈরিব॥

(অরণ্য) ৩১।২৭

—পাপী ব্যক্তিরা যেমন স্বর্গলাভ করতে পারে না সেইরূপ আপনি যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন না। এমন কি রাক্ষসরাও তাকে পরাজিত করতে পারবে না।

সমস্ত দেবতা অসুর মিলিত হয়েও যে তাঁকে বধ করতে পারবে আমার তা মনে হয় না। তাঁকে বধ করবার একটি মাত্র উপায় আছে। অপূর্ব সুন্দরী সীতা নামে রামের এক স্ত্রী আছেন। এমন সুন্দরী মানবী দূরে থাক, দেবী, গন্ধর্বী, অপ্সরা বা নাগিনীর মধ্যেও নেই। তিনি সেই সীতাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। (সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব হি ভবিষ্যতি) আপনি কৌশলে সেই ভার্য্যাকে অপহরণ করুন।

রাবণ তখন চিন্তা করে বললেন, আমি আগামী কালই প্রসন্ন চিত্তে বিদেহরাজ দুহিতা সীতাকে এই মহানগরীতে আনবো। (আনেষ্যামি চ বৈদেহীমিমাং হৃষ্টো মহাপুরীম্)।

অকম্পনের কাছে ঐরূপ দম্ভ প্রকাশ করে রাবণ বেগবান সূর্যের দীপ্তির ন্যায় রথে করে তাড়কানন্দন মারীচের আশ্রমে গমন করলেন। মনুষ্যগণ যা লাভ করতে পারে না, সেইরূপ ভোগ্য ভোজ্য দ্রব্যের দ্বারা তাঁর অভ্যর্থনা করা হল। মারীচ রাবণকে আসন ও জল প্রদান করে অভ্যর্থনা করে অর্থ যুক্ত এই বাক্য জিজ্ঞেস করলো—হে রাক্ষশধিপতি! রাজ্যের সকলের কুশল তো? এখানে আপনার হঠাৎ আগমনের কারণ বুঝতে পারছি না। আপনার আগমনে আমার মনে আশঙ্কার উদ্রেক হচ্ছে।

রাবণ উত্তরে বললেন—

আরক্ষো মে হতস্তাত্তে রামেণাক্লিষ্টকারিণা।
জনস্থানমবধ্যং তৎ সর্বং যুধি নিপাতিতম্॥
তস্য মে কুরু সাচিব্যং তস্য ভার্য্যাপহরণে।

(অরণ্য) ৩১।৪০-৪১

—অক্লিষ্টকর্মা রাম আমার সীমারক্ষক খর ও দূষণকে বধ করেছে, জনস্থানে সেই সমস্ত অবধ্য যুদ্ধে তাদের নিপাতিত করেছে। আমি তার ভার্য্যাকে হরণ করতে চাই, তুমি আমাকে এই কাজে সহায়তা কর।

রাবণের কথা শুনে মারীচ তাঁকে বলল—

আখ্যাতা কেন বা সীতা মিত্ররূপেণ শত্রুণা।

— — — —

সীতমিহানয়স্বেতি কো ব্রবীতি ব্রবীহি মে।
রক্ষোলোকস্য সর্বস্য কঃ শৃঙ্গং ছেত্তুমিচ্ছতি॥
প্রোৎসাহয়তি যশ্চ ত্বাং স চ শত্রুরসংশয়ম্।
আশীবিষমুখাদ্ দংষ্ট্রামুর্দ্ধর্তুং চেচ্ছতি ত্বয়া॥

(অরণ্য) ৩১।৪২-৪৪

—মিত্ররূপধারী কোন শত্রু আপনার নিকট সীতার কথা বলেছে ? সীতাকে এখানে আনবার কথা কে আপনাকে বলেছে ? কে সমস্ত রাক্ষসলোকের শৃঙ্গ ছেদনে অভিলাষী হয়েছে ? যে আপনাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছে, সে আপনার শত্রু, এতে সংশয় নেই। কারণ সে আপনাকে তীব্র বিষধর সর্পের মুখ হতে দন্ত উৎপাটন করার ন্যায় ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত করতে ইচ্ছা করছে।

কে আপনাকে এই কর্মে লিপ্ত করে কুপথে প্রবর্ত্তিত করছে ? হে রাজন, সুখ শয্যায় শায়িত আপনার মস্তকে কে প্রহার করেছে ? (সুখ সুপ্তস্য তে রাজন্ প্রহৃতং কেন মূর্ধনি।)

বিশুদ্ধবংশাভিজনোঽগ্রহস্ত
স্তেজোমদঃ সংস্থিতদোর্বিষাণঃ।
উদীক্ষিতুং রাবণ নেহ যুক্তঃ
স সংযুগে রাঘব-গন্ধহস্তী ॥ (অরণ্য) ৩১।৪৬

—হে রাবণ, যাঁর বিশুদ্ধ বংশে জন্ম এবং সেই বিশুদ্ধ বংশের যিনি রাক্ষসরূপী গজরাজের শুণ্ডের ন্যায় যাঁর প্রভাব মদ, অনুকূল স্থানে অবস্থিত বাহু যুগল যাঁর দন্ত, সেই রঘুকুলজাত রামরূপী গন্ধ-হস্তীকে যুদ্ধে দেখাও আপনার উচিত নয়।

অসৌ রণান্তঃস্থিতিসন্ধিবালো
বিদগ্ধরক্ষোমৃগহা নৃসিংহঃ।
সুপ্তস্ত্বয়া বোধয়িতুং ন শক্যঃ
শরাঙ্গপূর্ণো নিশিতাসিদংষ্ট্রঃ ॥ (অরণ্য) ৩১।৪৭

—মানবদেহী সিংহতুল্য, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান ও সন্ধান বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, রণে চতুর রাক্ষসরূপ মৃগদের যিনি বিনাশ করেছেন, যাঁর অঙ্গ শরপূর্ণ, তীক্ষ্ণধার অসি যাঁর দন্ত স্বরূপ, সেই নিদ্রিত নর সিংহকে (প্রবোধিত) উত্তেজিত করা আপনার উচিত নয়।

রাম পাতালতল ব্যাপী সাগর তুল্য, সাগরের কুম্ভীরের ন্যায় তাঁর

ধনু তাঁর বাহুতে মহাবল, সমুদ্রের তরঙ্গমালার তুল্য তাঁর বাণ। সুতরাং এই বাড়বানলের মুখে পতিত হওয়া আপনার উচিত নয়।

রামের প্রবল পরাক্রম সম্বন্ধে মারীচের এই উক্তি মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। কারণ তাড়কাবধের পর রামের সম্মুখে মারীচ উপস্থিত হলে, রামের পরাক্রম মারীচ উপলব্ধি করেছিল। Bulwer বলেছেন One vice worn out makes us wiser than fifty tutors. এই উক্তিটির সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে মারীচের শুভবুদ্ধির উদ্রেকে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা হতে।

মারীচ বললে, আপনি প্রসন্ন হয়ে লঙ্কায় ফিরে যান। এবং নিজের স্ত্রী নিয়ে সুখে বাস করুন। রামও তাঁর পত্নীর সঙ্গে বনে সুখে থাকুন।

মারীচের যুক্তি শুনে রাবণ লঙ্কাপুরীতে ফিরে গেলেন।

অতঃপর খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে রাম একা যুদ্ধে নিহত করায় ভয় বিহ্বলা শূর্পণখা ক্রুদ্ধ হয়ে লঙ্কাপুরীতে এসে রাজসভায় মহাবীর রাবণকে বললে, লক্ষ্মণ নাক ও কান কেটে আমাকে কুরূপা করেছে। সে রাবণকে উদ্দেশ্য করে আরও বললে, তুমি স্বেচ্ছাচারী নিরঙ্কুশ হয়ে কাম ভোগে মত্ত রয়েছ। সেইজন্য তোমার জন্য মহাভয় উপস্থিত হয়েছে। যা তোমার অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাও তুমি জানতে পারছ না।

সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্।
লুব্ধং ন বহু মন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ॥
স্বয়ং কার্যাণি যঃ কালে নানুতিষ্ঠতি পার্থিবঃ।
স তু বৈ সহ রাজ্যেন তৈশ্চ কার্যৈর্বিনশ্যতি॥
অযুক্তং চারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্।
বর্জয়ন্তি নরা দূরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ॥ (অরণ্য) ৩৩।৩-৫

—যে রাজা ইতর সুখ ভোগে আসক্ত স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ হয়, প্রজারা তাকে শ্মশান অগ্নির ন্যায় বিশেষ সমাদর করে না। যে

রাজা স্বয়ং সময় মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই সমস্ত কার্য্যের সঙ্গে বিনষ্ট হন। যিনি গর্হিত কাজে নিযুক্ত, যাঁর দর্শন অতি দুর্লভ এবং যিনি চর নিয়োগে অপটু, হস্তী যেমন পঙ্কিল নদী পরিত্যাগ করে, সেইরূপ প্রজারা দূর হতেই সেই নরপতিকে পরিহার করে।

যে নৃপতি নিজের অবশীভূত রাজ্য উপায় দ্বারা আয়ত্ব করতে চেষ্টা করেন না, সাগর মধ্যবর্ত্তী পর্বতের ন্যায় তার বৃদ্ধি ঘটে না। তুমি উত্তম রূপে চর নিয়োগ কর না এবং তোমার চিত্তও চঞ্চল। অতএব তুমি দেব দানব ও গন্ধর্বগণকে প্রতিকূল করে কিরূপে রাজা থাকবে? রাক্ষস, তুমি নির্বোধ ও তোমার স্বভাব বালক সুলভ। জ্ঞাতব্য বিষয় কি তাও জান না, সুতরাং তুমি কি প্রকারে রাজা হবে? (জ্ঞাতব্যং তন্ন জানীষে কথং রাজা ভবিষ্যসি।) যে সব মহীপতির গুপ্তচর, ধনাগার ও রাষ্ট্রনীতি নিজের আয়ত্ত্বে থাকে না, সে সব মহীপতি সাধারণ মনুষ্যের তুল্য। নরপতিরা সব বিষয় গুপ্তচরের চোখে দেখে থাকেন। তাই তাঁরা দূরদর্শী বলে অভিহিত হন। আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভাল রূপে চর নিযুক্ত করনি এবং তোমার মন্ত্রীরাও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। কারণ জনস্থানে যে তোমার আত্মীয়রা নিহত হয়েছে, সে খবর তুমি জানতে পারনি।

রাম একাকীই খর, দূষণ ও চতুর্দশ সহস্র পরাক্রান্ত রাক্ষসকে নিহত করেছেন। রাম ঋষিদের অভয় দিয়েছেন। তুমি—জনস্থানে অত্যাচার করেছ—এবং তিনি বিঘ্ন সঙ্কুল দণ্ডকারণ্যে শান্তি স্থাপন করেছেন।

ত্বং তু লুব্ধঃ প্রমত্তশ্চ পরাধীনশ্চ রাক্ষস।
বিষয়ে স্বে সমুৎপন্নং যস্ত্বং নাববুধ্যসে॥ (অরণ্য) ৩৩।১৪

—হে রাক্ষসরাজ, তুমি লুব্ধ প্রমত্ত ও পরাধীন। এজন্য তোমার রাজ্য মধ্যে যে সব ভয়ের ব্যাপার ঘটেছে, তা অবগত হতে পারছো না।

তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্বিতং শঠম্।
ব্যসনে সর্বভূতানি নাভিধাবন্তি পার্থিবম্॥ (অরণ্য) ৩৩।১৫

—অল্পপ্রদাতা, তীব্র প্রকৃতি, প্রমত্ত গর্বিত ও শঠ নরপতি বিপদগ্রস্ত হলে প্রজামণ্ডলী তাকে রক্ষা করে না।

অতিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্॥ (অরণ্য) ৩৩।১৬

—যে অত্যন্ত অভিমানী ও ক্রোধপরায়ণ, যে মনে মনে নিজেকে অভিজ্ঞ মনে করে এবং অভিজ্ঞতার কথা যে অগ্রাহ্য করে, সেই রাজার বা কোন মনুষ্যের বিপৎকাল উপস্থিত হলে তার আত্মীয়ও তাকে বিনাশ করে।

নানুতিষ্ঠতি কার্য্যাণি ভয়েষু ন বিভেতি চ।
ক্ষিপ্রং রাজ্যাচ্চ্যুতো দীনস্তৃণেস্তুল্যো ভবেদিহ॥ (অরণ্য) ৩৩ ১৭

—যে রাজা স্বয়ং কার্য্য নির্বাহ করেন না এবং ভয় উপস্থিত হলেও ভীত হন না, তিনি শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত ও দীন হয়ে লোকসমাজে তৃণতুল্য নগণ্য হয়ে যান।

শুষ্ককাষ্ঠৈর্ভবেৎ কার্য্যং লোষ্টৈরপি চ পাংসুভিঃ।
ন তু স্থানাৎ পরিভ্রষ্টৈঃ কার্য্যং স্যাদ্ বসুধাধিপৈঃ॥ (অরণ্য) ৩১।১৮

—শুষ্ক কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও ধূলি দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু স্থান ভ্রষ্ট ভূপতি দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

রাজ্যভ্রষ্ট রাজা শক্তিসম্পন্ন হলেও, পরিত্যক্ত বস্ত্র ও বিমর্দিত মালার ন্যায় নিরর্থক হয়। যে রাজা সর্বদা সাবধান, রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান নিরত, সেই রাজা রাজ্যে বহুকাল স্থিতিশীল হন; স্থূল নয়নে প্রসুপ্ত হয়ে যিনি নীতি রূপ নয়নে সর্বদা জাগ্রত থাকেন এবং যাঁর ক্রোধ ও অনুগ্রহ কার্য্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, সেই মহীপতিকে সকলেই পূজা করে।

রাবণ, তুমি দুর্বুদ্ধি, তুমি পূর্বোক্ত গুণবর্জিত। কারণ তুমি চর দ্বারা রাক্ষসদের বধ বৃত্তান্ত জানতে পারনি। তুমি অন্যের অবমাননা-

কারী, বিষয়াসক্ত, দেশ ও কালের ভাগ যথার্থরূপে জান না এবং দোষ গুণ নির্ণয়ে চিত্ত সমাহিত করতে অসমর্থ। অতএব তুমি শীঘ্রই বিপন্ন ও রাজ্য ভ্রষ্ট হবে।

যে ভাব ও ভাষা দিয়ে শূর্পণখা রাবণকে তিরস্কার করল সে ভাব ও ভাষাতে তার প্রখর রাজনীতি জ্ঞানের এক স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। অনার্য্য রাক্ষসীর মুখে এই ধরণের নীতি বাক্য শুনে মনে হয় এই রাক্ষসকুলেও শিক্ষার প্রচলন ছিল। নতুবা এমন জ্ঞান গর্ভ নীতি বাক্য একটি রাক্ষসীর মুখে কবি কখনই দিতেন না। তাই ভগ্নীর এই শাস্ত্র সমন্বিত নীতি বাক্য রাবণের মত দুর্ধর্ষ বীর রাক্ষসের বিবেককে নাড়া দিল।

অতঃপর মন্ত্রীদের মধ্যে উপবিষ্ট রাবণ শূর্পণখাকে ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রাম কে? তার বীরত্ব কিরূপ? পরাক্রম এবং রূপই বা কি প্রকার? অত্যন্ত দুর্গম দণ্ডকারণ্যে কি জন্য সে প্রবেশ করেছে? রামের অস্ত্রই বা কি—যার দ্বারা যুদ্ধে খর দূষণ প্রকৃতির রাক্ষসদের সে নিহত করেছে? কে তোমাকে কুরূপা করেছে—তা বল? রাবণ এইভাবে জিজ্ঞেস করলে শূর্পণখা ক্রোধে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

রামের দেহ সৌষ্ঠবের ও অমিত বিক্রমের বর্ণনা করে শূর্পণখা বললে কন্দর্পের মত তার রূপ, পরিধানে বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, দীর্ঘ বাহু এবং নয়ন বিশাল। ইন্দ্রের ধনুর ন্যায় স্বর্ণ বলয় যুক্ত ধনু আকর্ষণ করে তীব্র বিষধর সাপের মত ভয়ঙ্কর নারাচ নিক্ষেপ করেন। আমি তাঁকে যুদ্ধে শরবর্ষণ করে রাক্ষসদের নিহত করতে দেখিনি। যেমন ইন্দ্র শিলা বর্ষণ করে উত্তম শস্য বিনষ্ট করে তেমনি সে পদাতি হয়েও একাকীই দেড় মুহূর্তে খর, দূষণ ও ভীম পরাক্রমে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে তীক্ষ্ম বাণের দ্বারা নিহত করেছে। (অর্ধাধিক মুহূর্তেন খরশ্চ সহদূষণঃ)।

সে ঋষিদের অভয় দিয়েছে এবং দণ্ডকারণ্যে শান্তি স্থাপন

করেছে। সেই রাম স্ত্রী বধ মহাপাপ এই আশঙ্কা করে কেবল আমাকেই কুরূপা করে পরিত্যাগ করেছে। (স্ত্রীবধং শঙ্কমানেন রামেণ বিদিতাত্মনা)।

লক্ষ্মণের পরিচয় দিতে গিয়ে শূর্পণখা বললে, তার অনুরক্ত, ভক্ত ও বীর লক্ষ্মণ নামে এক ভ্রাতা আছে। গুণে ও বিক্রমে সে রামের তুল্য। সে যেন তার দক্ষিণ বাহু কিংবা বাইরের প্রাণ। (রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ)। সে বুদ্ধিমান, দুর্জয়, মহাবিক্রমশালী, অমর্ষ স্বভাব, ও মহাতেজস্বী এবং শত্রু বিনাশকারী।

সেই রামের সীতা নামে এক ধর্মপত্নী আছে, তার নয়ন যুগল সুদীর্ঘ, মুখ মণ্ডল চন্দ্রতুল্য। সেই সীতা সর্বদা স্বামীর প্রিয় ও হিতসাধনে ব্যগ্র। অতঃপর শূর্পণখা বিশদভাবে সীতার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করে বলে, সীতা যেন দণ্ডকারণ্যে দেবতার ন্যায় দ্বিতীয় লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করছে। পূর্বে মানবলোকে এমন সুন্দরী নারী দেখিনি। এখন সীতা যার স্ত্রী, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী, এমন কি মহেন্দ্রের থেকেও বেশী সুখী!

নারীর প্রতি রাবণের আসক্তির কথা স্মরণ করে চতুরা শূর্পণখা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সীতার রূপ বর্ণনার দ্বারা রাবণকে প্রমত্ত করার জন্য বললে, পৃথিবীতে সে সুশীলা, প্রতিমার মত রূপসী ও দেহ সৌষ্ঠবে প্রশংসার যোগ্যা সেই সীতা আপনারই ভার্য্যা হবার যোগ্যা। আপনিই তার শ্রেষ্ঠ স্বামী। রাবণের মধ্যে কন্দর্পের স্পর্শ বিধানের জন্য শূর্পণখা সীতার যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এক মনোহর বর্ণনা দিয়ে বললে, আমি তাকে আপনার ভার্য্যা রূপে আনতে গেলে ক্রূর লক্ষ্মণ আমাকে কুরূপা করেছে। (বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণেন মহাভুজ)।

স্বীয় কার্য সিদ্ধির জন্য এ ক্ষেত্রে শূর্পণখা মিথ্যা ভাষণেও কুণ্ঠাবোধ করলে না।

এখন যদি আপনি চন্দ্রমুখী সেই বিদেহ রাজনন্দিনী সীতাকে

দর্শন করেন তবে নিশ্চয় আপনি কামবাণে বিদ্ধ হবেন। (মন্মথস্য শরাণাঞ্চ ত্বং বিধেয়ো ভবিষ্যসি)। যদি তাকে ভার্য্যা রূপে পেতে চান তবে শীঘ্র রামকে জয় করবার জন্য অগ্রসর হোন। যদি আপনি আমার কথা শোনেন তবে শীঘ্র আমার কথানুযায়ী কাজ করুন। আপনি সীতাকে ভার্য্যা রূপে গ্রহণ করুন। খর দূষণাদির মৃত্যু সংবাদ জেনে আপনি যা কর্ত্তব্য তা করুন।

অতঃপর রাবণ শূর্পণখার এই মনোরম কথা শুনে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ত্তব্য স্থির করে মনে মনে সীতা হরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর তিনি দর্শনীয় পরিচ্ছদ পরে ইচ্ছানুগামী সুন্দর দ্রুত রথে করে সমুদ্রতীরের শোভা অবলোকন করতে করতে সমুদ্রের পরপারে জটা জুটধারী নিয়তাহারী, কৃষ্ণ মৃগের চর্ম পরিহিত মারীচ রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। রাবণ সেখানে উপস্থিত হলে মারীচ তাঁকে ভোজ্য ও জল দিয়ে অভ্যর্থনা করে তাঁর ও রাজধানী লঙ্কার কুশল জানতে চাইল। তাঁর পুনরাগমনের হেতুও জানতে চাইল।

তখন তীক্ষ্ণধী রাবণ তার কাছে শূর্পণখা বর্ণিত রামের অপরাধে অর্থাৎ খর দূষণাদি চোদ্দ হাজার বীর রাক্ষস বধের বৃত্তান্ত জানিয়ে বললেন, রামের ক্রুদ্ধ পিতা তাকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নির্বাসিত করেছেন। তার জীবন ক্ষীণ হতে চলেছে। দুঃশীল, কর্কষাভাষী, তীক্ষ্ণ স্বভাব, মূর্খ, লুব্ধ, অজিতেন্দ্রিয়, ধর্মত্যাগী, অধর্মাত্মা, ক্ষীণজীবী ও ক্ষত্রিয়াধম রাম সমস্ত রাক্ষস সৈন্য বিনাশ করেছে। রাম শত্রুতার কারণ না থাকা সত্ত্বেও জোর করে রাক্ষস সৈন্য বিনাশ করেছে এবং আমার ভগ্নী শূর্পণখার নাক কান কেটে তাকে কুরূপা করেছে বলে, দেবকন্যার ন্যায় তার ভার্য্যা সীতাকে আমি বলপূর্বক হরণ করব। তুমি আমার এই কাজের সহায় হও। তুমি আমার সহায় হলে এবং আমার ভ্রাতারা আমার সহায় থাকলে আমি দেবগণকেও গ্রাহ্য করি না। (ভ্রাতৃভিশ্চ সুরান্ সর্বান্নাহমত্রাভিচিন্তয়ে)। তুমি আমাকে সাহায্য করতে সমর্থ। তুমি মহামায়ার মায়ায় নিপুণ। যুদ্ধে বীরত্বে তোমার

তুল্য কেউ নেই। এই প্রয়োজনেই আমি তোমার নিকট এসেছি, আমার সাহায্যার্থে তোমাকে যা করতে হবে, তা আমি বলছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়েছে—

রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি॥ (আঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণ বলেছেন—তুমি রজতবিন্দু দ্বারা চিত্রিত স্বর্ণ মৃগ রূপে সেই রামের আশ্রমে গমন করে সীতার সম্মুখে বিচরণ কর। সীতা মৃগ রূপী তোমাকে দেখে তোমাকে ধরে দিতে রাম লক্ষ্মণকে বলবে, এতে কোন সংশয় নেই। তারপর তারা তোমাকে ধরবার জন্য দূরে চলে গেলে আমি আশ্রমে গিয়ে যেমন রাহু চন্দ্র প্রভা হরণ করে, তেমনি অবাধে সীতাকে হরণ করবো। (নিরাবাধো হরিষ্যামি রাহুশ্চন্দ্রপ্রভামিব)।

তারপর রাম যখন স্ত্রী শোকে কাতর হয়ে পড়বে, তখন আমি নির্ভয়ে তাকে আক্রমণ করব।

রাবণের কথা শুনে মারীচের মুখ শুকিয়ে গেল এবং সে অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রত্যুত্তরে বললে—

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ (অরণ্য) ৩৭।২

—হে রাজন্ প্রিয়ভাষী ব্যক্তি সর্বদাই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।

মারীচ রাবণ চরিত্রের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে বললে, আপনি চঞ্চল স্বভাব ও উপযুক্ত চর নিযুক্ত করেন না। সুতরাং রাম যে মহাবীর ও গুণসম্পন্ন এবং মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায় তা বুঝতে পারছেন না। সমস্ত রাক্ষসদের মঙ্গল হোক এবং রাম ক্রুদ্ধ হয়ে জগৎকে রাক্ষসহীন করবেন না। এইরূপে মারীচ রাক্ষসকুলের মঙ্গল কামনা করে।

অপি তে জীবিতান্তায় নোৎপন্না জনকাত্মজা।
অপি সীতা নিমিত্তঞ্চ ন ভবেদ্ ব্যসনং মহৎ॥ (অরণ্য) ৩৭।৫

—আপনার জীবন নাশের জন্য সীতার উৎপন্ন হয়নি তো? এমন কিছু না হোক, যাতে সীতার জন্য আপনার মহা বিপদ ঘটে।

অপি ত্বামীশ্বরং প্রাপ্য কামবৃত্তং নিরঙ্কুশম্।
ন বিনশ্যেৎ পুরী লঙ্কা ত্বয়া সহ সরাক্ষসা॥ (অরণ্য) ৩৭।৬

—আপনি যেমন কামাতুর এবং আপনার প্রকৃতি যেমন উচ্ছৃঙ্খল আপনাকে রাজা রূপে লাভ করে লঙ্কাপুরী রাক্ষসকুল সমেত যেন বিনষ্ট না হয়।

আপনার ন্যায় দুঃশীল, দুর্বুদ্ধি, স্বেচ্ছাচারী ও পাপীদের সঙ্গে মন্ত্রণাকারী রাজা আত্মীয়বর্গ ও রাজ্যের সঙ্গে নিজেকে ধ্বংস করে।

রাম সমস্ত প্রাণীর হিত সাধন করে। কারো প্রতি তীক্ষ্ণ স্বভাব নহেন, লোভী নন, ধর্মহীন, মর্য্যাদাশূন্য ও অধম ক্ষত্রিয় নন। তাঁর পিতা তাঁকে নির্বাসন দেননি। বরং জননী কৈকেয়ী পিতা দশরথকে বঞ্চনা করছে দেখে তিনি স্বয়ং বনে এসেছেন। মাতা কৈকেয়ী ও পিতা দশরথের প্রিয় কাজ করবার জন্যই রাম দণ্ডকারণ্যে এসেছেন। তিনি (রাম) কর্কশ স্বভাব বা অবিদ্বান, অজিতেন্দ্রিয় নন। এবং মিথ্যাচার বলেও কখন শোনা যায়নি। তাঁর সম্বন্ধে এরূপ বলা আপনার উচিত নয়। তিনি ধর্মের বিগ্রহ, সাধু স্বভাব, সত্য পরাক্রম, ইন্দ্র যেমন দেবগণের রাজা, সেইরূপ তিনিও সমগ্র জগতের রাজা। (রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ)। যেমন সূর্য্য হতে সূর্য্য প্রভাবকে পৃথক করা যায় না, সেইরূপ রাম রক্ষিতা সীতাকে কেউই হরণ করতে পারবে না। সুতরাং আপনি বলপূর্বক সীতাকে কেন হরণ করবার ইচ্ছা করছেন?

শরার্চিষমনাধৃষ্যং চাপখড়্গেন্ধনং রণে।
রামাগ্নিং সহসা দীপ্তং ন প্রবেষ্টুং ত্বমর্হসি॥ (অরণ্য) ৩৭।১৫

—রাম প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, তাঁর বাণ সেই অগ্নির শিখা, ধনু ও খড়্গ ইন্ধন, সেই রাম-রূপ অগ্নিতে প্রবেশ করা আপনার উচিত নয়।

আপনি রাজ্য, সুখ ও প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করে রাম রূপ যমের নিকট গমন করবেন না। জনক দুহিতা সীতা যাঁর পত্নী, তাঁর তেজ অজেয়। রামের ধনু আশ্রয় করে সীতা বনে বাস করছেন। অতএব আপনার এমন কোন শক্তি নেই যে আপনি সীতাকে হরণ করতে পারেন।

হে রাক্ষসরাজ, নিষ্ফল চেষ্টা করে আপনার কি লাভ? রাম যদি আপনাকে যুদ্ধে দেখতে পায়, তবে আপনার জীবন বিনষ্ট হবে। যদি চিরকাল বিষয় রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আপনি রামের অপ্রিয় কাজ করবেন না।

আপনি বিভীষণ প্রভৃতি ধার্মিক অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ত্তব্য স্থির করুন। আপনার ও রামের শক্তি এবং দোষগুণ বিচার করে উভয়ের পরাক্রম বুঝে যা কর্ত্তব্য মনে করেন তা করুন। আমি মনে করি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার পক্ষে মঙ্গল জনক হবে না। আমি আপনাকে যথোচিত যুক্তিযুক্ত বাক্য বলছি।

অতঃপর মারীচ তার পুর্ব অভিজ্ঞতা চারণ করে বললে, এক সময় আমি সহস্র হস্তীর বলের ন্যায় শরীর নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করছিলাম। আমি দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করবার সময় ঋষিদের মাংস ভক্ষণ করতাম। অতঃপর বিশ্বামিত্র মুনি স্বয়ং দশরথের নিকট হতে রাক্ষসদের ধ্বংস করবার জন্য বালক রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে আসলেন। তখন আমি আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করলাম। রাম আমাকে দেখতে পেয়ে ধনুতে জ্যা যোজন করলেন। কিন্তু আমি রামকে বালক মনে করে অবজ্ঞা করে ক্ষিপ্র গতিতে বিশ্বামিত্রের সেই যজ্ঞ বেদির অভিমুখে ধাবিত হলাম। তারপর রাম শত্রু বিনাশন এক শাণিত বাণ নিক্ষেপ করলেন। আমি তাঁর বাণে শত যোজন দূরে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম।

তখন বীর রাম ইচ্ছা করেই আমাকে বধ না করে রক্ষা করেছিলেন। সমুদ্রের গভীর জলে আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পতিত

হলাম। বহুক্ষণ পর জ্ঞান লাভ করে লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাগমন করলাম।

সেই সময় রাম বালক ছিলেন এবং অস্ত্র চালনে তাঁর নৈপুণ্য ছিল না। তিনি আমার সাহায্যকারীকে নিহত করে আমাকে জীবিত রেখেছেন। তাই আমি আপনাকে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করছি। তবু যদি আপনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবে শীঘ্রই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে ধ্বংস হবেন। কেন অকারণে রাক্ষসদের দুঃখ ডেকে আনছেন। হর্ম্য ও প্রাসাদে পূর্ণ এবং নানা রত্ন ভূষিত এই লঙ্কা নগরীকে সীতার জন্য ধ্বংস দেখতে পাবেন।

অকুর্বন্তোঽপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগহ্রদে যথা ॥ (অরণ্য) ৩৮।২৬

—যাঁরা অত্যন্ত পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন, এবং কিছুমাত্র পাপ করেন না, তাঁরাও পাপীর আশ্রয়ে থেকে নাগপূর্ণ হ্রদের মধ্যে বাসকারী মৎস্যদের ন্যায় পরপাপে বিনষ্ট হন।

বলপূর্বক পরস্ত্রীর নিকট গমন অপেক্ষা মহাপাতক আর নেই। আপনার গৃহে সহস্র যুবতী আছে। আপনি নিজের ভার্য্যাদের প্রতিই আসক্ত হোন নিজের বংশ ও রাক্ষসকুল রক্ষা করুন এবং নিজের মান বৃদ্ধি করুন। নিজের জীবন দিয়ে ভার্য্যাদের ও মিত্রবর্গকে রক্ষা করুন। যদি বহুকাল ধরে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র সুন্দরী স্ত্রী আছে এবং মিত্রবর্গ আছে, তাদের ভোগ করুন, তথাপি রামের অপ্রিয় কাজ করবেন না।

এইভাবে মারীচ রাবণকে সীতা হরণের দুরভিসন্ধি হতে বিরত থাকতে বলে পুনরায় তার পূর্ব অভিজ্ঞতার একটি ঘটনা বিবৃত করে বললে, পূর্বে রামের হাত হতে মুক্ত হয়েছি। বর্ত্তমান কালেও যা ঘটেছে তা শুনুন। রামের নিকট নিগৃহীত হয়েও আমি অনুতপ্ত না হয়ে মৃগরূপী দুই রাক্ষসের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলাম। মাংস-

ভোজী আমি মহামৃগের রূপ ধরে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতে লাগলাম। আমি তপস্বীদের হত্যা করে তাঁদের রক্তপান ও মাংস ভক্ষণ করতে লাগলাম। বনবাসীদের ভীতির কারণ হলাম। অবশেষে আমি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের নিকটবর্তী হলাম। আমি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী মৃগের আকৃতি ধারণ করে পূর্ব শত্রুভাব ও প্রহার স্মরণ করে নিবুর্দ্ধিতাবশতঃ বনবাসী রামকে বধ করবার অভিপ্রায়ে তাঁর অভিমুখে ধাবিত হলাম। (জিঘাংসুরকৃতপ্রজ্ঞস্তং প্রহার-মনুস্মরন্)। তিনি বাণ নিক্ষেপ করলেন। ধূর্ত্ত আমি পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বাণ আসতে দেখে পালিয়ে রক্ষা পেলাম। কিন্তু আমার সহযাত্রী সেই রাক্ষসদ্বয় নিহত হল।

কোন প্রকারে রামের বাণ হতে মুক্ত হয়ে জীবন লাভ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই স্থানে এসে যোগাভ্যাসে সমাহিত চিত্ত হয়ে তপস্যা করছি। সেই হতে আমি পাশধারী যমের মত চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিহিত ধনুর্ধারী সেই রামকে প্রতি বৃক্ষেই দেখতে পাই। এই সমগ্র অরণ্যই আমার নিকট রামময় বলে মনে হয়। রাম বিহীন স্থানেও সর্বত্র রামকে দেখতে পাই। স্বপ্নেও তাঁকে দেখতে পাই। আমি রামের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত আছি। অতএব তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার উচিত নয়। রাম ইচ্ছা করলে বলি বা নমুচিকেও বধ করতে পারেন। (বলিং বা নমুচিং বাপি হন্যাদ্ধি রঘুনন্দন।)

আপনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করুন বা না করুন, যদি আমাকে দেখতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার কাছে রামের কথা বলবেন না।

বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তা ধর্মমনুষ্ঠিতাঃ।
পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥

(অরণ্য) ৩৯.২১

—ইহলোকে ধার্মিক যোগী অনেক সাধু পরের অপরাধে বান্ধবদের সঙ্গে ধ্বংস হয়েছেন, সেইরূপ আমারও অন্যের অপরাধে বিনষ্ট হবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে।

আপনার যা খুশী করুন। কিন্তু আমি আপনার অনুগামী হব না। রাম নিশ্চয়ই রাক্ষসকুল ধ্বংস করবে—এইরূপ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যদিও জনস্থানবাসী দুরাচার খর শূর্পণখার জন্য রামের হাতে নিহত হয়েছে। সে বিষয়ে রামের দোষ কি? তা আপনি বলুন? আমি আপনার বন্ধু সেই জন্যই আমি আপনার মঙ্গলার্থে এই কথা বললাম যদি আপনি আমার কথা না শোনেন, তাহলে যুদ্ধে সবান্ধব রামের হাতে নিহত হবেন।

রামের শৌর্য্য বীর্য্যের দোহাই দিয়ে তার চরিত্র বলের কথা জানিয়ে তার ধর্ম নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করে এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে মারীচ রাবণকে রামের অপ্রিয় কাজ করতে বারণ করে। কিন্তু মৃত্যুকামী পুরুষ যেমন ঔষধ গ্রহণ করে না, (উক্তো ন প্রতিজগাহ মর্ত্তুকাম ইবৌষধম্।) তেমনি কাল প্রেরিত রাবণ মারীচের হিতকর, যুক্তিযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। বরং তাকে যুক্তি বিরুদ্ধ কর্কশ বাক্যে বললেন, মারীচ, তুমি অধম বংশে জন্মেছ বলেই আমাকে যুক্তি বিরুদ্ধ এইরূপ বাক্য বললে। তোমার বাক্য ঊষর ভূমিতে বপন করা বীজের ন্যায় নিষ্ফল। (বাক্যং নিষ্ফলমত্যর্থং বীজমুপ্তমিবোষরে)। কারণ তোমার বাক্যে পাপকারী বিশেষতঃ মূর্খ মানুষ রামের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বিচলিত হবার পাত্র আমি নই। যে ব্যক্তি সামান্য নারীর (কৈকেয়ী) কথায় পিতা মাতা রাজ্য ও বন্ধুবর্গ ত্যাগ করে বনে এসেছে, যুদ্ধে সেই রামের প্রাণোপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে আমি তোমার সম্মুখে অপহরণ করব। আমি যা স্থির করেছি তার থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ বা অসুরগণ কেউই তার বিচ্যুতি ঘটাতে সক্ষম হবে না। যদি আমি এ বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাইতাম, তবেই তোমার এরূপ বলা উচিত হত।

যে বিজ্ঞমন্ত্রী নিজের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, নৃপতি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তিনি রাজনীতি সম্মত হিতকর কথা বলবেন, যদি মন্ত্রীর হিতকর বাক্যও অপমান জনক ভাবে বলে, তাহলে সম্মানাকাঙ্ক্ষী

রাজা সেই অপমান জনক বাক্যের প্রতি অভিনন্দন জানান না। নৃপতিরা সর্বদা মাননীয় ও পুজনীয়। তুমি দুরাত্মা অত্যন্ত মোহগ্রস্ত ও ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সেইজন্য তোমার গৃহে আমাকে অভ্যাগত জেনেও ঐরূপ কঠোর বাক্য বলছ। আমি তোমাকে কেবল বলছি তুমি এই কাজে আমাকে সাহায্য কর। তোমাকে কি করতে হবে বলছি, তা শ্রবণ কর।

তুমি রজতবিন্দু চিত্রিত স্বর্ণ মৃগ হয়ে সেই রামের আশ্রমে গিয়ে সীতার সম্মুখে বিচরণ করবে, এবং তাকে প্রলুব্ধ করে যেখানে ইচ্ছা গমন করবে। মায়া বলে স্বর্ণমৃগ তোমাকে দেখলে সীতা বিস্মিত হয়ে তৎক্ষণাৎ রামকে এই মৃগকে এনে দাও—বায়না ধরবে। তারপর রাম আশ্রম হতে বের হলে, তুমি বহুদূরে গিয়ে অবিকল রামের স্বরে 'হা সীতা,' 'হা লক্ষ্মণ, বলে আর্তভাবে ডাকবে। তোমার ডাক শুনে সীতা লক্ষ্মণকে রামের নিকট পাঠিয়ে দেবে। লক্ষ্মণও ভ্রাতার সাহায্যার্থে তার অনুগমন করবে। এইভাবে রাম লক্ষ্মণ স্থানান্তরে গেলে, ইন্দ্র যেমন শচীকে হরণ করেছিল, আমিও সীতাকে তেমনি হরণ করব (আহরিষ্যামি বৈদেহীং সহস্রাক্ষঃ শচীমিব)।

তুমি এই কাজ সম্পন্ন করে যদৃচ্ছা গমন কর। তোমাকে আরও বলছি। তোমাকে আমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দেবো। তুমি আমার কাজ কর। আমি রথ নিয়ে দণ্ডকারণ্যে তোমার অনুগমন করছি। আমি এইভাবে রামকে ছলনা করে বিনা যুদ্ধে সীতাকে লাভ করে লঙ্কাপুরীতে যাব। তোমার ইচ্ছা না থাকলেও আমি বলপূর্বক তোমাকে দিয়ে এই কাজ করাবো। তাতেও যদি তুমি সম্মত না হও, তবে তোমাকে বধ করব।

রাজ্ঞো বিপ্রতিকূলস্থো ন জাতু সুখমেধতে ॥ (অরণ্য) ৪০.২৬

—কোন ব্যক্তিই রাজার প্রতিকূল আচরণ করে সুখলাভ করতে পারে না। রামের নিকট গমন করলে তোমার জীবন হয়ত সঙ্কটাপন্ন হবে। কিন্তু আমার সঙ্গে বিরোধ করলে এই মুহূর্তে

তোমার জীবন নাশ হবে। নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে কর্ত্তব্য স্থির কর।

রাবণের উক্তি হতে তিনি যে কতটা আত্মসম্মান সম্পন্ন ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। শত্রুকে ছলে বলে কৌশলে কিভাবে জয় করা যায় রাবণের মত বিচক্ষণ ধূর্ত্ত রাক্ষসরাজের তা অজ্ঞাত নয়। তাই মারীচের এত উপদেশ তাঁর কাছে ব্যর্থ হলো। এই প্রসঙ্গে Bolingbroke এর Cunning pays no regard to virtue, and is put the low mimic of wisdom এই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য।

মারীচ পুনরায় রাবণকে তাঁর সঙ্কল্পচ্যুত করবার জন্য প্রশ্ন করলে, কোন ব্যক্তি আপনার মৃত্যুর দ্বার স্বরূপ এই উপায় নির্দ্দেশ করেছে? আপনার দুর্বল শত্রুরা বলবানের সঙ্গে আপনার বিরোধ বাধিয়ে আপনার ধ্বংস করতে ইচ্ছা করছে; আপনি যদি বিপথগামী হন, মন্ত্রীরা যদি আপনাকে সুপথে আনতে চেষ্টা না করে, তবে তারা আপনার বধযোগ্য হবে। কিন্তু আপনি তাদের বধ করেন না। (বধ্যাঃ খুল ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ)।

রাজা স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিপথগামী হলে সাধু অমাত্যগণ সর্বোতভাবে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে থাকেন. আমিও আপনাকে নিষেধ করছি। কিন্তু আপনি নিবৃত্ত হচ্ছেন না।

ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ যশশ্চ জয়তাং বর।
স্বামিপ্রসাদাৎ সচিবাঃ প্রাপ্নুবন্তি নিশাচর।।
বিপর্য্যয়ে তু তৎসর্বং ব্যর্থং ভবতি রাবণ।
ব্যসনং স্বামিবৈগুণ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তীতরে জনাঃ।।

(অরণ্য) ৪১।৮—৯

— হে নিশাচর, অমাত্যগণ প্রভুর প্রসাদে ধর্ম, অর্থ, কাম ও যশলাভ করে থাকেন এবং প্রভু অপ্রসন্ন হলে তা হতে বঞ্চিত হন। রাজার বৈগুণ্যে প্রজারাও বিপদাপন্ন হয়ে থাকে।

রাজমূলো হি ধর্মশ্চ যশশ্চ জয়তাং বর।
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু রক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ ॥
(অরণ্য) ৪১।১০

—নরপতিগণই প্রজাদের ধর্ম ও যশ প্রাপ্তির মূল। অতএব সব অবস্থাতেই তাঁদের রক্ষা করা উচিত।

যে রাজা প্রজাবর্গের নিতান্ত প্রতিকূলচারী উদ্ধতস্বভাবের ও তীক্ষ্ণস্বভাব সেই রাজা রাজ্য রক্ষা করতে পারে না। যে মন্ত্রীরা কূট মন্ত্রনা দিয়ে থাকে, সেই রাজা শীঘ্রই ধ্বংস হয়। সংসারে অনেক উপযুক্ত সাধু চরিত্র মানুষ অপরের অপরাধে সবান্ধব ধ্বংস হয়েছেন।

রাবণ, আপনি দুর্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় ও সেই আপনি যাদের রাজা, সেই রাক্ষসরা অবশ্যই ধ্বংস হবে। কাকতালীয়ের মত আমি হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর বিপদ গ্রস্ত হয়েছি। এই আপনারই শোক করা উচিত নতুবা আপনি সসৈন্যে ধ্বংস হবেন।

রাম আমাকে হত্যা করে অনতিবিলম্বে আপনাকে বিনাশ করবেন। আমি যুদ্ধে শত্রুরূপী রামের হাতে নিহত হয়ে প্রাণত্যাগ করব। আপনিও সীতাকে হরণ করে সবান্ধবে ধ্বংস হবেন। যদি আপনি সীতাকে হরণ করেন তবে আপনি, আমি লঙ্কা ও রাক্ষসগণ কেউই থাকব না। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে আপনাকে বারণ করছি আপনি আমার কথা শুনুন।

মারীচের ন্যায় একটি সাধারণ রাক্ষসের মুখে এমন সুন্দর ধর্মতত্ত্ব শুনে মনে হয় লঙ্কার অনার্য্য রাক্ষসরা মূর্খ ছিল না। এ যেন কোন শিক্ষিত ধার্মিকের উক্তি।

মারীচের এত হিতোপদেশ রাবণের দুষ্ট বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। অতঃপর মারীচ রাবণকে কর্কশ বাক্য বলে রাবণের ভয়ে ভীত হয়ে রাবণকে পুনরায় সর্তক করে দিয়ে তাঁর অভিলষিত কাজ করবার জন্য যেতে উদ্যত হলো। তখন রাবণ তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি আমার অভিপ্রায় অনুসারে যে বাক্য বললে, তাই

তোমার বীরত্বের উপযুক্ত। এখনই তুমি যথার্থ মারীচ হলে, পূর্বে তুমি অন্য রাক্ষস ছিলে। এখন তুমি আমার রথে উঠ। পরে সীতাকে প্রলুব্ধ করে পরে যেখানে ইচ্ছা প্রস্থান কর। আমি রাম ও লক্ষ্মণ—শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করে বলপুর্বক মিথিলার রাজকন্যা সীতাকে হরণ করব।

অতঃপর মারীচ ভাই হবে বলে উভয়ে বিমানের ন্যায় রথে আরোহণ করে নানা রাষ্ট্র, নগর, পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী অতিক্রম করে দণ্ডকারণ্যে রামের আশ্রম দেখতে পেলো। তারপর রাবণ সেই স্বর্ণ ভূষিত রথ হতে নেমে মারীচের হাত ধরে বললেন, সখা, কদলীবন পরিবৃত রামের ঐ আশ্রম দেখা যাচ্ছে। আমরা যে কাজের জন্য এখানে এসেছি, তুমি তা শিগ্‌গির শেষ কর। রাবণের কথা শুনে মারীচ অতি অদ্ভুত ও সুন্দর এক মৃগরূপ ধারণ করে রামের আশ্রমের নিকট বিচরণ করতে লাগল। (প্রথম পর্বে সীতা ও রাম চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

রাবণ রাম লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে সীতার সম্মুখে আসলেন। গৈরিকবসন পরিধান করে ছত্র ও শিখা ধারণ করে—এবং পাদুকা পরিহিত হয়ে বাম স্কন্ধে লাঠি ও কমণ্ডুল হাতে সন্ন্যাসীর বেশে তাঁর অভিমুখে গমন করলেন। রামের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য সুযোগ সন্ধানী দশানন রাবণ সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করে স্বামী বিরহী সীতার নিকট গমন করলেন, রাবণের এই ছদ্মবেশ দেখে স্কটিশ কবি Robert Pollock এর The hypocrite was a man who stole the livery of the court of heaven to serve the devil in, উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

সীতা তখন পর্ণশালায় রামের শোকে কাতর হয়ে কাঁদছিলেন। রাবণ সীতাকে দেখে কামাসক্ত হলেন। তারপর রাবণ বেদবাক্য উচ্চারণ করে নির্জন স্থানে বিনীত ভাবে সীতার প্রশংসা করতে

লাগলেন। দুষ্ট রাবণ এক এক করে সীতার সর্বাঙ্গের বর্ণনা করে তাঁর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করছিলেন।

খল প্রকৃতি রাবণ নারী মন প্রলুব্ধ করবার সব রকম কৌশল জানতেন। তাই তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সীতার সমীপে উপনীত হলে সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রথমেই তাঁকে বশীভূত করবার জন্য তাঁর রূপের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

হে সুকেশী, তোমার কটিদেশ এইরূপ ক্ষীণ যে তা মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। গন্ধর্বী, দেবী, যক্ষী, কিন্নরী ও মানবীর মধ্যে এমন রূপবতী নারী কখনও পূর্বে দেখিনি। তোমার এই ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ রূপ সুকুমার নবীন বয়স এবং এই নির্জন বনে বাস আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করছে। তুমি এ স্থান ত্যাগ কর। এইস্থান তোমার বাস যোগ্য নয়। কামরূপী ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের এটা বাসস্থান। সমস্ত কাম্যবস্তুপূর্ণ, সুগন্ধযুক্ত ও রমণীয় প্রাসাদ শিখর নগর সন্নিহিত উপবন এই সব স্থানই তোমার বাস করার যোগ্য। সেই মাল্য শ্রেষ্ঠ, সেই গন্ধ উত্তম এবং সেই বস্ত্র সুন্দর যা তোমার প্রয়োজনে আসবে। সেই পতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি যে তোমাকে সুখী করবে। তোমার মঙ্গল হোক, তুমি এ স্থান ত্যাগ কর।

হে সুন্দরী তুমি কে ? তুমি রুদ্র, মরুৎ বা বসুগণের মধ্যে কারও ভার্য্যা হবে বলে মনে হচ্ছে। দেব, গন্ধর্ব বা কিন্নরগণ এই প্রদেশে বিচরণ করেন না। এটা রাক্ষসদের বাসস্থান, তবে তুমি কি প্রকারে এই স্থানে এসেছ ? এখানে অনেক ভয়ঙ্কর পশু আছে। তুমি কেন তাদের ভয় করছ না ? হে সুন্দরি, তুমি একা থেকেও ভয়ঙ্কর হস্তীদের ভয় করছ না ? হে কল্যাণি, তুমি একাকিনী রাক্ষস সেবিত এই ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে কি জন্য বিচরণ করছ ? তুমি কে ? কার ভার্য্যা ? এবং কোথা হতে এখানে এসেছ ?

ভাল পোষাকে প্রচ্ছন্ন ঐ দুরাত্মা রাবণ ঐরূপ প্রশংসা করলে

সীতা ব্রাহ্মণ বেশে আগত রাবণকে অতিথি সৎকারের উপযুক্ত দ্রব্য দ্বারা পূজা করলেন। প্রথমতঃ আসন ও পাদ্য প্রদান করে পরে ভোজনের জন্য রাবণকে নিমন্ত্রণ করে সীতা বললেন, অন্ন প্রস্তুত, গ্রহণ করুন। গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত ও কমণ্ডলুধারী ব্রাহ্মণ-বেশে সমাগত সেই রাবণকে দর্শন করে তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই সীতা ব্রাহ্মণ ভ্রমে তাকে নিমন্ত্রণ করলেন।

ইয়ং বৃষী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতা—

মিদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি।

ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং

ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম॥ (অরণ্য ৪৬,৩৬

—হে ব্রাহ্মণ, আপনি এই কুশাসনে ইচ্ছানুসারে উপবেশন করুন এবং এই পদ ধৌতের জল গ্রহণ করুন। আপাততঃ এই সিদ্ধ বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট অন্ন শান্তভাবে আপনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, আপনি তা ভোজন করুন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে সীতা আত্মপরিচয় দিয়ে অতিথি সেবা করতে চাইলে—

রাবণ বলিল সীতা ব্রত করি বনে।

আশ্রমে ন লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে॥ (আঃ)

উত্তরে সীতা জানালেন—

আজ্ঞা বিনে প্রভুর ঘরের বাহির নহি॥

রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।

নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর॥ (আঃ)

সীতা অতিথি সৎকার করতে চাইলে, রাবণ আত্মহননের জন্য বলপূর্বক বাল্মীকি রামায়ণে তাঁকে হরণ করবার জন্য সঙ্কল্প করলেন। তখন সীতাও মৃগয়া হতে রাম ও লক্ষ্মণ কখন ফিরে আসবে, এইরূপ প্রতীক্ষা করে চারদিকে তাকাতে থাকলে কেবল নিবিড় বন দেখতে পেলেন। রাম বা লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন না।

ব্রাহ্মণ বেশী রাবণের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দিলে তাঁকে (সীতা) অভিশাপ দিতে পারেন, মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করে রাবণকে আত্ম-পরিচয় ও পতির পরিচয় দিয়ে তাঁকে বনে আগমনের কারণ বললেন, এবং আরও বললেন, আপনি যদি এই স্থানে বাস করতে ইচ্ছা করেন, তবে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী এখনই অরণ্যজাত প্রচুর ফলমূল এবং অনেক রুরু, গোধা ও বরাহ বধ করে প্রভূত মাংস নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন। অতঃপর তিনি জানতে চাইলেন—

স ত্বং নাম চ গোত্রঞ্চ কুলমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ।

একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ॥ (অরণ্য) ৪৭।২৪

—হে দ্বিজ, আপনি কে? কোন বংশে আপনার জন্ম? কি জন্যই বা দণ্ডকারণ্যে একাকী বিচরণ করছেন এবং আপনার গোত্র কি? এ সমস্ত যথার্থরূপে বলুন।

উত্তরে রাবণ বললেন—

যেন বিত্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুর মানুষাঃ।

অহং স রাবণো নাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃ॥ (অরণ্য) ৪৭।২৬

—হে সীতে, দেব অসুর ও মনুষ্য অধ্যুষিত সমস্ত লোক যাকে ভয় করে, আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণ—এই বলে রাবণ সগর্বে আত্মপরিচয় দিলেন।

হে অনিন্দিতে, তোমার প্রশংসনীয় সৌন্দর্য্য দেখে আমার নিজের স্ত্রীদের প্রতি আর অনুরাগ হচ্ছে না। আমি নানা স্থান হতে অনেক উত্তমা স্ত্রী এনেছি। তুমি আমার মহিষী হয়ে তাদের সকলেরই প্রধান হও—তোমার মঙ্গল হবে।

রাজ্য ঐশ্বর্য্য দিয়ে সীতার হৃদয় জয়ের আকাঙ্ক্ষা করে রাবণ বললেন, সাগর মেখলা পর্বত শৃঙ্গোপরিস্থিত লঙ্কা নামে আমার এক মহানগরী আছে। তুমি সেখানে আমার সঙ্গে বিচরণ করলে এই বনবাসে অভিলাষিণী হবে না। তুমি যদি আমার ভার্য্যা

হও, তবে সমস্ত আভরণে ভূষিতা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার সেবা করবে।

নিজের ঐশ্বর্য্যের পাশে রামের বর্ত্তমান দারিদ্রের তুলনা করে রাবণ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বললেন—

কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন ॥
দেখিবে কেমন করি তোমার পালন। (অ:)

পুনরায় সীতাকে বলপূর্বক হরণ করে বলছেন—

রাবণ বলিল সীতা ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন জন। (অ:)

রাবণের এই উক্তি হতেই বোঝা যায়, রাবণ কতটা কামুক ও পর-স্ত্রী লোলুপ ছিলেন।

প্রত্যুত্তরে কিছুমাত্র ইতস্তত: না করে সীতা তিরস্কার করে বললেন—

মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্র সদৃশং পতিম্।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামবনুব্রতা ॥ (অরণ্য) ৪৭।৩৩

—মহাপর্বতের ন্যায় অকম্পনীয় ও মহাসাগরের ন্যায় অক্ষোভনীয় মহেন্দ্রতুল্য স্বামী রামের প্রতিই আমার চিত্ত অনুরক্ত রয়েছে।

যিনি সমস্ত শুভ লক্ষণ সম্পন্ন। যাঁর বটবৃক্ষ সদৃশ বিশাল দেহ, যিনি সত্য প্রতিজ্ঞ, মহাভাগ ও মহাবাহু, যাঁর বক্ষ বিশাল, সিংহের ন্যায় গতি ও বিক্রম, যিনি নরশ্রেষ্ঠ ও বিশাল কীর্ত্তি, যাঁর বদন পূর্ণ চন্দ্রের মত এবং যিনি রাজকুমার সেই রামের প্রতিই আমি অনুরাগিনী রয়েছি। তাঁরই অনুগামিনী হয়ে নিরন্তর তাঁর অভিপ্রায় মত কার্য্য করে থাকি এবং তাঁর মতানুসারেই এই বনে এসেছি।

ত্বং পুর্নর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥ (অরণ্য) ৪৭।৩৭

—তুই শৃগাল, আমি সিংহী, আমাকে লাভ করার যোগ্যতা

তোর নেই। তথাপি আমাকে লাভ করতে ইচ্ছা করছিস। সূর্য্য প্রভা যেমন কেহ স্পর্শ করতে পারে না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শ করতে পারবি না।

অবসজ্য শিলাং কণ্ঠে সমুদ্রং তর্তুমিচ্ছসি।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হর্তুমিচ্ছসি॥
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছসি।
অগ্নিং প্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্তুমিচ্ছসি॥ (অরণ্য)

৪৭।৪২-৪৩

—রামের প্রেয়সী ভার্য্যাকে হরণ করতে অভিলাষ করে কণ্ঠে শিলা বেঁধে সমুদ্র উত্তরণ করতে ইচ্ছা করছিস এবং হস্ত দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে হরণ করতে কামনা করছিস? প্রজ্বলিত অগ্নি বস্ত্র দ্বারা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করছিস?

তুই রামের কল্যাণময় আচার পালনকারিণী ভার্য্যাকে লাভ করে তাকে অধিগমন করতে অভিলাষী হয়ে যেন লৌহময় শূলের উপরি ভাগে বিচরণ করতে ইচ্ছা করছিস? সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্র ও ক্ষুদ্র নদীতে, উৎকৃষ্ট সুরায় ও মদ্যে, চন্দনে ও পঙ্কে, হস্তী ও বিড়ালে, কাঞ্চনে ও লৌহে বা সীসায়, গরুড়ে ও কাকে, ময়ূরে ও মদগু পক্ষীতে এবং হাঁসে ও গৃধ্রে যেমন প্রভেদ আছে রামে ও তোতে তেমনি প্রভেদ আছে। ধনুর্বাণধারী মহেন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী সেই রাম বর্ত্তমান থাকতে মক্ষিকা যেমন ঘৃত ভোজন করে হজম করতে পারে না, বরং মরে যায়, তেমনি তুই আমাকে হরণ করে উপভোগ করতে পারবি না, নিহত হবি।

সীতা রাক্ষসকে এইরূপ কর্কশ বাক্য বলে কদলী বৃক্ষের ন্যায় কম্পিতা হলেন এবং ক্ষীণাঙ্গী সীতা মনে মনে ব্যথিত হলেন।

রাবণ সীতাকে

কুলং বলং নাম চ কর্ম চাত্মনঃ
সমাচচক্ষে ভয়কারণার্থম্। (অরণ্য) ৪৭।৫০

—ভয় দেখাবার জন্য নাম, কুল, বল ও বীর্য্য বলতে লাগলেন।

সীতার কঠোর তিরস্কার শুনে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রূভঙ্গী করে বললেন, আমি কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রতাপশালী, দশগ্রীব, আমার নাম রাবণ। সমস্ত লোক যেমন মৃত্যু হতে নিয়ত ভীত হয়, সেইরূপ দেব, গন্ধর্ব, পিশাচ, পক্ষী ও সর্পগণ নিরন্তর আমার ভয়ে পালিয়ে থাকে। আমি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নর বাহন কুবেরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে নিজের পরাক্রমে তাঁকে পরাজিত করেছি। তিনিও আমার ভয়ে ভীত হয়ে কৈলাস নামে উত্তম পর্বতে গিয়ে বাস করছেন। আমি নিজ বলে যত্র তত্র গমন সমর্থ তার পুষ্পক বিমান কেড়ে নিয়েছি। আমি তা দ্বারা আকাশ পথে গমন করতে পারি। আমার ক্রোধ দেখে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ভীত হয়ে পলায়ন করে। আমি যেখানে থাকি বায়ু ভীত হয়ে ধীরে ধীরে বইতে থাকে, সূর্য্যের প্রখর তেজ, চন্দ্রের ন্যায় শীতল হয়। আমি যেখানে বিচরণ করি সেই স্থানের বৃক্ষপত্রও কাঁপে না এবং নদীর স্রোতও প্রবাহিত হয় না। সাগর পারে ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় আমার মনোহর লঙ্কাপুরী রাক্ষসে পূর্ণ।

সীতা, তুমি আমার সঙ্গে সেখানে বাস কর। তাহলে তুমি আর মানুষের নারীদের মনে করবে না। তুমি দেব ও মনুষ্য ভোগ্য সমস্ত বস্তু উপভোগ করে ক্ষীণজীবী রামকে আর মনে করবে না। রাজা দশরথ প্রিয়পুত্র ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে হীন বীর্য্য জ্যেষ্ঠ নন্দন রামকে অরণ্যে নির্বাসিত করেছেন।

তেন কিং ভ্রষ্ট রাজ্যেন রামেণ গতচেতসা।
করিষ্যামি বিশালাক্ষি তাপসেন তপস্বিনা॥ (অঃ) ৪৮।১৬

—হে বিশাল নয়নে, তুমি সেই বুদ্ধিহীন, রাজ্যভ্রষ্ট ও তপস্যা নিরত তপস্বী রামের দ্বারা কি করবে?

আমি রাক্ষসরাজ কামাসক্ত হয়ে তোমার কাছে এসেছি, তুমি আমাকে ভজনা কর রক্ষা কর—প্রত্যাখ্যান কর না। উর্বশী যেমন

পুরূরবা রাজাকে পদাঘাত করে অনুতপ্ত হয়েছিল, তেমনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাকেও অনুতাপ করতে হবে।

অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষাঃ

তব ভাগ্যেন সম্প্রাপ্তং ভজস্ব বরবর্ণিনি ॥ (অঃ) ৪৮.১৯

—সেই মনুষ্য রাম যুদ্ধে আমার অঙ্গুলিরও তুল্য হবে না। তোমার ভাগ্যানুসারে আমি এখানে আগমন করেছি ; তুমি আমাকে ভজনা কর।

উপরোক্তভাবে রাবণ রামকে হেয় করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণ রামের বর্তমান দারিদ্র্যের চিত্র সীতার সামনে তুলে ধরে বলেছেন—

অধিক অর্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
কি গুণে রামের প্রতি মজে মন।
বল্কল পরিয়া বস বেড়ায় বনে বনে ॥
দেখিবে কেমন করি তোমার পালন। (অঃ)

যদিও উপরোক্ত আত্মশ্লাঘার মাধ্যমে রাবণের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার পৌরুষের পরিচয়ও পাওয়া যায়। সীতাকে আপন ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে নানাভাবে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে এবং বারবার রামের দীনতার পাশে নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য তুলে ধরেন।

রাবণের দাম্ভিকতার উত্তরে সীতা শ্লেষের সঙ্গে বললেন, তুই সর্ব দেবপূজ্য কুবের দেবের ভ্রাতা বলে পরিচয় দিয়ে কি প্রকারে এইরূপ পাপকর্ম করছিস্?

অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ।

যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ (অঃ) ৪৮.২২

—তুই নিতান্ত দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন, কর্কশ স্বভাব ও অজিতেন্দ্রিয়। সুতরাং তুই যাদের রাজা, সেই রাক্ষসরা সকলেই অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

ইন্দ্রের শচীকে হরণ করে জীবিত থাকা যেতে পারে, কিন্তু আমি রামের ভার্য্যা, আমাকে হরণ করে জীবিত থাকতে পারবে না।

সীতার বাক্য শুনে হস্তে হস্তে আঘাত করে রাবণ অতি বৃহৎ শরীর ধারণ করলেন। তিনি পুনরায় সীতাকে বললেন, তুমি উন্মত্ত এবং আমার বীর্য্য ও পরাক্রম উপলব্ধি করছ না।

উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যাং তু মেদিনীম্বরে স্থিতঃ।

আপিবেয়ং সমুদ্রঞ্চ মৃত্যুং হন্যাং রণে স্থিত (অঃ) ৪৯।৩

—আমি আকাশে থেকে হস্তদ্বয় দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করতে পারি এবং সমুদ্রও পান করতে পারি। যুদ্ধে যমকেও হত্যা করতে পারি। সূর্য্যকে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করতে ও পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারি। আমি ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করতে পারি। তুমি আমাকে সেইভাবে দর্শন কর।

সীতার উক্তিতে রাবণের পৌরুষকে আঘাত করায় রাবণ আপন বীর্য্যের বর্ণনা করে নিজের পরাক্রম সীতার কাছে প্রকাশ করলেন।

ক্রুদ্ধ রাবণ অতঃপর তার সুন্দর রূপ ত্যাগ করে যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করলেন। কপট ব্রাহ্মণের বেশ ত্যাগ করে দশ বদন ও বিংশতি বাহু যুক্ত মূর্ত্তি ধারণ করলেন। এবং সীতাকে বললেন, হে সুন্দরি, যদি তুমি ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাত পুরুষকে পতিরূপে লাভ করতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় করো। আমিই তোমার উপযুক্ত পতি। (মামাশ্রয় বরারোহে তবাহং সদৃশঃ পতিঃ।) আমি প্রতিজ্ঞা করছি কখনই তোমার অপ্রিয় কাজ করব না। যে দুর্মতি সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্য ও বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করে হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত এই বনে বাস করছে, তুমি রাজ্য ভ্রষ্ট, অসিদ্ধ মনোরথ ও পরিমিতায়ু সেই রামের প্রতি তার কোন্ গুণে অনুরক্তা রয়েছো? মানুষ রামের প্রতি প্রেম ত্যাগ করে আমার অনুরাগিনী হও। এই কথা বলে রাবণ কাম বশে সীতাকে স্পর্শ

করে ঘোর পাপে নিমগ্ন হলেন। তিনি বাম হাতে সীতার কেশ[illegible] ডান হাতে উরুদ্বয় ধারণ করে রথে তুলে নিলেন। তখন [illegible] দেবতারাও রাবণকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

সেই সময় রাবণ সীতাকে কর্কশ বাক্যে গম্ভীর স্বরে ভর্ৎসনা করে তাঁকে ক্রোড় মধ্যে বসিয়ে তাঁর দিব্য রথে বসলেন। রাবণের দ্বারা অপহৃতা দুঃখী সীতা বন মধ্যে 'রাম' 'রাম' বলে [illegible] ডাকতে লাগলেন। রাবণকে সীতা কখনও কামনা করেননি। সেইজন্য তিনি পলায়ন করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই কাম পীড়িত রাবণ—সর্প রাজবধূর ন্যায় তাঁকে গ্রহণ করে ঊর্দ্ধে উঠলেন। আকাশ পথে অপহৃতা সীতা উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হয়ে উন্মত্ত ও পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

হে মহাবাহো লক্ষ্মণ, তুমি গুরুজনের মন প্রসন্নকারী। এই রাক্ষস যে আমাকে হরণ করছে—তা কি তুমি জানতে পারছ না? হে রঘুনন্দন রাম, তুমি ধর্ম রক্ষার জন্য অর্থ, সুখ, এমন কি জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে পার, কিন্তু আমি অধর্ম অনুসারে অপহৃতা হচ্ছি, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ না? তুমি তো নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যকারী ব্যক্তিদের শাসন কর, তবে এই পাপবুদ্ধি রাবণকে শাসন করছ নয় কেন?

ননু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে ॥
ত্বং কর্ম কৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ। (অরণ্য [illegible])

—নীতিবিরুদ্ধ কাজের সদ্য ফল লাভ করতে দেখা যায় না। শস্যকে যেমন পরিপক্বতার জন্য তার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তেমন কর্মফল লাভের তার সহকারী কারণ কালের অপেক্ষা করতে হয়। এই জন্যই কি এখন তুমি উপেক্ষা করছ?

সাধ্বী সীতার এই বিলাপই রাবণের সবংশে ধ্বংসের [illegible] কারণ। সীতা পুনরায় বললেন, রাবণ, কাল তোর চৈতন্য হরণ করেছে, সেই জন্য তুই এই কর্ম করলি। এর দ্বারা [illegible]

নিকট হতে প্রাণান্তকারী ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। (জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদ্ ব্যসনমাপ্নুহি)। হায় আমি রামের ধর্মপত্নী হয়ে অপহৃতা হচ্ছি। এখন কৈকেয়ী ও তাঁর বন্ধুবর্গের অভিলাষ সিদ্ধ হলো।

যম যদি আমাকে অপহরণ করেন এবং তা যদি সেই মহাবল মহাবাহু রাম জানতে পারেন, তবে যমলোকে গিয়েও তিনি পরাক্রম প্রকাশ করে আমাকে উদ্ধার করবেন।

ক্রন্দনরতা দুঃখী সীতা এইভাবে বিলাপ করতে করতে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট জটায়ুকে দেখতে পেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে জটায়ু, রাক্ষসরাজ পাপী রাবণ আমাকে অনাথার মত নির্দয়ভাবে হরণ করছে আপনি তা দেখুন। আপনি এই ক্রূর নিশাচর রাবণকে নিবারণ করতে পারবেন না। কারণ সে দুর্মতি, বলবান ও অস্ত্রধারী। অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করে সে দুঃসাহসী হয়েছে। অতএব আপনি রাম ও লক্ষ্মণকে আমার হরণ বার্তা অবশ্য বলবেন।

সীতা হরণ রূপ দুষ্কর্ম হতে রাবণকে নিবৃত্ত করতে জটায়ু নানা উপদেশ দিয়ে সাবধান করলেন। তিনি রাবণকে আরও বললেন—

স ভারঃ সৌম্য ভর্তব্যো যো নরং নাবসাদয়েৎ।
তদন্নমপি ভোক্তব্যং জীর্য্যতে যদনাময়ম্॥ (অরণ্য) ৫০।১৮

হে সৌম্য—যে ভার বহন করতে বিশেষ কষ্ট হয় না, সে ভারই বহন করা উচিত এবং যে অন্ন বিনা ক্লেশে জীর্ণ হয়, সেই অন্নই ভক্ষণ করা উচিত।

যৎকৃত্বা ন ভবেদ্ধর্মো ন কীর্তির্ন যশো ধ্রুবম্।
শরীরস্য ভবেৎ খেদঃ কস্তং কর্ম সমাচরেৎ॥ (অরণ্য) ৫০।১৯

—যে কাজ করলে ধর্ম, অক্ষয় যশ এবং কীর্তি স্থায়ী হয় না বরং কেবল শরীরের ক্লেশ জন্মে, কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ কর্ম করে?

হে রাবণ, আমি জন্মগ্রহণ করে পিতৃ পিতামহের রাজ্য লাভ করে যথা নিয়মে ষাট হাজার বছর পালন করেছি। যদিও আমি বৃদ্ধ

হয়েছি, তথাপি তুই যুবা, কবচধারী, রথারোহী ও ধনুর্বাণধারী হয়েও আমার সামনে বিদেহরাজ দুহিতা সীতাকে নিয়ে অক্ষত শরীরে যেতে পারবি না। আমি জীবিত থাকতে তুই রামের মহিষী সীতাকে নিয়ে যেতে পারবি না। জীবন ত্যাগ করেও মহাত্মা দশরথের ও রামের প্রিয় কাজ সম্পন্ন করা উচিত। আমি যথাশক্তি যুদ্ধে তোকে পরাজিত করব যেমন বৃন্ত হতে ফল পতিত হয়, তেমনি তুই উৎকৃষ্ট রথ হতে পতিত হবি। (বৃন্তাদিব ফলং ত্বাং তু পাতয়েয়ং রথোত্তমাৎ)।

অত:পর জটায়ু ও রাবণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। রাবণ জটায়ুকে আহত করে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে সীতাকে নিয়ে লঙ্কাভিমুখে চললেন। সীতা রাম ও লক্ষ্মণের নাম করে বিলাপ করতে লাগলেন।

রাবণকে ধ্বংস করার জন্যই সীতা হরণের প্রয়োজন। তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রাবণ যখন বলপূর্বক সীতাকে হরণ করছিলেন, তখন—

কৃতং কার্য্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিতামহঃ।
প্রহৃষ্টা ব্যথিতাশ্চাসন্ সর্বে তে পরমর্ষয়ঃ ॥
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
রাবণস্য বিনাশঞ্চ প্রাপ্তং বুদ্ধা যদৃচ্ছয়া ॥ (অরণ্য) ৫২।১১-১২

—শ্রীমান পিতামহ ব্রহ্মা দিব্য নয়নে সীতাকে ধর্ষিতা হতে দেখে কার্য্য সিদ্ধি হলো বলে বললেন। দণ্ডকারণ্যবাসী সমস্ত মহর্ষিগণ সীতা ধর্ষিতা হচ্ছেন দেখে আনন্দিত ও ব্যথিত হয়ে রাবণের ধ্বংস উপস্থিত—তা জানতে পেরে হৃষ্ট হলেন।

ব্রহ্মার আশীর্বাদেই দুর্জন রাবণ এতটা দুর্ধর্ষ হয়েছিল। সেই রাবণের মৃত্যুর জন্য সীতা হরণ ঘটিয়ে এবং রাবণের হস্তে সীতাকে নিগৃহীত করিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলে ব্রহ্মার আত্মপ্রসাদ লাভ করা কি সঙ্গত হয়েছে? দেবাদিদেব ব্রহ্মার একটি নারীকে ধর্ষিতা হতে দেখে এইরূপ সন্তোষ প্রকাশের মধ্যে তাঁর দেবোপম

উদারতা প্রকাশ পায়নি বরং স্বার্থপরতাই প্রকাশ পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেব ও মানবে প্রভেদ কোথায় ?

সীতা বিলাপ করতে করতে ও সারাপথ রাবণকে অভিসম্পাত দিয়ে পালাবার জন্য বহু চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি রাবণকে বলেছিলেন—

মৃত্যুকালে যথা মর্ত্ত্যো বিপরীতানি সেবতে।

মুমূর্ষূণাং তু সর্বেষাং যৎ পথ্যং তন্ন রোচতে॥ (অরণ্য) ৫৩.১৭

—মৃত্যু কাল এলে মানুষ যেমন বিপরীত কাজ করে থাকে তেমন তুই বিপরীত কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিস্। মুমূর্ষু ব্যক্তিদের হিতকর পথ্যে রুচি হয় না।

আমি তোর কণ্ঠ কালসাপে আবদ্ধ দেখছি। ওরে নিশাচর, তুই ভয়স্থানে ভয় করছিস না। রাম অবশ্যি তোকে তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে বধ করবেন। যেহেতু তুই তাঁর প্রেয়সীকে হরণ করছিস।

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সীতা উপায়ন্তর না দেখে পর্বতোপরি উপবিষ্ট প্রধান পাঁচটি বানরকে দেখলেন। তারা যাতে রামের কাছে তাঁর অপহরণের সংবাদ জানায়-সেই জন্য সীতা তাঁদের নিকট তাঁর উত্তরীয় কৌশের বস্ত্র ও মনোহর অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করলেন। রাবণ যখন লঙ্কাপুরী অভিমুখে এগোচ্ছিলেন, সীতার দুঃখে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের চারণগণ সকলেই দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করছিল। সিদ্ধগণ বললেন—দশানন রাবণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে।

কামান্ধ রাবণ তাঁর ক্রোড়স্থিত সীতার অঙ্গ সৌষ্ঠবে অধিকতর কামান্ধ হয়ে সীতার কার্য কলাপের দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বন নদী পর্বত ইত্যাদি অতিক্রম করে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। সীতাকে লঙ্কাপুরীতে রেখে রাবণ ভয়ঙ্করী (অঘোরদর্শনা) পিশাচীদের আদেশ দিলেন যেন কোন পুরুষ কি নারী কাউকে রাবণের বিনা অনুমতিতে সীতার সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া হয়। সীতা

যখন যা চাইবে তা তৎক্ষণাৎ সীতাকে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে, কেউ যেন তাঁর সঙ্গে কটু ভাষণ না করে ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে রাবণ তাঁর পরবর্তী কর্তব্য কি চিন্তা করার সময়ে আটজন উগ্র রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। তাদের বললেন, তোমরা জনস্থানে, খর ও দূষণ যেখানে বাস করত সেখানে গিয়ে বসবাস কর। রাম তাদের সসৈন্যে নিহত করেছে। এই মহাশত্রু রামকে নিহত করতে না পারলে আমি নিদ্রা যেতে পারবো না। তোমরা জনস্থানে বাস করে রাম কখন কি করে সে সংবাদ আমাকে জানাবে। তোমরা সেখানে সাবধানে থাকবে এবং রামকে বধ করতে চেষ্টা করবে। যুদ্ধের সময় আমি তোমাদের বীর্য দেখেছি, সেইজন্যই তোমাদের সেই জনস্থানে পাঠাচ্ছি। তারপর সেই আটজন রাক্ষস রাবণকে অভিবাদন করে অদৃশ্য হয়ে জনস্থানে গেল। রাবণ সীতাকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং সীতাকে হরণ করে রামের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারবেন ভেবে আনন্দ লাভ করলেন।

রাবণ রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করে দেখলেন শোকাভিভূতা সীতা কাঁদছেন। সীতাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য রাবণ তাঁর রম্য ও হিরন্ময় রাজপ্রাসাদ যা দেবতাদের অন্তপুরের ন্যায়, সেই প্রাসাদ দেখিয়ে সীতাকে বললেন, এই নগরে বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি ভয়ঙ্কর কর্মরতা রাক্ষস আছে। আমি তাদের প্রভু। একা আমারই এক সহস্র ভৃত্য আছে। এখন আমার এই সম্পূর্ণ রাজ্য ও জীবন তোমারই অধীন। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আমার বহু ভার্যা আছে। তুমি আমার ভার্যা হয়ে তাদের প্রধান হও, আমি তোমার প্রতি কামাসক্ত হয়েছি। শত যোজন বিস্তৃতা এই লঙ্কা নগরীর চারদিক সমুদ্রে বেষ্টিত। ইন্দ্রের সঙ্গে দেব এবং দানব কেউই এই রাজ্যে উৎপীড়ন করতে পারে না।

ন দেবেষু ন যক্ষেষু ন গন্ধর্বেষু ন ষষু।
অহং পশ্যামি লোকেষু যো মে বীর্য্যসমো ভবেৎ॥ (অঃ) ৫৫।২০

—আমি দেব, ঋষি, গন্ধর্ব ও যক্ষ প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী প্রাণীদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দেখি ন', যে বীর্যে আমার সমান হতে পারে।

সীতা, তুমি সেই দুর্বল, রাজ্যভ্রষ্ট, পাদচারী, তপশ্চারী ও ভিখারী মানুষ রামকে নিয়ে কি করবে? রামের দর্শন আশা তুমি ত্যাগ কর।

ন শক্যো বায়ুরাকাশে পাশৈর্বদ্ধুং মহাজব:।
দীপ্যমানস্য বাপ্যগ্নের্গ্রহীতুং বিমলাঃ শিখা॥ (অরণ্য) ৫৫।২৪

—যেমন কেউ আকাশে বায়ুকে পাশ দ্বারা আবদ্ধ করতে পারে না বা প্রদীপ্ত আগুনের নির্মল শিখা হাতে নিতে পারেনা, তেমনি কেউ মনোহর রথের দ্বারাও এখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

তুমি আমার দ্বারা রক্ষিতা হলে ত্রিলো'কে এমন কেউ নেই যে পরাক্রম দেখিয়ে তোমাকে এখান হতে নিয়ে যেতে পারবে। তুমি লঙ্কারাজ্য আমার সঙ্গে পালন কর। অভিষেক জলে দেহ ধৌত করে সন্তুষ্টচিত্তে আমার সঙ্গে রমণ কর। তাহলে আমি তোমার দাস হব। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাগণ এমন কি স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ সহ সম্পূর্ণ জগৎই তোমার দাস হবে। পূর্বে তোমার যে কুকর্ম ছিল, তা বনবাস দ্বারা ক্ষয় হয়েছে, এখন তোমার যে সুকর্ম আছে, তার ফল লাভ কর। এখানে উত্তম উত্তম বহু অলঙ্কার ও দিব্য গন্ধযুক্ত শ্রেষ্ঠ দ্রব্য আছে, তুমি আমার সঙ্গে তা ভোগ কর। আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে বিমান, আমি তাকে পরাজিত করে তা লাভ করেছি। তুমি তাতে আরোহণ করে যত্র তত্র আমার সঙ্গে বিহার কর। রাবণ আরও বললেন, তুমি ধর্মলোপের আশঙ্কায় লজ্জিত হয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার যে বিয়ে হবে তা ঋষিদের সম্মত বিবাহ। আমি তোমার চরণে প্রণাম করছি।

ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিন্মূর্ধা স্ত্রীং প্রণমেত হ।
এবমুক্তা দশগ্রীবো মৈথিলীং জনকাত্মজাম॥ (অঃ) ৫৫।৩৭

—রাবণ কোন স্ত্রীকে প্রণাম করে না। দশানন রাবণ মিথিলা-রাজ জনক দুহিতাকে এইরূপ বললেন।

কামের প্রভাবে দাম্ভিক রাবণ দীন হতে দীন হতে পারেন—এই উক্তি তারই দৃষ্টান্ত।

প্রত্যুত্তরে সীতা রাবণ ও তাঁর মধ্যে এক গাছি তৃণ রেখে নির্ভয়ে তাঁকে উত্তর দিলেন—রাজা দশরথ ধর্মের অচল সেতু সদৃশ ছিলেন। যিনি সত্য প্রতিজ্ঞ ও ধর্মাত্মা বলে ত্রিলোকে খ্যাত, সুপুরুষ রাম সেই মহাত্মার ভ্রাতা, লক্ষ্মণের সঙ্গে তোকে বিনাশ করবেন। যদি তাঁর সামনে আমার উপর বলপূর্বক অত্যাচার করতিস্, তবে যেমন জনস্থানবাসী খর নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করেছে, তেমনি তুইও যুদ্ধে শায়িত হতিস্। তুই দেব এবং দানবদের অবধ্য হলেও তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে জীবিত থাকতে পারবি না। রাম তোকে হত্যা করবে। অতএব যূপে বদ্ধ পশুর ন্যায় তোর জীবন দুর্লভ হয়েছে। (পাশোযুপগতস্যেব জীবিতং তব দুর্লভম্।) তোর আয়ু নিশেষ প্রায়। তুই শক্তিহীন, রাজ্য লক্ষ্মী ভ্রষ্ট দুর্বলেন্দ্রিয় হয়েছিস্। তোর অপরাধেই লঙ্কাপুরী বিধবা হবে। ওরে রাক্ষস, আমার এই অচৈতন্য দেহকে তুই বন্ধন বা বিনাশ কর। আমি পৃথিবীতে নিজের কলঙ্ক বিস্তার করতে পারবো না। এইভাবে সীতা তাকে অভিসম্পাত করলে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—

শৃণু মৈথিলি মদ্বাক্যং মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি॥
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি।
ততস্ত্বাং প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ॥ (অ:) ৫৬।২৪-২৫

—হে চারুহাসিনি মিথিলারাজ নন্দিনী, তুমি আমার কথা শোন। হে ভামিনি, তুমি যদি সং বৎসর কালের মধ্যে আমার অনুগত না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতরাশের জন্য তোমাকে টুকরো টুকরো করে কাটবে।

অতঃপর রাবণ রাক্ষসীদের বললেন, তোরা শীঘ্র এর দর্প চূর্ণ

কর। রাক্ষসীরা তাঁর বাক্যানুসারে সীতাকে পরিবেষ্টন করল। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের বললেন, তোরা সকলে এই মিথিলারাজ দুহিতা সীতাকে অশোকবনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পরিবেষ্টন করে তাকে গুপ্তভাবে রক্ষা কর। তারপর কখনও সান্ত্বনা দিয়ে কখনও বা ভৎ'সন করে বন্য হস্তিনীর ন্যায় তাঁকে আমার বশীভূত কর।

রা রাক্ষসীরা শোকার্ত সীতাকে অশোকবনে নিয়ে গেল। ব্যাঘ্রীদের মধ্যে হরিণী যেমন বশীভূত হয়, তেমনি সীতাও রাক্ষসীদের বশীভূতা হলেন। (রাক্ষসী বশমাপন্না ব্যাঘ্রাণাং হরিণী যথা)। সীতা রাক্ষসীদের সঙ্গে খুসী হতে পারলেন না। তিনি প্রিয় স্বামী ও দেবরকে স্মরণ করে ভয়ে ও শোকে পীড়িত হয়ে সংজ্ঞা হারালেন।

। বেদব্যাসের মহাভারতে আছে রাবণকে দিয়ে সীতাহরণ সম্পন্ন করে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়ে ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—ত্রিলোকের হিতের জন্য এবং রাক্ষসদের বিনাশের জন্য দুরাত্মা রাবণ সীতাকে নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু পতিব্রতা সীতা সদা সুখে পালিতা, রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সর্বদা কেবল রাক্ষসীদের দেখছেন। কিন্তু স্বামী দর্শন করবার ইচ্ছা তাঁর অন্তরে সর্বদা জাগ্রত। রাম কিভাবে তাঁর সংবাদ পাবেন এবং তাঁকে উদ্ধার করবেন এই চিন্তা'র বিষে তিনি কোন কিছু আহার করছেন না, সেই জন্য সন্দেহ হচ্ছে ঐরূপ অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করবেন।

স ভূয়ঃ সংশয়ো জাতঃ সীতায়াঃ প্রাণসংক্ষয়ে॥ (অঃ) (প্রঃ) ৬

—সীতার প্রাণক্ষয় হলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

স ত্বং শীঘ্রমিতো গত্বা সীতাং পশ্য শুভাননাম্।
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং প্রযচ্ছ হবিরুত্তমম্॥ (অঃ) (প্রঃ) ৭

—তুমি শীঘ্র লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে সুমুখী সীতাকে অবলোকন কর এবং তাঁকে এই উত্তম হবি প্রদান কর।

ব্রহ্মার নির্দেশে ইন্দ্র নিদ্রাদেবীর সঙ্গে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। নিদ্রাদেবী দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য রাক্ষসদের নিদ্রায় আচ্ছন্ন করলেন। ইন্দ্র সীতাকে বললেন—আমি আপনার উদ্ধার কাজ সিদ্ধির জন্য রামকে সহায়তা করবো। আপনি শোক করবেন না। রাম আমার কৃপায় সৈন্যদের সঙ্গে সমুদ্র পার হবেন। আমি মায়ার দ্বারা রাক্ষসীদের নিদ্রাচ্ছন্ন করেছি। আপনি আমার হাত হতে এই হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে ভোজন করলে সহস্র বৎসরেও আপনি খিদে ও পিপাসায় পীড়িত হবেন না। সহস্র বৎসর আপনার কোন ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকবে না।

ইন্দ্রের কথা শুনে সীতা বললেন, আপনি যে শচীপতি ইন্দ্র তা আমি কি করে বুঝবো? যদি আপনি সত্যি ইন্দ্র হন, তবে দেবতাদের যে সব লক্ষণ আছে তা আমাকে দেখান। সীতার এই কথা শুনে শচীপতি

পৃথিবীং ন স্পৃশেৎ পদ্ভ্যামনিমেষেক্ষণানি চ।
অরজোঽম্বরধারী চ নম্লানকুসুমস্তথা॥ (অ:) (প্র:) ১৮-১৯

—তাঁর চরণদ্বয় পৃথিবী স্পর্শ করে না। তিনি শূন্যে দাঁড়িয়ে চক্ষুর অনিমেষ পলক ফেললেন না। তাঁর পরিহিত বস্ত্র ধুলোর দ্বারা স্পৃষ্ট নয়, তাঁর কণ্ঠের ফুলের মালার ফুল সর্বদা অম্লান ইত্যাদি।

দেবতাদের লক্ষণ দেখালে তাঁকে ইন্দ্র বলে জেনে সীতা অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি কঁদতে কাঁদতে বললেন আজ আমার সৌভাগ্য যে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে রামের নাম আমি শুনেছি। আমার নিকট যেমন আমার শ্বশুর দশরথ, পিতা জনক, তেমনি আপনাকেও দেখছি। আপনি যে হবিষ্যান্ন এনেছেন আমি আপনার আজ্ঞায় তা গ্রহণ করব। তিনি ইন্দ্রের হাত হতে সেই পায়স গ্রহণ করে স্বামী রাম ও দেওর লক্ষ্মণকে নিবেদন করে বললেন, যদি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে আমার শক্তিশালী স্বামী জীবিত থাকেন, তাহলে ভক্তিভরে আমি যে পায়স নিবেদন করলাম, তা তাঁরা গ্রহণ করুন।

এইরূপ বলে স্বয়ং সেই পায়স খেলেন। অতঃপর ইন্দ্র নিদ্রাদেবীর সঙ্গে দেবলোকে প্রস্থান করলেন।

সুন্দরকাণ্ডে দেখা যায় রাবণ সীতাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে তাঁর অনুগত করবার চেষ্টা করে বললেন—

এবং চৈবমকামাং ত্বাং ন চ স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি ;
কামং কামঃ শরীরে মে যথাকামং প্রবর্ততাম॥ (সুন্দর) ২০।৬

—হে মৈথিলি, তোমার জন্য কামে আমি উত্তেজিত হলেও, কামরহিতা তোমাকে আমি কখনও স্পর্শ করব না।

দুরাত্মা রাবণের উপরোক্তি হতে মহানুভবতা প্রকাশ পায়নি। কামান্ধ রাবণের মধ্যে এইরূপ নীতিবোধ তাঁর চরিত্র গুণ নয়। ব্রহ্মাও ভ্রাতুষ্পুত্র নলকুবেরের অভিশাপ তাঁর মনে সতত অতন্দ্র থেকে তাঁকে এরূপ দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত করেছে।

এইভাবে সীতাকে মুল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির প্রলোভনে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় রাবণের মধ্যে সাধারণ কামুক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

রামের প্রতি সীতার মন বিরূপ করবার জন্য সীতাকে রাবণ বার বার বললেন, আমার প্রতি বিশ্বাস রাখো। আমার সব ধন-সম্পদ তোমার। আমার এত ধন সম্পদ দেখেও

কিং করিষ্যসি রামেণ সুভগে চীরবাসিনা॥
নিক্ষিপ্তবিজয়ো রামো গতশ্রীর্বনগোচরঃ।
ব্রতী স্থণ্ডিলশায়ী চ শঙ্কে জীবতি বা ন বা॥ (সুন্দর) ২০।২৫-২৬

—সুভগে তুমি সেই চীরবসনধারী রামকে নিয়ে কি করবে? বিজয়শূন্য, হতশ্রী বনবাসী, ব্রতাচরণকারী ও ভূতলশায়ী রাম জীবিত কি মৃত সন্দেহের বস্তু।

রাম আর তোমাকে দেখতে পাবে না। ইন্দ্র করতলগত হিরণ্যকশিপুর কীর্ত্তি (ভার্য্যার) ন্যায় আমার কবল হতে রাম তোমাকে উদ্ধার করে নিতে পারবে না। গরুড় যেমন সর্পকুল হরণ করে,

তেমনি তুমিও আমার মন হরণ করেছো। তোমাকে জীর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধানা ও নিরাভরণা দেখে আমার অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের উপভোগ করতে পারছি না। তুমি তাদের উপর আধিপত্য কর। কুবেরের যে সব ধন ও রত্ন ছিল, তার সমস্তই আমার আয়ত্বে আছে। সেইসব ধনরত্ন ও ত্রিভুবনের সঙ্গে তুমি আমার সঙ্গে ভোগ কর।

ন রামস্তপসা দেবি ন বলেন চ বিক্রমৈঃ।
ন ধনেন ময়া তুল্যস্তেজসা যশসাপি বা॥ (সুন্দর) ২০।৩৪

—রাম তপস্যায়, বলে, বিক্রমে, সম্পদে, বীর্য্যে বা খ্যাতিতে কিছুতেই আমার সমকক্ষ নয়।

তুমি পান কর, বিহার কর, যথেচ্ছ আনন্দ উপভোগ কর, পর্যাপ্ত বিত্ত ও পৃথিবী ইচ্ছানুসারে দান কর। তুমি আমার সঙ্গে যথেচ্ছ আনন্দ উপভোগ কর। তোমার বন্ধুবর্গও আমার নিকট এসে তাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুক।

সীতা রাবণকে দুঃখিত চিত্তে বললেন—

নিবর্ত্তয় মানো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ॥
ন মাং প্রার্থয়িতুং যুক্তস্ত্বং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ। (সুন্দর) ২১।৩-৪

—আমা হতে তোমার মনকে ফিরিয়ে নাও, তোমার স্বজনের (ভার্য্যার) দ্বারা তোমার চিত্তকে প্রীত কর। পাপী যেমন সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, তেমনি তোমার প্রার্থনা আমার নিকট যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

সীতা উপমা দিয়ে আরও বললেন—

শক্যা লোভয়িতুং নাহমৈশ্বর্য্যেণ ধনেন বা।
অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভা॥ (সুন্দর) ২১।১৫

—সূর্য্য ও সূর্য্যের প্রভা যেমন পৃথক ভাবে থাকতে পারে না। অতএব ঐশ্বর্য্যে বা ধনের প্রলোভনে তুই আমাকে লুব্ধ করতে পারবিনা।

সীতা রামের মহিমা বর্ণনা করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতার সুফল ও

শত্রুতার কুফল দেখিয়ে রামের নিকট আত্মসমর্পণ করে মিত্রতা বন্ধনের উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি সংযত চিত্তে আমাকে তাঁর নিকট প্রত্যর্পণ করে শরণাগত বৎসল রামকে প্রসন্ন কর। এতে তোমার মঙ্গল হবে, নতুবা তোমার সমূহ বিপদ আসন্ন।

বর্জয়েদ বজ্রমুৎ সৃষ্টং বর্জয়েদন্তকশ্চিরম্।

ত্বদ্বিধং ন তু সংক্রুদ্ধো লোকনাথঃ স রাঘবঃ।। (সুন্দর) ২১।২৩

—নিক্ষিপ্ত বজ্রও তোমাকে বর্জন করতে পারে, কিন্তু লোকনাথ ক্রুদ্ধ রাঘব তোমার ন্যায় দুর্জনকে বর্জন করবেন না, অবশ্যই বধ করবেন।

বিষ্ণু যেমন তিন পাদক্ষেপে ত্রিবিক্রম প্রকাশ করে অসুরগণের নিকট হতে প্রত্যোভিতা শ্রীকে আহরণ করেছিলেন, তেমনি আমার স্বামী তোমার নিকট হতে সত্বর আমাকে উদ্ধার করবেন।

সীতার উপদেশ ও হুঁশিয়ারি রাবণকে কেবল ক্রুদ্ধ করলো। উত্তরে তিনি বললেন, সচরাচর দেখা যায় যে পুরুষ স্ত্রীকে যথোচিত সান্ত্বনা বাক্য বলে, তেমন পুরুষকে স্ত্রী অধিকতর সমাদর ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আমি তোমাকে যতই প্রিয়বাক্য বলছি, তুমি ততই আমাকে পর্যুদস্ত করছ। বিপথগামী অশ্বকে সুসারথি যেমন সংযত করে, তোমার প্রতি আমার কামভাব তেমনি আমার ক্রোধকে সংযত করছে।

যার প্রতি কামভাব জন্মে সেই ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হলেও তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশে সাধারণতঃ বিলম্ব ঘটে। তুমি বধার্হা, অবমাননার যোগ্য, মিথ্যে তাপস ব্রত রত। তবুও তোমাকে বধ করতে পারছি না।

দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ।

ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি ।। (সুন্দর) ২২.৮

—তোমার জন্য আমি দুই মাস প্রতীক্ষা করব। তারপর তুমি আমার শয্যায় আরোহণ করবে।

নতুবা আমার পাচকরা আমার প্রাতরাশের জন্য তোমাকে টুকরো টুকরো করে কাটবে।

রাবণ বহু বছর তপস্যা করে দেবতাদের অনেক আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। দেবতাদের বর ও আশীর্বাদে তাঁর রাক্ষস স্বভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটাতে পারেনি। তিনি রাক্ষসই থেকে গেলেন। নতুবা জনার্দ্দন পত্নী লক্ষ্মীর কাছে ঐরূপ গর্হিত প্রস্তাব করতে পারতেন না।

সীতা রাবণকে দৃঢ় চিত্তে বললেন, বোধহয় তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই যে তোমাকে এই অন্যায় কর্ম হতে নিবৃত্ত করতে পারে। শচী পতির শচীর ন্যায় আমি ধর্মাত্মা রামের পত্নী। এই ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় অধম ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা করতে পারে না।

তুমি আমাকে যে সব পাপ কথা শোনাচ্ছ, তা হতে কিভাবে তোমার মুক্তি হবে ?

যথা দৃপ্তশ্চ মাতঙ্গঃ শশশ্চ সহিতৌ বনে।
তথা দ্বিরদবদ্ রামস্ত্বং নীচ শশবৎ স্মৃতঃ॥ (সুন্দর) ২২।১৬

—বলবান হস্তী ও নীচ শশক বনে যুদ্ধার্থে মিলিত হলে যেমন ঘটে তেমনি হস্তী রামের সঙ্গে তুমি শশকের সংগ্রামে সেইরূপ অবস্থা হবে।

এইভাবে সীতা রাবণকে তিরস্কার করে আরও বললেন তোমাকে ভস্মীভূত করার মত তেজ আমার আছে, কিন্তু রামের আদেশ না থাকায় যথা রীতি পাতিব্রত্য পালন করছি। (অর্থাৎ অভিশাপ দিলে তপঃক্ষয় ও ব্রত ভঙ্গ হয়) তোমাকে কোপ দগ্ধ করছি না।

সীতার রূঢ় বাক্য শুনে রাবণ ক্রোধান্বিত হয়ে সীতার প্রতি ক্রুর দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন তোমার ব্রত পালন প্রয়োজন হীন ও নীতিহীন, অতএব সূর্য যেমন নিজের প্রভায় প্রভাত কালের অন্ধকার দূর করে, আমিও সেইরূপ বলপূর্বক তোমাকে বিনাশ করব।

(নাশয়াম্যহমত্ত ত্বাং সূর্য্যঃ সন্ধ্যামিবৌজসা)। অতঃপর রাক্ষসীদের নির্দেশ দিলেন যেমন করে হোক সীতাকে যেন রাবণের বশীভূত করা হয়। এবং নিজে মৈথিলীকে ভৎ'সনা করে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করলেন।

রাবণের দ্বারা নিযুক্ত রাক্ষসীদের ভৎ'সনা ও গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে অনেক কান্নাকাটি করে সীতা বেণীর দ্বারা বৃক্ষের ডালে উদ্‌বন্ধনের চেষ্টা করবার সময় তাঁর প্রাক্ বিবাহকালীন শুভ লক্ষণ সমূহের আবির্ভাব দেখে নিবৃত্ত হলেন।

অন্যদিকে হনুমান সীতা অন্বেষণে এসে অশোক বনে সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে যাবার সময় লঙ্কাতে লঙ্কাকাণ্ড করে বসলেন। রাবণের অনেক বিশ্বস্ত বলশালী রাক্ষস হনুমানকে আয়ত্তে আনতে পারল না।

হনুমান রাক্ষসদের হত্যা করে চৈত্য প্রাসাদের স্তম্ভ উৎপাটন করে প্রাসাদ দগ্ধ করে অন্তরীক্ষে গমন করে বললেন অচিরেই এই নগরী ও তোমরা বিধ্বস্ত হবে। হনুমানকে নিগৃহীত করবার জন্য প্রহস্ত পুত্র জম্বুমালীকে পাঠান হয়েছিল, তাকে হনুমান যুদ্ধে নিহত করেন। এইরূপে রাবণের দ্বারা প্রেরিত বহু সৈন্য হনুমানের দ্বারা নিহত হয়। এমন কি রাবণ পুত্র অক্ষ নামে রাক্ষসও নিহত হয়।

অবশেষে রাবণের পরামর্শে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বন্দী করলেও হনুমান বন্ধন মুক্ত হতে পারতেন, তথাপি রাবণের সান্নিধ্যের জন্যই স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। রাবণের মধ্যে মহাপুরুষের চিহ্ন সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বন্দী হনুমান মনে মনে বললেন—

যত্তধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা॥ (সুন্দর) ৪৯.১৮

—যদি অধর্ম উহার মধ্যে এত প্রবল না হত, তবে রাক্ষসেশ্বর (রাবণ) ইন্দ্রের সঙ্গে দেবলোকের রক্ষক হতে পারতেন।

অর্থাৎ রামভক্ত হনুমানও সিদ্ধ জীব। তিনি রাবণের দুর্লক্ষণ

ও সুলক্ষণ এক নজরে পড়ে নিলেন। রাবণের মধ্যে দুর্লক্ষণগুলি এত বলবান যে ঐ দুর্লক্ষণের প্রবলতার জন্য তিনি সুরলোকের অধীশ্বর হতে বঞ্চিত হয়েছেন।

তাঁর নৃশংস ক্রূর ও গর্হিত কার্য্য কলাপে দেব দানবের সঙ্গে সমস্ত লোক বিব্রত। ক্রুদ্ধ হলে রাবণ এই বিশ্ব সংসার এক মহা সমুদ্রে পরিণত করতে পারেন। অপরিমেয় তেজ সম্পন্ন রাক্ষসরাজের প্রভাব নিরীক্ষণ করে হনুমান এইভাবে নানা চিন্তায় মগ্ন হলেন।

রাবণ সম্বন্ধে হনুমানের এই প্রকার সমীক্ষা রাবণকে রাক্ষস দানব হলেও বহু উচ্চস্তরে স্থাপন করে।

অতঃপর হনুমান আত্মপরিচয় দিয়ে লঙ্কায় তাঁর আগমনের কারণ প্রকাশ করে রাম মহিমা বর্ণনা করে সীতাকে তাঁর নিকট প্রত্যর্পণ করে নিজের জীবন লাভ ও রাজ্য ঐশ্বর্য্য রক্ষা করতে রাবণকে উপদেশ দেন।

হনুমানের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ তাঁর বধের আদেশ দেন। বিভীষণ প্রত্যুত্তরে দূত অবধ্য জানালেন। তখন রাবণ হনুমানের লেজ (লাঙ্গুল) তৈলসিক্ত বস্ত্র খণ্ডে মুড়ে অগ্নি সংযোগ করে বাদ্য সহকারে লঙ্কা প্রদক্ষিণ করাতে রাক্ষসদের আদেশ দেন।

রাক্ষসীদের নিকট এই কথা শুনে জানকী অগ্নির নিকট শপথ করে প্রার্থনা করতে থাকলে পুচ্ছাগ্নির দ্বারা হনুমান লঙ্কাপুরী দগ্ধ করেন, এবং রাক্ষসেরা বিলাপ করতে থাকেন। আগুন হনুমানের লাঙ্গুল পুচ্ছের কোন ক্ষতি করলনা।

হনুমানের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ সীতার সঙ্গে দেখা, রাক্ষসদের বধ ও লঙ্কাপুরী দগ্ধ—এসব ঘটনা পরম্পরায় প্রবল বাত্যা বিক্ষুব্ধ মহা-সমুদ্রের মত রাবণ ব্যাকুল হয়ে মন্ত্রীদের ও মিত্রবর্গের পরামর্শ চেয়ে বললেন, হনুমান একা এসে দুর্জয় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে প্রাসাদ ধ্বংস করে প্রধান প্রধান রাক্ষসদের হত্যা করে সমগ্র লঙ্কাপুরী বিপর্যস্ত করে গেছে। তোমরা আমাকে রাম সম্বন্ধে সুপরামর্শ দাও।

তিনি বললেন, কর্মোদ্যমের পদ্ধতির বিভিন্নতার দরুণ মানুষকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যে পুরুষ মিত্র ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দৈবের আনুকুল্যে যত্নের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে—তাকেই পণ্ডিতরা উত্তম পুরুষ বলে। যে পুরুষ স্বয়ং ধর্ম ও অর্থের বিচার ও বিবেচনা করে কাজ করে তাকে মধ্যম বলে। যে ব্যক্তি নিজ গুণ ও দোষের বিচার ও দৈবের উপর নির্ভর না করে নিজেই কার্য সম্পন্ন করতে বদ্ধ পরিকর হয় তাকে অধম পুরুষ (হঠকারী) বলে। মানুষের মধ্যে যেমন তিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে, তেমনি মন্ত্রণারও তিনটি শ্রেণী আছে।

যথেমে পুরুষা নিত্যমুত্তমাধম—মধ্যমাঃ।
এবং মন্ত্রোঽপি বিজ্ঞেয় উত্তমাধম—মধ্যমাঃ॥ (যুদ্ধ) ৬।১১

—পুরুষদের মধ্যে যেমন উত্তম, মধ্যম ও অধম ভাগ আছে, মন্ত্রণার মধ্যেও সেরূপ উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণী দেখা যায়।

মন্ত্রণার শ্রেণী বিভাগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাবণ বললেন—নীতিবিদ্ মন্ত্রীরা সব বিষয় পর্যালোচনা করে একমত হয়ে যে পরামর্শ দেন, সে মন্ত্রণা উত্তম। মন্ত্রীরা প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন মত হয়েও পরে বিচার করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে মন্ত্রণা দেন সেই মন্ত্রণাকে মধ্যম মন্ত্রণা বলে। যে পরামর্শে মন্ত্রীরা ভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও অবশেষে কিছুটা একমত হলেও পরিণামে শুভফল হয় না, তাকে অধম মন্ত্রণা বলা হয়। সুতরাং মন্ত্রীরা আমাকে সুপরামর্শ দিন। রাম বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমাদের অবরুদ্ধ করবার জন্য শীঘ্রই লঙ্কায় উপস্থিত হবেন। নিজের শক্তির দ্বারা ও সৈন্যদের সাহায্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হবেন। তিনি আত্মশক্তির দ্বারা সমুদ্র শোষণ বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করবেন। এই অবস্থায় বানরদের সঙ্গে বিরোধে আমার প্রাসাদ ও সৈন্যদের যাতে মঙ্গল হয় সেই সুপরামর্শ দিন।

মানুষ ও মন্ত্রণার সম্বন্ধে রাবণের এই প্রকার বিশ্লেষণ আমাদের

বিভ্রান্ত করে। আমরা কি মহাবল নৃশংস, ব্যভিচারী রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনছি না কোন শুদ্ধচিত্ত, মহাপ্রাজ্ঞ, বিদগ্ধ রাজনীতিজ্ঞের ভাষণ শুনছি।

এই ধরণের বিচক্ষণ উক্তি রাবণের রাক্ষস চরিত্রের অন্য একটি দিক। সীতাহরণের প্রাক্কালে মারীচের সদুপদেশ তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। বরং জোর করে মারীচকে তাঁর সেই গর্হিত কাজের প্রধান সহায়ক রূপে ব্যবহার করেছিলেন। হনুমানের বিক্রম দেখে রাবণের বোধোদয় হয়েছে যে সঙ্কট কাল উপস্থিত। তা সত্ত্বেও তিনি কিছু মাত্র বিভ্রান্ত না হয়ে তাঁর মন্ত্রীদের অমাত্যদের ও বন্ধুদের কাছে সুমন্ত্রণা চাইলেন। সাধারণের মত নিজের কাঁধের উপর এ গুরু দায়িত্ব নিলেন না। ইচ্ছা করলে রাবণের মত মহাশক্তিশালী রাক্ষস Dictatorship চালাতে পারতেন, কিন্তু বিপদেও তিনি বুদ্ধিভ্রংশ হননি।

তবে রামের শক্তি ও বীর্য সম্বন্ধে রাবণ যে যথেষ্ট সন্ত্রস্ত হয়েছেন, তার আভাষও পাওয়া যাচ্ছে।

রাক্ষসরা রাবণের পূর্ব কৃতিত্ব স্মরণ করে বলল, তিনি পাতালে নাগরাজকে জয় করেছেন, মহেশ্বরের সখা কুবেরকে জয় করে তাঁর বিমান লাভ করেছেন। দানবরাজ ময়দানব ভীত হয়ে তার সঙ্গে তাঁর দুহিতা মন্দোদরীর বিয়ে দিয়েছেন, দানবেন্দ্র মধুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বশীভূত করেছেন, রসাতলে গমন করে নাগদের পরাজিত করে বাসুকি, তক্ষক, শঙ্ক এবং জটী প্রভৃতি নাগদের বশ করেছেন, কালকেয় প্রভৃতি দানবদের নিজের বশীভূত করেছেন এবং তাদের থেকে মায়াবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। যুদ্ধে চতুরঙ্গিনী সেনার সঙ্গে শূর এবং মহাবল বরুণ নন্দনকেও জয় করেছেন। যমলোক জয় করে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন, ইন্দ্রের ন্যায় বীর ক্ষত্রিয় দ্বারা যে পৃথিবী পূর্ণ ছিল, তাদেরও তিনি সংহার করেছেন। এই ভাবে তারা রাবণের শক্তিকে উঁচু করে রামের শক্তিকে হেয় দেখিয়ে তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করলো।

মন্ত্রীরা আরও পরামর্শ দিল রাবণের প্রয়োজন হবে না মহাশক্তিশালী রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ একাই বানরদের সংহার করতে পারবে। অতঃপর তারা ইন্দ্রজিৎ এর শক্তি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করল (ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে দ্রষ্টব্য)। মন্ত্রীরা রাবণকে প্রবোধ দিয়ে বলল রাবণের মত দুর্ধর্ষ বীরের রামের ন্যায় নর ও বানরদের ন্যায় জন্তুদের জন্য চিন্তান্বিত হবার কোনই কারণ নেই। তিনি অক্লেশে রামকে বধ করবেন।

এইভাবে শত্রুসৈন্যদের ধ্বংস করবার জন্য প্রহস্ত, দুর্মুখ, নিকুম্ভ, বজ্রহনু ও বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতি রাক্ষস বীররা রাবণকে উৎসাহ দিতে লাগলো।

কিন্তু রাবণের অনুজ বিভীষণ এইসব রাক্ষসদের নিবৃত্ত করে করযোড়ে বললেন—রাম অজেয়।

বিনশ্যেদ্ধি পুরী লঙ্কা শূরাঃ সর্বে চ রাক্ষসাঃ।
রামস্য দয়িতা পত্নী স্বয়ং যদি ন দীয়তে॥ (যুঃ) ৯।১৯

—যদি রামের পত্নীকে প্রত্যর্পণ না করেন, তাহলে এই লঙ্কাপুরী ও সমস্ত বীর রাক্ষসরা ধ্বংস হবে।

এই ভয় দেখিয়ে বিভীষণ রাবণকে রামের সঙ্গে যুদ্ধ হতে বিরত হতে অনুরোধ করেছিলেন (বিভীষণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

বিভীষণের পরামর্শ শুনে রাবণ সকলকে বিদায় দিয়ে নিজ প্রাসাদে চলে গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সহোদর বিভীষণ পুনরায় রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে সীতার আগমনের পর রাজ্যে নানা অমঙ্গল ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে অনুরোধ করেন।

বিভীষণের কথা শুনে রাবণ বললেন, আমি কারো নিকট হতে ভয়ের হেতু দেখছি না। রাঘব কখনই মৈথিলীকে লাভ করতে পারবে না। (ন রাঘবঃ প্রাপ্স্যতি জাতু মৈথিলীম্।) রাম ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবে না। রাবণ এই বলে ভ্রাতা বিভীষণকে বিদায় দিলেন।

অতঃপর রাবণ রাজসভায় এসে দ্রুতগামী দূতদের আদেশ করলেন সমস্ত রাক্ষসদের রাজসভায় আনবার জন্য। কারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। দূতদের আহ্বানে রাক্ষসমণ্ডলী রাজসভায় একত্রিত হয়ে রাবণকে অভিবাদন জানালো। বিভীষণও অগ্রজের সভায় এসে রাবণকে প্রণাম করলেন।

রাবণ সেনাপতি প্রহস্তকে আদেশ করলেন, তুমি অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী, রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের নগর রক্ষার জন্য আদেশ কর। প্রহস্ত রাবণ রাজার আদেশ পালন করল।

অতঃপর রাবণ সভাসদ্‌বর্গকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা সর্বদা পরস্পর বিচার করে যে যে কাজ আরম্ভ করেছো, আমার সেই সমস্ত কাজ কখনও ব্যর্থ হয়নি। চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও মরুদ্‌গণ পরিবেষ্টিত ইন্দ্র যেমন স্বর্গ সুখ উপভোগ করেন, সেই প্রকার তোমাদের কর্তৃক পরিবৃত হয়ে আমিও লঙ্কায় অত্যন্ত সুখভোগ করছি। আমি যে কাজ করি, প্রথমে তোমাদের সমর্থন নিয়ে থাকি। কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকে বলে তাকে কোন কিছু বলতে পারি না। কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থাকে। বর্ত্তমানে সে জাগ্রত আছে। তারপর রাবণ সীতা হরণ ও তাঁর প্রতি তাঁর আসক্তির কথাও ব্যক্ত করেন। রাবণ আরও বলেলন, একটি মাত্র বানর আমাদের প্রভূত ক্ষতি করে গেছে।

দুর্জ্ঞেয়াঃ কার্য্যগতয়ো ব্রূত যস্য যথামতি।

মানুষাদ্মো ভয়ং নাস্তি তথাপি তু বিমৃশ্যতাম্॥ (যুঃ) ১২।২২

—কাজের গতি দুর্জ্ঞেয়। নিজের বুদ্ধি অনুসারে উপায় উদ্ভাবন কর। মানুষের থেকে ভয় নেই, তবুও তোমরা বিচার করে চল।

দেবাসুরের যুদ্ধের সময় তোমাদের সহায়তায় আমি যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলাম। আজও তোমরা সেইরূপ আমার সহায়ক। রাজকুমারদ্বয় সীতা উদ্ধারের জন্য বানরদের সঙ্গে সমুদ্রের পরপারে

উপস্থিত হয়েছে। তোমরা আমাকে এমন একটি সুপরামর্শ দাও যাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে না হয় এবং দশরথ পুত্রদ্বয়ও নিহত হয়। বানরদের সঙ্গে সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় আসবার শক্তি কারো নেই। সুতরাং আমাদের জয় নিশ্চিত। (নিশ্চয়েন জয়ো মম)।

রাবণের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই তাঁর সবংশে নিধনের কারণ। এতটা আত্মবিশ্বাস তাঁর না থাকলে তাঁর এমন শোচনীয় পরিণতি হত না।

রাবণর কথা শুনে কুম্ভকর্ণ রাবণকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করে পরে স্বয়ং সমস্ত সৈন্য নাশ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। (কুম্ভকর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

মহাপার্শ্ব রাবণকে তাঁর অমিত শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে সীতাকে পরিপূর্ণ রূপে ভোগ করবার পরামর্শ দিল। অধিকন্তু সে জানায় তাঁর পক্ষে কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা রয়েছে।

তখন রাবণ মহাপার্শ্বকে বললেন, পূর্বে কোন এক গুপ্ত ঘটনার জন্য আমি শাপগ্রস্ত হয়েছিলাম। ঘটনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাবণ বললেন, একদিন আমি সুন্দরী পুঞ্জিকস্থলা নামক কোন এক অপ্সরাকে ব্রহ্মার ভবনে যেতে দেখেছিলাম। তখন আমি বলপূর্বক তাকে বিবস্ত্রা করে উপভোগ করেছিলাম। ব্রহ্মা তার দুর্দশার কথা জ্ঞাত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন—

অদ্য প্রভৃতি যামন্যাং বলান্নারীং গমিষ্যসি।
তদা তে শতধা মূর্দ্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ (যুঃ) ১৩।১৪

—আজ হতে তুমি যদি বলপূর্বক অন্য কোন নারীর নিকট গমন কর, তা হলে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রহ্মার শাপ স্মরণ করে আমি সীতার উপর বল প্রয়োগ করতে অসমর্থ।

রাজসভায় এভাবে প্রকাশ্যে নিজের চরিত্র দোষ ও ব্রহ্মার অভিশাপ এরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য নিজের সাময়িক

দুর্বলতার কৈফিয়ৎ দেওয়া। কোন কোন বরের দ্বারা রাবণ নিজেকে বলিষ্ঠ বোধ করলেও একটি অভিশাপ তাঁর প্রচণ্ড বলিষ্ঠতাকে একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছে এ সত্য রাবণের উক্তি থেকে প্রকাশ পায়।

রাবণ আরও বললেন, রাম আমার শক্তি সম্বন্ধে জানে না। তাই আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তা নাহলে

কো হি সিংহসিবাসীনং সুপ্তং গিরিগুহাশয়ে।
ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবাসীনং প্রবোধয়িতুমিচ্ছতি॥ (যুঃ) ১৩।১৭

—পর্বত গুহায় সুপ্ত সিংহের ন্যায় ও কুপিত মৃত্যুর ন্যায় প্রতীক্ষমান আমাকে কে জাগাতে ইচ্ছা করে ?

অতঃপর দম্ভভরে রাবণ বললেন—

আমার ধনুক হতে নির্গত দ্বিজিহ্বা সর্পের ন্যায় বাণগুলি রাম যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও দেখেনি, তাই আমার নিকট আসছে।

ক্ষিপ্রং বজ্রসমৈর্বাণৈঃ শতধা কার্ম্মুকচ্যুতৈঃ।
রামমাদীপয়িষ্যামি উল্কাভিরিব কুঞ্জরম্॥ (যুঃ ঃ ১৩।১৯

—যেমন উল্কা হস্তীকে দগ্ধ করে, তেমনি আমি আমার ধনুক হতে নির্গত বজ্রের ন্যায় বাণ দ্বারা শীঘ্রই রামকে শতধা বিদীর্ণ করব।

যেমন প্রভাতের উদীয়মান সূর্য্য নক্ষত্ররাজির প্রভাকে বিলীন করে দেয়, তেমনি বিশাল সৈন্য পরিবৃত হয়ে আমি তার বল হরণ করব। ইন্দ্র ও বরুণও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়। কুবেরের এই লঙ্কাপুরী আমি বাহুবলে জয় করেছি।

রাবণের এই আত্মম্ভরিতাই তাঁর পরাজয়ের মূল কারণ। শত্রু পক্ষের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে আত্মতুষ্টি মূর্খতার লক্ষণ।

রাম অজেয় এই কথা বলে বিভীষণ সীতাকে প্রত্যর্পণ করবার জন্য রাবণের নিকট স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। (বিভীষণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)। প্রহস্ত বিভীষণের উক্তিতে প্রতিবাদ করলে, বিভীষণ রাম মাহাত্ম্য ব্যক্ত করে তাঁর শক্তি সম্বন্ধে বিশদ রূপে বর্ণনা দিয়ে রাবণকে

এই যুদ্ধ হতে বিরত হতে বললেন। বিভীষণের কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ তাঁকে উপহাস করেন। (ইন্দ্রজিৎ চরিত্র দ্রষ্টব্য)। বিভীষণ তাঁকে তিরস্কার করে সভায় রাবণকে যথার্থ সুপরামর্শ দেন।

রাবণ বিভীষণের শুভ কিন্তু অপ্রিয় বাক্য শুনে কৃত্তিবাসী রামায়ণে এভাবে ক্রোধ প্রকাশ করে বলছেন :—

একি একি একি রে দুর্ম্মতি বিভীষণ।
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে শমন॥
চৌদ্দ চতুর্যুগ হৈল আমার জনম।
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন দুর্ব্বচন॥
করিয়াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেব সনে।
কেহ পারে নাই কহিবারে কুবচন॥
তাহা শুনাইলি তুই ক্ষুদ্র হয়ে মোরে।
কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে॥

— — — —

এত কহি খরতর খড়গ করি করে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেক ভূতল উপরে॥
পদাঘাত কৈলা বিভীষণ বক্ষঃস্থলে॥ (সুন্দর)

শক্তিমদে মত্ত রাবণ অপ্রিয় সত্য কথা সহ্য করতে না পেরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সভা মধ্যে এইভাবে লাঞ্ছিত করেন।

বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধেনাশীবিষেণ চ।
ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছত্রুসেবিনা। (সুন্দর) ১৬।২

—শত্রু এবং ক্রুদ্ধ সর্পের সঙ্গেও বাস করবে, কিন্তু মিত্র বেশী শত্রুর সঙ্গে কখনও বাস করবে না।

জ্ঞাতিদের স্বভাব আমি জানি।

হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা॥ (সুন্দর) ১৬।৩

—জ্ঞাতিদের বিপদ উপস্থিত হলে জ্ঞাতীরা সর্বদা আনন্দিত হয়।

নিশাচর, জ্যেষ্ঠত্বের জন্য প্রাপ্য রাজ্য। রাজ কার্য্যে দক্ষ, সাধক,

বিদ্বান, ধর্মশীল ও বীর হলেও জ্ঞাতিগণ তাকে অবমাননা করে থাকে এবং পরাভূত করে। শত্রুরূপী জ্ঞাতিদের মনোভাব গোপনীয়। ক্রূর ও ভয়াবহ। তারা বিপদ উপস্থিত হলে আনন্দিত হয়ে থাকে। অতঃপর রাবণ বললেন পূর্বকালে পদ্মবনে পাশহস্ত মানুষদের দেখে হস্তি যূথের গানের যে শ্লোক শুনেছিলাম, তা আমার কাছে শোন।

নাগ্নির্নন্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ॥ (যুঃ) ১৬।৭

—অগ্নি, অন্যান্য সব অস্ত্র ও পাশ আমাদের ভয়ের কারণ নয়। ভীষণ স্বার্থপর জ্ঞাতিরাই আমাদের ভয়াবহ, কারণ জ্ঞাতিরাই আমাদের ধরবার উপায় বলে দেয়। সমস্ত ভয় অপেক্ষা জ্ঞাতি ভয়ই আমাদের অত্যন্ত প্রবল—এটা অবগত আছি।

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতে ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ॥ (যুঃ) ১৬.৯

—গাভীদের মধ্যে দুগ্ধ সম্পত্তি, নারীদের চপলতা, ব্রাহ্মণদের তপস্যা এবং জ্ঞাতীদের ভয় অবশ্য বিদ্যমান থাকে।

রাবণ উপরোক্ত প্রবচন বলে বিভীষণকে ভৎর্সনা করে বললেন, যেহেতু আমি লোক পূজিত, ঐশ্বর্য্যবান, কুলীন ও শত্রুদের মস্তকে অবস্থিত, আমার এসব ঐশ্বর্য্য তোমার অভীষ্ট নয়। পদ্মপত্রে পতিত জলবিন্দু যেমন স্থির থাকে না, তেমনি অনার্য্যদের হৃদয়ে সৌহার্দ্য থাকতে পারে না। যেমন শরৎ ঋতুতে গর্জন ও বর্ষণ মুখর মেঘের জল পৃথিবী প্লাবিত করতে পারে না, তেমনি অনার্য্যদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ নিষ্ফল। ভ্রমর যেমন অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে ফুলের রস পান করেও সেখানে থাকে না, অনার্য্য হৃদয়ে সহৃদয়তা সেরূপ থাকে না, তুমি ঐ প্রকার অনার্য্য। ভ্রমর যেমন রসের জন্য কাশ পুষ্পের রস পান করেও রস পায় না, অনার্য্যদের হৃদয়ে বন্ধুত্ব তেমনি শুষ্ক। হস্তী যেমন স্নানান্তে স্বীয় শুণ্ডের দ্বারা ধূলি নিয়ে নিজের শরীর দূষিত করে তেমনি দূষিত অনার্য্য ব্যক্তির সৌহার্দ্যে।

কুলকলঙ্ক রাক্ষস, তোমাকে ধিক্, যদি তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এই কথা বলতো, তাহলে এই মুহূর্ত্তে সে জীবিত থাকত না। রাবণ এইরূপ কঠোর বাক্য বললেও বিভীষণ রাবণকে পুনরায় সতর্ক করে সভাগৃহ ত্যাগ করলেন এবং ভ্রাতৃ শত্রু রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। রাবণের দূত শুক রামের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার জন্য রামের শিবিরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করলে শুককে গ্রেপ্তার করা হয়। অতঃপর রামের আদেশে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। ছিন্ন পক্ষ শুককে দেখে রাবণ তার এইরূপ অবস্থার কারণ কি জিজ্ঞেস করলে, শুক জানালো রাবণের নির্দেশ মত সে বানর সেনাদের যুদ্ধে নিরুৎসাহিত করতে যায়। কিন্তু তাকে দেখা মাত্র বানর সেনারা তার পক্ষদ্বয় ছিন্ন করে মুষ্টি প্রহার করতে আরম্ভ করে। অতঃপর সে রামের শক্তি বর্ণনা করে অবিলম্বে সীতাকে ফেরৎ দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে লঙ্কা রক্ষা করতে অনুরোধ করে।

শুকের কথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যদি দেব, দানব ও গন্ধর্বরা একত্র মিলিত হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে অথবা ত্রিলোক-বাসীরা আমার প্রতিকূল হয় তথাপি আমি ভীত হয়ে সীতাকে প্রত্যার্পণ করব না। শুক, আমি নিশ্চয় করে বলছি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নক্ষত্রের জ্যোতি হ্রাস পায়, তেমনি আমিও বিপুল বল পরিবৃত হয়ে সেই সামান্য বলকে বিলুপ্ত করে ফেলব। রাম বোধ হয় আমার বায়ুর সমান বেগ ও সাগরের ন্যায় বল সম্বন্ধে অবগত নয়। সেই জন্যই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করছে। এই ভাবে রাবণ আপন শক্তির অহঙ্কার করে থাকেন এবং তাঁর প্রবল পরাক্রম সম্বন্ধে রাম অজ্ঞ বলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে বললেন। ইন্দ্র কিংবা বরুণ রাবণকে পরাজিত করতে পারেনি, যম অথবা স্বয়ং কুবেরও তাঁকে শরাগ্নি দ্বারা পরাস্ত করতে পারেনি।

রাবণ বারবার শত্রু শক্তিকে ছোট করে নিজের শক্তিকে বড় করে দেখেছেন। তাঁর এই দূরদর্শিতার অভাবই তাঁর পতনের মূল।

অতঃপর বানরসেনা সাগরে সেতু বন্ধন করে সমুদ্র অতিক্রম করে এসেছে জেনে রাবণ বিস্মিত হয়ে মন্ত্রী শুক ও সরণকে পরামর্শ দিলেন তাঁরা যেন গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে বানর সেনাদের মধ্যে মিশে বানর সেনার সংখ্যা নির্ণয় করে। তারা যেন বানর সেনাদের মধ্যে মিশে তাদের শক্তি, তাদের মধ্যে যারা প্রধান, রামের মন্ত্রী এবং যারা সুগ্রীবের সঙ্গী ও যারা অগ্রগামী সৈন্য এবং যে যে বানরগণ বীর বলে খ্যাত—তাদের সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জেনে আসতে বললেন। কিভাবে সমুদ্রে সেতু নির্মিত হয়েছে? বানররা কিভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে? বীর রাম লক্ষ্মণের কার্য্য প্রণালী তাঁদের বিক্রম ও অস্ত্রাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে অবগত হতে বললেন। এই বানরদের সেনাপতিই বা কে? এই সব বিস্তৃত অবগত হয়ে শীঘ্র ফিরে আসতে বলেন। মন্ত্রী শুক ও সরণ রাবণের আদেশে বানর রূপ নিলেন। কিন্তু তারা অগণিত বানরসেনার হিসাব করতে পারল না।

রাবণ রাক্ষস হলেও কূট রাজনীতিজ্ঞ তা উপরোক্ত উক্তি হতে বোঝা যায়। যুদ্ধের প্রারম্ভে শত্রুর শক্তি ও যুদ্ধের কলা কৌশল সম্বন্ধে অবহিত হওয়া রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। এই বিষয়ে রাবণ দুর্যোধন অপেক্ষা অনেক বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

বিভীষণ মায়ারূপী শুক ও সরণকে চিনতে পেরে তাদের বন্দী করে রামের কাছে আনলেন। রাম দূত অবধ্য বলে তাদের মুক্ত করে দিলেন। এবং তাদের দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখতে ও জ্ঞাতব্য সব কিছু জেনে লঙ্কায় ফিরে যেতে বললেন এবং রাবণকে জানাতে বললেন যে বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবদের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন, কাল প্রাতে তাঁর উপর তিনি ক্রোধ নিক্ষেপ করবেন। (শ্বঃ কাল্যে বজ্রবান্ বজ্রং দানবেষ্বিব বাসবঃ)। শুক ও সরণ রামকে আপনি বিজয়ী হোন বলে অভিবাদন করে লঙ্কায় এসে রাবণকে তাদের অভিজ্ঞতা যথাযথ বিবৃত করল। তারা আরও বলল, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব এই চার বীরই প্রাকার ও

তোরণের সঙ্গে লঙ্কাপুরীকে স্বস্থান হতে উঠিয়ে অন্যস্থানে সংস্থাপিত করতে পারবেন। রামের যেরূপ অস্ত্রাদি দেখলাম, তাতে লক্ষ্মণ, বিভীষণ অথবা সুগ্রীব কারো সাহায্যের আবশ্যক হবে না। তিনি একাই লঙ্কাপুরী ধ্বংস করবেন। রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব—এই বানর সেনারা সমগ্র অমর এবং অসুরদেরও অজেয় বলে মনে হলো। সেই মহাবল বানরসেনারা সকলেই রণকুশল এবং তারা যুদ্ধাভিলাষী হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

অলং বিরোধেন শমো বিধীয়তাং
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ (যুঃ) ২৫।৩৩

—অতএব তাদের সঙ্গে বিরোধ অনাবশ্যক, আপনি দাশরথির কাছে মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করুন।

অতঃপর সরণ পৃথক পৃথক ভাবে বানর সেনাপতিদের পরিচয় রাবণের নিকট দিল। শুক সুগ্রীবের মন্ত্রীদের মৈন্দ, দ্বিবিধ, হনুমান, বিভীষণ, রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের পরিচয় রাবণের কাছে দিয়ে বানর সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ করল।

রাবণ শুকের বর্ণিত রাম ও তার সহযোগিদের শক্তির কথা শুনে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হলেন এবং পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ হয়ে শুক ও সরণকে তিরস্কার করতে লাগলেন। উভয়ে করজোরে অধোমুখে দণ্ডায়মান হ'লে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ কর্কশ বাক্য বলতে লাগলেন—

ন তাবৎ সদৃশং নাম সচিবৈরুপজীবিভিঃ।
বিপ্রিয়ং নৃপতের্বক্তুং নিগ্রহে প্রগ্রহে প্রভোঃ॥
(যুঃ) ২৯৭

—নিগ্রহ অনুগ্রহে দুইই যার অনুগ্রহের বিষয় সেই রাজার সামনে তাঁর অপ্রিয় নিবেদন করা উপজীবী মন্ত্রীদের কখনই উচিত নয়।

তোমরা জিজ্ঞাসিত না হয়েও শত্রু বীর্য্যের যে বর্ণনা দিলে তা কি রাক্ষস রাজার মন্ত্রীর যোগ্য কাজ হয়েছে? আচার্য্য, গুরু-

এবং বৃদ্ধদের বৃথা উপাসনা করেছিলে, কারণ রাজধর্মের সার স্বরূপ যা অনুজীবি ধর্ম তা গ্রহণ করনি। অথবা তা গ্রহণ করেও সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় অজ্ঞানের ভার গ্রহণ করছ। আমি এমন মূর্খ মন্ত্রী নিয়ে অদৃষ্টের জোরেই রাজ্য রক্ষা করছি।

অপ্যেব দহনং স্পৃষ্টা বনে তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।
রাজদণ্ডপরামৃষ্টাস্তিষ্ঠন্তে নাপরাধিনিঃ॥ (যুঃ) ২৯।১২

—বনমধ্যে অগ্নি দগ্ধ হয়েও বৃক্ষগুলি কোন প্রকারে জীবিত থাকতে পারে, কিন্তু রাজদণ্ডাধিকারীর অপরাধিরা কখনই জীবিত থাকতে পারে না।

যদি পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করে আমার ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম না হত, তাহলে এই দণ্ডেই শত্রুদের স্তাবক এই দুই পাপাত্মাকে আমি বিনাশ করতাম। তোমরা যেমন কৃতঘ্ন ও আমার প্রতি স্নেহহীন (স্নেহপরাঙমুখো) তাতে তোমাদের নিশ্চিত বধ করা উচিত। কিন্তু তোমাদের পূর্ব উপকার স্মরণ করে বধ করলাম না। আমার নিকট হতে চলে যাও আর রাজসভামধ্যে প্রবেশ করবে না। রাবণের আদেশ শুনে শুক ও সরণ রাবণের জয়ধ্বনি করে লজ্জিতভাবে সভা ত্যাগ করল।

রাবণের দ্বিমুখী চরিত্র স্থানে স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। তাই নিষ্ঠুর চরিত্রহীন, দুর্ধর্ষ রাবণের অন্তরে কৃতজ্ঞতার একটি কোমল দিক দেখা গেছে। যেমন পূর্ব উপকার স্মরণ করে বধ্য মন্ত্রীদের কেবলমাত্র কর্মচ্যুতিই ঘটালেন। এখানে তাঁর মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

অতঃপর রাবণ চরদের ডেকে পাঠালেন। তারা রাবণের সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাদের শীঘ্র রাম ও তার মন্ত্রীবর্গের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করবার জন্য যাওয়ার আদেশ করলেন, এবং বললেন তারা কিরূপে নিদ্রা যায়, জাগরিত অবস্থায় কি করে এবং অদ্যই বা কি করবে তোমরা কৌশলে সব জেনে আসবে।

চারেণ বিদিতঃ শত্রুঃ পণ্ডিতৈর্বসুধাধিপৈঃ।

যুদ্ধে স্বল্পেন যত্নেন সমাসাদ্য নিরস্যতে॥ (যুঃ) ২৯।২১

—বসুধার পণ্ডিত অধিপতি চর দ্বারা শত্রুদের অবস্থা অবহিত হতে পারলে যুদ্ধে স্বল্পায়াসেই তাদের নিরস্ত করতে পারেন।

এখানেও রাবণের কূট রাজনীতিজ্ঞানের ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও রাবণ রাক্ষসের আকারে জন্মেছিলেন, কিন্তু তাঁর এইসব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শত্রুর গতিবিধি পর্য্যালোচনা করবার কলা কৌশল যে কোন ক্ষত্রিয় যোদ্ধার সমতুল্য। কৃতকর্মের অভিশাপ ক্লিষ্ট না হলে রাবণকে যুদ্ধে জয় করা বোধ হয় এত সহজ হত না।

চরগণ রাবণের আদেশ পালনে রামের শিবিরে গেল এবং বিভীষণ তাদের চিনতে পেরে বানরদের দ্বারা তাদের নিগৃহীত করলেন এবং তাদের রাবণের চর বলে বন্দী করে রামের নিকট হাজির করলেন। রাম তাদের মুক্তি দিলেন। তারা লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করে রামের বীর্য্যের কথা বর্ণনা করল। তারা শত্রুপক্ষের বীরদের পরিচয় দেয়।

চরদের সংবাদে রাবণ চিন্তিত হয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। অতঃপর তাদের বিদায় দিয়ে মায়াবী বিদ্যুজ্জিহ্বা নামক রাক্ষসকে নিয়ে যেখানে সীতা ছিলেন, সেখানে প্রবেশ করে বিদ্যুজ্জিহ্বাকে বললেন, তুমি রাক্ষসের মায়া মস্তক এবং একটি ধনুর বাণ নিয়ে আমার উপস্থিতিতে সীতার নিকট উপস্থিত হবে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ছলনা করে সীতাকে আপন বসে আনবার জন্য রাবণ সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড দেখিয়ে বললেন—

বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান।
খড়্গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি দুইখান॥
পড়িল তোমার রাম লক্ষ্মণ কাতর।
দেশে গেল লইয়া সে সকল বানর॥
এই দেখ জানকি রামের কাটামুণ্ড॥

এইটিও রাবণের দুষ্ট বুদ্ধির একটি দৃষ্টান্ত।

রাবণ অশোক বনে প্রবেশ করে সীতাকে বললেন, তোমাকে অনেক কথা বললে, তুমি যার জন্য আমাকে তিরস্কার করতে। তোমার সেই স্বামী রাম যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এখন তোমার মূল ছিন্ন হয়েছে ও দর্পচূর্ণ হয়েছে। (ছিন্নং তে সর্বথা মূলং দর্পশ্চ নিহতো ময়া)। এখন মৃত পতির ভাবনা করে কি ফল? সুতরাং বিপদে দুবুর্দ্ধি ত্যাগ করে আমার পত্নী হও; যে রামের আশায় এতদিন কালাতিপাত করেছো, সে আশা যখন শুকিয়ে গেল, তখন আমার স্ত্রীদের মধ্যে প্রধানা হয়ে কালাতিপাত কর।

রাবণ সীতাকে মিথ্যে রামের মৃত্যু সংবাদ সবিস্তারে দিলেন এবং বললেন তোমার বিশ্বাস জন্মাবার জন্য তার রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তক আনিয়েছি। (ক্ষতজার্দ্রং রজোধ্বস্তমিদং চাস্যহৃতং শিরঃ।) অতঃপর রাবণ একজন রাক্ষসীকে বললেন, রণভূমি হতে ক্রুরকর্মা বিদ্যুৎজিহ্ব রাক্ষস যে রামের ছিন্ন মস্তক এনেছে, শীঘ্র তাকে আন। বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণের সম্মুখে এসে তাঁকে প্রণাম করল। রাবণ তাকে বললেন, দাশরথির ছিন্নমস্তক শীঘ্র সীতার সামনে রাখো, সে তার স্বামীর অন্তিম দশা দেখুক। বিদ্যুজিহ্ব রাক্ষস রাবণের আদেশে সেই প্রিয় দর্শন মস্তক সীতার সামনে রেখে শীঘ্রই অন্তর্হিত হল।

রাবণ বললেন—

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং রামস্যৈতদিতি ব্রুবন্॥

ইদং তৎ তব রামস্য কার্মুকং জ্যাসমাবৃতম্।

ইহ প্রহস্তেনানীতং তং হত্বা নিশি মানুষম্॥ (যুঃ) ৩১।৪৩-৪৪

—এই সেই রাঘবের ত্রিলোক বিখ্যাত উজ্জ্বল সুমহৎ ধনু। প্রহস্ত নিশাকালে তোমার সেই রামকে নিহত করে এই সুবৃহৎ স-জ্যা এনেছে।

অতঃপর রাবণ সীতাকে বললেন—যা হবার হয়েছে, এখন আমার বশীভূত হওয়াই তোমার কর্তব্য (তাং ভব মে বশানুগা।)

রাবণের এক বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাবণের জননী সীতাকে প্রত্যাবর্ত্তন করে রামের সঙ্গে সন্ধি করতে পরামর্শ দেন। অপর দিকে রাক্ষসরা বানরসেনাদের সিংহনাদ শুনে রাজার অন্যায় ব্যবহারে অমঙ্গল আশঙ্কায় নিঃস্তেজ ও অত্যন্ত কাতর হয়ে জীবনের আশা ত্যাগ করল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের জননী নিকষা সীতাকে প্রত্যর্পণ করে রামের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনে রাবণকে পরামর্শ দিলেন। প্রত্যুত্তরে—

শুনিয়া বুড়ীর কথা রাজা মনে কোপে॥
মায়ের গৌরব রাখি তেকারনে সই।
অন্য জন হইলে তাহার প্রান লই॥

অর্থাৎ সীতার জন্য মায়ের প্রান নিতেও রাবণের দ্বিধা নেই।

মাতামহ মাল্যবানও রামের সঙ্গে বৈরীভাব বর্জন করে সীতাকে প্রত্যর্পন করতে বলেছেন :—

সুজনের বন্ধু রাম দুর্জনের যম॥
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ।
মাল্যবান্ রহিল হইয়া ভীত মন॥

কিন্তু রাবণ কারো উপদেশই গ্রাহ্য করলেন না।

রাম শঙ্খ ও ভেরীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কার নিকটবর্ত্তী হতে লাগলেন। রাবণ সেই তুমুল শব্দ শুনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করে মন্ত্রীদের উপর দৃষ্টিপাত করে বললেন—তোমরা রামের বল, বিক্রম এবং পৌরুষ সম্বন্ধে যা বলছ, আমি তা শুনলাম। তোমরা পরাক্রম কৃতী হয়েও যে রামের পরাক্রম অবগত হয়ে নিরুৎসাহে পরস্পরের মুখাবলোকন করছ, তা বুঝতে পারছি।

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের মাতামহ মাল্যবান রাবণের কথা শুনে বললেন—মহারাজ যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে নীতিশাস্ত্র অনুসারে কাজ করেন, তিনি শত্রুদের বশীভূত এবং ঐশ্বর্য্য রক্ষা করতে সমর্থ হন।

সন্দধানো হি কালেন বিগৃহ্ণংশ্চারিভিঃ সহ।
স্বপক্ষে বর্ধনং কুর্বন্মহদৈশ্বর্য্যমশ্নুতে ॥
হীয়মানেন কর্ত্তব্যো রাজ্ঞা সন্ধিঃ সমেন চ।
ন শত্রুমবমন্যেত জ্যায়ান্ কুর্বীত বিগ্রহম্ ॥ (যুঃ) ৩৫।৮-৯

—যিনি সময় মত শত্রুর সঙ্গে সন্ধি অথবা বিগ্রহ করে স্বপক্ষ বর্দ্ধন করেন, তিনিই মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করে থাকেন। নৃপতি হীন বল অথবা সমান বল হলেও সন্ধি করবেন, কিন্তু শত্রু অপেক্ষা প্রবল হলে বিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য

রাবণ, সেইজন্য রামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করাই শ্রেয় বলে আমার ধারণা। যাঁর জন্য তুমি অভিযুক্ত হয়েছ সেই সীতাকে তুমি রামের নিকট সমর্পণ কর। দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ সকলেই রামের জয় কামনা করছেন। এজন্য তার সঙ্গে বিরোধ অনুচিত। ভগবান পিতামহ সুর ও অসুরদের আশ্রয় করে ধর্ম ও অধর্ম রূপ দুটি পক্ষ সৃষ্টি করেছেন। আমি শুনেছি ধর্ম অমরদের এবং অধর্ম অসুর রাক্ষসদের পক্ষ বলে অভিহিত হয়ে থাকে।

ধর্মো বৈ গ্রসতেহধর্মং যদা কৃতমভূদ্ যুগম্।
অধর্মো গ্রসতে ধর্মং তদা তিষ্যঃ প্রবর্ত্ততে ॥ (যুঃ) ৩৫।১৪

—যখন সত্যযুগ আসে, তখন ধর্ম অধর্মকে গ্রাস করে। অধর্ম যখন ধর্মকে গ্রাস করে, তখনই কলিযুগের প্রারম্ভ।

তুমি দিগ্বিজয়কালে ধর্ম ত্যাগ করে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে পীড়ন করে অধর্ম আচরণ করেছ, সেইজন্য তোমার শত্রুরা এমন প্রবল হয়েছে। তোমার অসাবধানতা দোষে সেই অধর্মই সম্প্রতি আমাদের গ্রাস করছে। কিন্তু সুরগণের নিত্য অনুষ্ঠিত ধর্ম তাঁদের পক্ষ সমর্থন করছে। তুমি যথেচ্ছাচারী এবং বিষয়াসক্ত হয়ে নিত্য অনল তুল্য ঋষিদের ক্রোধ উৎপাদন করছ। হে রাবণ, যাঁরা তপস্যা দ্বারা সর্বদা ধর্মের উপাসনা করেন, সেই মহর্ষিদের ক্রোধ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় অতীব দুঃসহ। এইভাবে রাবণের মাতুল

রাবণের সম্মুখে তপস্বী, ঋষিদের শক্তির সঙ্গে রাক্ষসদের অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করে বললেন, তুমি প্রজাপতির নিকট বর লাভ করে কেবল দেব, দানব ও যক্ষগণের অবধ্য ও গো'লাঙ্গুলগণ তোমার দোষে গর্জন করছে এই অসংখ্য প্রকার উৎপাত দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, সমস্ত রাক্ষসই বিনষ্ট হবে।

লঙ্কার আকাশে বাতাসে অশুভ চিহ্নের বর্ণনা করে মাল্যবান বললেন, ঐ দেখ, অতি ভীষণ মেঘ লঙ্কার চতুর্দিকে উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করছে। বাহনরা অশ্রু বর্ষণ করছে। ধূলি ধূসরিত হওয়ায় দিক নির্ণয় করা যাচ্ছে না। শৃগাল, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী হিংস্র পশু পক্ষিরা লঙ্কার উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করে দলবদ্ধ হয়ে ভীষণ শব্দ করছে। আরও স্বপ্ন দেখেছি যে মহাকালী মূর্তি স্ত্রীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে সেখানকার দ্রব্য অপহরণ করে পাণ্ডুরবর্ণ দন্ত বের করে বিকট হাস্য সংযোগে আমাদের প্রতি প্রতিকূল সম্ভাষণ করছে। পূজার উপাচার সামগ্রী কুকুরে ভক্ষণ করছে, গর্দভরা গোগর্ভে এবং মূষিকরা নকুলী গর্ভে জন্মাচ্ছে। ব্যাঘ্রের সঙ্গে বিড়াল, কুকুরের সঙ্গে শূকর এবং রাক্ষস ও মানুষের সঙ্গে কিন্নররা সঙ্গম করছে। পাণ্ডুরবর্ণ রক্তপাদ কপোতরা রাক্ষসদের বিনাশের জন্য কাল প্রেরিত হয়েই যেন গৃহমধ্যে বিচরণ করছে। গৃহপালিত শারিকারা পরস্পর কলহ করে গৃহমধ্যে পড়ে চীৎকার করছে। পশু পক্ষীরা সূর্য-মুখী হয়ে রোদন করছে, করাল ও বিকট মুণ্ড কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ কাল পুরুষ সন্ধ্যাকালে আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করে বিচরণ করছে।

মহারাজ, নিত্যই অশুভ নানা উৎপাত উপস্থিত হচ্ছে। সুতরাং যিনি সমুদ্র মধ্যে অদ্ভুত সেতু নির্মাণ করেছেন, তিনি অসীম পরাক্রম শালী, সামান্য মনুষ্য নন। বোধহয় স্বয়ং বিষ্ণু মানুষ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তুমি রামের বীরোচিত কর্ম এবং এই অশুভ লক্ষণের সংবাদ জ্ঞাত হয়ে যাতে উত্তর কালে মঙ্গল হয়, রামের সঙ্গে সন্ধি করে তাই কর।

মাল্যবানের উক্তি হতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রাবণ নিজেকে অজেয় মনে করে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছিলেন সেটাই তাঁর সর্বনাশের মূল। মাল্যবানের উক্তি রাবণের উশৃঙ্খল চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। Shakespear লিখেছেন---Vice repeated is like the wandering wind ; blows dust in others' eyes to spread itself.

মাল্যবানের পরামর্শে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি শত্রু পক্ষকে প্রবল মনে করে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে যে অহিতকর কঠোর কথা বললে তা আমি শুনিনি। যে পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে বনবাসী হয়ে বানরদের শরণাপন্ন হচ্ছে, সেই দরিদ্র রামকে সমর্থ এবং দেবতাদের ভীতির কারণ, প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষসদের ঈশ্বর স্বরূপ আমাকে অক্ষম মনে করছ কেন? বোধ হয় বীরদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুদের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ অথবা আমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করবার জন্যই এমন কঠোর কথা বললে। কারণ উৎসাহিত করবার ইচ্ছা না থাকলে, কোন শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত যুদ্ধে সমর্থ পদস্থ প্রভুকে এরূপ পরুষ বাক্য বলতে সমর্থ হয় না।

আনীয় চ বনাৎ সীতাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।
কিমর্থং প্রতিদাস্যামি রাঘবস্য ভয়াদহম্॥ (যুঃ) ৩৬।৮

—পদ্মাসনা না হলেও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রূপিনী সীতাকে আমি বন হতে এনে কি জন্য রাঘবের ভয়ে তাকে প্রত্যর্পণ করব?

তুমি অল্প দিনের মধ্যেই দেখবে আমি অসংখ্য বানর, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাঘবকে নিহত করেছি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবতারাও দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যার সমকক্ষ নয়, সেই রাবণ কি জন্য যুদ্ধ করতে ভীত হবে?

দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ন্তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ॥ (যুঃ) ৩৬।১১

—বরং দ্বিধা ভগ্ন হব, তবু কারো নিকট নত হব না, যদিও

এইটি স্বভাব সিদ্ধ দোষ বটে, তথাপি স্বভাব দুরতিক্রমনীয়।

রাবণের এই উক্তি হতে তাঁর পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অনমনীয় স্বভাব সর্বত্র দোষনীয় নয়। বিশেষ করে বীর পুরুষদের এরূপ দৃঢ় মনোবল প্রশংসনীয়।

রাবণ আরও বললেন—

রামের সমুদ্রে সেতুবন্ধন দেখে তুমি ভীত হচ্ছ। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ কি? দৈববশেই এমন ঘটনা ঘটেছে। রাম বানর সেনার সঙ্গে সমুদ্র অতিক্রম করে এখানে এসেছে বটে, কিন্তু আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, রাম জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না। মাল্যবান রাবণকে আশীর্বাদ করে স্বগৃহে গমন করলেন।

অতঃপর রাবণ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে লঙ্কার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। প্রহস্ত পূর্বদ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বারে থাকবে। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে পশ্চিম দ্বার রক্ষা করবে এবং শুক ও সরণকে উত্তর দ্বার হতে সরিয়ে রাবণ স্বয়ং সেই স্থানে অবস্থান করবেন স্থির হলো। বিরূপাক্ষ পুরমধ্যবর্তী শিবিরে বহু সংখ্যক রাক্ষসদের সঙ্গে থাকবে। এইভাবে রাবণ যথাযথ ব্যবস্থা করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

অন্যদিকে রাম, সুগ্রীব ও বানর সেনারা সুবেল শৃঙ্গ আরোহণ করে দশদিকে তাকিয়ে লঙ্কা নগরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন—রাবণ বহির্দ্বারের উপরি ভাগে অবস্থান করছেন। তাঁর মাথায় বিজয়চ্ছত্র ও দুই পার্শ্বে শ্বেত চামর দ্বারা ব্যজন করছে। সর্বাঙ্গ রক্ত চন্দনে লিপ্ত, রক্ত আভরণে ভূষিত, উত্তরীয় বস্ত্র সুবর্ণ রঞ্জিত এবং গাত্র লালবর্ণ—এ কারণে দূর হতে দেখলে নীল মেঘ বলে মনে হয়। তাঁর বক্ষঃস্থলে ঐরাবত হস্তীর দন্তাঘাত চিহ্ন। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র শশরক্তের মত রক্তবর্ণ। এই জন্য রাবণকে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় মনে হচ্ছিল। রাম ও বানররা এইরূপ দেখলেন। ইতিমধ্যে সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতাগ্র হতে লাফ

দিয়ে গোপুরে রাবণের অবস্থান স্থানে উপনীত হয়ে তাঁকে অবজ্ঞা করে বললে, হে নিশাচর, আমি রামের সখা ও দাস। আমি সেই পৃথিবীপতির অনুগ্রহে যেরূপ তেজশালী হয়েছি, তাতে তুই আজ কোন প্রকারেই আমার নিকট হতে মুক্তি লাভ করতে পারবি না।

বানররাজ সুগ্রীব একথা বলে আচমকা রাবণের মাথার উপর চড়ে তাঁর মুকুট টেনে ভূতলে নিক্ষেপ করে ভূতলে নেমে রাবণের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। রাবণ সুগ্রীবকে দ্রুতবেগে আসতে দেখে বললেন, সুগ্রীব তুমি যতক্ষণ আমার দৃষ্টি পথে পতিত হও নাই, ততক্ষণই সুগ্রীব ছিলে, এখন ভগ্নগ্রীব হবে। (সুগ্রীবস্ত্বং পরোক্ষং মে হীনগ্রীবো ভবিষ্যসি।) এই কথা বলেই রাবণ সুগ্রীবকে দুই হাতে ধরে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। সুগ্রীব ও রাবণের বাহুদ্বয় আক্রমণ করে তাঁকে ভূতলে ফেলে দিল। অতঃপর উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধল, রাবণ মুক্তিলাভের উপায় না দেখে মায়া বিস্তার করতে আরম্ভ করলে রাবণ বিজয়ী সুগ্রীব তা জানতে পেরে সহসা আকাশে আরোহণ করল। রাবণ সুগ্রীবকে পরাস্ত করতে না পেরে ঐ স্থানেই অবস্থান করতে লাগলেন। সুগ্রীব যুদ্ধে রাবণকে পরিশ্রান্ত করে গগন উল্লঙ্ঘন করে রামের নিকট ফিরে গেল।

অতঃপর রামচন্দ্রের দূত বালি পুত্র অঙ্গদ রাবণের নিকট এসে রাবণের ভবনে উপস্থিত হয়ে তথায় মন্ত্রীদের সঙ্গে শান্তভাবে উপবিষ্ট রাবণকে দেখল। অঙ্গদ প্রথমে আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, আমি রামচন্দ্রের দূত এবং বালির পুত্র অঙ্গদ। রাম বলে পাঠিয়েছেন যে যদি তুমি প্রকৃত পুরুষ হও, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি মন্ত্রী, পুত্র এবং সবান্ধব তোমাকে বধ করব। তুমি নিহত হলে ত্রিভুবনের লোক নিশ্চিন্ত হবে।

দেব-দানব-যক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।
শত্রুমদ্যোদ্ধরিষ্যামি ত্বামৃষীণাঞ্চ কণ্টকম্॥ (যুঃ) ৪১।৮০

—তুমি দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ এবং রাক্ষসদের শত্রু। ঋষিদের কণ্টক স্বরূপ, আজ আমি তোমাকে উদ্ধার করব।

সেইজন্য যদি তুমি আমার চরণে পতিত হয়ে সাদরে সীতাকে প্রত্যর্পণ না কর, তাহলে আমার হাতে নিহত হবে এবং বিভীষণ লঙ্কার সমস্ত ঐশ্বর্য পাবে।

অঙ্গদের কথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রীদের বললেন, এই দুর্বুদ্ধি বানরকে ধর এবং বধ কর। অঙ্গদ নিজের বল দেখাবার জন্য ধরা দিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের ভেদ বুদ্ধির কুটনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণ বালি পুত্র অঙ্গদকে রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বলেছেন—

রাবণ বলে শোন্ বানরা ধিক্
জীবনে তোর।
রাজার বেটা হয়ে হলি মানুষের নফর॥
পুত্র হয়ে পরশুরাম সুধিল পিতার ধার
নিঃক্ষত্রিয় ধরা কৈল তিন সাতবার।
পুত্র হয়ে তুই তার কোন কর্ম কৈলি।
বাপকে মারিল যে তার গোলাম হলি॥ (লঃ)

রাজনীতিতে দক্ষ রাবণ এইভাবে ভেদ বুদ্ধির দ্বারা রামের বন্ধু ও সহায়কদের তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করেন।

অঙ্গদ চারজন রাক্ষসকে নিয়ে পাখীর ন্যায় লাফ দিয়ে উচ্চ প্রাসাদে উঠল। তার উল্লম্ফন বেগে কম্পিত হয়ে ঐ রাক্ষসরা ছিটকে রাবণের সামনে ভূমিতে পড়ল। অনন্তর অঙ্গদ প্রাসাদ শিখরে আস্ফালন করে ভ্রমণ করতে লাগল। অঙ্গদের পায়ের ভারে প্রাসাদ শিখর খণ্ডিত হয়ে রাবণের সামনে ভেঙ্গে পড়ল। এইভাবে প্রাসাদ শিখর ভেঙ্গে অঙ্গদ নিজের নাম শুনিয়ে আকাশ পথে রামের নিকট প্রত্যাগমন করে রামের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত

করল। অপর দিকে নিজের প্রাসাদ ধ্বংস হতে দেখে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং নিজের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। (বিনাশঙ্কাত্মনঃ পশ্যন্ নিঃশ্বাসপরমোহভবৎ।) লঙ্কার দ্বারদেশ হতে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই বানর বৃন্দের শত অক্ষৌহিনী সেনাদের দেখে রাক্ষসরা অত্যন্ত বিস্মিত হল। লঙ্কার প্রাকার পরিখা সমূহ বানরদের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়েছিল। বানরদের আক্রমণে রাক্ষসরা ভীত হলো।

রাক্ষসরা রাবণের ভবনে গিয়ে বানরদের সহায়তায় রাম লঙ্কাপুরী অবরোধ করেছে এই সংবাদ জানালো। লঙ্কা অবরুদ্ধ শুনে রাবণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

লঙ্কা অবরুদ্ধ শুনে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং নগর রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য প্রাসাদের উপর আরোহণ করলেন। সেখান থেকে রাবণ দেখলেন—পর্বত, বন, কাননসহ সমস্ত লঙ্কা সর্বতোভাবে অসংখ্য যুদ্ধাভিলাষী বানরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। তাদের দেখে রাবণ কি ভাবে বানরদের ধ্বংস করবেন সেই চিন্তায় মগ্ন হলেন। অতঃপর লঙ্কার উপর বানরদের আক্রমণ ও রাক্ষসদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বানরদের কাছে রাক্ষসরা পরাজিত হয়। ইন্দ্রজিতের বাণে রাম লক্ষ্মণ সংজ্ঞা হারালেন। ইন্দ্রজিৎ মূর্চ্ছিত রাম লক্ষ্মণকে মৃত মনে করে রাবণের নিকট শত্রু বধ সংবাদ ঘোষণা করলেন এবং রাবণ প্রসন্ন চিত্তে পুত্রকে অভিনন্দিত করে সীতার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্তা রাক্ষসীদের আহ্বান করলেন। ত্রিজটা ও অন্যান্য রাক্ষসীরা উপস্থিত হলে তিনি বললেন, তোমরা সীতার নিকট গিয়ে বল যে ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নিহত করেছে।

পুষ্পক বিমানে সীতাকে চড়িয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যাও এবং নিহত ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখাও। (পুষ্পকং তৎসমারোপ্য দর্শয়ধ্বং রণে হতৌ) যার আশ্রয়ের গর্বে সীতা আমাকে উপেক্ষা করেছে তার সেই স্বামী ভ্রাতার সঙ্গে রণমধ্যে নিহত। যুদ্ধক্ষেত্রে রাম লক্ষ্মণের

অবস্থা দেখে সীতা আমার বশীভূত হবে। তবে সীতা নিরপেক্ষা, উদ্বেগ-রহিতা, আশঙ্কাশূন্যা ও সর্বাভরণভূষিতা হয়ে আমার সেবার জন্য উপস্থিত হবে। রাবণের কথা শুনে রাক্ষসীরা যেখানে পুষ্পক বিমান ছিল সেখানে গেল। (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য)।

গরুড়ের আগমনে ও সান্নিধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সাপ পাশ মুক্ত হলেন। ইহাতে বানররা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হর্ষ ধ্বনি করতে থাকে : বানরদের সমবেত হর্ষধ্বনি শুনে রাবণ মন্ত্রীদের বললেন, শোকের সময় বানরদের আনন্দের কি কারণ ঘটেছে—তা সত্বর দেখে এসো। রাবণের আজ্ঞায় রাক্ষসরা প্রাকারে উঠে দেখল, রাম লক্ষ্মণ ভয়ানক নাগবান বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছেন। রাক্ষসরা তা দেখে ভীত হয়ে ও বিষন্ন চিত্তে রাবণের নিকট এই অপ্রিয় সংবাদ জানাল।

রাক্ষসরাজ সেই দুঃসংবাদ শুনে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ানক সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ভীষণ শরের দ্বারা ইন্দ্রজিৎ যাদের বন্ধন করেছিল, যখন সেই শত্রুদ্বয় নাগপাশ হতে মুক্ত হয়েছে, তখন এই সমস্ত সেনার দ্বারা জয় লাভের সম্ভাবনা দেখছি না : এই চিন্তা করে রাবণ রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে বললেন, বানর সেনা সহ রামকে বধ করবার জন্য শীঘ্র যাও। রাবণের আদেশ পেয়ে সসৈন্যে ধূম্রাক্ষ নগর ত্যাগ করল। ধূম্রাক্ষের সঙ্গে বানরদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং বীর হনুমান তাকে বধ করে।

ধূম্রাক্ষ নিহত হয়েছে শুনে রাবণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্রূর বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসকে বললেন, তুমি রাক্ষস পরিবেষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রামকে ও বানরসৈন্য সহ সুগ্রীবকে সংহার কর। মায়াবী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্রের রাক্ষস সেনাদলের সঙ্গে বানর সেনাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অতঃপর বালিপুত্র অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রকে বধ করে।

অতঃপর রাবণ বজ্রদংষ্ট্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সর্ব অস্ত্রবিদ অকম্পনকে বীর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে নির্দেশ দিলেন।

অকম্পন সসৈন্যে সমর ক্ষেত্রে বানরদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। হনুমান অকম্পনকে বধ করে।

অকম্পনও নিহত হয়েছে শুনে রাবণ বিষন্ন বদনে মন্ত্রীদের দিকে তাকালেন। মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাবণ সেনা বাহিনীকে দেখবার জন্য সেনা নিবাসে গমন করলেন। রাবণ রাক্ষসদের দ্বারা রক্ষিত বহু সেনা ব্যূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পতাকা ও ধ্বজা সমূহদ্বারা সমালঙ্কৃতা লঙ্কানগরী দেখলেন। চারিদিক শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধ কুশল প্রহস্তকে বললেন, শত্রু লঙ্কাপুরীতে উৎপীড়ন করছে। যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

অহং বা কুম্ভকর্ণো বা ত্বং বা সেনাপতির্মম।
ইন্দ্রজিদ্ বা নিকুম্ভো বা বহেয়ুর্ভারমীদৃশম্॥ (যুঃ) ৫৭।৬

—আমি, কুম্ভকর্ণ অথবা সেনাপতি তুমি কিংবা ইন্দ্রজিৎ বা নিকুম্ভ এইরূপ ভার বহন করতে সমর্থ।

অতএব তুমি শীঘ্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাও এবং বানররা তোমার গর্জন সহ্য করতে না পেরে ভয়ে পালাবে। তখন রাম-লক্ষ্মণ তোমার বশীভূত হবে।

প্রহস্ত রাবণের আদেশে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিক্রম প্রদর্শন করল। কিন্তু নীলের হাতে নিহত হল। প্রহস্তের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত চিত্তে রাক্ষসদের বললেন, ইন্দ্রসেনা সংহারকারী সেবক এবং হস্তিগণের সঙ্গে আমার সেনাপতিকে যারা হত্যা করেছে সেই শত্রুকে আর অবজ্ঞা করা উচিত নয়। আমি স্বয়ং শত্রুনাশের জন্য রণক্ষেত্রে যাব।

সময়ে হিতাকাঙ্ক্ষীদের সুপরামর্শ রাবণ গ্রহণ করেননি। চরম অবস্থা যখন উপস্থিত হয়েছে তখন শত্রুদের অবজ্ঞা করা সঙ্গত নয়— এ সিদ্ধান্তে এলেন।

অদ্য তদ্ বানরানীকং রামঞ্চ সহলক্ষ্মণম্।
নির্দহিষ্যামি বাণৌঘৈর্বনং দীপ্তৈরিবাগ্নিভিঃ॥
অদ্য সন্তর্পয়িষ্যামি পৃথিবীং কপিশোণিতৈঃ। (যুঃ) ৫৯।৬

—যেমন জ্বলন্ত অগ্নি বনকে ভস্মীভূত করে। তেমনি আজ আমার শরের দ্বারা বানরসেনা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে দগ্ধ করব। আজ কপি শোণিত পৃথিবীকে তৃপ্ত করবে।

এই কথা বলে রাবণ রথে চড়লে নানা শুভ মঙ্গল সূচক বাদ্য বাজতে লাগল। যোদ্ধাগণ গর্জন করে উঠল ও বন্দীদের স্তব এবং পুষ্পের দ্বারা পূজিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ যাত্রা করলেন। বিভীষণ রামের নিকট রাবণের অনুগামী রাক্ষসদের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—এই যে ব্যাঘ্র, উষ্ট্র. হস্তি, মৃগ এবং অশ্বের ন্যায় বদন ধারী নানা প্রকার ভীষণ রূপ ভূতদের দ্বারা পরিবৃত শিরোপরি শশধরের ন্যায় শ্বেত ছত্র শোভিত দেবতাদের দর্প বিনাশকারী বীরই রাক্ষসরাজ সেই রাবণ। তিনি মুকুটধারী কুণ্ডল শোভিত। হিমালয় এবং বিন্ধ্যাচলের ন্যায় বিরাট শরীর সুরেন্দ্র ও যমরাজের দর্পহারী সাক্ষাৎ সূর্যের ন্যায় এই রাক্ষসরাজ শোভা পাচ্ছেন।

বিভীষণের এ বর্ণনায় রাম রাবণ সম্বন্ধে তাঁকে বললেন—

অহো দীপ্তমহাতেজা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ (যুঃ) ৫৯।২৬

—অহো, রাক্ষসপতি রাবণ মহাতেজে তেজোময় মনে হচ্ছে।

রাবণ স্বীয় প্রভাব দ্বারা দুর্ভেদ্য সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন। তেজসম্পন্ন তাঁর রূপ আমি দেখতে পাচ্ছি। দেব দানব বীরদের দেহও রাবণের দেহের ন্যায় প্রভান্বিত নয়। এই বিশালকায় রাক্ষসদের সমস্ত অনুচর যোদ্ধা পর্বতের ন্যায়, সকলে পর্বতের দ্বারা যুধামান সকলেই উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রধারী। ভয়ঙ্করদর্শী এবং তীক্ষ্ণ স্বভাব রাক্ষস বৃন্দ পরিবৃত, দেহধারী ভূত দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই রাক্ষসরাজ রাবণকে যমের ন্যায় মনে হচ্ছে।

রামের ন্যায় শক্তিশালী শত্রুর মুখে রাবণের অবয়বের ও বীর্য্যের এই পরিচয় হতে রাবণ যে কত পরাক্রমশালী ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাবণ নিজের সৈন্যদের বললেন, তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ কর।

রাবণকে সমরক্ষেত্রে আসতে দেখে সুগ্রীব অনেক বৃক্ষ ও শিখর যুক্ত প্রকাণ্ড পর্বত শিখর সমুৎপাটিত করে রাবণের উপর নিক্ষেপ করলেন। রাবণ তা দেখতে পেয়ে বহু বাণের দ্বারা তা ছেদন করলেন। সেই মহাশৈল শৃঙ্গ বিদীর্ণ হয়ে ধরণীতলে পতিত হল। ক্রুদ্ধ রাবণ সুগ্রীবের প্রতি বজ্রের ন্যায় বেগবান একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণ তীব্র বেগে সুগ্রীবকে বিদীর্ণ করল। সেই আঘাতে সুগ্রীব আর্তনাদ করে সংজ্ঞা হারিয়ে ধরাতলে পতিত হলেন। তাঁকে ভূপতিত হতে দেখে রাক্ষসরা হর্ষধ্বনি করতে লাগল। তখন গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ, নলাদি বিশাল দেহধারী বানরবৃন্দ পর্বতাদি সমুৎপাটন করে রাবণের প্রতি ধাবিত হল। রাবণ সুতীক্ষ্ণ শরের দ্বারা তাদের আঘাত ব্যর্থ করে দিলেন, এবং রাবণের শরাঘাতে বিশালদেহী বানররা ভূপতিত হলো। অবশেষে রাবণ নিজের শরজালে বানর সেনাদের সমাচ্ছন্ন করলেন। রাবণের বাণে বিদ্ধ বানররা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে করতে ভূতলে পতিত হল।

তখন বাণাহত বানররা রামের শরণাপন্ন হল। রাম ধনু নিয়ে গমন করতে উদ্যত হলে লক্ষ্মণ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, এই দুরাত্মা রাবণকে বধ করবার জন্য আমিই যথেষ্ট। আমাকে আজ্ঞা দিন—তাকে বিনাশ করব। রাম তখন লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, যাও যুদ্ধে জয় লাভ করে ফিরে এসো।

রাবণো হি মহাবীর্য্যো রণেঽদ্ভুতপরাক্রমঃ।
ত্রৈলোক্যেনাপি সংক্রুদ্ধো দুষ্প্রসহ্যো ন সংশয়ঃ॥ (যুঃ) ৫৯।৪৯

—রাবণ অতি বীর্যবান, রণেও তাঁর অদ্ভুত পরাক্রম, তিনি ক্রুদ্ধ হলে, ত্রিভুবনও তা সহ্য করতে পারে না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মহাপরাক্রমশালী রামের মুখে শত্রু রাক্ষসরাজ রাবণের সম্বন্ধে উপরোক্তিটি রাবণের পরোক্ষ প্রশংসা।

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি যুদ্ধে রাবণের দোষ এবং নিজের ত্রুটি অন্বেষণ করবে। সংযত হয়ে চক্ষু ও ধনুর দ্বারা আত্মরক্ষা

করবে। (চক্ষুষ্মা ধনুষাত্মানং গোপায়স্ব সমাহিতঃ।) রামের কথা শুনে লক্ষ্মণ রামকে আলিঙ্গন করে ও অভিবাদন জানিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তিনি ভয়ঙ্কর রাবণকে দেখলেন।

বীর হনুমান রাবণকে বাণ নিক্ষেপে নিবৃত্ত করবার জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। তাঁর রথের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয় দক্ষিণ বাহু উঠিয়ে বুদ্ধিমান হনুমান রাবণকে এই কথা বললেন—

দেব-দানব-গন্ধর্বৈর্যক্ষৈশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ।
অবধ্যত্বং ত্বয়া প্রাপ্তং বানরেভ্যস্তু তে ভয়ম্॥ (যু:) ৫৯।৫৫

—রাক্ষস, তুমি দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসের দ্বারা অবধ্য এই বর পেয়েছো। কিন্তু বানরদের থেকে তোমার ভয় আছে।

পাঁচ আঙুল সহ সমুদ্যত আমার দক্ষিণ বাহু দেখ। তোমার দেহে চিরকাল যে জীবাত্মা বাস করে আমি তাকে বধ করব।

হনুমানের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ হনুমানকে বললেন, বানর তুমি নির্ভয়ে সত্বর আমাকে আঘাত কর, কীর্ত্তিলাভ কর, অতঃপর তোমার বিক্রম দেখে তোমাকে বিনাশ করব।

রাবণের কথা শুনে হনুমান বললেন, আমি প্রথমে তোমার পুত্র অক্ষকে নিহত করে তোমাকে বধ করছি—সে কথা মনে রেখো।

হনুমান এই কথা বললে রাবণ পবন তনয়ের বক্ষে এক চপেটাঘাত করলেন। সেই আঘাতে হনুমান পুনঃ পুনঃ চলতে লাগলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান বীর হনুমান মুহূর্ত্তকালের মধ্যে স্থির হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি রাবণকে ফিরে চপেটাঘাত করলেন। হনুমানের চপেটাঘাতে রাবণ ভূমিকম্পে পর্বত যেমন কম্পিত হয়, তেমনি কম্পিত হতে থাকলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে চপেটাঘাতে নিপীড়িত দেখে ঋষি, বানর, সিদ্ধ ও অসুরগণ সহ সুরমণ্ডলী হর্ষধ্বনি করতে লাগলেন। (ঋষয়ো বানরাঃ সিদ্ধা নেদুর্দেবাঃ সহাসুরৈঃ)।

অতঃপর বীর রাবণ আশ্বস্ত হয়ে বললেন—বানর, তুমি বীরত্বে

আমার প্রশংসনীয় শত্রু। (সাধু বানর বীর্যেণ শ্লাঘনীয়োঽসি মে রিপুঃ।)

রাবণ রাক্ষসরাজ হলেও বীরকে প্রশংসা করতে জানেন। তাই শত্রু হনুমানের প্রশংসা করতে রাবণ কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। এখানে তাঁর উদার মনের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে।

রাবণের কথা শুনে হনুমান বললেন, আমার বীরত্বে ধিক। কারণ তুমি এখনও জীবিত আছ। তুমি আমাকে একবার আঘাত করে কি আত্মপ্রশংসা করছ? তারপর আমার মুষ্টি প্রহার তোমাকে নিহত করবে। হনুমানের বাক্যে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে হনুমানের বক্ষে একটা মুস্ট্যাঘাত করলেন। হনুমান রাবণের সেই আঘাতে বিহ্বল হলে, রাবণ নীলের প্রতি ধাবিত হলেন। রাবণের বাণে পীড়িত হয়ে বানরসেনা নীল এক হস্তে একটি পর্বত শিখর নিয়ে রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করল। ইতিমধ্যে হনুমান সুস্থ হয়ে যুদ্ধরত রাবণকে বললেন, রাক্ষস তুমি যখন অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছ এ অবস্থায় তোমাকে আর এক ব্যক্তি আক্রমণ করা উচিত নয়।

হনুমানের ন্যায় একটি পশুর মধ্যে বিবেকের যে পরিচয় পাওয়া গেল আধুনিক সভ্য সমাজ সেই বিবেক রহিত। তাই আজ বিশ্ব জুড়ে এমন অশান্তি অরাজকতা। কুরুক্ষেত্রের প্রাক্কালে উভয়পক্ষ যে যুদ্ধের রীতি অনুমোদন করে তার মধ্যে উপরোক্ত নিয়মটি আবদ্ধ ছিল।

রাবণ সাতটি বাণাঘাতে পর্বত শৃঙ্গটি খণ্ড খণ্ড করলেন। পর্বত শৃঙ্গ বিকীর্ণ হতে দেখে নীল নানা প্রকার বৃক্ষ উপড়ে রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করল রাবণ সেই বৃক্ষরাশিকে খণ্ড খণ্ড করে নীলের উপর ভীষণ শরাঘাত করতে লাগলেন। রাবণ যখন বর্ষার ধারার মত নীলের উপর শরাঘাত করতে থাকেন, তখন নীলকে কখনও রাবণের ধ্বজের উপর, কখন ধনুর অগ্রে, কখনও মুকুটাগ্রে সঞ্চারমান দেখে লক্ষ্মণ, হনুমান ও রাম বিস্মিত হলেন।

রাবণও নীলের ক্ষিপ্রতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে অদ্ভুত উজ্জ্বল আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করলেন। নীলের দক্ষতায় রাবণকে বিভ্রান্ত হতে দেখে বানরগণ কলরব করে উঠলো। তখন বানরদের হর্ষধ্বনিতে রাবণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং নীলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—বানর, তুমি মায়ার দ্বারা দ্রুতগামী হয়েছো। যদি সম্ভব হয় তবে তোমার জীবন রক্ষা কর যদিও তুমি অনেক কাজ করেছ, তবু আমার নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্রে তোমার জীবন রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও তোমার মৃত্যু অনিবার্য এই কথা বলে রাবণ একটি তীক্ষ্ণ আগ্নেয়াস্ত্র নীলের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই অস্ত্রাঘাতে নীল সংজ্ঞা হারালেও প্রাণ হারালো না।

নীলকে অচেতন দেখে রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হলেন। তখন লক্ষ্মণ বললেন, আমি এসেছি। সুতরাং তুমি বানরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিবৃত্ত হও রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, হে রাঘব, সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আমার দৃষ্টিপথে এসেছ। তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। তাই তুমি বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছো। এক্ষুণি তুমি আমার বাণবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করবে।

লক্ষ্মণ বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বললেন—

রাজন্ ন গর্জন্তি মহাপ্রভাবা

বিকত্থসে পাপকৃতাং বরিষ্ঠ॥ (যুঃ) ৫৯।৯৭

—রাজন, মহাপ্রভাবশালিরা তোমার ন্যায় বৃথা গর্জন করে না, পাপীদের অগ্রগণ্য তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা করছ।

আমি তোমার শক্তি, বীর্য, প্রতাপ ও পরাক্রম উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি এইজন্য ধনুর্বাণ নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এস, যুদ্ধ কর। বৃথা বাক্য ব্যয়ে কি লাভ ?

এই কথা শুনে রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি সাতবাণ নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মণও তা ছেদন করলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করলেন লক্ষ্মণও বিচলিত না হয়ে শরবর্ষণ করতে লাগলেন

এবং ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, উত্তমকর্ণী ও ভল্লের দ্বারা রাবণের সব বাণ ছিন্ন করলেন। লক্ষ্মণের দক্ষতা দেখে রাবণ বিস্মিত হয়ে পুনরায় তার উপর তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মণও বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর বেগগামী বাণ রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রাবণ সেইসব বাণ ছিন্ন করে ব্রহ্মা দত্ত কালাগ্নির ন্যায় শরের দ্বারা লক্ষ্মণের ললাট আহত করলেন। এইভাবে লক্ষ্মণ ও রাবণের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। বিষ্ণুর অংশধন্য লক্ষ্মণ রাবণের ব্রহ্মার শক্তির দ্বারা পীড়িত হয়ে মাটিতে পড়ে জ্বলতে লাগলেন। শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণকে বিহ্বল দেখে, রাবণ তাড়াতাড়ি তাঁকে বাহু দ্বারা ধরতে গেলেন, কিন্তু পরাক্রমশালী হয়েও রাবণ সুমিত্রা নন্দনকে মাটির থেকে তুলতে পারলেন না।

যে রাক্ষসরাজ রাবণের বিক্রমে দেবতারা পর্য্যন্ত ভীত, সেই রাবণ মানুষ লক্ষ্মণকে উত্তোলন করতে সমর্থ হলেন না! এই সামান্য ঘটনা যেন রাবণের ভবিষ্যৎ পরিণতির সূচনা করছে।

অতঃপর ক্রুদ্ধ হনুমান রাবণের বক্ষে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করে তাঁকে ভূতলে পতিত করলেন। তাঁর মুখ, চোখ ও কান হতে শোণিত ধারা নিঃসৃত হতে থাকে। রাবণ ক্লান্ত হয়ে রথের পশ্চাদভাগে উপবেশন করলেন, এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। রাবণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ায় ঋষিরা বানররা অসুররা ও সুরবৃন্দ সন্তুষ্ট হলেন। হনুমান লক্ষ্মণকে স্বীয় বাহুদ্বারা উত্থিত করে তাঁকে রামের নিকটে আনলেন।

পরাজিত লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করে সেই শক্তি রাবণের রথে পুনরায় গমন করলো। কিছুক্ষণ সংজ্ঞা লুপ্ত থাকার পর, রাবণ পুনরায় মহাধনুও শাণিত শর সমূহ হস্তে গ্রহণ করলেন। লক্ষ্মণও পুনরায় সুস্থ হলেন।

বানরদের বিরাট বাহিনীর মহা মহা বীরদের যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত দেখে, রাম রাবণের অভিমুখে ধাবিত হলেন। তখন হনুমান রামকে বললেন, যেমন বিষ্ণু গরুড়ের উপর আরোহণ করে দানবদের বিনাশ

করেন (বিষ্ণুর্যথা গরুত্মন্তমারুহ্যামরবৈরিণম্) তেমনি আপনি আমার পিঠে আরোহণ করে এই রাক্ষসকে শাসন করুন।

রাম হনুমানের পিঠে আরোহণ করলেন। রাম রথোপরি রাবণকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি ধাবিত হলেন। তিনি রাবণকে বললেন, আমার অপ্রিয় কাজ করে তুমি কোথায় গিয়ে প্রাণ রক্ষা করবে?

যদীন্দ্র-বৈবস্বত-ভাস্করান্ বা
স্বয়ম্ভু-বৈশ্বানর-শঙ্করান্ বা,
গমিষ্যসি ত্বং দশধা দিশো বা
তথাপি মে নাদ্য গতো বিমোক্ষ্যসে ॥ (যুঃ) ৫৯।১৩০

—যদি ইন্দ্র, যম অথবা সূর্যের নিকট কিম্বা ব্রহ্মা, অনল ও শঙ্করের নিকট বা রণে ভঙ্গ দিয়ে দশ দিকে পলায়ন কর, তথাপি অদ্য আমার হস্ত হতে বিমুক্ত হবে না।

আজ তুমি নিজের শক্তির দ্বারা লক্ষ্মণকে আহত করেছ। তাতে বিষণ্ণ হয়ে আমি তার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি। রাক্ষসরাজ, আমি পুত্র, পৌত্রসহ তোমার মৃত্যু ঘটাবো। রাবণ জনস্থানের অদ্ভুত দর্শন, উত্তম অস্ত্রধারী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস এই রাম স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা নিহত করেছে।

রামের কথা শুনে পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করে রাক্ষসরাজ রাবণ রামের বাহন হনুমানকে আক্রমণ করলেন। রাবণের দ্বারা আহত হনুমানকে দেখে রাম ক্রুদ্ধ হলেন। রাম রাবণের অশ্ব, ধ্বজ ছত্র, পতাকা, সারথি, অশনি, শূল, খড়্গ, রথ প্রভৃতি তাঁর শাণিত বাণের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করলেন। রাম বজ্র ও অশনির ন্যায় তেজ দীপ্ত বাণের দ্বারা সবেগে রাবণের বিশাল ও সুন্দর বক্ষে আঘাত করলেন। রামের আঘাতে রাবণ পীড়িত ও কম্পিত হলেন এবং তাঁর হস্তস্থিত ধনু বিচ্যুত হল। রাবণকে বিহ্বল হতে দেখে রাম রাবণের সূর্যের ন্যায় দীপ্তমান কিরীট ছেদন করলেন। রাম অতঃপর রাবণকে বললেন—

কৃতং ত্বয়া কর্ম মহৎ সুভীমং
হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্ত্বয়াবৃম্ ।
তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্ম্ৃত্যুবশং নয়ামি ।। (যুঃ) ৫৯।১৪২

—তুমি আজ অত্যন্ত ভয়ানক কাজ করেছো। আমার সেনাদের মধ্যে বীরদের নিহত করেছো সেইজন্য পরিশ্রান্ত—এই স্থির করে শরের প্রহারে তোমাকে যমের অধীন করব না।

নিশাচরপতি, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে পীড়িত বলে জানাচ্ছি, শোন লঙ্কায় ফিরে সুস্থ হয়ে রথ. ধনু, সেনাসহ এসে আমার পরাক্রম দর্শন কর।

রামের এই উক্তি শুনে আহত রাবণ সহসা লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরদের শরীর হতে বানগুলি নিষ্কাশন করলেন। রাবণকে পরাজিত হতে দেখে তাঁর শত্রুরা আনন্দিত হলো!

এদিকে রামের বাণাঘাতের ভয়ে রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর দর্প চুর্ণ হয়েছিল। তাঁর ইন্দ্রিয় পীড়িত হলো। (ভগ্নদর্পস্তদা রাজা বভুব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ)।

মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ
অভিভূতোঽভবদ রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ (যুঃ) ৬০।২

—যেমন সিংহ হস্তীকে, গরুড় সর্পদের পীড়িত করে, তেমনি মহাত্মা রাঘব রাবণকে অভিভূত করলেন।

ব্রহ্মদণ্ডের প্রতীক ও বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল তেজস্বী রাঘবের বাণগুলি স্মরণ করে রাবণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে রাবণ রাক্ষসদের সম্বোধন করে বললেন—

সর্বং তৎ খলু মে মোঘং যৎ তপ্তং পরমং তপঃ।
যৎ সমানো মহেন্দ্রেন মানুষেণ বিনির্জিতঃ ।। (যুঃ) ৬০।৫

—আমি যে কঠোর তপস্যা করেছিলাম. সে সমস্ত ব্যর্থ হল। কারণ আজ মহেন্দ্রের সমতুল্য আমি (রাবণ) মানুষের দ্বারা পরাজিত হলাম।

ব্রহ্মা আমাকে বলেছিলেন যে, তোমার মনুষ্য হতে ভয় আছে। তাঁর সেই ভীষণ বাক্য এই সময় সত্যে পরিণত হচ্ছে।

দেব-দানব-গন্ধর্বৈ- যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ।

অবধ্যত্বং ময়া প্রোক্তং মানুষেভ্যো ন যাচিতম্ ॥ (যুঃ) ৬০।৭

—দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ও পন্নগগণ আমাকে বধ করতে পারবে না—আমি এ বর চেয়েছিলাম, মানুষের দ্বারা অবধ্যত্ব প্রার্থনা করিনি।

পূর্বকালে ইক্ষ্বাকুলজাত রাজা অনরণ্য অভিশাপ দিয়ে বলে ছিলেন তাঁর বংশে এক মহাপুরুষ জন্মাবেন, তিনিই আমাকে সপুত্র সসচিব বধ করবেন। অনরণ্য যাঁর কথা বলেছিলেন দশরথ তনয় রামই তিনি। তাছাড়া পূর্বকালে বেদবতীকে আমি ধর্ষণ করায় তিনি আমাকে শাপ দিয়েছিলেন। তিনি এই জনক নন্দিনী সীতা রূপে সমুৎপন্ন হয়েছেন। সেই প্রকার উমা, নন্দীশ্বর, বরুণ কন্যা পুঞ্জিকাস্থলী (র জন্য ভগবান ব্রহ্মা) ও রম্ভা (র জন্য নলকুবের) যা বলেছিলেন তারই ফল আমি পাচ্ছি। ঋষিদের বাক্য কখনও অসত্য হয় না। তাঁদের শাপই আমার ভয় অথবা সঙ্কটের কারণ হয়েছে—এই কথা জেনে এখন তোমরা বিপদ দূর করবার জন্য উপায় চিন্তা কর।

রাবণের মত মহাপরাক্রমশালী রাজার তাঁর অধীনস্থ সামান্য রাক্ষসদের সমীপে আত্ম অপকীর্তি প্রকাশ করা ও তার জন্য প্রাপ্ত অভি-শাপের কথা ব্যক্ত করার মধ্যে তাঁর সরল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই বোধ করি অকপটে এমন ভাবে আপন পাপের স্বীকারোক্তি করে না। বরং নিজের পাপ কর্মকে সমর্থন করে। রাবণের কঠোর তপস্যার ফলেই বোধ হয় তাঁর পক্ষে এতটা স্পষ্টকথা ও আত্ম বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গ Pope এর উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয়—A man should never be ashamed to own that he has been in the

wrong, which is but saying, in other words that he is wiser today than he was yesterday.

রাবণের জন্ম বৃত্তান্তে জানা যায় যে তাঁর জন্মকালে তাঁর দুটো সত্তা ছিল একটি মুনি, ঋষির সত্তা, অন্যটি রাক্ষসীর সত্তা। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাবণের মুখে যে সব স্পষ্ট বা অকপট উক্তি শোনা গেছে তা তাঁর মধ্যে ঋষি সত্তারই পরিচয় বহন করেছে। অন্যপক্ষে তাঁর চরিত্রগত ব্যভিচার, শক্তি গর্ব, দুষ্কার্য প্রভৃতি তাঁর রাক্ষস সত্তার প্রমাণ।

রাবণ রাক্ষসদের নির্দেশ দিলেন তারা রাজমার্গে তথা গোপুর শিখরে যেন অবস্থান করে এবং দেব ও দানবদের দর্পহারী ব্রহ্মার শাপে নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগায়। যুদ্ধে নিজের পরাজয়, প্রহস্তের নিধন জেনে রাবণ ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের আদেশ করলেন— তোমরা নগরের দ্বারগুলিতে থেকে তা রক্ষা কর ও প্রাকারে আরোহণ কর। আর নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাও। কামোপভোগ হত—চেতন সে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে নিদ্রিত আছে। সে কখনও নয়, কখনও সপ্ত, কখনও দশ, কখনও বা অষ্ট মাস ঘুমিয়ে থাকে। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে সে আজ নয় দিন নিদ্রিত আছে। মহাশক্তিশালী কুম্ভকর্ণ সমস্ত রাক্ষসদের শিরোমণি তোমরা তাকে দ্রুত জাগাও; সে নিশ্চয় সমরে বানরদের ও রাজপুত্রদ্বয়কে শীঘ্র নিহত করবে কুম্ভকর্ণ জাগরিত হলে এই অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রামের হাতে পরাজিত হবার দুঃখ আমার খণ্ডন হবে।

কিং করিষ্যাম্যহং তেন শক্রতুল্যবলেন হি।

ঈদৃশে ব্যসনে ঘোরে যো ন সহায় কল্পতে॥ (যুঃ) ৬০।২১

এই নিদারুণ বিপদে যে আমার সাহায্য করবে না, সে ইন্দ্রতুল্য বীর হলেও তাকে নিয়ে আমি কি করব?

রাবণের কথা শুনে রাক্ষসরা অতি শীঘ্র কুম্ভকর্ণের আবাসে গেল। (কুম্ভকর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কুম্ভকর্ণকে জাগিয়ে রাক্ষসরা রাবণকে জিজ্ঞেস করল, কুম্ভকর্ণ কি সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন অথবা তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ?

রাবণ কুম্ভকর্ণ জেগেছেন শুনে হৃষ্ট চিত্তে বললেন—আমি কুম্ভকর্ণকে এখানে দেখতে ও পূজা করতে চাই। রাক্ষসরা তাঁর আজ্ঞা পালন করতে গেল।

কুম্ভকর্ণ রাবণের প্রাসাদে প্রবেশ করে পুষ্পকবিমানে রাবণকে বসে থাকতে দেখলেন। রাবণ কুম্ভকর্ণকে দেখে আনন্দে তাঁকে নিকটে আনলেন। কুম্ভকর্ণ রাবণকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন কি কাজ করবেন; রাবণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। কুম্ভকর্ণের প্রশ্নোত্তরে রাবণ বললেন—নিদ্রিত অবস্থায় তোমার বহুকাল অতীত হয়েছে। নিদ্রিত থাকায় রামের থেকে আমার ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছে, তুমি তা জান না।

দশরথপুত্র রাম সুগ্রীবের সঙ্গে সাগর লঙ্ঘন করে আমার কুলনাশ করতে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রে সেতু বন্ধন করে সুখে লঙ্কায় এসে বন উপবন বানরদের দ্বারা আচ্ছন্ন করেছে। আমার প্রধান প্রধান রাক্ষস বীরদের বানররা নিহত করেছে। যুদ্ধে বানরদের কেউ জয় করতে পারেনি। এদের হত্যা করে আমার ভয় দূর কর, সেই জন্য তোমাকে জাগিয়েছি। আমার সমস্ত কোষ ক্ষয় হয়েছে।

ত্রায়স্বেমাং পুরীং লঙ্কাং বালবৃদ্ধাবশেষিতাম্ ॥ [যু:] ৬২।১৮

—তুমি বালবৃদ্ধ অবশেষিত এই লঙ্কাপুরীকে রক্ষা কর।

তুমি ভাইয়ের জন্য এ সুদুষ্কর কাজ কর। পূর্বে আমি কখনও কোন ভ্রাতাকে এ কথা বলিনি। তোমার প্রতি আমার কত স্নেহ এবং তোমার উপর কত আশা। তুমি দেবাসুর সমরে বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বী স্থান নিয়েছো এবং পূর্বে দেবতা ও অসুরদের পরাজিত করেছো। মহাবীর, তুমি সমস্ত বিক্রমের কাজ কর। প্রাণীদের মধ্যে তোমার মত বলবান দেখা যায় না। রণপ্রেমী বান্ধবদের তুমি

প্রিয়। তুমি তোমার প্রিয় কাজ সম্পন্ন করে শত্রু সেনাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।

রাবণের মত দুর্ধর্ষ মহাপরাক্রমশালী বীর যিনি একদিন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জয় করেছিলেন, উপরের উক্তি তাঁর অসহায় অবস্থার কথা প্রকাশ করে। শৌর্য বীর্য থাকা সত্ত্বেও নিজের কুকর্মের স্মৃতি তাঁর সমস্ত কিছু যেন অপহরণ করেছে, তাই অসহায় ভাবে রাবণ বলেছেন—মৈয়েবং নোক্তপূর্বো হি ভ্রাতা কশ্চিৎ পরন্তপ। এই একটি বাক্যে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত ব্যথা ফুটে উঠেছে। যে বীরের পরাক্রমে দেবতা, দানব, যক্ষ প্রভৃতি সকলেই ভীত, আজ তিনিই অসহায় শিশুর মত কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্য কামনা করছেন। এর চেয়ে পরিহাস আর কি হতে পারে?

কুম্ভকর্ণ রাবণের কুকর্মের জন্য তাঁকে নিন্দা করলেন। রাবণ তা সহ্য করতে না পেরে ক্রুদ্ধ স্বরে তাঁকে বললেন তুমি মাননীয় গুরু এবং আচার্য্যের ন্যায় কেন উপদেশ দিচ্ছ? এই রকম কথায় কি প্রয়োজন? এখন যা অবশ্য কর্ত্তব্য তা কর। আমি ভ্রান্তি বশে চিত্ত মোহে অথবা নিজের বিক্রমে আশান্বিত হয়ে প্রথমে যে তোমাদের কথা শুনিনি তা পুনরায় ব্যক্ত করা নিরর্থক।

অস্মিন্ কালে তু যদ্ যুক্তং তদিদানীং বিচিন্ত্যতাম্।
গতন্তু নানুশোচন্তি গতন্তু গতমেব হি ॥ [যুঃ] ৬৩.২৫

—যা অতীত, তাতো অতীতই। তার জন্য বারংবার শোক কর না, অধুনা যা কর্ত্তব্য, তা চিন্তা কর।

তোমার পরাক্রম দিয়ে আমার অনীতি জনিত ত্রুটি জয় কর। যদি আমার উপর তোমার কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকে, যদি নিজেকে বীর মনে কর, যদি এই কার্যকে কর্ত্তব্য বলে হৃদয়ে স্থান দাও, তাহলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

রাবণ ভাই কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবার উদ্দেশ্যে কে প্রকৃত সুহৃদ বা কে প্রকৃত বন্ধু তা ব্যাখ্যা করে বললেন—

যদি কার্য্যং মমৈতত্তে হৃদি কার্য্যতমং মতম্।

স সুহৃদ্ যো বিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপদ্যতে ॥

স বন্ধুর্যোঽপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে। [যুঃ] ৬৩।২৭-২৮

—তিনি প্রকৃত সুহৃদ, যিনি সমস্ত কার্য্য নষ্ট হয়ে যাবার পর দীন স্বজনগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তিনি বন্ধু, যিনি বিপথে গমনকারী পুরুষকে রক্ষা করেন।

রাবণের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে যুদ্ধ বিষয়ে মন্ত্রণা দিলেন এবং যাত্রা করলেন। (কুম্ভকর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) কিন্তু রামের হাতে কুম্ভকর্ণ নিহত হলেন।

কুম্ভকর্ণ নিহত হয়েছেন সংবাদে রাবণ সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। সংজ্ঞা লাভ করে পুনরায় রাবণ বিলাপ করে বললেন, মহাবল কুম্ভকর্ণ, দৈববশতঃ তুমি আমাকে ত্যাগ করে যমালয়ে গিয়াছ। তুমি আমাকে ও বান্ধবদের কন্টক মুক্ত না করে, শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধি করে কোথায় যাচ্ছ ?

ইদানীং খল্বহং নাস্মি যস্য মে পতিতো ভুজঃ।

দক্ষিণোঽয়ং সমাশ্রিত্য ন বিভেমি সুরাসুরাৎ ॥ (যুঃ) ৬৮।১২

—যে দক্ষিণ হস্ত আশ্রয় করে আমি সুরাসুরকে ভয় করিনি, সেই বাহু পতিত হওয়ায় এখন আমি লুপ্তপ্রায় হলাম।

রাজ্যেন নাস্তি মে কার্য্যং কিং করিষ্যামি সীতয়া।

কুম্ভকর্ণবিহীনস্য জীবিতে নাস্তি মে মতিঃ ॥ (যুঃ) ৬৮।১৭

—রাজ্যের আমার প্রয়োজন নাই। সীতাকে নিয়ে আমি কি করব ? কারণ কুম্ভকর্ণ বিহীন হয়ে বেঁচে থাকতে আমার ইচ্ছা নেই।

রাবণের এ ভ্রাতৃ প্রেম নিখুঁত।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুমূর্ষু লক্ষ্মণকে দেখে রামও এই ভাবে শোক করেছিলেন। দুর্যোধন চরিত্রে এ ধরণের ভ্রাতৃ প্রেম কোথাও দেখা যায়নি।

রাবণের এই উক্তিতে তাঁর মধ্যে গভীর হতাশার এবং ভগ্নোদ্যমের

ভাব প্রকাশ পেয়েছে। দুর্ধর্ষ ব্যক্তি কোন কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে তাঁর মানসিক দুর্বলতা তাঁকে গ্রাস করে। রাবণের এই স্বীকারোক্তি হতে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কুম্ভকর্ণের জন্য পুনরায় রাবণ শোক করে বললেন কি করে দেব-দানব দর্পহারী কালাগ্নির ন্যায় এরূপ বীর আজ রামের দ্বারা নিহত হল। বজ্র নিষ্পেষণে যার কখনও পীড়া হত না। সেই তুমি রাম বাণে পীড়িত হয়ে কিরূপে ভূতলে শয়ন করে আছ। ঋষিবৃন্দ সহ দেবতারা যুদ্ধে তোমাকে নিহত দেখে আনন্দিত হয়েছেন। আজই বানরেরা সুযোগ পেয়ে নিশ্চয়ই সানন্দে লঙ্কা দ্বার এবং দুর্গের সর্বত্র আরোহণ করবে। যদি আমি ভ্রাতৃ হত্যাকারী রাঘবকে নিহত করতে না পারি তবে এই ব্যর্থ জীবন অপেক্ষা মৃত্যু আমার শ্রেয়। অদ্যই আমি রণক্ষেত্রে যাব, যেখানে আমার অনুজ শায়িত রয়েছে। আমি ভ্রাতৃবিহীন হয়ে ক্ষণ মাত্র বাঁচতে পারব না। (নহি ভ্রাতৄন সমুৎসৃজ্য ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে) কুম্ভকর্ণ পূর্বে আমি দেবতাদের নানাভাবে নির্জিত করেছি. তাঁরা আজ আমাকে দেখে উপহাস করছেন তুমি নিহত হওয়ায় আমি কিরূপে ইন্দ্রকে জয় করব? বিভীষণের কল্যাণকর উপদেশ আমি শুনিনি। তারই ফল আমি ভোগ করছি। কুম্ভকর্ণ এবং প্রহস্তের নিদারুণ পরিণতি এখন আমাকে বিভীষণ বাক্য স্মরণ করিয়ে লজ্জা দিচ্ছে। যেহেতু আমি ধর্মাত্মা বিভীষণকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজ সেই দুষ্কর্মের দুঃখাবহ পরিণাম উপস্থিত।

ভ্রাতা ও অনুগামীদের জন্য রাবণের এই শোক বা বিভীষণের উপদেশ উপেক্ষার জন্য এই অনুশোচনা কি সত্যিই রাবণের জীবনের গতি ফিরিয়েছিল? রাবণের পরবর্ত্তী পদক্ষেপ তাঁর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের সূচনা করে না। Martin Luther বলেছেন—To do so no more is the truest repentance—এই প্রকারের সদেচ্ছা রাবণের মধ্যে কখনও দেখা যায় নি।

যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি রাবণের বিবেককে জাগালো না অন্যপক্ষে রাবণ পুত্রদের ও ভাইদের যুদ্ধে যাবার আদেশ দিলেন। তারাও যুদ্ধে পরাজিত হয়, রাক্ষস বীররা এক এক করে বানরসেনা ও রাম লক্ষ্মণের হাতে নিহত হয়। রাবণ পুত্র অতিকায় লক্ষ্মণের দ্বারা নিহত হওয়ায় রাবণ চিন্তিত হয়ে বললেন সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে অগ্রগণ্য অমর্ষণ ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবীর প্রত্যেকেই এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। বীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ রাঘব ভ্রাতৃদ্বয়কে নাগ পাশে আবদ্ধ করেছিল, যে বন্ধন মহাবল সুর অসুর যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্পগণও কাটবার সক্ষম নয়। জানি না কোন মায়ায় রাম লক্ষ্মণ সেই বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছিল। আমার আজ্ঞায় যে সব মহাবীর রাক্ষস যুদ্ধে বের হয়েছিল, তারা সকলেই মনুষ্য বীর রামের হাতে নিহত হয়েছে, কেউ রণক্ষেত্র হতে ফিরে আসে নাই।

নাশয়েৎ সবলং বীরং সসুগ্রীবং বিভীষণম্।
অহো সুবলবান্ রামো মহদস্ত্রবলঞ্চ বৈ ॥ (যু)৭২।১০

—সৈন্যবর্গসমেত বীর সুগ্রীব ও বিভীষণকে শাসন করতে সমর্থ এমন বীর দেখছি না। রাম কি বিপুল শক্তিশালী এবং তাঁর অস্ত্র বলও কি ভয়ঙ্কর।

যাঁর বিক্রমে রাক্ষসরা নিহত হয়েছে সেই বীর রামকে রোগ শোকমুক্ত নারায়ণ বলে আমার মনে হচ্ছে। (রাঘবং বীরং নারায়ণ মনাময়ম।)

যে মনুষ্যরূপী রামকে রাবণ এতদিন হেয় জ্ঞান করেছিলেন তাঁরই শরাঘাতে মহাবীর প্রিয়জনদের হারিয়ে রাবণের রাম সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

রামের ভয়ে লঙ্কাপুরীর দ্বার ও তোরণ বন্ধ। তখন রাবণ দিকে দিকে আদেশ জারি করলেন—অপ্রমত্ত সৈনিক দ্বারা এই পুরীর সর্বত্র রক্ষা করবে। অশোক বনে সীতার শিবিকা রক্ষা করবে। সেখানে কে ঢুকছে বা বার হচ্ছে সেই দিকে নজর রাখবে। যেখানে

যেখানে সৈন্যদের শিবির আছে, সেখানে নিজ নিজ সৈন্য দ্বারা সর্বত্র ঘিরে রাখবে। দিবারাত্র বানরদের কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বানরদের উপেক্ষা করবে না। শত্রু পক্ষীয় সৈন্যদের সতর্ক ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

রাবণের এইরূপ সতর্ক নির্দেশ থেকে রণ ও রণকৌশল সম্বন্ধে তাঁর বিচক্ষণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং তিনি যে যথার্থই একজন প্রধান যুদ্ধবিদ ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাবণ সকলকে যথাসময়ে উপদেশ দিয়ে শোকার্ত্ত হয়ে নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করলে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ পিতাকে শোকমগ্ন ও দীন দেখে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বাণে কেউ বাঁচতে পারবে না। এরূপে আশ্বাস দিয়ে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে, রাবণ তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, পুত্র, যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রথী কেউ নেই। তুমি ইন্দ্রকে জয় করেছ। তোমার নিকট মানুষ তুচ্ছ, তুমি নিশ্চয় রাঘবকে বধ করে আসবে। ইন্দ্রজিৎ পিতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। (ইন্দ্রজিৎ চরিত্র দ্রষ্টব্য।) ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে বহু বানর সেনা নিহত করেন এবং রাম লক্ষ্মণকে অচৈতন্য করে রণক্ষেত্রে শায়িত রেখে রাবণের কাছে তাঁর রণজয়ের সংবাদ ঘোষণা করলেন।

এদিকে রাম লক্ষ্মণের মূর্চ্ছিত অবস্থা ও বানর সেনা ছিন্ন ভিন্ন দেখে জাম্ববানের নির্দেশে হিমালয়ে দিব্য ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমান হিমালয়ের দিকে গেলেন। এবং ওষধি নিয়ে প্রত্যাগমন করে সেই ওষধির গন্ধে রাম লক্ষ্মণ এবং সমস্ত বানর সেনা পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠলেন।

অন্যদিকে লঙ্কার যুদ্ধে আহত ও নিহত রাক্ষসদের রাবণের আজ্ঞায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো। সুগ্রীব বললেন কুম্ভকর্ণ এবং কুমারগণ নিহত হওয়ায় রাবণের পক্ষে লঙ্কাপুরী রক্ষা করা কোন

প্রকারে সম্ভব নয়। সুতরাং বীর বানরেরা উল্কা হস্তে লঙ্কাভিমুখে অভিযান কর। এ আদেশ অনুযায়ী বানরেরা উল্কা হস্তে লঙ্কাপুরীর সহস্র সহস্র অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, ক্ষুদ্র পথ এবং প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ করলে, তাতে সহস্র সহস্র গৃহ অগ্নি দগ্ধ হল। রাক্ষসরা ভয়ে পলায়ন করতে লাগল। তখন দগ্ধ শরীরে রাক্ষসরা বানর সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বানরদের সিংহনাদে ও রাক্ষসদের আর্তনাদে দশদিক্ সমুদ্র ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। তার সঙ্গে রামের ধনুর জ্যা—এই দশ দিক ব্যপ্ত করল। বিমান ও গৃহগুলি রামের বাণে পতিত হচ্ছে দেখে রাক্ষসরা তুমুল যুদ্ধের উদ্যোগ করল।

সুগ্রীব বানরদের আদেশ করলেন নিজ নিজ দ্বারে দণ্ডায়মান থেকে যুদ্ধ করতে। বানর বীররা উল্কা হস্তে লঙ্কার দ্বার রক্ষা করতে ব্রতী হলে রাবণ তা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ পুত্র কুম্ভ, নিকুম্ভকে যুদ্ধে পাঠালেন। রাবণ যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পন নামে চার রাক্ষসকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবার নির্দেশ দিলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। বানর বীর অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ ও সুগ্রীব কম্পন, প্রজঙ্ঘ শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ ও কুম্ভকে বধ করে। হনুমান নিকুম্ভকে বধ করে।

কুম্ভ নিকুম্ভের মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ ক্রোধে ও শোকে খর পুত্র বিশালাক্ষ মকরাক্ষকে বললেন, তুমি বিপুল সৈন্য নিয়ে বানর সৈন্য সহ রাম লক্ষ্মণকে বধ কর। কিন্তু রাম মকরাক্ষকে বধ করেন।

অতঃপর রাবণ পুনরায় ইন্দ্রজিৎকে বললেন, তুমি সর্বপ্রকারে বলবান। সুতরাং দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে মহাশক্তিমান ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণকে বধ কর। তুমি ইন্দ্রকে জয় করেছো, দুজন মানুষকে দেখে যুদ্ধে তাদের বধ করতে পারবে না? (কিং পুনর্মানুষৌ দৃষ্টা ন বধিষ্যসি সংযুগে।) ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করে যথাবিধি অগ্নিতে হোম করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। অতঃপর রাবণের আজ্ঞায় ইন্দ্রজিৎ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সুরু করেন। ইন্দ্রজিতের বধের উপায় নিয়ে রাম

লক্ষ্মণের মধ্যে আলোচনা হয় এবং এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেন। (ইন্দ্রজিৎ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

রাবণের মন্ত্রীরা ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করল। তারপর তারা সত্বর রাবণের নিকট গিয়ে বলল, মহারাজ, আমরা দেখলাম বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যদের সম্মুখে আপনার তেজস্বী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করেছে। আপনার বীরপুত্র যিনি রণক্ষেত্রে কখনও পরাজিত হননি, তিনি প্রথমে লক্ষ্মণকে শরসমূহ দ্বারা পরিবৃত্ত করে অবশেষে লক্ষ্মণের হাতে নিহত হয়ে উত্তম লোকে গমন করেছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ শীর পুত্র ইন্দ্রজিতের সেই ভয়ঙ্কর নিধনবার্ত্তা শুনে মূর্ছিত হলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে পুত্র শোকে আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তুমি দেবেন্দ্রকে পরাজিত করে সম্প্রতি কি প্রকারে লক্ষ্মণের বশীভূত হলে? যুদ্ধে তুমি ক্রুদ্ধ হলে কালান্তক যুগল অথবা মন্দরগিরির শৃঙ্গ সকলকেও ভেদ করতে পারতে। আজ আমি যমরাজকে প্রশংসা করছি। কারণ তোমাকে আজ তিনি তাঁর কবলীভূত করতে পেরেছেন। তুমি যে পথের পথিক হয়েছ, যোদ্ধারাও অমরগণও সেই পথের অভিলাষী হয়ে থাকে।

যঃ কৃতে হন্যতে ভর্তুঃ স পুমান্ স্বর্গমৃচ্ছতি।
অদ্য দেবগণাঃ সর্বে লোকপালা মহর্ষয়ঃ॥
হতমিন্দ্রজিতং শ্রুত্বা সুখং স্বপ্স্যন্তি নির্ভয়াঃ। (যুঃ) ৯২।১০

- যে পুরুষ প্রভুর জন্য প্রাণত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। আর আজ ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখে সমস্ত দেবতা, মহর্ষি এবং লোকপালরা নির্ভয়ে সুখ নিদ্রা উপভোগ করবে

শত শত পুত্রের নিধনবার্ত্তা শুনে রাবণ এত দুঃখ অনুভব করেননি, বীর সন্তান ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে যতটা শোকাভিভূত হয়েছেন। রাবণের এই মহাযুদ্ধ জয়ের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন মহাবীর কুম্ভকর্ণ ও

মহামায়ার অধিকারী বীর ইন্দ্রজিৎ। এক এক করে উভয়ের মৃত্যুতে তিনি যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেললেন।

ইন্দ্রজিৎ বিনা আজ ত্রিলোক কাননসহ সমস্ত পৃথিবী (অদ্য লোকাস্ত্রয়ঃ কৃৎস্না পৃথিবী চ সকাননা) আমার শূন্য বোধ হচ্ছে। আজ অন্তঃপুরের সমস্ত ভর্ত্তাশূন্য রাক্ষস কন্যাদের ক্রন্দনরোল হৃদয় চূর্ণ করছে। ইন্দ্রজিতের জন্য আক্ষেপ করে আরও বললেন, হে পুত্র যৌবরাজ্য, লঙ্কা, তোমার রাক্ষস পরিজন পিতা, মাতা এবং ভার্যাকে ছেড়ে কোথায় গেলে?

মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসাদনম্।

প্রেতকার্য্যাণি কার্য্যাণি বিপরীতে হি বর্তসে॥ (যুঃ) ৯২।১৪

—হে বীর, আমি পরলোক গমন করলে, কোথায় তুমি আমার প্রেত কার্য করবে, আজ তার বিপরীত হল। আমাকে তোমার প্রেত কার্য করতে হচ্ছে।

সুগ্রীব, রাম, লক্ষ্মণ জীবিত থাকতে তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করেই আমাদের ত্যাগ করে কোথায় গেলে?

পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের অকাল মৃত্যু যে কি গভীর শোকের কারণ এই দুর্ধর্ষ মহাবীরের বিলাপ হতেই তা উপলব্ধি করা যায়। যে বীর ত্রিলোক বিজয়ী, বীর পুত্রের মৃত্যুতে আজ তাঁকে কত অসহায় মনে হচ্ছে! কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে মুহ্যমান রাবণ

উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিত।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্ছিত॥

— — —

চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
রাক্ষসকুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিতে।
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের হাতে॥

আমার সর্বস্ব তুমি লঙ্কা-অধিকারী।
পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী॥
পর্বত কন্দর কাঁপে দেখে তোর বাণ।
একবাণে ইন্দ্রবেটা না সহিত টান॥
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাহি তোমার সমান।
মনুষ্যের বাণে তুমি হারাইলে প্রাণ॥
কুম্ভকর্ণ ভাই-শোক রহিয়াছে বুকে।
লঙ্কায় রাবণ মরে তোমা-পুত্র শোকে॥
ভাই নহে চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
যজ্ঞ ভঙ্গ করি তোমার বধিল জীবন॥
যদি প্রাণ বাঁচে রাম তপস্বীর রণে।
আগে আজি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে॥
হাহা পুত্র ইন্দ্রজিত গেলি কোথাকারে।
সম্মুখে সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে॥ (লঃ)

পুত্রশোক কত নির্মম। রাবণের মত এমন দুর্ধর্ষ মহাবীরও পুত্রশোকে কতটা কাতর হয়েছেন তা এখানে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই শোক তাঁর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে প্রবলতর করে তুললো। রাবণ যেন ইন্দ্রজিতের শোণিত নিয়ে রাঘব ভাইদ্বয়কে হত্যা করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন।

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ রাক্ষসদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাবার উদ্দেশে তাদের বললেন—

ময়া বর্ষসহস্রানি চরিত্বা পরমন্তপঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু স্বয়ম্ভূঃ পরিতোষিতাঃ। (যুঃ) ৯২।২৮

—আমি বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করে পিতামহকে তুষ্ট করে তপস্যার ফল স্বরূপ তাঁর নিকট এই বর লাভ করেছি যে, দেবতা ও অসুরগণ হতে আমার কোন ভয়ের সম্ভাবনা নেই। পিতামহ আমাকে আদিত্যের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট যে কবচ দান করেছেন,

দেবাসুর সংগ্রাম কালে বজ্র প্রহার দ্বারাও তা ছিন্ন হয়নি। আমি সেই কবচ ধারণ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলে সাক্ষাৎ পুরন্দরের ন্যায় আমার সামনে কে আসতে পারবে? পূর্বে দেবতা ও অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় পিতামহ সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে উৎকৃষ্ট ধনুর্বাণ দিয়েছিলেন। মহাসমরে আজ রাঘবদ্বয়কে বধ করবার জন্য শত শত তূর্যাদি মঙ্গল বাদ্যের সঙ্গে আজ সেই ধনু ব্যবহার করবো।

অতঃপর রাবণ বললেন, ইন্দ্রজিৎ বানরদের বঞ্চনা করবার জন্য মায়া-ময়ী সীতাকে বধ করিয়ে দেখিয়েছিল। আজ আমি সত্য সত্যই ক্ষত্রিয় বন্ধু রামের বৈদেহীকে বধ করে নিজের অভিষ্ট সাধন করব। এইরূপ বলে রাবণ খড়গ নিয়ে ভার্য্যা ও সচিবদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সীতা অভিমুখে রওনা হলেন। ক্রুদ্ধ রাবণকে ঐভাবে অগ্রসর হতে দেখে রাক্ষসী পরিবৃতা সীতা বললেন, দশানন ক্রুদ্ধ হয়ে খড়গ হস্তে আমার দিকে আসছে। সে নিশ্চয় আজ আমাকে অনাথার ন্যায় বধ করবে, আমি একমাত্র স্বামীর অনুব্রতা। তথাপি সে আমাকে বারংবার আমার ভার্য্যা হও—এইরূপ প্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বোধহয় আমি সম্মত না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বধ করতে আসছে। অথবা নীচাশয় নরব্যাঘ্র রাম ও লক্ষ্মণকে আমার জন্য হয়ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত করেছে। সীতা বিলাপ করে বললেন, আজ আমার জন্যই রাজকুমার যুগল নিহত হলেন, অথবা এই পাপী ভীমমূর্ত্তি নিশাচর পুত্র শোকে রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ না করে আমাকেই বধ করতে এসেছে। সীতার মনে এরূপ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো।

হনুমতস্তু তদ্বাক্যং ন কৃতং ক্ষুদ্রয়া ময়া॥
যদ্যহং তস্য পৃষ্ঠেন তদায়াসমনির্জিতা।
নাদ্যৈবমনুশোচেয়ং ভর্তুরঙ্কগতা সতী॥ (যুঃ) ৯২।৫৪-৫৫

আমি মূর্খ, সেই জন্য হনুমানের কথামত কাজ করিনি। হায়, আমি যদি হনুমানের পিঠে চড়ে চলে যেতাম, তাহলে সুখে স্বামীর ক্রোড়ে

থাকতে পারতাম। আজ আর এই শোক করতে হত না। (সীতা চরিত্র দ্রষ্টব্য)

সীতাকে এভাবে রোরুদ্যমানা দেখে শুদ্ধাচারী মেধাবী অমাত্য সুপার্শ্ব রাবণকে বলল, আপনি বৈশ্রবণের সাক্ষাৎ অনুজ সহোদর হয়েও কি প্রকারে ধর্ম ত্যাগ করে বৈদেহীকে বধ করার ইচ্ছা করছেন।

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্ বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর ॥ (যুঃ) ৯২।৬৪

—বীর রাক্ষসেশ্বর, যথাবিধি ব্রত এবং বেদাদি অধ্যয়ন করেও অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্মে অনুরক্ত থেকে আপনি কি করে স্ত্রীবধে অভিলাষী হয়েছেন?

সুপার্শ্বের মতে রাবণের মধ্যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উভয়ই বিদ্যমান ছিল। রাক্ষস হলেও রাবণ শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

সুপার্শ্ব আরও বলল আপনি এই রূপবতী মৈথিলীকে দেখুন। তারপর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই রাঘবের উপর ক্রোধ প্রকাশ করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। অতএব আজই যুদ্ধের প্রস্তুতি করে আগামী কাল অমাবস্যায় বল পরিবৃত হয়ে যুদ্ধের জন্য জয় যাত্রা করুন। আপনি বীর, ধীমান এবং মহারথ, সুতরাং আপনি খড়্গ দ্বারা দাশরথি রামকে হত্যা করে সীতাকে লাভ করুন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু অন্যরূপ বিবরণ দেখা যায়:—

সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ ॥
পিছে থাকি সাপটিয়া ধায় মন্দোদরী।
ছি ছি মহারাজ বধ কর না হে নারী ॥
....
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ ॥

বিশ্রবা পিতা তব সংসার পূজিত।
তোমার এ নারী বধ না হয় উচিত॥
একে দেখ জমেছে কনক লঙ্কাপুরী।
পাপেতে ম'জ না তাহে বধ করে নারী॥
করে ধরি মন্দোদরী ফিরায়ে রাবণ। (লঃ)

এইখানে অমাত্যবর্গরা নয়, স্বয়ং স্ত্রী মন্দোদরী রাবণকে এই পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত করেন।

রাবণের মত জ্ঞানীজনও আপন দুষ্কর্ম সমন্ধে অন্ধ হয়ে নারী হত্যা রূপ মহাপাতকের কাজ করতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। পুত্র শোকে অন্ধ হয়ে—আপন দুষ্কর্মের জন্য সাতাকে দায়ী করা কোন প্রকারেই সমর্থন যোগ্য নয়;

অতঃপর রাবণ সুহৃদদের ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনে গৃহে প্রত্যাগমন করে সভামধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিঃশ্বাস ছেড়ে দুঃখিত চিত্তে সিংহাসনে বসে শোকাভিভূত হয়ে রাক্ষস সেনাপতিদের বললেন, তোমরা সকলে অবশিষ্ট রথ, পদাতি, হস্তী ও অশ্বগুলির সঙ্গে সমরে নির্গত হও। আজ তোমরা মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় শরবর্ষণ করে একমাত্র রামকেই বধ করতে চেষ্টা কর (প্রহৃষ্টাঃ শরবর্ষাণি প্রাবৃটকাল ইবাম্বুদাঃ) অথবা আমিই তোমাদের সঙ্গে আগামীকাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সকলের সম্মুখে রামকে নিহত করব;

রাবণের আজ্ঞানুযায়ী রাক্ষসরা নানা রকম অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সমরক্ষেত্রে গিয়ে বানরদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু করল। রাম এই যুদ্ধে বহু রাক্ষস সেনা বধ করেন। লঙ্কাপুরীতে বিধবা রাক্ষসীরা বিলাপ করে বললে—

কি অশুভক্ষণে কুরূপা বৃদ্ধা শূর্পণখা কন্দর্পের ন্যায় রূপবান রামকে দেখেছিল? শূর্পণখা রাক্ষসদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ও তাদেরও খর দুর্যণের বিনাশের জন্য রামকে কামনা করেছিল। তার

কথানুসারে রাবণ রাক্ষসদের বধের জন্যই সীতাকে এনে এই ভীষণ কলহ সৃষ্টি করেছে। জনক নন্দিনীকে দশানন কোন প্রকারেই লাভ করতে পারবেন না। তাঁর কেবলমাত্র বলবানের সঙ্গে অক্ষয় শত্রুতা করাই বৃথা হল। তিনি যে বৈদেহীকে পাবেন না, এক মাত্র বিরাধই তার প্রমাণ। (বৈদেহীং প্রার্থয়ানং তং বিরাধং প্রেক্ষ্য-রাক্ষসম্) কারণ সীতাকে কামনা করে সে রামের হাতে নিহত হয়েছিল। ঐ বিরাধ ব্রহ্মার বরে অমর হয়েছিল। রাম জনস্থানে চতুর্দশ নিশাচর, খর, দূষণও ত্রিশিরাকে নিহত করেছেন—এটাও তার পর্যাপ্ত প্রমাণ। কবন্ধ যে রামের হাতে নিহত হয়েছে—তাতেও অসীম শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাম যে ইন্দ্রপুত্র বালীকে বধ করেছেন, তাতেই বোঝা গেছে যে রাবণের সীতা বিষয়ে আশা বৃথা। তিনি যে ঋষ্যমুক পর্বত থেকে সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করেছেন, এটাও তার যথেষ্ট প্রমাণ। বিভীষণ রাক্ষসদের মনঃপুত হয়নি। যদি বিভীষণের বাক্যানুসারে কাজ করা হোত, তবে লঙ্কাপুরী আজ কান্নায় শ্মশান ভূমি হত না। রাম যে মহাশক্তিশালী কুম্ভকর্ণ এবং লক্ষ্মণ যে মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেছেন তা দেখেও কি রাবণ রামের পরাক্রম অবগত হতে পারেননি?

প্রথমতঃ হনুমান লাঙ্গুলানলে লঙ্কাপুরী দগ্ধ ও কুমার অক্ষকে নিহত করল, তা দেখেও তাঁর জ্ঞানোদয় হল না? হাজার হাজার অশ্ব, হস্তী রাক্ষস রামের হস্তে নিহত হয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে রাম সাক্ষাৎ রুদ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র অথবা যম রূপ ধারণ করে আমাদের হত্যা করেছে। দশানন ব্রহ্মার বরে গর্বিত হয়ে রাম যে সর্বনাশ ঘটাচ্ছেন তা উপলব্ধি করতে পারছেন না। রাম যখন তাঁর বধে উদ্যত, তখন দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ অথবা রাক্ষসদের মধ্যে কেউই তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। রাবণের প্রত্যেক যুদ্ধেই অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে. তাতেই মনে হচ্ছে যে রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু অনিবার্য্য। পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে রাক্ষসরাজ দশাননকে দেব, দানব ও

রাক্ষসগণের অবধ্য বর দিয়েছিলেন কিন্তু বর গ্রহণ কালে রাবণ মনুষ্যের নিকট অবধ্যতা বর প্রার্থনা করেননি। এখন এই রাক্ষস-কুল ও দশাননকে ধ্বংস করবার জন্যই যে মনুষ্য উপস্থিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। আমরা শুনেছি দশাননের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা মহাদেবের পূজা করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন রাক্ষসদের ধ্বংস করবার জন্য এক কামিনী উৎপন্ন হবে। (উৎপৎস্যতি হিতার্থং বো নারী রক্ষঃক্ষয়াবহা) এই সীতাই আমাদের ধ্বংসের জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। হায়, এই দুর্মতি দুর্বিনীত দশাননের বুদ্ধির দোষে আমাদের এই শোক ও ধ্বংস উপস্থিত হয়েছে।

তং ন পশ্যামহে লোকে যো নঃ শরণদো ভবেৎ।
রাঘবেণোপসৃষ্টানাং কালেনেব যুগক্ষয়ে ॥ (যু) ৯৪ ৩৮

—যুগান্ত কালে সংহারকারী রুদ্র যেমন জগতের সমস্ত প্রাণীকে সংহার করতে উদ্যত হন, তেমনি রাম আমাদের সংহার করতে উদ্যত। এ সময়ে আমাদের রক্ষাকারী এমন কোন লোককে দেখছি না।

আমরা মহাসঙ্কটে পড়েছি আমাদের আর উপায় নেই যা হতে আমাদের এই ভয়ের সৃষ্টি। বিভীষণ তাঁর শরণাপন্ন হয়ে উত্তম কাজই করেছেন। এই বলে রাক্ষসীরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল।

রাক্ষসীদের বিলাপের মাধ্যমে এটাই বোঝা যাচ্ছে, তারা অন্তঃপুর-বাসিনী হলেও দেশের সব সংবাদ অবগত ছিল। রাষ্ট্র নায়কের কুকর্মের পরিণতিতেই যে রাক্ষসবংশ ধ্বংস হচ্ছে এবং তাঁর (রাবণ) প্রতিপক্ষ যে সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ তা তারা উপলব্ধি করেছিল।

সাধারণ অনার্য্য অশিক্ষিত রাক্ষসীরা রামের বীরত্বের যে বর্ণনা দিয়াছে তাতে তিনি যে সামান্য নন তা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল, কিন্তু মহাশক্তিশালী রাবণ বার বার রামের নিকট পরাজিত হয়েও এক এক করে প্রিয় আত্মীয়দের হারিয়েও সেই সত্যোপলব্ধি করতে পারেননি। বা উপলব্ধি করলেও তাঁর আত্মা-

শীঘ্র সৈন্যদের বের হতে বল।

পরাজয়ের গ্লানিতে দেশবাসী যখন দুঃখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছে, তখনও মহাবীর রাবণ তেমনি আশাবাদী, ধৈর্যশীল। এ প্রসঙ্গে **Washington Irving** এর উক্তি-ই—**Little minds are tamed and subdued by misfortune ; but great minds rise above it**। রাবণের চরিত্রের যথার্থ মূল্যায়ণ

মহারথীগণ যথাবিধি রাবণকে পূজা করে তার বিজয় কামনা করল। দশানন হেসে মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে বললেন—

অদ্য বাণৈর্ধনুর্মুক্তৈর্যুগান্তাদিত্যসন্নিভৈঃ।
রাঘবং লক্ষ্মণঞ্চৈব নেষ্যামি যমসাদনম॥ (যুঃ) ৯৫।১০

—আমি অদ্য প্রলয়কালের আদিত্যের মত তেজস্বী ধনুর্মুক্ত শরের দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে যমালয়ে প্রেরণ করব।

রাবণের মত মহাশক্তিশালী বীরের এই স্পর্দ্ধা বাক্য যদিও সম্ভব, কিন্তু যুদ্ধের পরিণতি যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তা দেখেও এমন কথা বলা মূঢ়তারই লক্ষণ।

রাবণ পুনরায় বললেন, আজ শত্রুদের বধ করে খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত এবং ইন্দ্রজিতের বধের প্রতিশোধ নেবো। অদ্য বানরদের দলে দলে বধ করবো। যে রমণীদের ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্ররা নিহত হয়েছে, আমি অদ্য শত্রুদের বধ করে তাদের অশ্রু মুছিয়ে দেবো। মৃত বানরদের মাংসে কাক, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী জীবদের মাংস দ্বারা পরিতৃপ্ত করব। শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর এবং ধনু আনয়ন কর। অবশিষ্ট সব রাক্ষসরাই এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা করুক।

অতঃপর রাবণ বহু রাক্ষস দ্বারা পরিবৃত হয়ে স্বীয় বল গাম্ভীর্য্যে পৃথিবী বিদীর্ণ করে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

কাল, মৃত্যু ও যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর তেজস্বী রাক্ষসরাজ বলের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ধনু হস্তে বের হলেন। সেই মহারথী বেগে অশ্ব চালনা করে রাম লক্ষ্মণ যে স্থানে অবস্থান করছিলেন, সেই দ্বার দিয়ে বের হলেন।

তততা নষ্টপ্রভঃ সূর্য্যো দিশশ্চ তিমিরাবৃতাঃ।
দ্বিজাশ্চ নেতুর্ঘোরাশ্চ সঞ্চচাল চ মেদিনী॥ (যুঃ) ৯৫।৪৩

—তখন সূর্য্য নিষ্প্রভ চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঘোর মূর্ত্তি পাখীরা অশুভ রব করতে লাগল এবং পৃথিবী কাঁপতে লাগল।

অশ্বদলের গতি স্খলিত হল, আকাশ হতে রক্ত বৃষ্টি হতে লাগল। রাবণের ধ্বজাগ্রে শকুনি পতিত হল, শৃগালরা অমঙ্গল ধ্বনি করতে লাগল। (বিনেদুশ্চাশিবাঃ শিবাঃ।) তখন রাবণের কণ্ঠস্বর বিকৃত এবং বদন বিবর্ণ হল। বাম নয়ন কাঁপতে লাগল ও বাম বাহু স্পন্দিত হতে লাগল। (নয়নশ্চাস্ফুরদ্ বামং বামো বাহুরকম্পত।) উল্কা পতন হল, কাক ও শকুন অমঙ্গল শব্দ করতে লাগল রাবণ এই সব অশুভ লক্ষণ দেখেও, আশু পরিণামের কথা চিন্তা না করেই আত্মহননের জন্যই যেন যুদ্ধের জন্য যাত্রা করলেন।

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাক্ষস ও বানরদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। রাবণের শরাঘাতে কারও মস্তক কারো বা কর্ণ ছিন্ন হলো, কারো বক্ষ বিদীর্ণ হলো, কেউ চক্ষুহীন, কেউ বা মুণ্ডহীন, কারো বা শ্বাস রোধ হল। যেদিকে রাবণ গমন করল, কেউ তাঁর শরাঘাত সহ্য করতে পারল না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাবণ যেন প্রলয় নাচন নাচতে লাগলেন।

রাবণের শরাঘাতে বানরদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাবণের ভয়ে বানর সেনাদের রণে ভঙ্গ দিতে দেখে সুগ্রীব রাক্ষস সৈন্যদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে লাগল এবং বহু রাক্ষসসেনা বিকীর্ণ মস্তক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপাতিত হল। রাক্ষসদের আর্ত্ত রব চতুর্দিক হতে শোনা গেল। সুগ্রীবের সঙ্গে রাক্ষস সেনাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। সেই যুদ্ধে সুগ্রীব বহু রাক্ষসসেনা বধ করে ও বিরূপাক্ষকে সংহার করে। এবং মহোদরকে বিনাশ করে। অঙ্গদ মহাপার্শ্বকে বধ করে।

মহাপার্শ্ব মহোদর এবং বীর বিরূপাক্ষ নিহত হওয়ায় রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, এবং সারথিকে বললেন, আমি আজ রাম লক্ষ্মণকে হত্যা

করে আত্মীয় বন্ধু অমাত্যদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো এবং লঙ্কাপুরী অবরোধ করার দুঃখ দূর করব।

বামবৃক্ষং রণে হন্মি সীতাপুষ্পফলপ্রদম্।
প্রশাখা যস্য সুগ্রীবো জাম্ববান্ কুমুদো নলঃ॥
দ্বিবিদশ্চৈব মৈন্দশ্চ অঙ্গদো গন্ধমাদনঃ।
হনূমাংশ্চ সুষেণশ্চ সর্বে চ হরিযূথপয়াঃ॥ (যুঃ) ৯৯।৪-৫

—আজ আমি সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনূমান, সুষেণ ও সমস্ত বানর দলপতিগণ রূপ শাখা সমন্বিত এবং বৈদেহী রূপ পুষ্প ফল শোভিত রামরূপ বৃক্ষকে ছেদন করব।

রাবণের উপরোক্তি হতে তিনি যে রূপক প্রয়োগেও বিদগ্ধ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই কথা বলেই রাবণ চতুর্দিক রথের শব্দে প্রতিধ্বনিত করে দ্রুতগতিতে রামের অভিমুখে ধাবিত হলেন। সেই রথধ্বনিতে নদী, গিরি, কানন ও সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ ও কম্পিত হলো এবং মৃগ ও বিহঙ্গমগণ ভীত হয়ে পড়লো। অতঃপর রাক্ষসরাজ ভীষণ তামস অস্ত্র নিক্ষেপ করে বানরদের সর্বতোভাবে দগ্ধ করতে লাগলেন। তাতে চতুর্দিকে বানরদের দেহ পতিত হতে লাগল। ব্রহ্মা স্বয়ং সেই অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, সুতরাং বানররা তা সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করল।

দশাননের শরাঘাতে শত শত সৈন্যকে পলায়নপর দেখে রাম যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয়ে দণ্ডায়মান হলেন। রাবণ বানর সেনাদের বিতাড়িত করে এসে দেখলেন রঘুনন্দন রাম বিষ্ণুর সঙ্গে বাসবের ন্যায় ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে একত্র অবস্থান করছেন। (লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিষ্ণুনা বাসবং যথা।) বানরদের রণে ভঙ্গ এবং রাবণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে লক্ষ্মণের সঙ্গে মহাতেজস্বী ও মহাবীর রাম প্রসন্ন চিত্তে মহান বেগশালী ভীষণ শব্দকারী ও উত্তম ধনু নিয়ে মেদিনী বিদীর্ণ করবার উদ্যোগী হলেন। সেই সময় রাবণের বাণ বর্ষণ ও রাঘবের ধনু বিস্ফারণ

এই উভয়ের তুমুল শব্দে শত শত রাক্ষস নিপতিত হল। সেই সময় রাজকুমারদ্বয়ের বাণ পথে পতিত রাবণকে চন্দ্র সূর্যোর সমীপস্থ রাহু-গ্রহের ন্যায় প্রতীয়মান হতে লাগল। (স বভৌ চ যথা রাহুঃ সমীপে শশি-সূর্যায়োঃ।) লক্ষ্মণ রাবণের প্রতি বাণাঘাত করলেন। রাবণ লক্ষ্মণের তিন বাণকে তিন বাণের দ্বারা নিবারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে রামের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

ক্রুদ্ধ রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে রামকে দেখে তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রামও রাবণের তীব্র বিষের ন্যায় মহাঘোর ও দীপ্ত শরগুলি তাঁর তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা ছেদন করতে থাকেন। কখনও রাম দ্রুত গতিতে কখনও রাবণ দ্রুত গতিতে উভয় উভয়কে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন।

তয়োরভূন্মহাযুদ্ধমন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণোঃ।
অনাসাদ্যমচিন্ত্যঞ্চ বৃত্র-বাসবয়োরিব॥ (যুঃ) ৯৯।৩১

—পূর্বে বৃত্রাসুর ও বাসবের মধ্যে যেরূপ যুদ্ধ হয়েছিল তেমনি পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী সেই দুই বীরের অচিন্ত্য ও অদৃষ্টপূর্ব ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল।

উভয়েই যুদ্ধ-বিশারদ, ধানুষ্ক প্রবর ও শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী। সুতরাং উভয়ে বিচিত্র গতিতে বিচরণ করে যে দিকে গমন করতে লাগলেন, সেই দিকেই বায়ু তাড়িত মহাসাগরের তরঙ্গ মালার ন্যায় বাণ তরঙ্গগুলি উত্থিত হতে থাকে। এইভাবে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। রাম বহুবিধ বাণ নিক্ষেপ করলে রাবণের ভীষণ শরগুলি রামের দ্বারা প্রতিহত হয়ে কতক আকাশে বিলীন হল এবং তথাপি সহস্র সহস্র বানরকে বিনাশ করল। সুগ্রীব প্রমুখ বানররা রাবণের অস্ত্রগুলি রামকে প্রতিহত করতে দেখে রামকে ঘিরে আনন্দিত চিত্তে সিংহনাদ করতে লাগল।

রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর সমস্ত অস্ত্র বিফল হতে দেখে ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে ময়দানব নির্মিত অন্য একটি ভীষণ উজ্জ্বল অস্ত্র

রামের উপর নিক্ষেপ করবার উপক্রম করলেন। রাম গান্ধর্বাস্ত্র প্রয়োগে তা স্বচ্ছন্দে ছেদন করলেন। তাঁর অস্ত্র প্রতিহত হতে দেখে ক্রোধে আরক্ত চক্ষু হয়ে সৌর অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। রাম সৈন্যদের সামনে রাবণের সেই বিচিত্র অস্ত্রগুলি ছেদন করলেন। রাবণ সেই অস্ত্রও বিফল হতে দেখে দশ প্রাণ প্রয়োগে রামের বক্ষস্থল বিদ্ধ করলেন। রাম রাবণের সেই বাণে বিদ্ধ হয়েও বিচলিত হলেন না, বরং রাবণকে সর্বাঙ্গ শরাঘাতে বিদ্ধ করলেন। এই সময় লক্ষ্মণ সাতটি বেগবান শর দ্বারা রাবণের মনুষ্য মস্তক চিহ্নিত ধ্বজকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। লক্ষ্মণ অপর একটি বাণ দ্বারা রাবণের সারথির কুণ্ডল শোভিত মস্তক ছিন্ন করলেন। তারপর তিনি পাঁচটি শাণিত বাণ দ্বারা হস্তি শুণ্ডের ন্যায় রাবণের বিশাল ধনু ছিন্ন করলেন। সেই সময় বিভীষণ লাফ দিয়ে রাবণের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করলেন।

তখন রাবণ অশ্ববিহীন রথ হতে লাফ দিয়ে বিভীষণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় একটি শক্তি গ্রহণ করে তাঁর অভিমুখে নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তি পতিত হতে না হতে লক্ষ্মণ তিনটি বাণ দ্বারা তাকে ছেদন করলেন। এই মহাযুদ্ধে বানররা হর্ষ-ধ্বনি করতে লাগল। অতঃপর সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তি তিন খণ্ড হয়ে মহা উল্কার মত আকাশ হতে চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ বিকিরণ করে পতিত হল।

তা দেখে দশানন নিজের তেজে দীপ্যমান, কালেরও দুর্লঙ্ঘ্য অন্য একটি অব্যর্থ বিশাল শক্তি গ্রহণ করলেন। বিভীষণের প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়েছে দেখে লক্ষ্মণ তাঁকে রক্ষা করবার জন্য সেই শক্তির সম্মুখে আসলেন এবং রাবণকে শর বর্ষণে আচ্ছন্ন করলেন।

রাবণ লক্ষ্মণের শরদ্বারা আচ্ছন্ন ও প্রতিহত পরাক্রম হয়ে শক্তি প্রয়োগে অপারগ হয়ে দেখলেন লক্ষ্মণ বিভীষণকে রক্ষা করছেন। দশানন লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি বিভীষণকে রক্ষা করলে, এখন তোমার প্রতি বর্ষিত এই শক্তি তোমার প্রাণ হরণ করবে বলে রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ

হয়ে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত ও আট ঘণ্টা সমন্বিত মহাশব্দকারী ময়াসুর দ্বারা মায়া দ্বারা নির্মিত সেই শক্তি নিক্ষেপ করে সিংহনাদ করে উঠলেন।

ভীম বেগে নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি বজ্র ও অশনির ন্যায় শব্দ বিশিষ্ট সেই শক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হল। শক্তি পতিত হচ্ছে দেখে রাম বললেন—লক্ষ্মণের মঙ্গল হোক এবং এই শক্তি বিফল ও হতোদ্যম হোক। কিন্তু সর্প বিষতুল্য সেই শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষ বিদ্ধ করলে লক্ষ্মণ ভূপতিত হলেন।

রাম লক্ষ্মণের ঐ অবস্থা দেখে ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ বিষণ্ণ হলেন এবং অশ্রুসিক্ত হয়ে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তখন বিষাদের সময় নয় (ন বিষাদস্য কালোঽয়মিতি) চিন্তা করে রাবণকে বধ করবার জন্য তুমুল যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেন তাঁর সর্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত। ক্রুদ্ধ রাম দুই হস্তে ঐ ভয়াবহ শক্তিকে আকর্ষণ করে ভগ্ন করলেন। তিনি যখন সেই শক্তি আকর্ষণ করেন, তখন বলশালী দশানন মর্মভেদী শর দ্বারা তাঁর মর্ম বিদ্ধ করলেন। রাম সেই বাণের বিষয় চিন্তা না করেই লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে সুগ্রীব ও হনুমানকে বললেন—এই আমার চির বাঞ্ছিত বল প্রকাশের সময় উপস্থিত হয়েছে, অতএব তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করে রক্ষা কর।

পাপাত্মায়ং দশগ্রীবো বধ্যতাং পাপনিশ্চয়ঃ।
কাঙ্ক্ষিতং চাতকস্যেব ঘর্মান্তে মেঘদর্শনম্॥ (যু) ১০০।৪৭

—নিদাঘ কালে তৃষিত চাতকের নিকটে মেঘদর্শনের ন্যায় আমার চিরকাঙ্ক্ষিত এই পাপাত্মা পাপনিশ্চয় রাবণ আজ আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাকে শীঘ্র বধ করা কর্ত্তব্য।

আমি তোমাদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করছি—তোমরা এই মুহূর্তেই জগৎ রামশূন্য অথবা রাবণশূন্য হয়েছে শ্রবণ করবে। (অরাবণমরামং বা জগদ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ) রাজ্যনাশ, বনবাস,

দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ, বৈদেহীর ধর্ষণ এবং রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে যে সব দুঃখ ও নরক যন্ত্রণার ন্যায় ক্লেশ পেয়েছি, আজ সংগ্রামে রাবণকে বিনাশ করে সেই সমস্ত ক্লেশ দূর করব।

আমি যার জন্য যুদ্ধে বালিকে বধ করে সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করেছি, যার জন্য সেতু বন্ধন করে মহাসাগর পার হয়েছি, সেই পাপী রাবণ আজ আমার দৃষ্টি পথে এসেছে।

দৃষ্টিং দৃষ্টিবিষস্যেব সর্পস্য মম রাবণঃ।
যথা বা বৈনতেয়স্য দৃষ্টিং প্রাপ্তো ভুজঙ্গমঃ॥ (যুঃ) ১০০।৫৩

—গরুড়ের দৃষ্টি পথে পতিত ভুজঙ্গের ন্যায় এই রাবণ যখন দৃষ্টি মাত্র প্রাণনাশী বিষ সঞ্চারক সর্পতুল্য আমার দৃষ্টি পথে পতিত হয়েছে, তখন আজ জীবন রক্ষা করতে পারবে না।

হে দুর্ধর্ষ বানররা, তোমরা পর্বতোপরি সুখে উপবেশন করে আমার ও রাবণের যুদ্ধ উপভোগ কর। আজ এই সংগ্রামে সিদ্ধ, গন্ধর্ব, পন্নগ ও চারণ প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী ভূতগণ এই রামের রামত্ব দর্শন করুক।

অদ্য কর্ম করিষ্যামি যল্লোকাঃ সচরাচরাঃ
সদেবাঃ কথয়িষ্যন্তি যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি॥ (যুঃ) ১০০।৫৬

—আজ আমি এমন কাজ করব যে, যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন দেবগণ ও চরাচর নিখিল লোক একত্র হয়ে বলবে হাঁ একটি যুদ্ধ হয়েছিল।

রাম এই কথা বলেই একাগ্র মনে সাতটি কাঞ্চন ভূষিত শাণিত বাণের দ্বারা রাবণকে আঘাত করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো।

স্বয়ং মনুষ্য রূপী বিষ্ণুর পক্ষে কি এ ধরণের আত্মম্ভরিতা শোভনীয়?

অতঃপর রামকে ভূমিতে এবং রাবণকে রথোপরি হয়ে যুদ্ধ করতে দেখে দেব গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ পরস্পর আলাপ করলেন যে এই ভাবে যুদ্ধ অনুচিত। তাঁদের অনুরোধে ইন্দ্র তাঁর সারথি মাতলিকে ডেকে

বললেন, তুমি শীঘ্র আমার রথ নিয়ে মর্ত্যে রামকে এই রথোপরি হতে যুদ্ধ করে দেবতাদের উপকার করতে বল।

ইন্দ্র সারথি মাতলি রামের নিকট গিয়ে বলল, দেবরাজ ইন্দ্র আপনার বিজয়ের জন্য এই রথ পাঠিয়েছেন। এই বিশাল ইন্দ্রধনু অগ্নির ন্যায় কবচ, আদিত্যের ন্যায় প্রকাশমান শরনিকর এবং এই নির্মল শক্তি দিয়েছেন। আমার সারথ্য কৌশলে দেবরাজ যেমন দানব দলকে বিদলিত করেন সেইরূপ আপনিও এই রথে আরোহণ করে রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করুন।

উপরোক্ত ঘটনা হতেও প্রমাণিত হচ্ছে দেবতাদের হিতার্থেই রাবণের মতিভ্রম ঘটিয়ে সীতা হরণ করিয়ে মনুষ্য রূপী রামের দ্বারা তাঁকে নিহত করাই দেবতাদের কাম্য ছিল। দেব বলে বলীয়ান্ হয়েই রাবণ স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলেন। আবার তাঁর দমনের জন্যই ব্রহ্মার আদেশে বিষ্ণু মর্তে রামরূপে জন্ম গ্রহণ করে রাবণকে বধ করেন।

দেবতারা রাবণকে অমিত বিক্রমের অধীশ্বর করে আশীর্বাদ করেন। পরে ঐ অমিত বিক্রমের অপব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরাই তার প্রতি-কারের উপায় অনুসন্ধানে ব্যস্ত হলেন। দেবদেবীর কাণ্ডকীর্ত্তি মর্তের লোকদের অবাক্ বিস্ময় জাগায়। তাঁরা সবাই যেন আশুতোষ। ভক্তদের সাধনা ভজনা তাঁদের এমন কোমল করে যে ভক্তরা যা চাইবে তাঁরা দরাজ হাতে তা দান করেন। যদিও সর্বজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন প্রভৃতি বিশেষণ তাঁদের অসীম রূপ গুণ বর্ণনার সামান্য কয়টি শব্দ মাত্র। কিন্তু অবাক হতে হয় এই দেখে যে তাঁরা কি রকম পাত্রে মুক্ত হৃদয়ে বরদান করছেন সেইটি বরদান কালে যেন তাঁরা ভুলে যান। পরিশেষে তাঁদের বরের ফলে যখন দেখলেন সমগ্র সৃষ্টি বিপন্ন, তখন তাঁদের বোধোদয় হয় এবং বরের ফল কি ভাবে কাটাবেন তার উপায় চিন্তা করেন। দৃষ্টান্ত রাবণ চরিত। ব্রহ্মার বরে রাবণ দেবদেবী, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, অপ্সরা প্রভৃতির অবধ্য। এ বর পেয়ে রাবণ

রণোন্মাদ। যেহেতু তিনি প্রায় সকলের অবধ্য বলে যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে ত্রিভুবন চষে বেড়াচ্ছেন। এবং যত্রতত্র মুণি ঋষি সিদ্ধ পুরুষ যক্ষ-রক্ষ গন্ধর্ব, নাগ ইত্যাদিকে বধ করছেন। দেবদেবী মুনিঋষি সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মার স্মরণ নিলেন। সমাধান বিষ্ণুর মানুষরূপ নিয়ে মর্তে জন্ম। রাবণকে দুর্ধর্ষ করেছিলেন দেবদেবীরা আবার তাঁরাই তাঁর ধ্বংসের কারণ।

দেবতাদের এই ধরণের স্বার্থপরের মত কাজ কি সমর্থনীয়! রাবণের দীর্ঘকালের তপস্যায় তাঁকে তুষ্ট হয়ে এত শক্তি সম্পন্ন হবার ক্ষমতা না দিলেই তো তাঁর এ ধরণের স্বৈরাচারী হওয়া কখনই সম্ভব হোত না। স্বভাবতঃ রাবণের পরিণতি পাঠকের হৃদয়ে সহানুভূতির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। তিনি যা কিছু করেছেন আত্মশক্তির দ্বারা করেছেন। কিন্তু তাঁকে সবংশে বধ করা হয়েছে তাদের (রাক্ষসদের) ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ দুর্বলতার স্থানে আঘাত হেনে। এইভাবে জয়ী হবার মধ্যে পৌরুষের আভাস পাওয়া যায় না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে এক স্থানে রাবণ আক্ষেপ করে বলেছেন—

……দৈবগতি কে পারে সহিতে।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর-বানরেতে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মৈল যত সেনাপতি।
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি॥
মোর সেনা মরিলে না বাঁচে একজন।
বারে বারে মরে বাঁচে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
হেন বীর নাহি মোর লঙ্কার ভিতর।
মারে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বানর॥
মরিয়া না মরে এরা এ কেমন বৈরী।
বীরশূন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী॥
হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
থাকিব কপাট দিয়া প্রাণ বড় ধন॥

প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট।
লঙ্কাপুরে চারি দ্বারে দেহত কপাট॥ (লঃ)

রামের মৃত সৈন্যরা পুনরায় জীবিত হয়। কিন্তু রাবণের সৈন্যরা বাঁচে না। রামের প্রতি দেবতাদের অনুকম্পাই এর একমাত্র কারণ। কবি কৃত্তিবাস সর্বত্রই রাবণকে হাস্যাস্পদ রূপে চিত্রিত করেছেন। নতুবা রাবণের মত মহাবীর যুদ্ধ ত্যাগ করে কপাট দিয়ে থাকার সঙ্কল্পই অবিশ্বাস্য।

রাবণ অন্যত্র লঙ্কার সব বীরই যুদ্ধে নিহত হয়েছে শুনে বিভীষণের পুত্র তরণীসেনকে ডেকে বললেন—

রাবণ বলে লঙ্কাপুরী রাখহ তরণী।
এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানি॥
তব পিতা বিভীষণ ধর্মেতে তৎপর।
হিত উপদেশ ভাই বুঝালে বিস্তর॥
অহঙ্কারে মত্ত আমি ছন্ন হৈল মতি।
বিনা অপরাধে আমি মারিলাম লাথি॥
আমারে ছাড়িয়া গেল ভাই বিভীষণ।
অনুরাগে লইয়াছে রামের শরণ॥
সন্ধি - উপদেশ কথা সেই দেয় কয়ে।
শ্রীরাম আছেন বসে কালরূপী হয়ে॥
শত্রুর সপক্ষ হইয়াছে তব পিতে।
মজিল কনকলঙ্কা তার মন্ত্রণাতে।
তুমি তার পুত্র বট নহ তার মত।
চিরদিন জানি তুমি মম অনুগত॥
রাজ্য ধন লহ বাপু স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
রাখহ রাক্ষসকুল বৈরিগণ মারি॥ (লঃ)

বিভীষণের পরামর্শ গ্রহণ না করায় লঙ্কার পরিণতি দেখে রাবণের মনে অনুতাপ দেখা যাচ্ছে। তাই বিভীষণের পুত্র তরণীসেনের সাহায্য

প্রার্থনা করছেন। রাবণের মত বীরের এতটা অসহায় ভাব যেন বিশ্বাস-যোগ্য নয়।

রাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধ করলে, হনুমান লক্ষ্মণকে সুস্থ করবার জন্য গন্ধমাদনে বিশল্যকরণী ওষুধ আনতে গেলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণ লক্ষ্মণ যাতে কোন রূপে বাঁচতে না পাবে তার জন্য কালনেমি নিশাচরকে ডেকে তিনি বললেন--

রাবণ বলে শুন হে মাতুল কালনেমি।
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি॥
চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার।
আজি মামা তুমি কিছু কর উপকার॥
আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তিশেলে।
মরিবে তপস্বী বেটা রাত্রি পোহাইলে॥
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।
ঘরপোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে॥
গিয়া গন্ধমাদনেতে করহ উপায়।
যেমতে বানর বেটা ঔষধ না পায়॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর।
রাক্ষসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর॥
মায়ার প্রবন্ধে এস হনুমানে মেরে॥
লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে॥
কালনেমি বলে মনে করি বড় ভয়।
দুষ্ট বড় সে বানরা কি জানি হয়॥
মায়ারূপে যাই চিনে হনুমান।
একই আছাড়ে মোর বধিবে পরাণ॥

রাবণ তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন--

........কালনেমি না হও চিন্তিত।
হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত॥

গন্ধমাদনের সর্বসন্ধি আমি জানি।
গন্ধকালী নামে এক আছে কুম্ভীরিণী॥
সরোবরে পড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে।
প্রকাণ্ড শরীর তার মুখ বিপরীতে॥
সুরাসুর শঙ্কা করে দেখে কুম্ভীরিণী।
সেই ডরে কেহ নাহি ছোঁয় তার পানি॥
কেহ নাহি যায় সরোবরের নিকটে।
লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ হৈল তার পেটে॥
সহজে বনের জাতি বীর হনুমান্।
গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান॥
উহার আগে যাহ তুমি তপস্বীর বেশে।
আদর গৌরব করি তুষিবে হরিষে॥
মায়াতে আশ্রম করি রেখ ফুল ফল।
কলসী ভরিয়া রেখ সুবাসিত জল॥
নানা মতে হনুমানে করিবে আদর।
স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর॥
অল্পবুদ্ধি হনুমান পশু মধ্যে গণি।
সরোবরে গেল ধরে খাবে কুম্ভীরিনী॥
কুম্ভীরিনী ধরি খাবে পবন নন্দনে।
হনু মৈলে ঔষধ আনিবে কোন্ জনে॥
রাম তবে মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে।
পলাবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে॥
মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে।
লঙ্কাপুরী লব দোঁহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে॥ (লঃ)

অন্যত্র রাবণ বলছেন—

……শুন বলি যত দেবগণ।
ময়দানবের কোলে পড়েছে লক্ষ্মণ॥

আমার বচন শুন বলি হে ভাস্কর।
উদয় করহ গিয়া গিরির উপর ।।
তোমার উদয় হলে মরিবে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন ।।
তুমি হও উদয় চন্দ্র থাক্ এক ঠাই।
তোমার উদয়ে লক্ষ্মণ বাঁচিবেক নাই ।।

দিবাকর বলছেন—

আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর ।।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে।
এখন উদয় বল হইব কেমনে ।।
রাবণ বলে হল রাত্রি কি ক্ষতি তোমার।
মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার ।। (লঃ)

লক্ষ্মণ যাতে পুণরায় বাঁচতে না পারে তার জন্য রাবণের একের পর এক ষড়যন্ত্র—দেবতারা সবই ব্যর্থ করে দিলেন। রাবণের এই অসহায় অবস্থা পাঠকদের মনে দোলা দেয়। বাল্মীক রামায়ণে কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাগুলির উল্লেখ নেই।

বাল্মীকি রামায়ণে দুই বীর রাম ও রাবণ বহুবিধ ভীষণ অস্ত্র দ্বারা প্রলয়কালের ন্যায় যে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি, দানব, দৈত্য, গরুড় ও অপর আকাশচর ভূতগণ তা দেখলেন। সেই মহাসমর দেখে দেব ও দৈত্য মধ্যে রাম রাবণের জয় পরাজয় বিষয়ক ভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায় দৈত্যগণ হর্ষ সহকারে বারংবার রাবণের জয় হোক এবং দেবতারা পুনঃপুনঃ রঘুনন্দন, আপনি বিজয় লাভ করুন বলতে লাগলেন।

উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। রাবণের সর্বাঙ্গ রামের বাণে বিদ্ধ হওয়ায় রক্তাপ্লুত হলে তিনি নিরতিশয় খেদ করলেন। তারপর ক্ষণকালের মধ্যে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। রাম ও রাবণ পরস্পর ক্ষুব্ধ হয়ে শরবর্ষণে চতুর্দিক অন্ধকার করে ফেললেন। সেই অন্ধকারে কেউই কাউকে দেখতে পেলেন না। অতঃপর বীর রাম ক্রুদ্ধ হয়ে

উচ্চহাস্যে রাবণকে বললেন, হে রাক্ষসাধম, তুমি জনস্থান হতে আমার অজ্ঞাতসারে একাকিনী অসহায়া আমার ভার্য্যাকে হরণ করে এনেছ। অতএব তোমাকে বীর্যবান বলতে পারি না। তুমি কেবল অনাথা স্ত্রীলোকদের উপর শৌর্য প্রকাশ করতে পার। তুমি কি পরদার হরণরূপ কাপুরুষতা করে নিজেকে শূর বলে মনে করছ? তুমি দর্পবশতঃ সীতারূপ নিজের মৃত্যুকে আহরণ করে আপনাকে শূর বলে মনে করছ? তুমি শূর প্রবল বলশালী এবং কুবেরের ভ্রাতা হয়ে যে গর্হিত কাজ করেছ, তাতে তুমি বড়ই যশস্বী হবে! তুমি গর্বিত হয়ে যে নিন্দিত অহিত কাজ করেছ, এখন তার সুমহৎ ফল ভোগ কর। তুমি চোরের ন্যায় সীতাকে হরণ করে নিজেকে যে বীর মনে করছ, তাতে কি তোমার লজ্জা হচ্ছে না? যদি আমার সামনে সীতাকে হরণ করতে তবে তোমার পরলোকগত ভ্রাতা খরের ন্যায় তোমার পরিণতি ঘটতো। আজ সৌভাগ্যবশতঃ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়েছ। আজ নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যমদ্বারে প্রেরণ করব। অদ্য তোমার কুণ্ডল শোভিত মস্তক আমার বাণাঘাতে ছিন্ন হয়ে রণধূলিতে বিলুণ্ঠিত হলে মাংসাশী জীব জন্তুরা তা আকর্ষণ করে ভোগ করুক। এইভাবে নানা নিষ্ঠুর পরিহাসে রাম রাবণকে তিরস্কার করে, দ্বিগুণ শক্তিতে রাবণকে আক্রমণ করলেন। বানরদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড এবং রামের বাণের দ্বারা আহত হয়ে দশাননের মস্তক যেন ঘুরতে লাগল।

রাবণ হতজ্ঞান অবস্থায় পতিত হয়ে যখন বাণ ক্ষেপণ ও ধনু আকর্ষণে অক্ষম হলেন, তখন রাম আর কোনরূপ বিক্রম প্রকাশে বিরত হলেন। তখন সারথি রাবণকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখে রণক্ষেত্র হতে রথ নিয়ে প্রস্থান করলেন।

মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করে ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণ সারথিকে অভিযোগের সুরে বললেন, তুই ভয়ে আমাকে হীনবীর্য্য অস্ত্র প্রয়োগে অসমর্থ, পৌরুষ বর্জিত অল্প চিত্ত, সত্ত, তেজ ও মায়াহীন ও অস্ত্রশস্ত্রে অনভিজ্ঞ ভেবে অবজ্ঞা করে নিজের বুদ্ধি অনুসারে কাজ করছিস্।

আমার অভিপ্রায় না জেনেই অবজ্ঞা করে কি কারণে আমার রথ শত্রু সমক্ষে রণমধ্য হতে নিয়ে আসলি ? আজ তুই আমার যশ, বীর্য ও তেজ এবং আমাকে অতি বলবান বলে লোকের যে বিশ্বাস ছিল তা নষ্ট করেছিস।

আমি চিরকাল যুদ্ধলোভী জেনেও আমাকে প্রখ্যাত বীর বিক্রমানুরাগী শত্রুর সম্মুখে কাপুরুষ সাজিয়েছিস্। যদি তুই যে কোন প্রকারে আমার এই রথ শত্রুর সামনে নিয়ে ন যাস, তবে আমি বুঝব—তুই শত্রুর নির্দেশে আমার রথ যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরিয়ে এনেছিস। তুই শত্রুর ন্যায় যে কাজ করেছিস্ হিতাভিলাষী সুহৃদগণ তা করতে পারে না। তুই বহুকাল আমার কাছে আছিস্। সুতরাং আমার শত্রু পালিয়ে যাবার পূর্বেই রথ নিয়ে চল্।

রাবণ যে যথার্থই বীর ছিলেন উপরের দম্ভ তা প্রমাণ করে। তাই শত্রু নিপাত না করে সারথি যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে আসায় তাকে তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে আত্মগ্লানি হতে নিষ্কৃতির প্রয়াস পেলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি বলেছেন রাবণ যখন তৃতীয়বার যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন মন্দোদরী তাঁকে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে বললেন, তখন-

দশানন বলে সীতা দিতে নারি ফিরে।
হাসিবেক বিভীষণ সবে না শরীরে।
কহিবেক ইন্দ্র আদি যত দেবগণ॥
যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিলেক রাবণ॥
ছোট হয়ে খোঁটা দিবে বড় ভয় বাসি।
সান্ত্বনা হইয়া গৃহে বৈসহ প্রেয়সি॥
বরঞ্চও রামের শরে ত্যজিব জীবন।
সীতা ফিরে দিতে না পারিব কদাচন॥

মন্দোদরীর আকুল মিনতি রাবণের আত্মাভিমানে আঘাত করল। যথার্থই মহৎ ব্যক্তির ন্যায় মান মর্য্যাদায় আঘাত অপেক্ষা প্রাণে আঘাত রাবণের নিকট শ্রেয়ঃ।

মন্দোদরী পুনরায় তাঁকে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। (মন্দোদরী চরিত্র দ্রষ্টব্য) রামকে তিনি বিশ্ব সংসারের কর্ত্তা এবং সীতাকে লক্ষ্মীরূপে বর্ণনা করলেন।

ঈষৎ হাসিয়া কহে লঙ্কা অধিকারী।
সামান্য হে বুদ্ধি তব রাণী মন্দোদরী॥
শক্তি রূপা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহা জানি॥
জপ যজ্ঞ পূজা করে রাখিতে না পারে।
বিনা অর্চনাতে পড়ে আছেন দুয়ারে॥
নিরাহারে অনাহারে জপে কত জন।
মৃত্যুকালে নাহি পায় সেই শ্রীচরণ॥
ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পায় মুনি ঋষি।
সে রাম ভাবেন আমায় নিরাহারে বসি॥
জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে।
ভাবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে॥
মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে॥
বিষ্ণুদূতে লয়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে।
সমান প্রতাপে জীবনে মরণে॥
ইন্দ্র আদি দেবতা জীবনে আজ্ঞাকারী
মরিয়া বৈকুণ্ঠে আমি যাব সর্বোপরি॥
না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে।
আমা সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে॥
দেখিব করিয়া যুদ্ধ মরি কিবা মারি।
ক্রন্দন সম্বরিয়া গৃহে যাহ মন্দোদরি॥
মরণ নিকট তার কি করে ঔষধে। (লঃ)

রাম স্বয়ং নারায়ণ রাবণের এ জ্ঞান জন্মেছে। রামের হাতে মৃত্যু শ্লাঘ্য। ইহা হতে অধিকতর অভিপ্রেত মর্তে কিছুই নাই রাবণ জানতেন। এ মৃত্যুর পরিণাম সকলের ঈর্ষার পাত্র হয়ে বৈকুণ্ঠে স্থিতি রাবণ রাণী মন্দোদরীকে এই বলে প্রবোধ দিলেন। তাঁর মত ভাগ্যবান মর্তে কেউ নাই।

বিক্রম, আত্মবিশ্বাস, অহমিকার সমন্বয় রাবণ চরিত্র। তাই তিনি গর্ব ভরে বলতে পেরেছেন সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধন করেও কত সাধু সজ্জন মৃত্যুকালেও রামের শ্রীচরণ কৃপা লাভ করে না। সেই রাম অহর্নিশি রাবণের ধ্যানে মগ্ন। ইহা ও গৌরবের বস্তু।

এইখানে স্বয়ং বিষ্ণু রাম অপেক্ষা রাবণকেই বেশী দক্ষ বলে মনে হয়। রাম সব দেবতাদের সহায়তায় ছলনা করে রাবণকে পরাভূত করেছেন। কিন্তু রাবণ আপন বিক্রমে একাই আত্মীয় পরিজন ও প্রজাবৃন্দ সহ সংগ্রাম করে ধ্বংস হয়েছেন। এখানে রাবণের বীরত্ব সুস্পষ্ট।

সারথি বিনীত ভাবে রাবণের উপকার, বীর বিক্রমের কথা স্বীকার করে দীনভাবে বললে—আপনি যুদ্ধ শ্রমে কাতর হয়েছেন, যুদ্ধে শত্রুদের অপেক্ষা হীনবল হয়ে পড়েছেন, আপনার রথের অশ্বরাও গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পরিশ্রান্ত হওয়ায় রথ চালানে অসমর্থ ও অবসন্ন হয়েছিল—এই জন্যই আমি, এই কাজ করেছি।

অতঃপর ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সারথি বললে—যে সব দুর্নিমিত্ত দেখা যাচ্ছিল, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেই সব আমাদের অমঙ্গলের সুচনা করছে। মহারাজ, দেশ, কাল, শুভাশুভ লক্ষণ, ইঙ্গিত, দৈন্য, উৎসাহ, অনুৎসাহ, বল ও দৌর্বল্য স্থান সকলের সমতা, বন্ধুরতা ও নিম্নতাদি যুদ্ধের অবসর ও শত্রুর ছিদ্র দর্শন সারথির বৈশিষ্ট্য। কোন সময় রথ শত্রু অভিমুখে সঞ্চালন করতে হবে, কখন রথ নিয়ে পলায়ন ধর্ম, কখন বা শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে আর কখন বা পার্শ্ব দিয়ে রথ সঞ্চালন করতে হবে এই সমস্ত বিষয়ে সারথির বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা শ্রেয়।

আমি আপনার বিশ্রামের জন্য এবং রথের অশ্বদের ক্লান্তি দূর করবার জন্যই এরূপ যোগ্য কাজ করেছি। এখন যেমন আদেশ করবেন তা পালন করে আপনার ঋণ পরিশোধ করব।

রাবণ সারথির কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, রথ শীঘ্র রাঘবের নিকট নিয়ে চল, অদ্য রণক্ষেত্রে শত্রুদের বিনাশ না করে ফিরবো না। রাবণ এই কথা বলে সন্তুষ্টচিত্তে সারথিকে একটি সুন্দর হস্তাভরণ প্রদান করলেন। সারথিও রথ নিয়ে রাঘবের সম্মুখে উপস্থিত হলো। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ দেখতে এসে অগস্ত্য মুনি যুদ্ধে পরিশ্রান্ত ও চিন্তান্বিত রাবণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে অবস্থিত দেখে রামের সমীপে এসে বললেন, তুমি যার দ্বারা এই সমস্ত শত্রুকে পরাজয় করতে সমর্থ হবে, আমি তোমাকে সেই সনাতন স্তব বলছি। তুমি আদিত্যহৃদয় নামক স্তব পাঠ কর। তুমি একাগ্র মনে দেবাদিদেব দিবাকরকে পূজা করে তিনবার এই "আদিত্য হৃদয়" পাঠ কর। তাহলেই যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবে। আমি নিশ্চয় বলছি এই রূপ করলে তুমি এই মুহূর্তেই রাবণকে বধ করতে পারবে। অগস্ত্য এই কথা বলে যথাস্থানে চলে গেলেন।

রাম আদিত্য-হৃদয় স্তব জপ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং সম্মুখে রাবণকে দেখে তাঁকে জয় করতে উদ্যত হলেন। দিবাকর দেবতাদের মধ্য হতে রামকে বললেন, তুমি তৎপর হও।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি বলেছেন দেবরাজ ইন্দ্র রামের জন্য সারথি মাতলি সহ রথ ও নানাবিধ দুর্জয় অস্ত্র পাঠালে

চিনিল রাবণ রাজা ইন্দ্রের বিমান।
মনে মনে দশানন করে অনুমান॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিত ভাই কুম্ভকর্ণ।
এখনি দেবতা বেটায় করিতাম চূর্ণ॥
এত দিন করে সেবা সেবকের মত।
অসময় দেখে হৈল শত্রু অনুগত॥

শক্রকে পাঠায বথ আমা বিদ্যমানে।
এত বলি কোপ দৃষ্টে চাহে স্বর্গপানে॥
কোপ মনে মালিবে কহে লঙ্কেশ্বব।
সবলেব অনুবল যতেক অমব।
এইবাবে যুদ্ধে যদি বাঁচযে জীবন।
একে একে কাটিব সকল দেবগণ॥ (লঃ)

দেবতাদেব এরূপ পক্ষপাতিত্ব বাবণেব দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলে না। পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও ভ্রাতা কুম্ভকর্ণেব সহাযতায যে রাবণ ইন্দ্রকে পবাজিত কবে বন্দী কবে এনেছিলেন, আজ সেই ইন্দ্র তাঁব শত্রুর সহাযতায এগিযেছে দেখে ক্ষুব্ধ বাবণেব যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে পাঠকবৃন্দেব সহানুভূতি কেডে নিযেছে।

বাবণেব বথ দেখে বাম সাবথি মাতলিকে সাবধান কবে বললেন ও দেখ শত্রু দক্ষিণাবর্ত্তগতিতে মহাবেগে বণমধ্যে আসছে। মনে হচ্ছে আত্মবিনাশেই কৃত সঙ্কল্প হযে থাকবে, অতএব তুমি শত্রুব অভিমুখে সাবধানে গমন কব কাবণ বাযু যেমন মেঘকে অপসাবিত কবে, সেইরূপ আমি তাঁকে বধ কবব তুমি সত্বব বথ নিযে চল।

সেই সময বাবণেব বিনাশাভিলাষী দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও পবমঋষিগণ তাঁদেব দ্বৈবথ যুদ্ধ দেখবাব জন্য সমবেত হলেন, বামেব জয এবং বাবণেব পবাজযেব নিমিত্ত নানা শুভাশুভ চিহ্ন দেখা গেল। বাবণেব রথ যেদিকে যাচ্ছিল, গৃধ্রগণ সেই দিকে ধাবিত হল। দিবা ভাগে লঙ্কা নগবী জবা ফুলেব ন্যায বক্তবর্ণ সন্ধ্যাব দ্বাবা আবৃত্ত হওযায, সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ যেন প্রজ্বলিত বলে মনে হচ্ছিল। অশুভ সূচক উল্কাপাত হতে লাগল। বাবণ যেখানে ছিলেন, সেখানকাব ভূভাগ বাব বাব কম্পিত হতে লাগল। এবং প্রহাবে নিবত বাক্ষস যোদ্ধাগণেব বাহুগুলি এরূপ স্তব্ধ হল যে, তাতে মনে হল—কেউ যেন তাদেব হাত টেনে ধরছে। এরূপ আবও বহু অশুভ সূচক চিহ্ন প্রকাশ পেলো।

মঙ্গল শুভ এবং বিজয় সূচক সর্ব প্রকার চিহ্ন রামকে উৎসাহিত করতে লাগল। রাম এইসব শুভ সূচক চিহ্ন দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং রাবণ নিহত বলেই মনে করলেন।

অতঃপর রাম রাবণের মরণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। রাক্ষস সৈন্যরা রাবণের এবং বানর সেনাগণ রামের প্রতি বিস্মিত ভাবে দৃষ্টিপাত করে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হয়ে রইল। এই সময় রাম জয় করতে হবে এই দৃঢ় নিশ্চয় করে সর্বশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করে তা দেখাতে লাগলেন। রাবণ মরতে হয় তাও ভাল, তথাপি যুদ্ধ হতে বিরত হব না—এই পণ করে যুদ্ধে বীর্য দেখাতে লাগলেন। রাম শরজাল দ্বারা শত্রু রাবণকে যুদ্ধ হতে বিমুখ করলেন। বীর রঘুনন্দন একেবারে বিংশ, ত্রিংশ, ষাট শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ শত্রুর রথাভিমুখে নিক্ষেপ করলেন, রাবণও ক্রুদ্ধ হয়ে গদা ও মুষল বর্ষণ করে রামকে আঘাত করলেন। এইরূপ রোম হর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। শৈল ও কানন সকলের সঙ্গে সমগ্র বসুমতী কম্পিত ও সূর্য্য নিষ্প্রভ হল। বায়ুর গতি স্তব্ধ হল। তখন দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ, মহর্ষি কিন্নর ও মহাসর্পরা অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ 'গো ব্রাহ্মণদের মঙ্গল হোক', সকল লোক নিরাপদ হোক এবং রাম যুদ্ধে রাবণকে জয় করুক, বলে রোম হর্ষণ যুদ্ধ দেখতে লাগলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণ যখন পাশুপত বাণ নিক্ষেপ করেন রামের প্রতি, তখন রাম বিষ্ণু চক্রে

বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে মন।
যোড়হাতে স্তব করে শ্রীরামে তখন ॥
হাতের ধনুকবাণ ফেলে ভূমিতলে।
কর যুড়ি করে স্তব বস্ত্র দিয়ে গলে ॥

— — —

নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি ॥

না জানি ভকতি স্তুতি জাতি নিশাচর।
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর॥
তুমি হে অনাদ্য আদ্য অসাধ্য সাধন।
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড নব খণ্ড বিনাশন॥
আখণ্ডল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্রীচরণ।
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন॥
জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার॥
অপরাধ মার্জনা কর হে দয়াময়।
কুড়ি হস্ত যুড়ি রাজা এক দৃষ্টে রয়॥
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে অনিবার। (লঃ)

কবি কৃত্তিবাস রাবণ চরিত্রকে যেমন স্থানে স্থানে হাস্যকর করে অঙ্কিত করেছেন, তেমনি রাবণের ভক্তি রসের পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি। তিনি কেবল ভক্ত রাবণের চরিত্রই চিত্রিত করেননি, ভক্তের প্রতি দেবতার করুণার ছবিও তিনি নিরপেক্ষ ভাবে এঁকেছেন।

রাম বলে না হইল সীতার উদ্ধার॥
কার্য্য নাহি রাজপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমনে॥
কেমনে এমন ভক্ত করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রাম নাম না করিবে আর॥
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর।
এত বলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশর॥ (লঃ)

এইভাবে রাবণের বন্দনায় রাম যুদ্ধ ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলে দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ রাবণ বধ না হলে সৃষ্টি ধ্বংস হবে। তখন তাঁরা দেবী সরস্বতীর শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন।

তুমি বৈস রাবণের কণ্ঠের উপর।
রিপু ভাবে শ্রীরামে বলাও কটূত্তর ॥

দেবতাদের অনুরোধে সরস্বতী দেবী যথাযথ কাজ করলেন—

ডাক দিয়া বলে রাবণ শুন রঘুপতি।
প্রাণের ভয়েতে তোমা নাহি করি স্তুতি ॥
অবশ্য যুঝিব আমি আইস সত্বর :
এক বাণে ভণ্ড বেটা যাবি যমঘর ॥ (লঃ)

রাবণ মুখ খুলেছেন। দশানন এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলতে অভ্যস্ত। এতক্ষণ তিনি মোহাচ্ছন্ন ছিলেন :

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বহু স্থানেই রাবণকে দেবতাদের আশীর্বাদ পেতে দেখা গেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক জায়গায়

বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ বিনাশে মিতা হইল ব্যাঘাত ॥
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিছে রাবণে আজি হর বরাঙ্গনে।
ঐ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ
জলদবরণী কোলে রাজা দশানন ॥
দেখিয়া ধার্মিক বিভীষণ সবিস্ময়
প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দয়াময় ॥ (লঃ)

রামকে রাবণ বধে হতাশ হতে দেখে দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ব্রহ্মার নির্দেশে রাম অকালে দেবী মহেশ্বরীর পূজার আয়োজন করলেন শরৎকালে। বিধি মতে চণ্ডী পাঠ করে রাম ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমীর দিন ও পূজা করলেন।

'নিশাকালে সন্ধি পূজা কৈল রঘুনাথ।' (লঃ)

নবমীতেও রাম পূজা করলেন। যদিও রাম ভক্তিভরে পূজা করলেন, কিন্তু দেবী দুর্গার কৃপা লাভ না করায়, তিনি পুনরায় হতাশ হলেন। বিভীষণের পরামর্শে—

তুষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান।
অষ্টোত্তর শত নীলোৎপল কর দান॥ (লঃ)

দেব দুর্লভ নীলপদ্ম কোথায় পাওয়া যাবে? অবশেষে হনুমান অষ্টোত্তরশত পদ্ম তুলে আনলেন। নীল পদ্ম পেয়ে রাম সন্তুষ্ট চিত্তে দেবী অর্চনা করলেন। ঐ পদ্মগুলি তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে থাকলে একটি নীলপদ্ম কম পড়ল। তখন হনুমান বললেন আর পদ্ম নেই। দেবী স্বয়ং ছলনা করবার জন্য একটি পদ্ম হরণ করেছেন। হনুমানের কথা শুনে রাম বিমর্ষ হলেন। তখন তিনি কাতরভাবে দেবীর আরাধনা করে বললেন—

পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদ-ছেদিনী।
মহামায়া রূপে ত্রিজগত আচ্ছাদিনী॥

— — — —

আমারে করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন॥

— — — —

আর দুঃখ দিও না মা নিবারি তোমার॥
সুখ ভাণ্ড অল্প হলো দুঃখ তাহে ভারি।

— — — —

জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর।
তবু দুঃখ দাও দয়া না হয় তোমার॥

— — — —

রাজ্যে রাজ্য বিনাশিয়া আনিলে কাননে॥
তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে।
রাবণ দ্বারায় শেষে জানকী হরালে॥
কত কষ্ট কটক সঞ্চয় কপিগণে।
শিলা বৃক্ষে সেতু বান্ধি সমুদ্র তারণে॥
সীতার উদ্ধারে তারা হইনু তৎপর।
রাক্ষস নাশিনু শেষ আছে লঙ্কেশ্বর॥

কষ্টে রণ করিলাম হরের অঙ্গনা।
তথাপি আপনি কালি করিছ বঞ্চনা ॥
করিলাম অর্চনা মা অকাল-বোধনে।
তবু না হইল কৃপা মোর আরাধনে ॥

— — — —

হরিলে গো হররাণি সঙ্কল্প-নলিনী।

— — —

তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয় ॥

— — — —

বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হৈল উদ্ধার ॥

— — —

কমল লোচন মোরে বলে সর্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে ॥
এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান ॥

— — — —

হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে।

তিনি রামকে তাঁর ও রাবণের পরিচয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—

শুন প্রভু দয়াময়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডচয়,
পতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥
তুমি আদি ভগবান, অখণ্ড কাল সমান,
বিশ্ব রহে তব লোমকূপে।

— — —

মায়ার মনুষ্য তুমি, চতুর্বাহু আসি ভূমি,
নাশিতে রাক্ষসে দুরাচার।
ভব ভাব্য প্রভু হও, কভু কোন ভাবে রও,
শুদ্ধতত্ত্ব কে জানে তোমার ॥

তোমার জানকী যিনি, পরমা প্রকৃতি তিনি,
রাবণের কি সাধ্য হরিতে।
সীতা-হরণের ছলে সেতু বান্ধি সিন্ধু জলে,
রাক্ষসেরে বিনাশ করিতে॥
দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার দ্বারী,
পূর্বে ছিল বৈকুণ্ঠ নগরে।
ব্রহ্মশাপে ধরা এল শত্রু ভাবেতে পইলে,
তেঁই প্রভু তুমি ধরা পরে॥
অকাল বোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা,
বিধিমতে করিলা বিন্যাস।
লোকে জানাবার জন্য, আমারে করিতে ধন্য।
অবনীতে করিল প্রকাশ॥
রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি।

অতঃপর রাম নবমী ও দশমী পূজা সম্পন্ন করে দেবী বিসর্জন দিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এইভাবে অকালে দেবীকে জাগাবার জন্য রাম শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন। সেই পূজাই আজ সর্বত্র আদৃত। বসন্তকালে দেবী দুর্গার যে পূজা হয় তা বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত। বসন্ত কালই দেবী দুর্গার পূজার প্রশস্ত কাল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের মৃত্যু বাণ চুরির কথাও উল্লেখিত আছে। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ পরামর্শ করতে বসলেন কি ভাবে রাবণকে বধ করা সম্ভব। তখন বিভীষণ তাঁদের রাবণের গুপ্ত মৃত্যু বাণের সন্ধান দিয়ে জানান তাঁরা তিন ভাই যখন তপস্যা করছিলেন, ব্রহ্মা তখন রাবণকে বর দিতে চাইলেন। রাবণ অমরত্ব বর প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকৃত হয়ে বললেন, যদিও অমরত্ব তোমাকে দেব না, তবে তোমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন করলেও মৃত্যু হবে না। তোমার ছিন্ন মুণ্ড যোড়া লাগবে। তবে একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তোমার মৃত্যু ঘটবে। অন্য কোন অস্ত্রে তোমার

মৃত্যু নেই। আমি সেই ব্রহ্মবাণ সৃষ্টি করেছি, তা তুমি তোমার কাছে রাখো। বিপক্ষ দল এই অস্ত্র পেয়ে তোমার বুকে আঘাত করে তোমাকে নিহত করবে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের এই মৃত্যুবাণ সম্বন্ধে নানা মতান্তরের উল্লেখ আছে। কারো কারো মতে শিব রাবণকে বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধে তাঁর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা যাবে, শঙ্কর তা জুড়ে দেবেন। তবে রাবণের নাভিতে কেউ সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তিনি মারা যাবেন।

বিভীষণ জানালেন সেই মৃত্যুবাণ রাবণের গৃহেই মন্দোদরীর কাছে আছে। তাঁরা পরামর্শ করলেন কে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাঁর মৃত্যুবাণ আহরণ করতে সাহস পাবে। হনুমান স্বেচ্ছায় এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন। (হনুমান চরিত্র দ্রষ্টব্য) এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মন্দোদরীর সাক্ষাৎ লাভ করে কৌশলে সেই ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেন। এই অস্ত্রাঘাতেই রামের হস্তে রাবণের জীবন লীলায় যবনিকা পড়ে।

বাল্মীকি রামায়ণে রাম রাবণের মস্তক ছিন্ন করে ভূতলে পাতিত করলেন। তার পরক্ষণেই সেইরূপ আর একটি মস্তক উত্থিত হয়ে তাঁর স্কন্ধে সংলগ্ন হল। যত কাটে তত আসে। এইভাবে একশত মস্তক ছিন্ন হল. তথাপি দশাননের প্রাণান্ত হল না। রাম ইহাতে চিন্তিত হলেন। তখন তিনি রাবণের বক্ষ লক্ষ্য করে শর বষণ করলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে গদা ও মুষল বর্ষণ দ্বারা রামকে আঘাত করলেন। এই ভাবে দুই বীরের তুমুল লোমহর্ষ যুদ্ধ ক্ষিপ্র গতিতে চলতে লাগল। সেই যুদ্ধ দেখতে দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসদের সপ্তরাত্র অতিবাহিত হল। এর মধ্যে রাত্রি, দিন, মুহূর্ত্ত অথবা ক্ষণকালের নিমিত্তও রাম রাবণের যুদ্ধের বিরতি ছিল না। রামকে বিজয়ী হতে না দেখে তখন দেবরাজ সারথি মাতলি রামকে বললে, আপনি এর প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন। মাতলির বাক্যে ব্রহ্মাস্ত্রের কথা স্মরণ হওয়ায় রাম অগস্ত্য যে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে

ছিলেন, সেই প্রদীপ্ত শর গ্রহণ করলেন। পিতামহ ত্রিলোক বিজয়াভিলাষী ইন্দ্রের জন্য এই অস্ত্র তৈরী করে তাঁকে দিয়েছিলেন।

সাক্ষাৎ যমের ন্যায় অনিবার্য্য ও বজ্রের ন্যায় দুর্ধর্ষ সেই মহান অস্ত্র রাবণের বক্ষে পতিত হল। রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ হল। ঐ বাণ রাবণের প্রাণ হরণ করে প্রথমতঃ দুর্বার বেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করল। রাবণকে বিনাশ করে রক্তাক্ত দেহে ঐ বাণ বিনীতভাবে পুনর্বার রামের তূণ মধ্যে প্রবেশ করল।

ঐ দারুণ অস্ত্রাঘাতে রাবণের প্রাণ বেরিয়ে গেল। প্রাণ গত হলে বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় রাক্ষসরাজ রথ হতে পতিত হলেন। (পপাত স্যন্দনাদ্ভূমৌ বৃত্রো বজ্রাহতো যথা।) রাবণ ভূমিতে পতিত হলে নিশাচরগণ প্রভুর মৃত্যুতে ভীত হয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করল।

রাবণ বধে বিজয়ী বানরগণ সিংহনাদ করতে করতে রাক্ষসদের অভিমুখে ধাবিত হল। রাক্ষসরা বানরদের উৎপীড়নে কাতর হয়ে লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হল এবং আশ্রয়হীন হয়ে দীন বদনে অশ্রু ত্যাগ করতে লাগল। বানররা আনন্দচিত্তে রাবণের নিধন ও রাঘবের বিজয় বার্তা ঘোষণা করতে লাগল।

রাবণের মৃত্যুতে অন্তরীক্ষে মধুর স্বরে দেবদুন্দুভি ধ্বনি হল এবং দিব্য সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হল। আকাশ হতে রামের রথের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল। দেবতারা 'সাধু' 'সাধু' বলে রামের প্রশংসা স্তব করতে লাগলেন। রাবণ নিহত হওয়ায় দেবগণ ও চারণগণ আনন্দিত হলেন।

রাম রাবণকে বধ করে সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কামনা পূর্ণ করলেন এবং নিজেও আনন্দিত হলেন। লক্ষ্মণ ও সন্তুষ্ট হলেন।

রাবণের মৃত্যুতে বায়ু শান্ত হল, দিক সকল নির্মল হল, আকাশ পরিষ্কার হল। পৃথিবীর কম্প নিবৃত্তি হল। মন্দ মন্দ বায়ু বইতে লাগল এবং দিবাকরের প্রভা স্থির হল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনুরূপ বর্ণনা আছে। রাবণ রামের বাণে জর্জরিত হয়ে ভূপতিত হলে :—

হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে।
আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন॥
শাপেতে রাক্ষসযোনি হয়েছে এখন।
শরাঘাতে জরজর পড়ে রণস্থলে॥
একবার দরশন দিব এইকালে॥
এখনি মরিবে রাবণ নাহিক সন্দেহ।
মৃত্যুকালে দেখা দিয়া মুক্ত করি দেহ॥
লক্ষ্মণেরে পাঠাইয়া জানিব সন্ধান।
সেইরূপ আছে কি হয়েছে দিব্য জ্ঞান॥

রাবণ রাক্ষসযোনিতে জন্মালেও পরম ভক্ত। তাই তাঁর মৃত্যুকালে স্বয়ং নারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়েছেন।

রাবণ রাজনীতিজ্ঞ তাই রাবণের মৃত্যুর পূর্বে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন :—

রাজার বংশেতে জন্ম লভি দুই ভাই।
— — —
রাজনীতি কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে॥
— —

রাবণ প্রবীণ রাজা ব্যাখ্যা করে সবে।
করেছে অধর্ম কর্ম রাক্ষস-স্বভাবে॥
রাজকীর্ত্তি কর্মে রাবণ পরম পণ্ডিত।
রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্চিৎ॥
এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি।
জিজ্ঞাসহ নীতিবাক্য গোটা দুই চারি॥
অমূল্য রতন যদি অস্থানেতে হয়।
গ্রহণ করিতে পারে শাস্ত্রে হেন দায়॥ (লঃ)

মহাভারতে ভীষ্ম শরশয্যা নিলে কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে অনুরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন ভীষ্মের কাছ থেকে তাঁর সব রকমের সন্দেহের অবসান ঘটান।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণ লক্ষ্মণকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে রাজি হলেন না। বরং রামের দর্শন অভিলাষী হলেন। অতঃপর

রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি।
বুঝি রাবণের মন উঠি শীঘ্রগতি॥
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে।
ভক্তি ভাবে প্রণাম করিল মনে মনে॥

— — —

সাক্ষাৎ বিরাট মূর্ত্তি ব্রহ্ম সনাতন॥
মায়াতে মানব দেহ বিশ্বময় তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু কি জানিব আমি॥
অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার॥
মহীতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিনজন্ম।
আসুরিক বুদ্ধে নাহি জানি ধর্মাধর্ম॥
অপরাধ ক্ষমা কর গোলকের পতি।

রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর।
সংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর॥ (লঃ)

উত্তরে রাম বললেন—যা বলেছ সবই সত্য। তবুও

প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ।
বাহুবলে জিনেছ সকল ত্রিভুবন॥

ধর্মাধর্ম রাজকর্ম তোমাতে বিদিত।
তব মুখে কিঞ্চিৎ শুনিব রাজনীতি॥ (লঃ)

এরপর রাবণ যা বললেন কোন সাধারণ মানুষের এত জ্ঞান কখনও সম্ভব নয়। তিনি যে দশের উর্দ্ধে আসনলাভের যোগ্য এখানে তার প্রমাণ।

যতক্ষণ বাচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ॥
করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
অলসে রাখিলে কর্ম পুনঃ হওয়া ভার।

— — —

মনে হলে শুভকর্ম করিবে তখনি॥
হেলায় রাখিলে কোন কার্য্য নাহি হয়।

— — —

পাপ কর্ম অনেক করেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ॥

— —

সর্বনাশ হৈল আমার সীতার জন্যেতে॥
এক লক্ষ পুত্র মোর সোয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মারলাম শেষে লঙ্কা অধিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবেচিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥
হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোন কালে॥

এই বলে রাবণের প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল।

রাবণের মৃত্যুতে বিভীষণ শোকাভিভূত হলে রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—

........না কান্দ ধার্মিক বিভীষণ ॥

ভুবন জিনিয়া সুখ ভুঞ্জিল অপার।

পড়িয়া আমার বাণে গেল স্বর্গদ্বার ॥ (লঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে বিভীষণ ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হলে রাবণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে রাম তাঁকে আদেশ দিলেন। (বিভীষণ চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

রাবণের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীরা শোক করে তাঁর শব দেহ বেষ্টন করে বললেন, যিনি ইন্দ্র ও যমকে ভয় দেখিয়েছেন এবং কুবেরের পুষ্পক রথ বলপূর্বক হরণ করেছেন, দেব, গন্ধর্ব, ঋষি, দানব ও সর্পরাও যার ভয়ে ভীত, তিনি আজ সামান্য এক মানুষের নিকট পরাজিত ও নিহত হয়ে ভূপতিত হয়েছেন। দেবতা, অসুর ও যক্ষরা যাঁকে বধ করতে পারেনি, সেই মহাপরাক্রমশালী বারণ আজ সামান্য মানবের নিকট হীনবীর্য্যের ন্যায় নিহত হলেন। এই বলে তাঁরা রোদন করতে করতে বললেন, তুমি হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদদের কথা না শুনে নিজের মৃত্যুর জন্য সীতাকে হরণ করলে এবং রাক্ষসদের সবংশে নিধন করলে, নিজেও নিহত হয়ে আমাদের দুঃখ সাগরে ফেলে গেলে। শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা বিভীষণ তোমার মঙ্গলের জন্য কত হিত কথাই বলেছিলেন, কিন্তু তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে নিজের মৃত্যু বাসনায় তাঁকে কঠোর বাক্য বলেছিলে। তার পরিণতি দেখা যাচ্ছে।

যদি নির্য্যাতিতা তে স্যাৎ সীতা রামায় মৈথিলী।

ন নঃ স্যাদ্ ব্যসনং ঘোরামিদং মূলহরং মহৎ ॥ (যুঃ) ১১০।২০

---যদি তুমি তাঁর কথানুসারে সীতাকে রাম হস্তে সমপণ করতে তাহলে আমাদের এই ভয়ঙ্কর মূল সহিত বিনাশ রূপ বিপদ ঘটতো না।

সীতাকে প্রত্যর্পণ করলে বিভীষণ, রাম ও তোমার মিত্রকুল পূর্ণকাম হতেন এবং আমাদেরও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হোত না। তোমার শত্রুদের আনন্দিত হতে হতো না। পরন্তু তুমি নৃশংসের মত বলপূর্বক সীতাকে অবরুদ্ধ করে এককালে আপনাকে আমাদের এবং

রাক্ষসদের হত্যা করলে। তোমার স্বেচ্ছাচারই আমাদের বিনাশের কারণ। তা নয়। দৈবই সব অনর্থ ঘটায়। দৈবই সব বিনষ্ট করে।

ন কামকারঃ কামং বা তব রাক্ষসপুঙ্গব।

দৈবং চেষ্টয়তে সর্বং হতং দৈবেন হন্যতে॥ (যুঃ) ১১০।২৩

—দৈববশতঃই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার, বানরবৃন্দের এবং রাক্ষসদের মৃত্যু হয়েছে।

নৈবার্থেন চ কামেন বিক্রমেণ ন চাজ্ঞয়া।

শক্যা দেবগতির্লোকে নিবর্তয়িতুমুদ্যতা॥ (যুঃ) ১১০।২৫

—দৈবগতি কখন ফলোন্মুখী হয় অর্থাৎ সংসারের ফল দেবার জন্য যখন দৈবের বিধান উন্মুখ তখন অর্থ, কাম, বিক্রম অথবা আদেশ এদের কেউ-ই তাকে নিবারণ করতে পারে না।

এইভাবে রাক্ষসীরা শোকার্ত্ত হয়ে দীনভাবে বিলাপ করতে লাগল। এই শোকার্ত পত্নীদের মধ্যে রাবণের প্রধানা পত্নী মন্দোদরী ও অন্যতম। (মন্দোদরী চরিত্র দ্রষ্টব্য) বীর রাক্ষসরাজের বিক্রম এতকাল লঙ্কাবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা, তাঁর স্বজন পরিজন ও তাঁর আশ্রিত প্রতিপাল্য নির্বিশেষে মহা গৌরবের বস্তু ছিল। পাঠকেরা দেখেছেন তাঁর মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ তাঁর অমিত বিক্রমের উচ্চ প্রশংসা করে তাঁকে রামের সঙ্গে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু রাবণ নিধনের সঙ্গে সমগ্র লঙ্কাবাসীর তিনি অভিসম্পাতের বস্তু হলেন। মানুষের ভাগ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কীর্ত্তি খ্যাতি সবই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং হয়ে পড়ে অভিসম্পাতের পাত্র।

Shakespeare বলেছেন Man shut their doors against the setting sun কথাটি মৃত রাবণের প্রতি প্রযোজ্য। রাবণের মৃত্যুর পর সকলেই তাঁর বিক্রমের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে দোষারোপ করে চলেছে।

রাবণ এতই হতভাগ্য যে মৃত্যুর পরও তাঁর প্রতি সহানুভূতির পরিবর্ত্তে তাঁর স্ত্রীরাও তাঁর দুষ্ট চরিত্রের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন।

তিনি কারও মনেই কোন অনুকম্পার রেখা এঁকে যেতে পারেন নি। দেবগণ হতে রাক্ষসগণ সকলেই যেন তাঁর প্রতি প্রতিকূল ভাবাপন্ন, সকলেই ক্ষুব্ধ। স্বৈরাচারী ব্যক্তির পরিণতি এমনই হয়, কারও স্নেহ ভালবাসাই বোধ হয় তার অদৃষ্টে জোটে না।

এই প্রসঙ্গে **Napoleon** এর একটি উক্তি মনে পড়ে—**When I was happy I thought I knew men but it was fated that I should know them only in misfortune.** রাবণের বিদেহী আত্মাও বোধ হয় এই স্মৃতি নিয়ে বিচরণ করেছিল। দুঃ-সময়েই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর রামের পরামর্শে বিভীষণ শাস্ত্রীয় মতে অগ্নিহোত্র বিধি অনুসারে রাবণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। রাবণের শবকে পবিত্রস্থানে স্থাপন করে রঙ্কুমৃগচর্মের আস্তরণের উপর বেদোক্ত বিধানুসারে চন্দন কাঠ, পদ্মক, উশীর ও চন্দন দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নির্মাণ করলেন।

একটি অনুপম উপমার সাহায্যে বিভীষণ রাবণ চরিত্র এঁকেছেন ধৈর্য্য যার পত্র, হঠকারিতা যার পুষ্প, তপস্যা যার বাস এবং শৌর্য যার দৃঢ়মূল, সেই রাক্ষসরাজ রূপ বৃক্ষ অদ্য রণ মধ্যে রামরূপ বায়ু বেগে উন্মূলিত হলেন। তেজ যার দণ্ড, আভিজাত্য যার মেরুদণ্ড, কোপ যার দেহাবয়ব ও প্রসাদ যার হস্ত, সেই রাবণ রূপ গন্ধহস্তী অদ্য রাম রূপ সিংহ দ্বারা নিহত হয়ে ধরাতলে শয়ন করেছেন।

রামায়ণের রাবণ চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে স্বভাবতঃই মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের কথা মনে পড়ে। উভয়েই মহারথ, পরম পরাক্রমশালী। কিন্তু উভয়েই অভিশাপের কালচক্রে অসীম বীর্য্যের অধিকারী হয়েও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মর্ত ধাম হতে বিদায় নিয়েছিলেন। সৎ সাধু পথ অবলম্বনে কেউ-ই এই দুই মহারথীকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম ছিলেন না। কিন্তু উভয়েরই আশীর্বাদের মালার গন্ধ পুষ্প কালকীটদষ্টে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)

ঋষিপুত্র মহাবীর রাবণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ হলেও অত্যন্ত দাম্ভিক ও হঠকারী ছিলেন। এই দুই রিপুর সঙ্গে নারীর প্রতি তাঁর অসাধারণ কামভাব তাঁর অসাধারণ জীবনের সর্বনাশের অন্যতম কারণ। রাবণের এই কামাসক্তিই তাঁর সব সদগুণাবলিকে রাহু-গ্রস্ত করে, তাঁকে সর্বসমক্ষে হেয় অবজ্ঞেয় ও ঘৃণ্য করেছে।

রাবণ দশ হাজার বর্ষব্যাপী উপবাসী থেকে তপস্যা করেছিলেন। সহস্রবর্ষ পূর্ণ হলেই এক একটি করে নিজ মস্তক কেটে অগ্নিতে আহুতি দিতেন। এইরূপে নয় শত বৎসরে অগ্নিতে নয়টি মস্তক আহুতি দেওয়া হল, দশ হাজার বর্ষ পূর্ণ হলে দশগ্রীব যখন নিজ দশম মস্তক কাটতে উদ্যত হলেন, তখন ব্রহ্মা উপস্থিত হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে, রাবণ পক্ষী, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হতে প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা সেই বর দিয়েই এক রকম তাঁকে অমরত্ব প্রদান করলেন। এই বর পরিণামে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। নিজেকে সর্বপ্রকার পরাক্রমের অধিকারীদের অবধ্য জেনে তিনি যুদ্ধের জন্য চারদিক পরিক্রমা করে চললেন—যুদ্ধ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে—**To have a bee in one's bonnet**—সেরূপ রাবণ যুদ্ধ মাতাল হয়েছিলেন ব্রহ্মার ঐ অভিশপ্ত বরে।

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন। কখনো কখনো তাঁকে সুযোধন বলে অভিহিত করা হয়েছে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর পিতামহী সত্যবতীকে তাঁর অন্যতম পুত্র ব্যাসদেব বলেছিলেন—সুখের দিনগুলি গত হয়েছে, সম্মুখে ভয়ানক সময়। দিনগুলি উত্তরোত্তর পূর্বাপেক্ষা পাপপূর্ণ হবে। পৃথিবী গত যৌবনা অর্থাৎ উর্বর ক্ষমতা নষ্ট হয়েছে। (পৃথিবী গত যৌবনা।) এমন দিন আসছে, যখন কপটতা ও নানা কলুষতায় চারিদিক আচ্ছন্ন হবে এবং ধর্মক্রিয়া ও আচার সমূহ লুপ্ত হবে। কৌরবদের অনাচারে পৃথিবী ধ্বংস হবে। (কুরুণামনয়াচ্ছাপি পৃথিবী ন ভবিষ্যতি) মা, এই কুলের ধ্বংস তুমি স্বচক্ষে দেখো না। তপোবনে চল, যোগাভ্যাসে দিন কাটাবে।

পুত্র ব্যাসদেবের কথায় সত্যবতী ভরতবংশ ও পুরবাসীদের ধ্বংস যেন দেখতে না হয় তজ্জন্য দুই পুত্রবধূকে নিয়ে এই তিন স্বামী হীনা দেবী বনে গমন করলেন এবং ঘোর তপস্যা করে তথায় দেহ ত্যাগ করলেন।

স্ত্রীপর্বে শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যাসদেব সান্ত্বনা দেবার সময়ে দুর্যোধনের জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত করে বললেন—একদিন আমি ইন্দ্রের সভায় গিয়েছিলাম। সেখানে সমবেত দেবতাদের নিকট পৃথিবী দেবী উপস্থিত হয়ে বললেন—আপনারা সকলে সেদিন ব্রহ্মার সভায় আমার কার্য্য সিদ্ধির জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পূর্ণ করুন। উত্তরে ভগবান বিষ্ণু দেবসভায় ধরিত্রীকে সহাস্যে বললেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে যে সর্বজ্যেষ্ঠ ও দুর্যোধন নামে খ্যাত হবে, সে-ই তোমার কার্য্য সিদ্ধ করবে। তাকে রাজা রূপে পেয়ে তুমি কৃতার্থা হবে। তাঁকে নিমিত্ত করে পৃথিবীর সমস্ত ভূপতিগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হবেন ও সুদৃঢ় অস্ত্রের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করে বধ করবেন। এইভাবে সেই যুদ্ধে তোমার ভার হ্রাস হবে।

রাজন, তোমার এই পুত্র দুর্যোধনই সমস্ত জগৎকে সংহার করবার জন্য মূর্তিমান অংশরূপে গান্ধারীর গর্ভে জন্মেছিল। সে অমর্ষী, ক্রোধী চঞ্চল এবং কূটনীতিদক্ষ ছিল। (অমর্ষী চপলশ্চাপি, ক্রোধনো দুষ্প্রসাধনঃ।)

দৈবযোগে তার ভ্রাতারাও অনুরূপ চরিত্রের ছিল। মাতুল শকুনি ও মিত্র কর্ণের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটেছিল। এইসব নৃপতিরা শত্রুদের বিনাশ করবার জন্যই এক সঙ্গে ভূমণ্ডলে জন্মেছিলেন।

যাদৃশো জায়তে রাজা তাদৃশোঽস্য জনো ভবেৎ॥ (স্ত্রী) ৮।৩১

—রাজা যেমন হয়, তার স্বজন ও সেবকগণ ও তেমনি হয়ে থাকে।

ব্যাসদেব এইভাবে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করে বললেন—তোমার পুত্ররা নিজেদের অপরাধে নিহত হয়েছে। অতএব তাদের জন্য শোক কর না। তিনি আরও বললেন—রাজসূয় যজ্ঞের সময় দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের সভায় নিঃসন্দেহে পূর্বেই একথা বলেছিলেন যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলে পরস্পর যুদ্ধ করে বিনষ্ট হবে।

আমার কাছে এ ভবিষ্যৎ বাণী শুনে যুধিষ্ঠির কৌরবদের সঙ্গে কলহ রোধে বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দৈবের বিধান অত্যন্ত প্রবল। (দৈবং তু বলবত্তরম্)।

অনতিক্রমণীয়ো হি বিধী রাজন্ কথঞ্চন।
কৃতান্তস্য তু ভূতেন স্থাবরেণ চরেণ চ॥ (স্ত্রী) ৮।৪৩

—দৈব অথবা কালের বিধানকে চরাচর প্রাণিগণের মধ্যে কেহই কোনরূপেও লঙ্ঘন করতে সমর্থ হয় না।

বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বিধাতার বিধান অন্যথা হয় না। (নিয়োগেন বিধেশ্চাপ্যনিবর্তনাৎ।)

ললাটে এরূপ লিখন নিয়ে দুর্যোধন তাঁর একোনশত ভ্রাতাদের নিয়ে পৃথিবীর সংহার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবার জন্য এ মর্তে জন্ম নিলেন। পৃথিবীর পাপ ভার মুক্ত করবার জন্যই এদের আগমন। দেবতারা

তাঁদের ঈপ্সিত কাজ সাধন করবার জন্য পূর্বাহ্নে সব প্রয়োজনীয় উপাদান দ্বারা যথা—হিংসা, ঈর্ষা, বিবাদ, বিসম্বাদ, স্বজন বিরোধ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি —মর্ত্যভূমিকে পূর্ণমাত্রায় সাজিয়ে দুর্যোধনকে তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে দক্ষ খেলোয়ারী করে এ মর জগতে পাঠালেন। রাবণ বংশ ধ্বংস করিয়েছিলেন দেবতারা। ঠিক সেই রকম পরিণতি ঘটালেন কৌরবকুলের।

দুর্যোধনের জন্মের পূর্বেই যেখানে তাঁর জন্য এইরূপ পাপ কর্ম নির্দেশিত হয়ে রয়েছে, সেইখানে দুর্যোধন কৃত দুষ্কর্মের জন্য দায়ী কতটা তা বিচার্য্য।

পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রদের সঙ্গে এক সঙ্গে একই প্রতিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে পাণ্ডবরা যেমন শস্ত্রে, শাস্ত্রে, ক্রীড়া, কৌতুকে, শরীর চর্চ্চা ব্যায়ামে বৈশিষ্ট্য অর্জন করছিলেন। কৌরবরা সর্বদা তাদের হাতে পরাভূত হতেন। ভীমের পরাক্রম বিশেষ করে তাদের ভীষণ ভয়ের কারণ ছিল। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন ভীমের ঐরূপ আসুরিক শক্তি দেখে ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ বশতঃ মনে মনে প্রতিহিংসা তথা প্রতিশোধের ভাব পোষণ করতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে **Francois Rochefouc:uld** এর উক্তি -- **The Jealous man poisons his own banquet, and then eats it.**

Jealousy lives upon doubts.—It becomes madness or ceases entirely as soon as we pass from doubt to certainty টি দুর্যোধন চরিত্রে প্রযোজ্য। অধার্মিক হওয়ায় দুর্যোধনের পাপ কর্মেই আসক্তি ছিল। সুতরাং মোহ ও ঐশ্বর্য্য লোভের বশীভূত হওয়ায় দুর্যোধনের পাপ বুদ্ধির উদয় হল। (মোহাদৈশ্বর্য্যলোভাচ্চ পাপা মতিরজায়ত।) পাণ্ডবদের মধ্যে ভীমই শারীরিক বিক্রমে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে বা প্রকাশ্যে কোন কৌরব সন্তান

তাঁর সমকক্ষ নন, অতএব ছলে বা কৌশলে তাঁকে নিগৃহীত করাই দুর্যোধনের অভিপ্রায়। কিভাবে তা সম্পন্ন করা হবে তা দুর্যোধন এভাবে স্থির করেছিলেন।

ভীমকে ঘুমন্ত অবস্থায় গঙ্গায় ফেলে দিলে সে মরে গেলে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আমি সমস্ত পৃথিবী শাসন করব—এইরূপ মনোভাব নিয়ে তিনি ভীমের বিলোপ সাধনে মনোযোগ দিলেন।

দুর্যোধন গঙ্গাতীরে প্রমাণ কোটি নামক স্থানে সুসজ্জিত এক ক্রীড়া উদ্যান রচনা করলেন। সেখানে নানা রকম খেলা ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে পঞ্চ পাণ্ডবকে আমন্ত্রণ জানালেন। তারপর সেই উদ্যানে খেলাচ্ছলে পরস্পরকে খাদ্য ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

দুর্যোধন অন্তরের তীক্ষ্ণ ছুরির ন্যায় তীব্র হিংসা মুখের কৃত্রিম হাসি দিয়ে ঢেকে রেখে ভাই ও মিত্রের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ব্যবহারে ভীম সেনের মুখে কালকূট বিষ মিশ্রিত প্রচুর ভক্ষ্য বস্তু ফেলে দিলেন এবং ভীমও সরল বিশ্বাসে সব খাদ্যই খেয়ে ফেললেন। ক্রীড়ান্তে অতি শ্রান্ত ও বিষ ক্রিয়ায় নিশ্চেষ্ট হয়ে যখন ভীমসেন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন দুর্যোধন তাঁকে লতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন। ভীম অচেতন অবস্থায় জলে নিমজ্জিত হলেন। তখন দুর্যোধন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বুঝে নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে মনে মনে খুবই আনন্দিত হলেন।

হঠাৎ ভীম এরূপ ভাবে অদৃশ্য হওয়ায় পাণ্ডব শিবিরে চিন্তার এক কাল ছায়াপাত হল। কিছুদিন পর ভীম গৃহে প্রত্যাগমন করলে যুধিষ্ঠির সব বৃত্তান্ত শুনে নীরব থাকতে উপদেশ দিলেন।

ভীমের প্রত্যাগমনের পর দুর্যোধন একদিন ভীমের সারথিকে গলা টিপে মেরে ফেললেন। এ ব্যাপারেও বিদুর তাঁদের চুপচাপ থাকতে পরামর্শ দেন।

ভোজনে ভীমসেনস্য পুনঃ প্রাক্ষেপয়দ্ বিষম্।
কালকূটং নবং তীক্ষ্ণং সম্ভৃতং লোমহর্ষণম্॥ (আঃ) ১২৮।৩৭

—দুর্যোধন পুনরায় ভীমসেনের খাদ্যের সঙ্গে সত্বরূপে পরিণত ও রোমহর্ষকর তীব্র কালকূট বিষ প্রয়োগ করলেন।

বৈশ্য পুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবদের নিকট তা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

কৌরবরা ও পাণ্ডবগণ এক সঙ্গে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষা নিতেন। শিক্ষা শেষে একদিন রাজকুমারদের অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। সেই অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনীতে ভীমের সঙ্গে দুর্যোধনের গদা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে প্রদর্শনী ক্ষেত্র এক বিক্ষুব্ধ সাগরের আকার ধারণ করলো। যেহেতু সমবেত জনতা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একদল কুরুরাজ্যের জয় কামনা করলো। অন্য দল পাণ্ডু নন্দনের জয়োল্লাস করতে লাগল। একটা গৃহ যুদ্ধের ঈঙ্গিত দেখে আচার্য্য দ্রোণ এ যুদ্ধ বারণ করলেন. তিনি সর্বশাস্ত্র নিপুণ অর্জুনকে রণ কৌশল দেখাতে আহ্বান করলেন।

সেই প্রদর্শনীতে অর্জুনের সর্ব প্রকার অস্ত্র কৌশলে দর্শক মণ্ডলী মুগ্ধ হলো। অর্জুনের প্রদর্শিত রণ কৌশল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনী ক্ষেত্রের প্রবেশ পথ থেকে বজ্র সংঘাতের মত মহৎ বলসূচক এক শব্দ উঠলো। দর্শক বৃন্দ অবাক বিস্ময়ে প্রবেশ পথের দিকে তাকাতে লাগলো। তখন বীর কর্ণ বীর পদক্ষেপে পৃথিবীর বুক কাঁপিয়ে প্রদশনী ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। দর্শক বৃন্দ 'ইনি কে' এ কৌতুহল প্রশ্নে এক দৃষ্টে কর্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন কর্ণ মেঘ গম্ভীর স্বরে অর্জুনকে লক্ষ্য করে বললেন, পার্থ, তুমি যে সব রণ কৌশল দেখিয়ে গর্ববোধ করছ তা আমিও দেখাতে পারি। কর্ণের এবম্বিধ উক্তিতে দুর্যোধন আনন্দিত হলেন আর অর্জুন ক্রুদ্ধ হলেন। অতঃপর দ্রোণাচার্য্যের অনুমতিক্রমে কর্ণ অর্জুন প্রদর্শিত যাবতীয় অস্ত্র কৌশল দেখালেন। তখন দুর্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন এবং কর্ণকে স্বাগত জানিয়ে কুরুরাজ্য যথেচ্ছ ভোগ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। উত্তরে কর্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ইচ্ছা করলেন। দ্রোণ ঐ যুদ্ধে সম্মতি দিলেন। তখন

দুই বীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি দাঁড়ালে আচার্য্য কৃপ কর্ণের কাছে অর্জুনের পরিচয় দিয়ে কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। কারণ কুল শীলে সমান না হলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হতে পারে না। কৃপাচার্য্যের ঐরূপ প্রশ্নে কর্ণ সঙ্কুচিত হলেন। তখন দুর্যোধন বললেন, রাজা হয় তিন প্রকারে, যেমন রাজকুলে জন্ম, বীর্য্যবান ও সেনাপতিত্ব। যদি অর্জুন রাজা নয় বলে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছুক হন তবে আমি তাঁকে এক্ষুনিই অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করছি। কাল ব্যয় না করে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে ভীষ্মকে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

কর্ণ তখন দুর্যোধনকে বললেন. আপনি আমাকে অঙ্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত করলেন, আমি আপনাকে কি প্রতিদান দিতে পারি। উত্তরে দুর্যোধন বললেন, আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। (অত্যন্তং সখ্য-মিচ্ছামীত্যাহ)। কর্ণ তাতে স্বীকৃত হয়ে উভয় উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

রণ কৌশল প্রদর্শনীর ফল দুই ভিন্ন মুখী হলো। পাণ্ডবদের ভাগ্যে জুটলো এক দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্য পক্ষ দুর্যোধন লাভ করলেন অমিত শৌর্যে বীর্যের অধিকারী এক অকৃত্রিম বন্ধু ও সাথী। কর্ণকে এভাবে সম্মান দেখিয়ে দুর্যোধন বিচক্ষণ বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিয়েছেন। পঞ্চ পাণ্ডবের কাছে শত ভাই দুর্যোধন যেন সূর্য্যের কাছে জোনাকী। কর্ণকে লাভ করে দুর্যোধন যেন ভারের সমতা লাভ করলেন। যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন।

গুরুজনদের সাথে অঙ্গরাজ্য দান করা সম্বন্ধে পূর্বে কোন প্রকার পরামর্শ না করেই দুর্যোধনের এই প্রকার কাজ করার মধ্যে যথেষ্ট হঠকারিতা বা ধৃষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরাক্রমে পাণ্ডবদের সমকক্ষ না হওয়ায় দুর্যোধনের মধ্যে হীনমন্যতা ছিল। তাই অর্জুনের সমকক্ষ অন্য একজন বীরের সখ্যতা লাভের আশায় দুর্যোধন কর্ণকে সূতপুত্র জেনেও রাজার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

কিন্তু এই কাজের মাধ্যমে দুর্যোধনের কূট রাজনীতি জ্ঞান ও দূরদর্শিতার প্রমাণও পাওয়া যায়। অর্জুন ও ভীমের বীরত্বকে তিনি যেমন ভয় করতেন, তেমনি ঈর্ষাও করতেন। তাই অর্জুনের সমতুল্য একজনকে সখারূপে পেয়ে তিনি তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ দুহাতে গ্রহণ করলেন।

অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনীতে সারথি অধিরথ কর্ণকে 'পুত্র' বলে সম্বোধন করতে শুনে ও কর্ণকে অধিরথের পদ স্পর্শ করতে দেখে ভীম কর্ণকে নীচ বংশজাত সূতপুত্র বলে উপহাস করেন। তখন দুর্যোধন ভীমকে তাঁদের নিজেদের জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—(কাশীদাসী মহাভারত অবলম্বনে)

শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্র মধ্যে বলিষ্ঠ যে জন।
শূরের নদীর অন্ত পায় কোন্ জন॥
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিলে অগ্নি দাহ ত্রিভুবনে॥
দধীচির হাড়েতে বজ্রের হৈল জন্ম।
দৈত্যের দনুজ দলে করে শূরকর্ম॥
কার্ত্তিকেয় জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিব হৈতে কেহ বা আগুনে॥
গঙ্গার নন্দন কেহ বলে কৃত্তিকার।
জন্মের নিয়ম নাই পূজ্য সবাকার॥

— — — —

কলসে জন্মিল দ্রোণ কৃপ শরবনে।
বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র কেবা নাহি জানে॥
তোমা সবাকার জন্ম জানি ভাল মতে।

— — — —

সকুণ্ডলে কবচ যাহার কলেবর।

— — — —

ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয় মৃগীর উদরে॥ (আঃ)

দুর্যোধন আরও বললেন কোন মৃগী যেমন ব্যাঘ্রকে প্রসব করতে পারে না, তেমনি এই সহজাত কবচ ও কুণ্ডল বিশিষ্ট সর্বলক্ষণযুক্ত কর্ণকে কোন নীচ জাতীয় নারী প্রসব করতে পারে না। অঙ্গরাজ্য তো তুচ্ছ, তিনি (কর্ণ) এ পৃথিবীর নৃপতি হবার যোগ্য। এঁর সাহায্যে আমি পৃথিবীকেও জয় করতে পারি। আমার এই কাজ যে সহ্য করতে পারবে না, সে রথে আরোহণ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোক। এই বলে দুর্যোধন কর্ণের হাত ধরে মশালের আলোতে রঙ্গভূমি ত্যাগ করলেন।

এই উক্তি হতে দুর্যোধনের জ্ঞান গরিমার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যে উদারতার প্রস্রবনে গলে গিয়ে তিনি কর্ণকে সমর্থন করেছেন, তাঁর জীবনে ঐ উদারতা আর কোথাও দেখা যায় না। যথার্থই এই উদাহরণ মালার দ্বারা তিনি কি মানুষকেই তার জন্ম হতে বড় করে দেখাচ্ছেন ? অথবা তাঁর বন্ধুকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার সমর্থনে এত উদারতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই উদারতার মধ্যে তাঁর স্বার্থ নিহিত আছে।

দ্রোণের আদেশে শিষ্যগণ দ্রুপদ রাজ্য আক্রমণ করে। কর্ণ দুর্যোধনাদি পলায়ন করেন। অর্জুন দ্রুপদরাজকে পরাজিত করে গুরু দ্রোণের নিকট উপস্থিত করলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

যুধিষ্ঠির কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। এইজন্য ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। পাণ্ডবদের বিক্রমে কুরু রাষ্ট্রের রাজকোষ বর্দ্ধিত হতে লাগল। পঞ্চপাণ্ডব কুরুরাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করলেন। তাঁদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করাতে ঈর্ষাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের মন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

কাশীদাসী মহাভারতে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন ঃ—

রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন ॥
তাহার নন্দন হৈলে হবে সেই রাজা।
আমা সবাকার আর না গণিবে প্রজা ॥

ধিক্ আমি ধিক্ জন্ম ধিক্ মোর ধর্ম।
ধিক্ আত্মা ধিক্ শিক্ষা ধিক্ দেহ কর্ম॥
এ ছার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
তব বিদ্যমান আমি ত্যজিব জীবন॥ (আঃ)

অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী কণিক আহুত ও জিজ্ঞাসিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে নানারূপ কুপরামর্শ দিলেন পাণ্ডবদের অচিরে নিশ্চিহ্ন করতে। নানা উপমা দিয়ে মন্ত্রী কণিক বললেন—

তালবৎ কুরুতে মূলঃ বালঃ শত্রুরুপেক্ষিতঃ।
গহনেঽগ্নিরিবোৎসৃষ্টঃ ক্ষিপ্রং সঞ্জায়তে মহান্॥ (আঃ) ১৩৯।৮৩

—ক্ষুদ্র শত্রুকেও যদি উপেক্ষা করা যায়, তবে সেও তাল বৃক্ষের ন্যায় নিজের মূল বিস্তার করে এবং গহন বনে পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র অগ্নির ন্যায় সহসাই বিশাল আকার ধারণ করে।

যেমন ক্ষুদ্র অগ্নিকে ইন্ধন সংযোগে প্রজ্বলিত করা যায়, তেমনই যে রাজা ক্রমশঃ ধনসম্পত্তি সঞ্চয়ের দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করে সে বলবান হয়ে পরে মহাসমৃদ্ধিশালী রাজ্যকেও গ্রাস করতে পারে।

সুতরাং আপনি পাণ্ডু পুত্রদের হাত হতে নিজেকে রক্ষা করুন। আপনার শত্রু পাণ্ডুপুত্ররা যেহেতু আপনার পুত্রদের চেয়ে অধিকতর বলবান, সেজন্য এমন নীতি অবলম্বন করুন, যাতে আপনাকে পরে অনুতাপ করতে না হয়।

মন্ত্রীর এই পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঠিক এ সময় শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ মিলিত হয়ে একটা দুষ্ট মন্ত্রণা করলেন। এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে পুত্রদের সঙ্গে কুন্তীকে বারণাবতে পাঠিয়ে সেখানে তাঁদের পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করলেন।

গুণান্বিত পাণ্ডবদের দেখে প্রজারা সভামধ্যে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগল। দুর্মতি দুর্যোধন পুরবাসিদের যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরাগে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ঈর্ষাবশতঃ তাদের কথা সহ্য করতে না পেরে গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, পুরবাসিদের অন্যায় বাক্যালাপ আমি শুনলাম।

তারা আপনাকে ও পিতামহ ভীষ্মকে অবজ্ঞা করে যুধিষ্ঠিরকে রাজা করতে ইচ্ছুক। ভীষ্ম রাজ্য চান না, সুতরাং তিনি পুরবাসিদের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। পুরবাসিরা আমাদেরই দুঃখ দিতে চায়। আপনি অন্ধ, তাই রাজ্যলাভে অসমর্থ। সুতরাং পাণ্ডুই নিয়ম ও নিজ গুণানুসারে এই কৌরবরাজ্য লাভ করেছিলেন, পাণ্ডুর এই রাজ্য যদি যুধিষ্ঠির পায়, তবে তার পুত্র পরম্পরা ক্রমে তার বংশই রাজ্যের অধিকারী হবে। তাহলে আমরা সকলে সপুত্র রাজবংশের সঙ্গে সম্বন্ধহীন হয়ে এই জগতে অবজ্ঞাত হব লোকের চোখে। পরপিণ্ড ভোজন করে যাতে নরক বাসের ন্যায় দুঃখ ভোগ না করতে হয়, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। যদি আপনি রাজ্যলাভ করতেন, তাহলে আমরাও নিয়মানুসারেই রাজ্যলাভ করতাম। তবে পুরবাসিদের কিছু বলবার থাকতো না।

দুর্যোধন যে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন উপরোক্ত উক্তি হতেই তা বোঝা যাচ্ছে। দুর্যোধনের এইরূপ অন্যায় লোভ তাঁর সব দুঃখের কারণ।

পাণ্ডবদের কীর্ত্তি ও সুযশে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিজের উদ্বেগ ও ঈর্ষা, দুর্যোধনের গভীর আক্ষেপ এবং মন্ত্রী কণিকের কুপরামর্শ---ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে ভীতির উদ্রেক করে। ঠিক এ মুহূর্তে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে সুকল্পিত পাণ্ডবদের নিধনের উপায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রকাশ করলেন। তিনি খুব নিপুণতার সঙ্গে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠান হোক ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রার্থনা করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও যুধিষ্ঠিরের তাঁর প্রতি আনুগত্যের কথা জানালেন। তাছাড়া অমাত্যগণ, সৈন্যরা, নগরবাসী তাঁদের পক্ষে। সুতরাং তারা হয়ত সপুত্র তাঁকেই বধ করতে পারে। উত্তরে দুর্যোধন বললেন তিনিও এ বিষয়ে চিন্তা করে সুষ্ঠুভাবে তার বিহিত করেছেন। পূর্ব হতেই নাগরিকদের অর্থ ও সম্মানের দ্বারা সন্তুষ্ট করা হয়েছে। (দৃষ্টা প্রকৃতয়ঃ সর্বা অর্থমানেন পূজিতাঃ)। আরও জানালেন যে রাজকোষ ও মন্ত্রিবর্গ

তাঁর হাতে। সুতরাং নাগরিকরা মুখ্য রূপে তাঁর সহায়ক হবে। অতএব দুর্যোধন আব্দার ধরলেন পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসিত করুন। কুটিল দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বারণাবতে মাতাসহ পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্রের কথা গোপন রাখলেন।

দুর্যোধনের দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়। এ যুগে ব্যালট বাক্সে ভোট পাবার জন্য নেতারা যেমন পূর্বাহ্নেই ভোটারদের নানাভাবে অর্থ ও প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করে থাকে, সেই যুগেও তার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না।

পাশ্চাত্যের কোন কোন মনীষির লেখা পড়লে মনে হয় যেন তাঁরা মানব চরিত্র গভীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে এই সব শাশ্বত উক্তি করে গেছেন যেমন ব্যঙ্গ কবি **Rom Juvenal** বলেছেন—**Vice can deceive under the shadow and guise of virtue** দুর্যোধন কি পুরবাসীদের অর্থ সম্মান দানে তাঁর গর্হিত কাজের সমর্থন ব্যবস্থা করেননি ? ঐ প্রকার উপঢৌকন দ্বারা নেতাদের বশীভূত করে তাদের মুখ চাপা দেননি কি ? দুর্যোধন পিতাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যখন রাজ্য আমাদের আয়ত্বে আসবে, তখন কুন্তী পুত্রদের সঙ্গে পুনরায় এখানে ফিরে আসবেন।

ধৃতরাষ্ট্র জানালেন তাঁরও এইরূপ অভিপ্রায়। কিন্তু কুরু পাণ্ডব হিতৈষী ধার্মিক ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর এঁরা কেউই পাণ্ডবদের নির্বাসন সমর্থন করবেন না। তাই এই পাপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে তিনি পারছেন না।

দুর্যোধন তখন অকাট্য যুক্তির অবতারণা করে বললেন ভীষ্ম সর্বদাই মধ্যপথ আশ্রয় করেন। অশ্বত্থামা আমার পক্ষপাতী, তিনি আমাদের পক্ষে থাকলে পিতাও এই পক্ষেই থাকবেন, কৃপাচার্য্যও ভগ্নিপতি দ্রোণ ও ভাগ্নেকে ত্যাগ করবেন না। বিদুর আমার অর্থে আবদ্ধ। যদিও তিনি গোপনে তাদের প্রতি স্নেহশীল, তথাপি তিনি একক পাণ্ডবদের জন্য আমার কোন অনিষ্ট করতে পারবেন না।

সুতরাং আপনি আজই পাণ্ডু পুত্রদের মাতার সঙ্গে বারণাবতে নির্বাসিত করুন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে (ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র দ্রষ্টব্য) পাণ্ডবরা বারণারতে যাত্রা করলেন।

দুর্যোধনের পূর্ব প্রকার নৈরাশ্য পিতার মনে দাগ কাটল। এইভাবে পিতাকে তিনি তাঁর মতাবলম্বী করলেন। তারপর মাতুল শকুনি ও কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে বারণাবতে জতুগৃহে পঞ্চ পাণ্ডবকে কুন্তী সহ দগ্ধ করাবার ষড়যন্ত্র করে মন্ত্রী পুরোচনকে তিনি বললেন :—

অতি শীঘ্র তুমি তথা করহ গমন ॥

— .. — —

অগ্নিদহ বিরচিবা যেন ব্যক্ত নয় ॥
স্তম্ভ বিরচিয়া তাহে পূরাইবে ঘৃতে।
স্বর্ণ নিয়োজিয়া গৃহ করিবে তাহাতে ॥
মধ্যে মধ্যে দিয়া বাঁশ ঘৃতে পূর্ণ করি
যেই মতে অগ্নি দিলে নিবারিতে নারি ॥
এমত রচিবা কেহ লক্ষিতে না পারে।
নানা চিত্র বিরচিবা লোক মনোহরে ॥
জতুগৃহ বেড়িয়া করিবে অস্ত্র ঘর।
মন্ত্র বিরচিবা অস্ত্র রাখিবে ভিতর ॥
জৌগৃহ হইতে কদাচিত হয় ত্রাণ।
অস্ত্র গৃহে অস্ত্র বাজি হারাইবে প্রাণ ॥
তার চতুর্দ্দিকে তবে খুদিবে গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীম বীর ॥
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবে সে আলয়। (আঃ)

এখানে যেন দুর্লোভের সঙ্গে দুর্বুদ্ধির সহমিলন ঘটেছে। কিরূপ নির্মম শত্রু উচ্ছেদের কিরূপ নির্মম পরিকল্পনা।

পাণ্ডবদের হত্যা করবার জন্যে যে ফাঁদ দুর্যোধন তৈরী করেছিল বিদুরের সতর্কতায় পাণ্ডবরা কৌশলে সেই জতুগৃহে দগ্ধ হবার ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা পেয়েছিলেন।

এখানে দুর্যোধনের ঈর্ষ্যাপরায়ণ মনের এক কুৎসিত চিত্র ফুটে উঠেছে। দুর্যোধন কেবল পরশ্রীকাতরই নয়, অতি হীন, নীচ স্বভাব সম্পন্ন।

বেদব্যাসের মহাভারতে আমরা দেখতে পাই যে দুর্যোধন পুরোচনকে কার্য্য সিদ্ধির জন্য বলেছিলেন—এই ধনপূর্ণা বসুন্ধরা যেমন আমার তেমনি তোমারও বটে। অতএব একে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। তোমার মত বিশ্বস্ত লোক আর কাউকে দেখছি না, যার সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণা করতে পারি। তুমি এই মন্ত্রণাকে গোপন রেখে আমার শত্রুদের বধ কর। আমি যা বলছি, তা কর।

অতঃপর সহজ দাহ্য বস্তু যেমন শণ প্রভৃতি মিশিয়ে ঐ গৃহ নির্ম্মাণ কর এবং ঘৃত, তৈল, চর্বি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণ লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে লিপে দাও। ঐ গৃহের চারদিকে শণ, তৈল, ঘৃত, লাক্ষা, কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তু এমন ভাবে সাজাবে যাতে পাণ্ডবরা বা অন্য কেউ তা পরীক্ষা করেও বুঝতে না পারে। গৃহ নির্ম্মাণ হলে তুমি সাদরে কুন্তী ও বান্ধবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের ওখানে থাকবার ব্যবস্থা করবে। আমার পিতার সন্তুষ্টির জন্য দিব্য আসন, শয্যা, যান প্রভৃতির ব্যবস্থা করবে। আমাদের অভিপ্রেত সময় না আসা পর্য্যন্ত যাতে বারণাবতে কেউ না জানতে পারে তার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবে। যখন দেখবে যে পাণ্ডবরা কোন রকম সন্দেহ করছে না, তখন অগ্নি সংযোগ করবে।

দহ্যমানে স্বকে গেহে দগ্ধা ইতি ততো জনাঃ।
ন গর্হয়েয়ুরস্মান্ বৈ পাণ্ডবার্থায় কর্হিচিৎ॥ (আঃ) ১৩।১৭

—লোকে জানবে নিজের ঘরে নিজের দোষেই আগুন লেগেছে, অতএব পাণ্ডবদের জন্য আমার কেউ নিন্দা করবে না।

পাণ্ডবরা বারণাবতে যাত্রা করলেন এবং বিদুর তাঁদের সর্তক করে উপদেশ দিলেন। (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

বারাণাবতে নাগরিকরা পাণ্ডবদের অভিনন্দন জানালেন। পুরোচন দুর্যোধনের নির্দেশে নানা রূপ দাহ্য পদার্থ দিয়ে এক মনোরম গৃহ নির্মাণ করিয়েছিল। এই সহজ অগ্নিদাহ্য গৃহ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির ও ভীমের মধ্যে কথোপকথন হয়। কারণ তাদের মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

যুধিষ্ঠির গোপনে বিদুরের খনকের দ্বারা সুরঙ্গ খনন করেন। অতঃপর একদিন দানের ছলে কুন্তী দেবী রাত্রিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করালেন। পান ভোজন সমাপান্তে সকলেই কুন্তীর অনুমতি নিয়ে বিদায় নিল, কেবল পাঁচটি পুত্র সহ এক নিষাদ জাতীয়া স্ত্রী অত্যাধিক মদ পান করায় মত্ত অবস্থায় মৃতবৎ জতুগৃহের একপাশে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল। তখন ভীম পুরোচনের গৃহে প্রথম আগুন দিলেন এবং তারপর জতুগৃহে আগুন দিলেন। পাঁচ ভাই মাতা কুন্তী সহ সুরঙ্গের মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে জতুগৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অতঃপর তাঁরা বিদুর প্রেরিত নাবিকের দ্বারা গঙ্গার অপর পারে অবতরণ করলেন।

রাত্রি গত হলেই নাগরিকগণ পাণ্ডবদের দেখবার জন্য জতুগৃহে আসলেন। তাঁরা আগুন নিবিয়ে দেখলেন সেই জতুগৃহ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধীভূত হয়েছেন। নাগরিকরা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল পাণ্ডবদের হত্যা করবার জন্যই দুর্যোধন এই পাপ কর্ম করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই নিশ্চয় দুর্যোধন এই দুষ্কর্ম করেছেন এবং তাঁকে ধৃতরাষ্ট্র এই কর্মে নিবৃত্ত করেননি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ বিদুর এবং অন্যান্য কুরুবংশীয়রা সকলেই নিশ্চয়ই ধর্মকে অনুসরণ করছেন না। আমরা ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করব পাণ্ডবদের দগ্ধ করে আপনার উগ্র কামন পূর্ণ হয়েছে। (সংবৃত্তস্তে পরঃ কামঃ পাণ্ডবান্ দগ্ধবানসি।) তারা পাণ্ডবদের ভস্ম স্তূপের মধ্যে খুঁজতে যেয়ে

পঞ্চ পুত্র সহ নিষাদ জননীর মৃত দেহ দেখতে পেলেন। সুরঙ্গ খননকারী ব্যক্তিটি ঘর পরিষ্কার করবার সময় ধূলোর দ্বারা সেই সুরঙ্গটি ঢেকে দেওয়ায় সুরঙ্গটি কারও চোখে পড়ল না। অতঃপর বারণাবতের নাগরিকরা ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ দিলেন যে পাণ্ডবরা ও অমাত্য পুরোচন জতুগৃহে অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছেন। পাণ্ডবদের মৃত্যু সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি শোক প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করলেন।

পাণ্ডবরা বনে প্রবেশ করলেন। বনে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা দিন কাটাতে লাগলেন। এই সময়ে ভীম সেনের বাহুবলই তাঁদের সব বিপদ হতে মুক্ত করেছিল। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য।) পাণ্ডবরা বন হতে বনান্তরে দ্রুত যেতে লাগলেন। পথে মৃগয়া করতে করতে তাঁরা মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল কীচক প্রভৃতি জনপদের রমণীয় বনসমূহ দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন। তাঁরা বল্কল ও অজিনের বস্ত্র পরিধান করে তাপস বেশ ধারণ করলেন। কোথাও তাঁরা জননী কুন্তীকে কাঁধে নিয়ে দ্রুত চলতে লাগলেন, কোথাও ধীরে ধীরে নিজের ইচ্ছামত চলতে লাগলেন। তাঁরা প্রতিদিন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করতেন। একদিন তাঁরা স্বাধ্যায় করছেন, এমন সময় পিতামহ বেদব্যাস আসলেন। (নীতিশাস্ত্রঞ্চ সর্বজ্ঞা দদৃশুস্তে পিতামহম্।) তিনি তাঁদের বললেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অধর্মর কথা পূর্বেই জানতে পেরেছেন। এবং পাণ্ডবদের হিতার্থে তিনি এসেছেন। তিনি তাঁদের বিষণ্ণ হতে বারণ করে বললেন, এ সবই তোমাদের সুখেরই কারণ হবে। (ন বিষাদোঽত্র কর্ত্তব্যঃ সর্বমেতৎ সুখায় বঃ)।

তিনি আরও বললেন ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা ও তোমরা সকলেই আমার সমান স্নেহভাজন। কিন্তু দীন ও বালকদের উপর লোকের অধিক স্নেহ থাকে। এইজন্য তোমাদের প্রতি আমার এখন স্নেহাধিক্য দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁদের নিরোগ হয়ে নিকটবর্ত্তী রমণীয় নগরী

একাচক্র নগরে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকতে পরামর্শ দিলেন এবং কুন্তীকে বললেন—

জীবৎপুত্রি সুতস্তেঽয়ং ধর্মনিত্যো যুধিষ্ঠিরঃ ॥

ধর্মেণ পৃথিবীং জিত্বা মহাত্মা পুরুষর্ষভঃ।

পৃথিব্যাং পার্থিবান্ সর্বান্ প্রশাসিষ্যন্তি ধর্মরাট্ ॥ (আঃ) ১৫৬।১২

—জীবিত পুত্রের জননী, তোমার পুত্র মহাত্মা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মানুসারে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে জয় করে সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট হবে।

ভীমার্জুনের শক্তিতে যুধিষ্ঠির সমগ্র পৃথিবী জয় করে ভোগ করবেন এবং রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সমূহ অনুষ্ঠান করবেন। পিতৃপুরুষের রাজ্য তোমার পুত্ররা ভোগ করবে। এই কথা বলে তিনি পাণ্ডবদের এক ব্রাহ্মণের গৃহে থাকবার ব্যবস্থা করে মহর্ষি দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তোমরা একমাস কাল প্রতীক্ষা কর। আমি পুনরায় আসবো। দেশ কাল বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। তোমরা পরম আনন্দে এখানে থাক। (দেশ-কালৌ বিদিত্বৈব লপ্স্যধ্বং পরমাং মুদম্।)

ব্রাহ্মণ পরিবারের কষ্ট দূর করবার জন্য কুন্তী ও ভীম পরামর্শ করেন ও তাদের শত্রু নাশ করেন ভীমসেন। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

ভীমসেন বক রাক্ষস বধ করার পর পাণ্ডবরা সেই ব্রাহ্মণের গৃহেই বাস করতে লাগলেন। সেই ব্রাহ্মণের গৃহে কয়েকদিন পর একজন কঠোর ব্রতানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এলেন। সেই গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ তাঁকে আশ্রয় দিলেন।

কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডবরা সেই ব্রাহ্মণের সেবা করতে লাগলেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁদের নিকট নানা দেশ, তীর্থ, নদী, রাজা ও নানা আশ্চর্য্য দেশ ও নগরের বর্ণনা করতেন। নানা প্রকার উপদেশ দিতেন। একদিন সেই ব্রাহ্মণ কথা প্রসঙ্গে পাঞ্চাল দেশে যাজ্ঞসেনীর অদ্ভুত স্বয়ংবর সভার বর্ণনা করলেন।

ব্রতধারী ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনে তাঁরা দ্রুপদ রাজ্যে যাওয়া স্থির করলেন। তখন সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব পুনরায় তাঁদের নিকট আসলেন। এবং দ্রৌপদীর জন্ম বৃত্তান্ত তাঁদের জানালেন এবং তিনি যে পঞ্চ ভ্রাতার পত্নী হবেন---বিধাতার এই নির্দেশের কথাও জানিয়ে প্রস্থান করলেন।

পাণ্ডবরা পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে অর্জুন চিত্ররথ গন্ধর্বকে পরাজিত করেন ও তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য।) তারপর পাণ্ডবরা পাঞ্চালে যাত্রা করেন এবং পথে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলাপ করেন। দ্রুপদ রাজার রাজধানীতে পৌঁছে তাঁরা এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নিলেন।

অতঃপর তাঁরা রাজসভায় গেলেন। আগন্তুক নৃপতিরা লক্ষ্যবেধে ব্যর্থ হলেন, তখন ছদ্মবেশী অর্জুন লক্ষ্যবিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন। কাশীদাসী মহাভারতে দেখা যায় দুর্যোধন ছদ্মবেশী বিপ্রর নিকট দূত পাঠালেন।

দুর্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায়॥
বহুরাজ্য দেশ ধন নানারত্ন দিব।
একশত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করাব॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ দুহিতা॥ (আঃ)

দুর্যোধনের এই প্রস্তাবের মধ্যে নারীর প্রতি তাঁর আসক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। রাবণের সঙ্গে এখানে দুর্যোধনের সাদৃশ্য। রাবণের মত এতটা শক্তিশালী নয় বলেই বোধ হয় দুর্যোধন নারী হরণে প্রবৃত্ত হতে সাহস করেননি। বরং দ্রৌপদীকে ভিক্ষা চাইলেন। দুর্যোধন যখন জানতে পারলেন ছদ্মবেশী বিপ্রই অর্জুন তখন ক্ষোভে দুঃখে তিনি বললেন :—

লোক পাঠাইয়া দেহ দ্রুপদের স্থানে।
নিভৃতে কহুক গিয়া পাঞ্চাল রাজনে॥
সহস্রেক রথ দিব সহস্রেক হাতী।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর আমার সংহতি॥
সখ্য হৈবে ধৃষ্টদ্যুম্ন তব পুত্র সহ।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডবে মারহ॥
নতুবা পাঠাই যে কুরূপা নারীগণ।
পাণ্ডবের সহ রহুক করুক কথন॥
দ্রৌপদীকে তাহার হউক অনাদর।
তবে ক্রোধ করিবে দ্রুপদ নরবর॥ (আঃ)

যোগ্যতার দাবীতে দ্রৌপদীকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে খল প্রকৃতির দুর্যোধন এক নীচ হীন উপায়ে দ্রৌপদীকে লাভ করবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

স্বয়ংবর সভায় আগত নৃপতিরা জানতে পারলেন দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ হয়েছে। অর্জুনই লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন। জতুগৃহে মাতা সহ পঞ্চ পাণ্ডবের মৃত্যু সংবাদ রাজারা পেয়েছিলেন। তাঁদের ব্রাহ্মণ বেশে পুর্ণজীবিত দেখে বিস্মিত হলেন, এবং ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কৌরবদের নৃশংস কর্মের জন্য ধিক্কার দিতে লাগলেন।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা এ ব্যাপারে কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। শকুনি বললেন, প্রয়োজন মত কোন শত্রুকে দুর্বল করবে এবং কোন শত্রুকে পীড়ন করবে। কিন্তু পাণ্ডবদের সব ক্ষত্রিয়ের জন্যই উৎসাদন করতে হবে—এটাই ক্ষত্রিয়ের রাজনীতি। যদি তোমরা পরাজিত হয়ে কোন রকম মন্ত্রণা না কর তবে পরে অনুতপ্ত হবে। পাণ্ডবদের বিনাশ করবার এই উৎকৃষ্ট কাল ও দেশ। যদি এখন তা না কর, তবে পরে হাস্যাস্পদ হতে হবে। যে দ্রুপদ রাজাকে আশ্রয় করে তারা বাস করতে চায়, সেই রাজা অত্যন্ত দুর্বল।

বৃষ্ণি পুঙ্গবগণ ও চেদিরাজ শিশুপাল যতক্ষণ জানতে না পারেন, তার পূর্বেই এদের বিনাশ করা উচিত। দ্রুপদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলে এরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে পড়বে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যান্য রাজারা যুদ্ধে তেমন আগ্রহী নয় তার মধ্যেই আমরা পাণ্ডবদের নিশ্চয় বধ করব। তারা জতুগৃহ হতে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু এখনও যদি তারা মুক্তি পায় তবে তাদের দ্বারা আমাদের প্রভূত ভয় আছে।

তেষামিহোপযাতানামেষাঞ্চে পুরবাসিনাম্।

অন্তরে দুষ্করং স্থাতুং মেঘয়োর্মহতোরিব॥ (আঃ) ১৯৯।৭।১১

—যেমন যুদ্ধরত দুই বিশাল মেঘদ্বয়ের মধ্যে টিকে থাকা সুকঠিন, তেমনি পাণ্ডবরা ও তাদের পক্ষের পুরবাসীদের মধ্যে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

যে পর্যন্ত স্বয়ং হলধর পরিচালিত বলশালিনী সেনাবাহিনী পতঙ্গের ন্যায় কুরুসেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ না করে, তার পূর্বে এই দ্রুপদ রাজাকে বিনাশ কর। আমি শত্রুকে বিনাশ করবার এটা উপযুক্ত সময় বলে মনে করি।

কিন্তু শকুনির এই প্রস্তাবে সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবা নানা নীতি বাক্য দ্বারা পরামর্শ দিলেন যে রাজাদের অভিলষিত সমস্ত গুণই পাণ্ডবদের আছে। অর্জুন তাঁর বিক্রম ও কর্মদ্বারা প্রজাদের আকৃষ্ট করে তাঁদের প্রিয় হয়েছেন। যুধিষ্ঠির শত্রুকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের দ্বারা বশ করতে চেষ্টা করেন। ক্রোধের দ্বারা নয়। যে পাণ্ডবদের সাহায্যের জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম সর্বদা উৎসুক, তাঁদের জয় করা ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতাদেরও অসাধ্য। এইভাবে তিনি পাণ্ডব ও দ্রুপদরাজের শৌর্য বীর্য সম্বন্ধে নানা উল্লেখ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন।

স্বয়ংবর সভা শেষ হলে অন্যান্য নৃপতিরা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। রাজা দুর্যোধন ভ্রাতাদের সঙ্গে বিষণ্ণ মনে যখন অশ্বত্থামা, শকুনি, কর্ণ ও কৃপের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন, তখন দুঃশাসন

লজ্জিতভাবে বললেন, অর্জুন ব্রাহ্মণ বেশে যদি না আসত, তাহলে সে দ্রৌপদীকে লাভ করতে পারত না, কেউ-ই তাকে দেখে চিনতে পারেনি।

দৈবঞ্চ পরমং মন্যে পৌরুষং চাপ্যনর্থকম্।

ধিগস্তু পৌরুষং তাত ধ্রিয়ন্তে যত্র পাণ্ডবাঃ॥ (আঃ) ১৯৯।১২

—দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে, পুরুষকার নিরর্থক। তাত, পুরুষকারকে ধিক্। কেননা পাণ্ডবরা এখনও জীবিত আছে।

পাণ্ডবরা জতুগৃহের অগ্নি হতে মুক্ত হয়ে দ্রুপদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে তা দেখে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং অন্যান্য দ্রুপদ পুত্রদের যুদ্ধ বিদ্যা কুশলতার কথা চিন্তা করে ধৃতরাষ্ট্ররা সকলেই বিষণ্ণ ও নিরাশ হলেন।

বিদুরের মুখে পাণ্ডবদের দ্রৌপদীকে বিবাহ করার সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট তাদের প্রশংসা করেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মুখে পাণ্ডবদের প্রশংসা শুনে তাঁকে এই শুভবুদ্ধির জন্য প্রশংসা করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

অতঃপর দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এসে বললেন, বিদুরের সামনে আপনার কাছে আমাদের দুষ্ট অভিপ্রায় সম্বন্ধে বলতে পারি না। এজন্য আপনাকে বলতে এসেছি, এখন আপনি কি করতে চান? আপনি বিদুরের সামনে শত্রুদের যেরূপ প্রশংসা করলেন, তাতে মনে হয় আমার শত্রুদের উন্নতিকেই আপনার নিজের উন্নতি বলে মনে করেন। শত্রুর শক্তি ক্ষয় করার জন্য যা করার দরকার, তা না করে আপনি তার বিপরীত কাজই করছেন। আমরা এ সময়ে আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এমন মন্ত্রণা করছি, যাতে পাণ্ডবরা পুত্র, বল ও জ্ঞাতি-গণের সঙ্গে আমাদের গ্রাস করতে না পারে।

উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র জানালেন, তিনিও দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধাচারণ করতে চান। কিন্তু বিদুরের নিকট তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে চান না। তিনি পাণ্ডবদের প্রশংসায় মুখর হয়ে

উঠেছিলেন। তিনি দুর্যোধন ও কর্ণকে বর্ত্তমানে কি করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

দুর্যোধনের প্রদত্ত মন্ত্রণার মধ্যে বীরত্বের কোন ছাপ নাই। ইহাতে এক দুষ্ট চক্রের তির্য্যক গতি সুস্পষ্ট। দুর্যোধন বললেন আমি এখন এক বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের দ্বারা কুন্তী পুত্র ও মাদ্রী পুত্রদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ ঘটাব। অথবা বহু ধন দিয়ে রাজা দ্রুপদকে ও তার অমাত্য-বর্গকে সর্বপ্রকারে প্রলোভিত করা হোক। দ্রুপদ রাজা যেন যুধিষ্ঠিরদের পরিত্যাগ করেন বা সেই গুপ্তচর ব্রাহ্মণ সেইখানেই যেন পাণ্ডবদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে এই বলে যে এখানে বাস করলে তাদের সমূহ বিপদ আছে, ওখানে থাকলে তা নেই। অথবা আমার গুপ্তচরগণ মিষ্ট ভাষায় পাণ্ডবদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটাবে। অথবা কৃষ্ণা যাতে তাদের পতিদের ত্যাগ করে বা তাদের প্রতি বিরাগ-ভাজন হয়, সেইরূপ করা উচিত। অথবা গুপ্তভাবে গুপ্তচরের দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে ভীমকে হত্যা করা হোক। কারণ যুধিষ্ঠির তার শক্তির জন্যই আমাদের গ্রাহ্য করে না। ভীমই তাদের মধ্যে উগ্র স্বভাব, বীর এবং পরম অবলম্বন। সে না থাকলে অর্জুন কর্ণের চতুর্থাংশও নয়। ভীমসেনের মৃত্যু ঘটলে পাণ্ডবরা নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করে, আমরা বলবান বুঝতে পেরে, রাজ্য লাভের কোন চেষ্টাই করবে না। অথবা তাদের হত্যার চেষ্টা করতে পারি। অথবা অতি সুন্দরী রমনীদের দ্বারা প্রত্যেক পাণ্ডবকে প্রলুব্ধ করে দ্রৌপদীর মন তাদের প্রতি বিরূপ করার চেষ্টা করা হোক। অথবা কর্ণকে পাঠিয়ে তাদের এখানে আনিয়ে বিশ্বস্ত লোক দিয়ে তাদের বধ করা হোক। এইসব উপায়ের মধ্যে আপনাদের যেটি মনঃপূত সেটি প্রয়োগ করুন। কারণ সময় চলে যাচ্ছে। (কালোঽতিবর্ততে।) যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রুপদ রাজার তাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস না জন্মে, তার মধ্যেই আমরা তাদের ভেদ ঘটাতে পারবো। তারপরে আর সম্ভব হবে না। দুর্যোধন কর্ণের পরামর্শও চাইলেন।

দুর্যোধনের উপরোক্ত পরামর্শ হতে, তিনি যে কতটা কূট নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্যোধনের এরূপ আচরণ **Shakespeare** একটি উক্তি—**Oh, beware of jealousy; it is the greeneyed monster which doth mock the meat it feeds on.** মনে করিয়ে দেয়। দুর্যোধন চরিত্র পর্য্যালোচনা করলে এই কথাটিই মনে হয় ঈর্ষা তাঁর সারা জীবনের এবং ঈর্ষার আগুনে তিনি নিজে একা দগ্ধ হননি—সমস্ত কৌরব বংশকে ধ্বংস করেছেন।

কর্ণ দুর্যোধনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বললেন সাম, দান ও ভেদের দ্বারা পাণ্ডবদের নিগ্রহ করা যাবে না। সুতরাং বিক্রমের দ্বারাই তাদের বশীভূত করে বধ কর। বিক্রমের দ্বারা তাদের জয় করে এই সমগ্র পৃথিবীকে তুমি ভোগ কর। এটা ছাড়া আমি অন্য কোন উপায় দেখছি না।

ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রশংসা করে বললেন, কর্ণের প্রস্তাব শোভনীয় ও যুক্তিযুক্ত। তথাপি তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি উপায় স্থির করতে বললেন যা তাঁদের পক্ষে সুখকর।

ভীষ্ম পাণ্ডবদের অর্দ্ধরাজ্য দানের পরামর্শ দিলেন দুর্যোধনকে। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে দিয়ে বললেন এর বিপরীত কিছু করলে তোমার হিত কিছু হবে না বরং তোমার অহিত হবে।

কীর্তিরক্ষণমাতিষ্ঠ কীর্তিহি পরমং বলম্।
নষ্টকীর্তের্মনুষ্যস্য জীবিতং হ্য ফলং স্মৃতম্॥ (আঃ) ২০২।১০

—সুতরাং কীর্তি রক্ষা করতে চেষ্টা কর। কীর্তিই মানুষেব পরম বল। কীর্ত্তিহীন মানুষের জীবনই 'বিফল' বলে কথিত হয়।

যাবৎ কীর্তির্মনুষ্যস্য ন প্রণশ্যতি কৌরব।
তাবজ্জীবতি গান্ধারে নষ্ট-কীর্তিস্তু নশ্যতি॥ (আঃ) ২০২।১১

—হে গান্ধারী নন্দন, কীর্তি যতদিন থাকে, ততদিন মানুষ বেঁচে থাকে। কীর্তি নষ্ট হলে মানুষ বিনষ্ট হয়।

তিনি আরও বললেন, যদি ধর্মলাভ করতে চাও, যদি আমার প্রিয় কাজ করতে চাও এবং যদি তোমার কল্যাণ চাও, তবে অর্দ্ধরাজ্য তাদের দাও। দ্রোণাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের মত আমার মত। কুন্তী নন্দনদের অর্দ্ধরাজ্য ভাগ করে দিন। কারণ এটাই কুল পরম্পরা অনুসৃত ধর্ম। (ধর্ম এষ সনাতনঃ।) এখনই দ্রুপদের নিকট বহু রত্ন উপঢৌকন দিয়ে একজন প্রিয়ভাষী লোককে পাঠান। সুবর্ণ খচিত শুভ্র বসন ও সুবর্ণ আভরণসমূহ দ্রৌপদীকে দেবেন। (দ্রোণ চরিত্র দ্রষ্টব্য।) পাণ্ডবরা আসতে সম্মত হলে দুঃশাসন ও বিকর্ণ সসৈন্যে পাণ্ডবদের এগিয়ে আনতে যাক্। আপনার নিজ পুত্র ও পাণ্ডবদের প্রতি এই ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য---এই কথা আমি ভীষ্মের সঙ্গে একমত হয়ে বলছি। কিন্তু কর্ণ দ্রোণের পরামর্শের বিরোধিতা করলেন। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)

রাজন্ নিঃসংশয়ং শ্রেয়ো বাচ্যস্ত্বমসি বান্ধবৈঃ।

ন ত্বশুশ্রূষমাণে বৈ বাক্যং সম্প্রতি তিষ্ঠতি॥ (আঃ। ২০৪।১

—রাজন, যা নিঃসংশয়ে শ্রেয়, আপনাকে তা বলাই বন্ধুদের কর্ত্তব্য। কিন্তু যিনি শুনতে ইচ্ছুক নন তাতে কোন হিতোপদেশ স্থিতি লাভ করে না। বিদুর আরও বললেন—শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এবং আচার্য্য দ্রোণ বহু প্রকারে আপনার হিতকর যা উপদেশ দিয়েছেন, আপনি তা গ্রহণ করছেন না। এবং রাধাসুত কর্ণও তা আপনার হিতকর বলে মনে করছে না। আমি চিন্তা করেও এই দুইজন পুরুষসিংহ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান আপনার হিতকারী কোন বন্ধুকেই দেখতে পাচ্ছি না। (আভ্যাং পুরুষসিংহাভ্যাং যো। বা স্যাৎ প্রজ্ঞয়াধিকঃ।) এঁরা উভয়েই বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়সে প্রবীণ এবং আপনার প্রতি ও পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি সমান দৃষ্টি সম্পন্ন। (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য।) এঁরা ধার্মিক, অতএব নিজ স্বার্থে কোন পক্ষপাতমূলক উপদেশ দেবেন না। আপনার

মন্ত্রিগণ যদি অন্যরূপ পরামর্শ দেন তবে বুঝতে হবে তারা আপনার মঙ্গল চিন্তা করে না। পুরোচনের দ্বারা আপনার যে অপযশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাণ্ডবদের প্রতি এখন সদ্ব্যবহারের দ্বারা তা স্খালন করতে চেষ্টা করুন।

তেষামনুগ্রহশ্চায়ং সর্বেষাং চৈব নঃ কুলে।

জীবিতঞ্চ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষত্রস্য চ বিবর্দ্ধনম্॥ (আঃ) ২০৪।২৪

—তাদের প্রতি অনুগ্রহ আমাদের কুলের সকলকে রক্ষা করবে, সকলের জীবনের পরম হিতকর হবে এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় কুলের সমৃদ্ধির কারণ হবে।

যচ্চ সাম্নৈব শক্যেত কার্য্যং সাধয়িতুং নৃপ।

কো দৈবশপ্তস্তৎ কার্য্যং বিগ্রহেণ সমাচরেৎ॥ (আঃ) ২০৪।২৭

— নৃপতি, যে কাজ সামনীতির দ্বারা সম্পন্ন করা যায়, এমন কে দৈবের দ্বারা অভিশপ্ত পুরুষ আছে যে তা বিগ্রহের দ্বারা সম্পন্ন করতে চায়?

পাণ্ডবরা জীবিত জেনে প্রজারা তাদের দেখবার জন্য উৎসুক। সুতরাং হে রাজন, আপনি সকলের প্রিয় আচরণ করুন। দুর্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি এরা অধার্মিক, দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন এবং বুদ্ধিতে ও বয়সে বালক। সুতরাং এদের কথা আপনি শুনবেন না। আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছিলাম এই দুর্যোধনের অপরাধে প্রজারা বিনষ্ট হবে।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর দ্রুপদ রাজ্যে গেলেন এবং পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে পাঠাবার জন্য দ্রুপদরাজার নিকট প্রস্তাব করলেন এবং দ্রুপদ রাজার সঙ্গে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবরা সন্তুষ্ট হয়েছেন ও নিজেদের কৃতার্থ মনে করছেন ইহাও বললেন।

দ্রুপদ রাজা বললেন, আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়াতে আমিও আনন্দিত হয়েছি। নিজের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি তো নিজ মুখে একথা বলতে পারি না। পঞ্চ পাণ্ডব এবং তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী ধর্মজ্ঞ কৃষ্ণ ও বলরাম যখনই যেতে চাইবেন তখনই যেতে পারেন।

যুধিষ্ঠির বললেন আমরা সকলেই আপনার অধীন আপনি যখনই অনুমতি দেবেন, তখনই তা করব। কৃষ্ণও এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

অতঃপর দ্রুপদের অনুমতি পেয়ে পাণ্ডবরা, স্ত্রী ও মাতা ও কৃষ্ণ বিদুরের রথে চড়ে আনন্দে বিহার কবতে করতে সুখে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবরা এসেছেন শুনে তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য কৌরবদের পাঠালেন। তিনি বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপকে পাঠালেন। পাণ্ডবরা এই সব বীরদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। পাণ্ডবদের দেখে নাগরিকরা দীপের দ্বারা নগরী আলোকিত করল। আনন্দে প্রজারা বলতে লাগল ধার্মিক যুধিষ্ঠির পুনরায় এসেছেন। তিনি আমাদের নিজের আত্মীয়ের মত ধর্মানুসারে পালন করতেন। তিনি যখন এসেছেন তখন আমাদের এমন কোন প্রিয় কাজ নেই যা সম্পন্ন করা হবে না।

অতঃপর পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবদের প্রণাম করলেন। নগরবাসী সকলের কুশল জিজ্ঞেস করে তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি অনুসারে রাজপ্রাসাদে বাস করতে লাগলেন।

দুর্যোধনের মহিষী কাশির রাজদুহিতা অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্র পুত্র বধূদের সঙ্গে দ্রৌপদীকে বরণ করলেন এবং শচী দেবীর ন্যায় সমাগতা পূজণীয়া পাঞ্চালীকে পূজা করলেন।

গান্ধারীর নির্দেশে বিদুর পাণ্ডবদের পাণ্ডুর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর তাঁদের পরিচালনা করতেন। এবং পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে বিহার করতে লাগলেন।

কিছুদিন বিশ্রামের পর একদিন ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের ডেকে বললেন, পুনরায় আমার পুত্রদের সঙ্গে যাতে তোমাদের বিবাদ না হয় এইজন্য আমি বলছি, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে রাজত্ব কর। (ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র দ্রষ্টব্য) সেখানে কেউই তোমাকে পীড়িত করতে পারবে না। তুমি অর্ধরাজ্য নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে রাজত্ব কর।

ধৃতরাষ্ট্র অভিষেকের দ্রব্য সমাগ্রী আনতে বিদুরকে আদেশ করলেন এবং সেদিনই তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করবেন স্থির করলেন। (অভিষিক্তং করিষ্যামি অদ্য বৈ কুরুনন্দনম্।) তিনি আরও বললেন—

পাণ্ডোঃ কৃতোপকারস্য রাজ্যং দত্ত্বা মমৈব চ।

প্রতিক্রিয়াকৃতমিদং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ (আঃ) ২০৬।২৫ (১০)

—পাণ্ডু যে রাজ্য জয় করে আমাকে দিয়ে উপকৃত করেছিল আমি যদি সেই রাজ্যে যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করি, তবে তাতে প্রত্যুপকার করা হবে সন্দেহ নেই।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর—সকলেই ধৃতরাষ্ট্রের এই কার্য্যের প্রশংসা করলেন। কৃষ্ণও বললেন, মহারাজ আপনি যা সঙ্কল্প করেছেন, তা যুক্তি সঙ্গত। এতে কৌরবদের সুনাম হবে। আজ আপনার কথা অনুরূপ শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করুন। (শীঘ্রমদ্যৈব রাজেন্দ্র যথোক্তং কর্তুমর্হসি।) সেই সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ণও তথায় উপস্থিত হলেন। বিদুর অভিষেকের আয়োজন সম্পন্ন করলেন। সকলের আশীর্বাদ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হল। অভিষেকের পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, অভিষেক কর্ম সমাপ্ত হয়েছে। তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে আজই চলে যাও। ওখানে পুরী নির্মাণ করে তুমি তার সমৃদ্ধি বর্ধন কর। তোমার প্রতি ভক্তি বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সব প্রজাই তোমার রাজ্যে গিয়ে বাস করবে। ঐ নগর ও রাষ্ট্র ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধ। তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে ওখানে রাজত্ব কর।

অতঃপর পাণ্ডবরা তাঁকে প্রণাম করে এবং কৃষ্ণকে আগে রেখে ভয়ঙ্কর বন খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ ইন্দ্রকে স্মরণ করলেন। ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে পাণ্ডবদের জন্য পুরী নির্মাণ করবার আদেশ দিলেন। মহেন্দ্র বললেন, বিশ্বকর্মা, তুমি পুরী তৈরী কর। আজ হতে ঐ নগরে যা দিব্য ও রমণীয় হবে তার নাম হবে ইন্দ্রপ্রস্থ। (ইন্দ্র প্রস্থমিতি খ্যাতং দিব্যং রম্যং ভবিষ্যতি।) কৃষ্ণ বিশ্বকর্মাকে

বললেন, তুমি যুধিষ্ঠিরের জন্য ইন্দ্রের দেওয়া নামানুযায়ী ইন্দ্রপ্রস্থ নামে ইন্দ্রের অমরাবতীয় ন্যায় এক নগর নির্মাণ কর।

যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্বর্গের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। অফুরন্ত ধনরাশিতে পূর্ণ হওয়ায় তা কুবেরের অলকাপুরীর ন্যায় শোভা বিস্তার করেছিল। নানা দেশ হতে সর্ববেদবিদ ব্রাহ্মণগণ ও সর্বভাষাবিদ বণিকরা ধনার্থী হয়ে তথায় আগমন করে বাস করতে লাগলেন। সর্বপ্রকার শিল্পবিদ্ পুরুষরা তথায় বাস করবার জন্য আগমন করতে লাগলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেশিত, অতুল ধনরাশি ও পণ্ডিত বিদ্বদজন পরিবেষ্টিত ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবরা পরমানন্দে বাস করতে লাগলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির বিশ্বকর্মাকে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ণকে বিদায় দিলেন। গমনেচ্ছু কৃষ্ণকে বললেন তোমার কৃপাতেই আমরা রাজ্য পেয়েছি। তোমার প্রসাদেই অত্যন্ত দুর্গম শূন্য স্থানও রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তোমার কৃপাতেই আমরা রাজসিংহাসন লাভ করেছি। তুমিই আমাদের অনন্ত কালের গতি স্বরূপ। আমরা পাণ্ডুকে জানি না। তুমিই আমাদের মাতা পিতা ও ইষ্টদেবতা। (মাতাস্মাকং পিতা দেবো ন পাণ্ডুং বিদ্ম বৈ বয়ম্ !) তুমি যা কর্ত্তব্য মনে কর তা আমাদের দিয়ে করিয়ে নাও। পাণ্ডবদের জন্য যা অভীষ্ট মনে হয়, আমাদের দিয়ে তা করিয়ে নাও। আমাদের আদেশ কর। কৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিয়ে নারদের উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁর আদেশ পালন করতে বলে কুন্তীকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

অতঃপর একদা নারদ ইন্দ্রপ্রস্থে আসলেন। তিনি পাণ্ডবদের ত্রিলোক বিখ্যাত অসুর সুন্দ উপসুন্দ দুই সহোদরের কাহিনী বিবৃত করে জানালেন এই দুই ভ্রাতা যুদ্ধে অবধ্য ছিল। উভয়ের একই রাজ্য একই গৃহ, একই শয্যা, একই আসন ও আহার ছিল। উভয়ে এক সঙ্গে বসে আহার করত, গল্প করত। পরস্পর পরস্পরের প্রিয়কারী ও প্রিয়বাদী ছিল। উভয়ের আচার ব্যবহার এমন ছিল যে উভয় পৃথক হলেও এক বলে মনে হোত। ত্রিলোক জয় করবার

জন্য উভয় ভ্রাতা বিন্ধ্যাচলে উগ্র তপস্যা করতে লাগল। তা দেখে দেবতারা আশ্চর্য্যান্বিত হলেন এবং নানা ভাবে তাদের বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু উভয় অন্য দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একাগ্র মনে তপস্যা করতে থাকে।

তাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাদের বর দিতে চাইলেন। তখন তারা মায়াবী, অস্ত্রবিদ, মহাবলশালী ও কামরূপী হয়ে অমরত্ব লাভ করবার বর প্রার্থনা করল। ব্রহ্মা বললেন তোমরা ত্রিলোকের প্রভু হবার ইচ্ছায় তপস্যা করছিলে, সুতরাং অমরত্ব বর দেব না। তখন তারা বলল, ত্রিলোকে স্থাবর—জঙ্গম যত প্রাণী আছে, আমরা যেন কারও দ্বারা বধ্য না হই। কেবল আমাদের উভয়ের মধ্যে কলহ হলেই যেন আমরা বধ্য হই। ব্রহ্মা তাদের ঈপ্সিত বর দিলেন।

বর পেয়ে সুন্দ ও উপসুন্দ দৈত্য সৈন্য নিয়ে ইন্দ্রলোক জয় করে যক্ষ, রাক্ষস ও খেচরদের জয় করে, পাতাল জয় করে সমগ্র পৃথিবী জয় করে ব্রাহ্মণ, শুদ্ধাত্মা মুনিদের ও রাজাদের ধ্বংস করতে লাগল। এইভাবে সুন্দ উপসুন্দ সব দিক জয় করে নিঃশত্রু হয়ে কুরুক্ষেত্রে নিবাস করতে লাগল।

তখন ব্রহ্মার নিকট দেবগণ, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিরা প্রভৃতি সুন্দ উপসুন্দরের নিষ্ঠুর কর্মের কথা বললেন। ব্রহ্মা এই বৃত্তান্ত শুনে বিশ্বকর্মাকে ডেকে এমন এক রমণী সৃষ্টি করতে বললেন যে সকলের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে। বিশ্বকর্মা তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করল। সেই তিলোত্তমাকে উপলক্ষ্য করে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হল। উভয়ই তিলোত্তমাকে স্বীয় ভার্যা রূপে কামনা করল। পরিণামে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু হয়, তারপর গদা যুদ্ধে একে অন্যকে আঘাত করে। ফলে গদাঘাতে এ দুই ভয়ঙ্কর দৈত্যের মৃত্যু হয়।

নারদ বললেন যারা সর্ব বিষয়ে অভিন্ন হৃদয়ের ছিল, সেই দুই দৈত্য তিলোত্তমার জন্য পরস্পর পরস্পরকে বধ করেছিল। তোমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ তোমাদের সকলকেই বলছি যাতে দ্রৌপদীর জন্য

তোমাদের মধ্যে বিবাদ না হয় (যথা বো নাত্র ভেদঃ স্যাৎ সর্বেষাং দ্রৌপদীকৃতে।) তার ব্যবস্থা কর। নারদের সম্মুখেই পরস্পরের স্নেহে বশীভূত হয়ে এইরূপ নিয়ম করলেন—নিষ্পাপা কৃষ্ণা আমাদের এক এক জনের গৃহে এক এক বৎসর বাস করবে। (একৈকস্য গৃহে কৃষ্ণা বসেদ্ বর্ষমকল্মষা)।

ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষার জন্য অর্জুন দ্রৌপদী সম্বন্ধে তাঁদের নিয়ম ভঙ্গ করেন ও দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচারী রূপে বনে গমন করলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য।)।

কাশীদাসী মহাভারতে অর্জুনের বনবাস কালে তিনি কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক জেনে বলরামের নিকট এই প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু বলরাম অর্জুন অপেক্ষা দুর্যোধনকেই উপযুক্ত পাত্ররূপে মনোনীত করে দুর্যোধনের নিকট বিবাহ প্রস্তাব পাঠালেন। দুর্যোধন বরবেশে সুভদ্রাকে বিবাহ করতে এসে শুনলেন পূর্বেই সুভদ্রাকে হরণ করে অর্জুন তাঁকে বিবাহ করেছেন। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন :—

শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্যোধন উঠিল গর্জিয়া॥
হে কৃপ হে পিতামহ আচার্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখুন কর্ম তনয় পাণ্ডুর॥
যে কন্যা নিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম হরিল তাহারে॥
মোর দোষাদোষ সব জ্ঞাত হৈলা সবে।
এক্ষণে মারিব দেখ কে রাখে পাণ্ডবে॥ (আঃ)

শকুনি কর্ণকে আদেশ দিলেন অর্জুনকে বেঁধে আনতে। কিন্তু বিদুর বললেন,—

পার্থ সহ দ্বন্দ্বে কি তোমার প্রয়োজন॥
বরণ করিয়া তোমা আনিল যে জন।
তাঁর ঠাঁই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ॥

সে যেমত কহিবে করিবে সেই রীত।
পার্থ সহ কলহ তোমার অনুচিত॥ (আঃ)

ভীষ্ম, দ্রোণও বিদুরের অভিমতকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

দ্বারাবতী চলিল নৃপতি দুর্যোধন॥ (আঃ)

দুর্যোধন শুনলেন সাত্যকি অর্জুনকে বলছেন :—

তোমার সহিত দ্বন্দ্ব কৈল না জানিয়া।
রাম কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিয়া॥
এ কারণে শীঘ্রগতি পাঠালেন মোরে।
— — —
সুভদ্রাকে তোমাতে করিবে সমর্পণ।

আত্মাভিমানী --দুর্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল।

সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল॥ (আঃ)

দুর্যোধনের অর্জুনের নিকট এই দ্বিতীয় পরাজয়। লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করতে দুর্যোধন সমর্থ হননি। বলরামের মনোনীত পাত্র হয়েও বর বেশে বিবাহ বাসরে এসে শুনলেন বধূকে সাতদিন পূর্বেই অর্জুন হরণ করে নিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করেছে। ভাগ্যের এই পরিহাসও তাঁকে সহ্য করতে হল। কারণ অর্জুনের বিক্রমের কাছে যেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ বলরাম নতি স্বীকার করেছেন সেই ক্ষেত্রে দুর্যোধন তো নগণ্য। এটাই **Irony of fate.**

দুর্যোধনের উপর্যুপরি এইসব পরাজয়ই তাঁর অন্তরে ঈর্ষার আগুনকে আরও অধিকতর প্রজ্বলিত করতে সহায়তা করেছিল।

বেদব্যাসের মহাভারতে এ কাহিনী কিন্তু অন্যরূপ। রৈবতক পর্বতের উৎসবে সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন আকৃষ্ট হন্। অতঃপর কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেন। যদিও প্রথমে বলরামের এই বিবাহে সম্মতি ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণের পরামর্শে তিনি অর্জুনের সঙ্গেই সুভদ্রার বিবাহ দেন।

একদা নারদমুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট এসে তাঁকে নানা রকম পরামর্শ দেওয়ার পর বললেন, আমি মর্ত্যলোকে আসছি তা জানতে পেরে আপনার পিতা পাণ্ডু আমাকে বললেন, আপনি যুধিষ্ঠিরকে বলবেন, আপনি পৃথিবী জয় করতে সমর্থ এবং ভ্রাতারা আপনার বশীভূত। অতএব আপনি রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন।

ত্বয়ীষ্টবতি পুত্রেঽহং হরিশ্চন্দ্রবদাশু বৈ।

মোদিষ্যে বহুলাঃ শশ্বৎ সমাঃ শক্রস্য সংসদি ॥ (সভাঃ) ১২।২৬

—আপনার ন্যায় পুত্র দ্বারা এই যজ্ঞ সম্পন্ন হলে আমি শীঘ্রই রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্র সভায় থেকে নিত্য আনন্দ ভোগ করতে পারব।

আমি তাঁর এ অভিলাষ আপনাদের জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আপনি আপনার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করুন, তাহলে পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে আপনি মহেন্দ্রলোকে যাবেন। নারদ আরও বললেন রাজসূয় যজ্ঞ মহাযজ্ঞ নামে খ্যাত। কারণ এই যজ্ঞে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞকারী রাজর্ষিগণের মহিমা শুনে এবং পূণ্য কর্ম দ্বারা যাগকারিদের উত্তমলোক প্রাপ্তি ঘটে জেনে ও যজ্ঞকারী রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রকে ইন্দ্রলোকে বিশেষ দীপ্যমান শুনতে পেয়ে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক হলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে ও ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সর্ব বর্ণের লোকদের আমন্ত্রণের জন্য চারিদিকে দূত পাঠালেন। নকুল স্বয়ং হস্তিনাপুরে গিয়ে ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিমন্ত্রণ করলেন। সেই যজ্ঞে বিবিধ মহারত্ন সমূহ উপায়ন রূপে সঙ্গে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর, দুর্যোধনাদি সব ভ্রাতারা, গান্ধাররাজ সুবল, শকুনি, অচল, বৃষক ও কর্ণ প্রভৃতি সব কৌরব ও কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হলেন।

পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির সকলকে মিলিত ভাবে তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন এবং যে যে কাজে উপযুক্ত তাকে সে কাজে

নিযুক্ত করলেন। দুর্যোধনকে রাজাগণের আনীত উপঢৌকন সমূহ যথারীতি গ্রহণ করে যথাস্থানে রক্ষা করবার ভার দেওয়া হলো। প্রভূত জাঁক-জমক ও ঘটার মধ্যে সেই মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হলো। আমন্ত্রিতগণ সর্বপ্রকারে পরিতৃপ্ত হয়ে আনন্দ বোধ করছিলেন। ভীষ্ম প্রমুখ কৌরবগণ রাজসূয় যজ্ঞে ভৃত্যের মত নিজ নিজ কর্ত্তব্য সমাপন করেন। দুর্যোধনও তাঁদের অনুসরণ করেন। যজ্ঞ শেষে সকলে নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞস্থান ত্যাগ করেন। কিন্তু দুর্যোধন ও মাতুল শকুনি সেই ময় নির্মিত সভাস্থানেই থেকে গেলেন।

দুর্যোধন শকুনির সঙ্গে ধীরে ধীরে সেই সভাগৃহ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। তিনি সেখানে এমন সব লোভনীয় দ্রব্য দেখলেন যা পূর্বে হস্তিনাপুরে দেখেননি। এতে তাঁর চিত্ত বৈকল্য ঘটে। তার মধ্যে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তিনি স্ফটিক নির্মিত স্থলকে জল ভ্রমে কাপড় তুলে চলতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তার বিভ্রান্তি উপলব্ধি করে বিমনা হয়ে সভা কক্ষে চলতে থাকেন। তারপর কোন এক জায়গায় ভুল ক্রমে পড়ে গেলেন। তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দুর্যোধন সেই সভাগৃহ পরিক্রমা করতে থাকেন। অনন্তর স্ফটিক তুল্য স্বচ্ছ জল ও স্ফটিক মণিময় পদ্মা বিশিষ্ট পুষ্করিণীকে স্থল মনে করে তিনি সবস্ত্রে জলে পতিত হলেন।

ততঃ স্ফটিকতোয়াং বৈ স্ফটিকাম্বুজ শোভিতাম্।
বাপীং মত্বা স্থলমিব সবাসাঃ প্রাপতজ্জলে॥ (সভা) ৪৭।৬

তাঁকে জলে পড়ে যেতে দেখে ভীমসেন ও ভৃত্যরা হাসতে থাকেন, ও দুর্যোধনকে 'উপহাস করতে থাকেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভৃত্যরা দুর্যোধনকে পরবার জন্য উত্তম বস্ত্র এনে দিল। অন্যান্য পাণ্ডবরাও এ দৃশ্য দেখে উচ্চহাস্য করতে থাকলে দুর্যোধন তা অসহ্য বোধ করলেন কোন প্রকারে চেহারা বিকৃত না করে কাপড় তুলে এমন ভাবে চলতে লাগলেন তাতে মনে হল যেন জল পাড় হচ্ছেন। দুর্যোধনের এই অবস্থায় উঠবার উপক্রম দেখে সকলে পুনরায় হাসতে লাগলেন।

দ্বারস্তু পিহিতাকারং স্ফটিকং প্রেক্ষ্য ভূমিপঃ।
প্রবিশন্নাহতো মূর্দ্ধি ব্যাঘূর্ণিত ইব স্থিতঃ॥ (সভা) ৪৭।১১

—এক বন্ধ স্ফটিক নির্মিত দরজাকে বুঝতে না পেরে দুর্যোধন যেমন অগ্রসর হয়েছেন, অমনি দ্বারে মস্তকে আহত হয়ে ঘূর্ণিত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আবার আরেক স্থানকে বন্ধ স্ফটিক নির্মিত দরজা ভ্রমে যেমন তা খুলবার জন্য হাত বাড়ালেন, তখন তিনি ছিটকে পড়ে গেলেন। এই রকম আরও নানা ভুল সিদ্ধান্ত করে তিনি সেই সভাগৃহে নানাভাবে বিভ্রান্ত হলেন। রাজসূয় মহাযজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের বিপুল ঐশ্চর্য্য ও অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে দুর্যোধনের হিংসা, ঈর্ষা ও ঐশ্চর্য্য লোলুপতা অধিকতর বৃদ্ধি পেলে তাঁর মনে নানা রকম পাপ বুদ্ধি জন্ম নিলো। পাণ্ডবদের সামগ্রিক প্রসন্নতা উপস্থিত রাজন্যবর্গের আনুগত্য ঋষি ও মহর্ষিগণের পাণ্ডবদের প্রতি মঙ্গল ইচ্ছা ইত্যাদি বিষয় দুর্যোধনের মন জুড়ে বসলো। শকুনি বারংবার কথাবার্ত্তা বলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। দুর্যোধন নিরন্তর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকেন।

অতঃপর শকুনি দুর্যোধনকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ কি? দুর্যোধন তা অপকটে ব্যক্ত করে বললেন, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হতে দেখে তিনি দিবা রাত্র জ্বলে পুড়ে মরছেন। শিশুপাল বধে পাণ্ডবদের বীর্য বিষয় জেনে কোন রাজা অসি উঠাতে সাহস করলেন না। দুর্যোধন আরও বললেন নানা দেশের রাজন্যবর্গ যে ভাবে যুধিষ্ঠিরকে আনুগত্য স্বীকার করে বিপুল রত্ন তাঁকে দিয়েছে, ঐ ঐশ্চর্য দেখে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে দগ্ধ হয়েছেন। তিনি আর বাঁচতে চান না। তিনি আগুনে বা জলে প্রবেশ করে বা বিষ খেয়ে জীবনের অবসান করবেন। কারণ কোন ব্যক্তি শত্রুর সমৃদ্ধি ও নিজেকে হীন হতে দেখলে জীবন রাখতে পারে?

বহ্নিমেব প্রবেক্ষ্যামি ভক্ষয়িষ্যামি বা বিষম্।

অপো বাপি প্রবেক্ষ্যামি ন হি শাক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥ (সভা) ৪৭।৩১

তিনি আরও বললেন, আমি একাকী ঐরূপ রাজৈশ্বর্য আহরণ করতে অসমর্থ। এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যার দ্বারা তা আহরণ করতে পারি। পাণ্ডবদের ঐ ঐশ্চর্যে অধিষ্ঠিত দেখে মনে হচ্ছে যে দৈবই বলবান, পুরুকার নিরর্থক। (দৈবমেব বারং মন্যে পৌরুষঞ্চ নিরর্থকর্ম।) কৌরবরা ক্রমে হীনবল এবং পাণ্ডবরা অধিকতর সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেই জন্য বলতে হবে (তেন দৈবং পরং মন্যে পৌরুষঞ্চ নিরর্থকম্।) আমি ঐ ঐশ্চর্য, ঐরূপ দিব্য সভাগৃহ এবং রক্ষীদের উপহাস করতে দেখে ঈর্ষ্যাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছি। মাতুল আজ তুমি আমাকে অত্যন্ত দুঃখিত বলে জানবে। যদি ইচ্ছা হয় তবে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তা জানাও।

দুর্যোধনের এই উক্তি হতে তাঁর চিত্তের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত কদর্য্য। হিংসার আগুনে দুর্যোধন দগ্ধ হচ্ছেন। আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে তিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে নিজের দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করলেন।

রাজসূয় মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হলেও রাজা যুধিষ্ঠির ঠিক পুরো প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেন না। শিশুপাল বধ তাঁর মধ্যে এক প্রবল বিপদের আশঙ্কার উদ্রেক করে। তিনি তাঁর সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন এরূপ উৎপাতের ফল তের বছরের মধ্যে ফলবে। এর দ্বারা ক্ষত্রিয় বিনাশ সূচিত হচ্ছে। একমাত্র যুধিষ্ঠিরকে নিমিত্ত করে দুর্যোধনের অপরাধে ভীমার্জুনের শক্তিতে সমাগত সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হবে।

ঐ রাজসূয় যজ্ঞের শেষে দুর্যোধনের হিংসা, ঈর্ষার ও ঐশ্চর্য লোলুপতার যে একটি পরিষ্কার ছবি দেখা যাচ্ছে তা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঐ ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ সমর্থন করে। রাজসূয় যজ্ঞ এ মহাগ্রন্থের বিষাদময় পরিণতির প্রথম সোপান বললে অত্যুক্তি হয় না। শকুনির মতে অস্ত্রের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অতুল বৈভব জয় করা সম্ভব নয়। তখন

এলো কপট পাশা খেলার কুমন্ত্রণা—যার বিষময় ফল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

দুর্যোধনের মনোভাব জানতে পেরে উপদেশচ্ছলে শকুনি দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরকে ঈর্ষা করতে নিষেধ করলেন। শকুনি তাঁকে তাঁর পূর্বের অপচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে কোন ক্রমেই পাণ্ডবদের জব্দ করতে তিনি সমর্থ হননি। অন্য পক্ষে পাণ্ডবেরা নিজ ভাগ্যে কেবলমাত্র বিপন্মুক্ত হননি। বরং অধিকতর শক্তিশালী হয়ে বিপন্মুক্ত হয়েছেন। অতএব তাঁদের ঈর্ষা করা নিরর্থক।

এই কথা শকুনির মনের কথা নয়। এটা মৌখিক ছলনা মাত্র। দুর্যোধনের অসহায় মনোবৃত্তি দূর করবার জন্য শকুনি দুর্যোধনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাঁরও সহায় অনেক, যেমন শকুনি নিজে তাঁর ভ্রাতারা কর্ণ ইত্যাদি।

দুর্যোধন বললেন, যদি তুমি অনুমোদন কর, তবে তোমার ও এঁদের সহায়তায় আমি পাণ্ডবদের জয় করব। এদের জয় করতে পারলে এই পৃথিবী পৃথিবীর রাজন্যবৃন্দ এবং সেই মহামূল্য রাজসভাও আমার আয়ত্বে আসবে।

অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম, যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব, সপুত্র দ্রুপদ রাজা প্রভৃতি মহা ধনুর্বেদদের দেখিয়ে শকুনি দুর্যোধনকে বোঝালেন যে দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েও এদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। তবে একটা উপায় আছে, যার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করা সম্ভব। (শকুনির চরিত্র দ্রষ্টব্য।) তখন শকুনি কপট পাশা খেলার কুমন্ত্রণা দুর্যোধনের কানে দিলেন। দুর্যোধন শকুনির কথায় আশান্বিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদন লাভের জন্য শকুনিকে অনুরোধ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মুখে পুত্রের অবস্থার কথা জানতে পেরে দুর্যোধনকে তাঁর মনস্তাপের কারণ জানতে চাইলেন।

দুর্যোধন বললেন, আমি ভাল খাদ্য, ভাল বস্ত্র পরছি সত্য, কিন্তু

তা কাপুরুষের ন্যায় পরছি। অন্তরে তীব্র অসহিষ্ণুতা নিয়ে কালক্ষেপ করছি মাত্র। যে শত্রুকে সহ্য করতে অক্ষম, তাকে পরাজিত করে যে নিজের প্রজাকে শত্রুর জন্য কষ্ট হতে মুক্ত করতে ইচ্ছুক তাকেই পুরুষ বলে।

সন্তোষো বৈ শ্রিয়ং হন্তি হ্যভিমানঞ্চ ভারত।

অনুক্রোশভয়ে চোভে বৈর্বৃত্তো নাশ্নুতে মহৎ॥ (সভা) ৪৯।১৪

—ভারত, সন্তুষ্টি রাজার ঐশ্বর্য ও অভিমানকে নাশ করে এবং দয়া ও ভয়ও তদ্রূপ। আমি এদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মহাসুখ ভোগ করতে অক্ষম।

দুর্যোধন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে তাঁর বর্তমান অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট নন। কারণ কাপুরুষের ন্যায় অনায়াস লব্ধ আরাম ও সুখ ভোগে ইচ্ছুক তিনি নন। এতেই তাঁর পৌরুষ আছে উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর পরবর্ত্তী উক্তি হতে মনে হয় ঈর্ষাই তাঁকে পৌরুষ হতে সহায়তা করেছে তাই তিনি বলেছেন—

যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য তাঁর আহারে অরুচি এনে দিয়েছে। পাণ্ডবদের সম্পদ ও ঐশ্বর্য দেখে তিনি দিন দিন দীন ভাবাপন্ন কৃশ ও বিবর্ণ হচ্ছেন (তস্মাদহং বিবর্ণশ্চ দীনশ্চ হরিণঃ কৃশঃ।) এইভাবে তিনি যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, ত্রিশ জন দাসী তাঁদের প্রত্যেকের সেবা করে এমন আশী হাজার স্নাতক গৃহস্থ ও আরও দশ হাজার ব্রাহ্মণকে যুধিষ্ঠির নিত্য উত্তম অন্নাদি দ্বারা পোষণ করে থাকেন। তাঁরা প্রতিদিন তাঁর গৃহে সুবর্ণ পাত্রে ভোজন করেন। যেমন ধনাগম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হয়েছে আমি তেমন কখনও দেখিনি অথবা শুনিনি।

ন সা শ্রীদেবরাজস্য যমস্য বরুণস্য চ।

গুহ্যকাধিপর্তেবাপি যা শ্রী রাজন্ যুধিষ্ঠিরে॥ (সঃ) ৪৯।৩৫

—হে রাজন, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ ধন সমাগম আমি দেখেছি, তা দেবরাজ ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণেরও নাই।

ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বললেন শত্রুর সীমাহীন ধনরাশি দেখে তিনি চিন্তাকুল হয়ে শান্তি ভোগ করতে পারছেন না এবং নিদ্রাহীন রজনী যাপন করছেন।

এ প্রসঙ্গে দুর্যোধন আরও বললেন, উত্তম আহার ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরে সন্তুষ্ট হয়ে যে পাপিষ্ঠ পুরুষ অধিক ঐশ্বর্য্যশালীকে ঈর্ষা করে না, সে অধম পুরুষ। (পুরুষঃ সোহধমঃ স্মৃতঃ।) এই সাধারণ ঐশ্বর্যে আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারছি না। কুন্তী পুত্রদের ঐশ্বর্য দেখার পর আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। (কৌন্তেয়ে শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা চ বিব্যথে।) সমস্ত পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের বশানুগা হয়েছে--এটা দেখেও যে আমি এখনও স্থির ও জীবিত এর চেয়ে অধিক দুঃখ কি হতে পারে? নীপ, চিত্রক, কুকুব, কারস্কব ও লোহজঙ্ঘ বংশীয় নৃপতিরা যুধিষ্ঠিরের গৃহে সেবকের ন্যায় যেন অনুগত হয়ে থাকেন। রত্নাকর বংশীয় রাজন্যবৃন্দ এবং হিমালয়, সাগব, এবং অনূপ দেশ সমূহেব বসবাসকারী অন্ত্যজ বাজারা যুধিষ্ঠিবের গৃহের দূববর্ত্তী স্থানে অবস্থান করছিল।

জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মনে কবে যুধিষ্ঠির আমাকে রাজাদের প্রদত্ত ধনরত্ন সংগ্রহে নিযুক্ত করেছিল। বত্নোপহার প্রদানকারী রাজাদের প্রদত্ত উপহার দ্রব্য স্তূপাকার হয়েছিল। তাদের শেষ সীমা দেখা যাচ্ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত আমি রত্ন গ্রহণে পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম। তাই বাজাদের ধন নিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

ময়দানব বিন্দু সরোবরের রত্ন সমূহ খচিত স্ফটিক নির্মিত এমন পথ ও জল রচনা করেছে যে আমি বস্ত্র উঠিয়ে চলতে থাকলে বৃকোদর আমাকে রত্নশূন্য ও শত্রুর সমৃদ্ধি বিমূঢ় দেখে হাসতে লাগল। যদি সমর্থ হতাম তবে তখনই আমি ভীমকে হত্যা করতাম। কিন্তু তখন যদি তাকে বধ করতাম, তবে আমার অবস্থা ও শিশুপালের মতই হত।

সপত্নেনাবহাসো স মাং দহতি ভারত॥ (সভা) ৫০।২৮

—হে ভারত। শত্রুর এই উপহাস আমার হৃদয়কে দগ্ধ করছে।

ময়নির্মিত অপূর্ব সভাগৃহে দুর্যোধন কি ভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে দুর্যোধন বললেন, আবার একটি জলপূর্ণ পুষ্করিণীকে স্থল মনে করে যেমন অগ্রসর হয়েছি, তক্ষুনি জলে পড়ে গেলাম। তা দেখে পার্থর সঙ্গে কৃষ্ণ এবং রমণীদের সঙ্গে দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল, এতে আমি খুবই দুঃখ অনুভব করলাম। আমার পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র হওয়ায় যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভৃত্যরা আমাকে মহামূল্যবান বস্ত্র দিল। এটা আমার পক্ষে আরও দুঃখদায়ক হল। (তচ্চ দুঃখং পরং মম।)

ভ্রান্তির পর ভ্রান্তির কথা বলতে গিয়ে দুর্যোধন বলে চললেন, আমি দ্বারকে দ্বার মনে করে বাইরে যেতে চেষ্টা করলে স্ফটিকের প্রস্তরে ললাটে আঘাত পেলাম এবং ললাট ক্ষত হল। আমাকে এভাবে আহত হতে দেখে নকুল ও সহদেব আমাকে বাহু দ্বারা জড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। আমাকে বিস্মিত করে সহদেব বার বার বলতে লাগল, হে রাজন, আপনি এই দিক দিয়ে চলুন। এই দিকে দ্বার। তখন ভীম এসে আমাকে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ সম্বোধন করে বলল, হে রাজন, এদিকে দরজা ওদিকে নয়।

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের কোষাগারের রত্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমি ওখানে যেসব রত্ন দেখেছি তাদের নামও জানি না। এই সব কারণে আমার মন অত্যন্ত খারাপ।

দুর্যোধনের মত পরশ্রী কাতর পুরুষের পক্ষে পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্য সহ্য করতে না পারাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, তাঁর মত আত্মসম্মানযুক্ত পুরুষের এভাবে অপদস্থ হওয়ায় তাঁর পৌরুষে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক।

অতঃপর দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুধিষ্ঠিরের জন্য রাজাদের প্রদত্ত উপহারের বর্ণনা দিতে লাগলেন। তিনি আরও বললেন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ কুনিন্দ যুধিষ্ঠিরকে এক অপূর্ব শঙ্খ দিয়েছেন। ভ্রাতারা অর্জুনকে তা দিলেন। সহস্র সুবর্ণ দ্বারা পরিশোভিত এই শঙ্খ অন্ন দানের সময়

শব্দ করছিল। সেই শব্দ শুনে রাজারা শক্তিহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। সেই সময় আমাকে সংজ্ঞাহীন হতে দেখে পঞ্চপাণ্ডব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। এইরূপে তিনি বিস্তৃত ভাবে যুধিষ্ঠিরের উপহারের বিরাট তালিকা পিতার নিকট পেশ করে তাঁর ঈর্ষা ও মনঃক্ষুন্নের কারণ প্রকাশ করলেন।

অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরের অভিষেক বর্ণনা করলেন। যে সব আর্য রাজা সত্যসন্ধ মহাব্রত, যথেষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন, সুবক্তা, বেদোক্ত অবভৃথ স্নানে পরিপূত, ধৈর্য্যশীল, লজ্জাবান, ধর্মাত্মা, যশস্বী এবং রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত, তাঁরাও এই ধর্মরাজের উপাসনা করলেন।

দুগ্ধবতী যে সব গাভী রাজারা উপহার দিয়েছিলেন যজ্ঞের দক্ষিণার জন্য সেই সব গরুকে যজ্ঞস্থলে আনতে দেখলাম। সংখ্যায় কয়েক হাজার গাভী হবে। রাজারা অভিষেকের জন্য স্বয়ং ছোট বড় পাত্র সকলে আনছেন। বাহ্লীকরাজ জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ মণ্ডিত রথ আনলেন এবং রাজা সুদক্ষিণ কম্বোজ দেশীয় শ্বেত অশ্ব তাতে জুড়ে দিলেন। মহাবীর সুনীথ সেই রথে অনুকর্ষ যোজনা করলেন এবং স্বয়ং চেদিপতি সেই রথে ধ্বজ উন্নয়ন করলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজা সংহনন (কবচ), মগধের রাজা মাল্য ও উষ্ণীব এবং মহাধনুর্দ্ধর বসুদান ষাট বৎসরের হস্তী রথে যোজনা করলেন। মৎস্যরাজ পাশা খেলার জন্য সোনার পাশা, একলব্য চর্ম পাদুকাদ্বয় এবং অবন্তিরাজ অভিষেকের জন্য বহুবিধ জল এনেছিলেন। চেকিতান তূণীরদ্বয় কাশীরাজ ধনু ও অসি এবং শল্য সুন্দর মুষ্টি যুক্ত তরবারির সঙ্গে কাঞ্চন ভূষিত শৈক্য এনে দিলেন।

দেবর্ষি নারদ মহামুনি অসিত ও দেবলকে সামনে রেখে মহাতপস্বী ব্যাস ও ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করলেন। জামদগ্ন্যের সঙ্গে অন্যান্য বেদজ্ঞ মহাত্মা মহর্ষিগণ এই অভিষেক দেখতে লাগলেন। প্রভূত দক্ষিণাদাতা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট মন্ত্র পাঠ করতে করতে মহাত্মা মহর্ষিগণ গমন করলেন। সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র

ধারণ করলেন, এবং ভীম ও অর্জুন পাখার দ্বারা ব্যজন করতে লাগলেন। নকুল সহদেব চামরদ্বয় নিলেন।

প্রজাপতি পুরাকল্পে যা ইন্দ্রকে উপহার দিয়াছিলেন, সমুদ্র সেই বারুণ শঙ্খটি যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিলেন, বিশ্বকর্মা নিষ্ক সহস্রের দ্বারা যে শৈক্যটি সুন্দর রূপে প্রস্তুত করেছিলেন। কৃষ্ণ সেই শৈক্যের দ্বারা অভিষেক করলে আমার হৃদয়ে জ্বালা হতে লাগল। যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের জন্য পূর্ব সমুদ্র হতে পশ্চিম ও দক্ষিণ সাগরেও লোকে জল আনতে গিয়েছিল। কিন্তু উত্তর সাগরে পক্ষী ছাড়া কেউ যেতে পারে না। তখন সকলে মিলে শঙ্খ সমূহ বাজাতে লাগল। তাতে ভয়ানক শব্দ হল।

তখন যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সম্মান ও সমৃদ্ধি দেখেছি তা রন্তিদেব, নাভাগ, যৌবনাশ্ব, মনু, বেণুপুত্র পৃথু, ভগীরথ, যযাতি, নহুষ প্রভৃতি কোন রাজাই লাভ করেছেন বলে মনে হয় না। রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরকে যেন হরিশ্চন্দ্র বলে মনে হচ্ছিল।

পাণ্ডবদের এই ঐশ্বর্য দেখে আমার বেঁচে থাকা শ্রেয়ঃ বলে মনে হচ্ছে না। (কথং তু জীবিতং শ্রেয়ো মম পশ্যসি ভারত।)

অন্ধনেব যুগং নদ্ধং বিপর্যাস্তং নবাধিপ।

কণীয়াংসো বিবর্ধন্তে জ্যেষ্ঠা জীয়ন্ত এব চ॥ (সভা) ৫৩।২৫

বিধাতা যেন অন্ধ মানুষের ন্যায় এই দ্বাপর যুগকে বিপরীত ভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেই জন্য আমার চেয়ে কনিষ্ঠরা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমি জ্যেষ্ঠ হয়েও হীন হয়ে আছি।

যুধিষ্ঠিরের এইরূপ ঐশ্বর্য্য দেখে আমি খুসী হতে পারছিনা। সেই জন্য আমি কৃশতা, বিবর্ণতা ও শোকে মুহ্যমান হচ্ছি।

অকপট ভাবে নিজের ঈর্ষার কথা ব্যক্ত করতে খুব কম পরাক্রমশালী নৃপতিকেই দেখা যায়। রাবণও নিজের পাপের কথা অকপটে রাজসভায় তাঁর মন্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়দের সামনে ব্যক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এবং কৃতকর্মের জন্য অভিশাপের কথা ব্যক্ত করতেও লজ্জাবোধ করেন নি।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন পর ধনের স্পৃহা অনার্যের অর্থাৎ নীচ জনের চরিত্র। যে নিজ ধনে ও নিজ কর্মে সন্তুষ্ট, সেই সুখ লাভ করে। যে পরধন আহরণে ব্যাপৃত না হয়ে নিজ কর্ম সম্পাদনে নিত্য নিযুক্ত থাকে এবং নিজ অর্জিত ঐশ্বর্য রক্ষণে তৎপর থাকে, সেই বৈভব পায়। যে বিপদে ব্যথিত হয় না ; যে মানব সর্ব কর্মে দক্ষ ও নিত্য নিযুক্ত, সাবধান এবং বিনীত চিত্ত, সেই সর্বদা মঙ্গল দর্শন করে।

তিনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের ঈর্ষা করতে বারণ করলেন এবং তাঁদের ধন সম্পদ অপহরণ করতে চেষ্টা করতে বারণ করলেন। তিনি নানা উপদেশ দিয়ে দুর্যোধনকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন এই বলে যে পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করা সঙ্গত নয়।

ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত উপদেশ দুর্যোধনকে রুষ্ট করল। প্রত্যুত্তরে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে পিতৃ মর্য্যাদাকে আঘাত করে যে ভাষায় প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, তা দুর্যোধন চরিত্রেই সম্ভব। দুর্যোধনের এই উক্তি প্রগলভতার এক নির্মম ছবি।

যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহুশ্রুতঃ।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বী সূপরসানিব॥ (সভা) ৫৫।১

---যে কেবল বহু শাস্ত্র শ্রবণ করেছে কিন্তু নিজের কোন বুদ্ধি নাই। হাতা (দর্বী) যেমন পক্ক দ্রব্যের রস বুঝতে পারে না, সেও তেমনি শাস্ত্রার্থ জানতে পারে না।

আপনি বিদুরের বুদ্ধিতে আবদ্ধ তাই জেনে শুনে আমাকে মোহিত করেছেন। নিজ স্বার্থে আপনার কি অবধান নাই ? অথবা আপনি কি আমাকে দ্বেষ করেন। আপনি যাদের কর্ত্তা, সেই ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ এ জগতে আর বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ যা সর্বদা করণীয়, আপনি তাকে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য বলছেন। যার উপদেষ্টা শত্রুর দ্বারা প্রভাবিত, সে প্রকৃত পথে বিমূঢ় হয়। সুতরাং তার অনুগামীরা কি করে তাকে অনুগমন করবে।

আপনি পরিণতবুদ্ধি। বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হয়েও নিজ কার্য্যে তৎপর আমাকে মোহিত করছেন।

লোকবৃত্তাদ রাজবৃত্তমন্যদাহ বৃহস্পতিঃ। (সভা) ৫৫।৬

—লোকনীতি হতে রাজনীতি পৃথক তা বৃহস্পতি বলেছেন।

সুতরাং রাজা অপ্রমত্ত হয়ে সর্বদা নিজ স্বার্থ চিন্তা করবেন।

শত্রুকে জয় করাই হোল ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। তা ধর্মই হোক অথবা অধর্মই হোক—এটা পরীক্ষা করবার প্রয়োজন কি?

প্রকালয়েদ্ দিশঃ সর্বাঃ প্রতোদেনেব সারথিঃ।
প্রত্যমিত্রশ্রিয়ং দীপ্তাং জিঘৃক্ষুর্ভরতর্ষভ॥ (সভা) ৫৫।৮

হে ভরতর্ষভ, সারথি যেমন বেতের দ্বারা সর্বদিকে রথ চালায় সেইরূপ ক্ষত্রিয়ও শত্রুর ঐশ্বর্য আয়ত্ব করবার জন্য সর্বদিকে নিজেকে পরিচালিত করবে। গোপনেই হোক অথবা প্রকাশ্যেই হোক, যে উপায় শত্রুকে পীড়িত করে, তাই শস্ত্রবিদগণের শস্ত্র। যার দ্বারা ছেদন করা হয়, তাই শস্ত্র নয়। কে শত্রু ও কে মিত্র এটা কারো শরীরে লেখা থাকে না বা সেরূপ কোন সাঙ্কেতিক শব্দও নেই। যে যাকে দুঃখ দেয়, সেই তার শত্রু।

অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলং তস্মাৎ তং কাময়াম্যহম্।
সমুচ্ছ্রয়ে যো যততে স রাজন্ পরমো নয়ঃ॥ (সভা) ৫৫।১১

—ঐশ্বর্য্য লাভের মূল হচ্ছে অসন্তোষ, সুতরাং আমি তাই কামনা করি। রাজন, উন্নতির জন্য যে যত্ন করে, সেই পরম রাজনৈতিক।

মমত্বং হি ন কর্ত্তব্যমৈশ্বর্য্যে বা ধনেঽপি বা।
পূর্বাবাপ্তং হরন্ত্যন্যে রাজধর্মং হি তং বিদুঃ॥ (সভা) ৫৫।১২

রাজার পক্ষে ঐশ্বর্য ও ধনে মমতা রাখা উচিত নয়। কারণ পূর্বপ্রাপ্ত ঐ ধনকে ও প্রভুত্বকে হরণ করাই রাজধর্ম।

নাস্তি বৈ জাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাম্পাতে।
যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শত্রুর্নেতরো জনঃ॥ (সভা) ৫৫।১৫

—জন্ম (জাতি) মাত্রই পুরুষের কেউ শত্রু হয় না। যার সঙ্গে যার জীবিকা সমাজ, সেই তার শত্রু অন্য নহে।

ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ করছে এমন শত্রুকে যে রাজা উপেক্ষা করে, পরিপোষিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রু তার মূলচ্ছেদ করে।

অল্পোঽপি হ্যরিরত্যর্থং বর্ধমানঃ পরাক্রমৈঃ।
বল্মীকো মূলজ ইব গ্রসতে বৃক্ষমন্তিকাৎ॥ (সভা) ৫৫।১৭

—মূলে জাত বল্মীক যেমন সমস্ত বৃক্ষকে গ্রাস করে। তেমনি অল্প শত্রুও পরাক্রমে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে পুরুষকে গ্রাস করে।

জন্মের পর হতে ক্রমশঃ যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ যে রাজা সম্পদের ক্রমিক বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে সেই জ্ঞাতিগণের মধ্যে সমৃদ্ধ হয়। কারণ শক্তিই হল তৎকালীন উন্নতির হেতু।

দুর্যোধনের উপরোক্ত যুক্তির মধ্যে তাঁর পৌরুষভাব প্রকাশ পেয়েছে। কেবল মাত্র পৌরুষ প্রকাশের জন্যই কি দুর্যোধন পাণ্ডবদের ঐশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন? তাঁর পরবর্ত্তী উক্তিই প্রমাণ করে ঈর্ষাই তাঁর সব কিছুর উৎস।

নাপ্রাপ্য পাণ্ডবৈশ্বর্য্যং সংশয়ো মে ভবিষ্যতি।
অবাপ্স্যে বা শ্রিয়ং তাং হি শরিষ্যে বা হতো যুধি॥ (সভা) ৫৫।২০

—পাণ্ডবদের ঐশ্চর্য্য লাভ করতে না পারলে আমার জীবন সংশয়াকুল হবে। আমি হয় তাদের ঐশ্বর্য (শ্রী) হরণ করব অথবা নিহত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শয়ন করব।

পাণ্ডবরা নিয়তই সমৃদ্ধি লাভ করছে। কিন্তু আমাদের সমৃদ্ধি অস্থির। এরূপ অবস্থায় আমার বেঁচে থেকে কি লাভ?

অনন্তর শকুনির পরামর্শ মত দুর্যোধন পাণ্ডবদের অক্ষক্রীড়ার দ্বারা পরাজিত করার অনুমতি চাইলেন। দুর্যোধননের ব্যথা ভরা ভাষণে ধৃতরাষ্ট্রের মন নরম হলেও তিনি বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে সব স্থির করবেন বললেন। ধৃতরাষ্ট্রের নীতি বাক্য দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করতে পারল না।

প্রত্যুত্তরে দুর্যোধন বললেন, বিদুর নিঃসংশয়ে আপনার বুদ্ধিকে পরিবর্ত্তিত করবেন। কারণ তিনি পাণ্ডবদের যতটা হিত কামনা করেন, আমাদের জন্য ততটা করেন না। তিনি নানা যুক্তি দিয়ে বিদুরের সঙ্গে পরামর্শের প্রতিকূলে আবেদন জানালেন। তিনি বললেন—

নারভেতান্যসামর্থ্যাৎ পুরুষঃ কার্য্যমাত্মনঃ।
মতিসাম্যং দ্বয়োর্নাস্তি কার্য্যেষু কুরুনন্দন॥ (সভা) ৫৬।৮

—হে কুরুনন্দন, অন্যের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে কোন কাজ আরম্ভ করতে নেই। কারণ কোন কাজেই উভয়ের বুদ্ধির সাম্য থাকে না। অর্থাৎ মতের মিল হয় না।

স্বাধীন পুরুষ ভয় ত্যাগ করে নিজেকে রক্ষা করতে থাকলেও যদি কাজের উদ্যোগ না করে তবে সে বর্ষাকালীন ভিজে কাপড়ের ন্যায় এক স্থানে থেকে অবসাদ গ্রস্ত হয়। (বর্ষাসু ক্লিন্নকটবৎ তিষ্ঠন্নেবাবসীদতি।)

ন ব্যাধয়ো নাপি যমঃ প্রাপ্তুং শ্রেয়ঃ প্রতীক্ষতে।
যাবদেব ভবেৎ কল্পস্তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ (সভা) ৫৬।১০

—ব্যাধি বা যম মানুষের সুসময় (শ্রেয় প্রাপ্তি পর্যন্ত) পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। সুতরাং সামর্থ থাকতে থাকতেই ভাল কাজের অনুষ্ঠান করবে।

ধূর্ত্ত দুর্যোধন পিতার দুবল স্থানে আঘাত দিয়ে বললেন। ক্ষত্তা (বিদুর) যদি আপনাকে এই কাজ হতে নিবৃত্ত করেন তবে আমি অবশ্য মৃত্যু বরণ করব। আমি মরে গেলে আপনি বিদুরকে নিয়ে এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করে সুখী হোন। আমাকে দিয়ে আপনার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? (কিং ময়া ত্বং করিষ্যসি।)

দ্যূত ক্রীড়ায় বিদুরের অসম্মতি জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্র নানাভাবে দুর্যোধনকে দ্যূত ক্রীড়া হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করলেন। (ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র দ্রষ্টব্য।) তিনি নানা উপদেশ দিয়ে পুত্র দুর্যোধনকে বুঝাতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু দুর্যোধন দ্যূতক্রীড়াকে রাজধর্ম রূপে স্বীকার করলেন এবং এর দ্বারা বিপদও নেই বা যুদ্ধও নেই বলে ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিলেন।

দুর্বল চিত্ত পিতা ধৃতরাষ্ট্র অবশেষে পুত্র দুর্যোধনের চরম সিদ্ধান্তের কথা জেনে ভীত হয়ে পুত্রের মনে শান্তি বিধানের জন্য শিল্পীদের শতদ্বার বিশিষ্ট মনোরম সভাগৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন। যদিও এই ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সম্মতি পাননি। (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বিদুরকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে যেখানে তিনি দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও বিদুর বিদ্যমান থাকবেন, সেখানে পাপকর্ম সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে, যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বিদুরকে আদেশ দিলেন।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ পালন করলেন। যদিও বিদুর পাশা খেলার ত্রুটি যুধিষ্ঠিরকে জানালেন তবুও যুধিষ্ঠির যেহেতু পাশা খেলার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন তা প্রত্যাখ্যান তাঁর ধর্ম নয় বলে পাশা খেলার জন্য সপরিবারে মাতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন এবং সময়মত সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। (যুধিষ্ঠির চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

অতঃপর যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় তাঁর কি কি সম্পদ পণ রাখবেন তার উল্লেখ করলেন। এবং শকুনিকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কোন ধন পণ রাখবেন। তখন দুর্যোধন বললেন—আমার বহু মণি ও ধনরত্ন আছে। সে সবই আমি পণ রাখছি। আমার ধনে কোন আসক্তি নেই। তুমি দ্যূত ক্রীড়ার দ্বারা ঐ সমস্তই জয় করে নাও।

এখানে দুর্যোধনের কপট চরিত্রের আরেক দফা পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরকে ঐশ্বর্যের ঈর্ষায় তিনি এই অক্ষক্রীড়ার আয়োজন করেছেন। অথচ মুখে তিনি বলছেন ধনে তাঁর কোন আসক্তি নেই।

বিদুর পাশা খেলার বিরুদ্ধাচারণ করলে, দুর্যোধন বিদুরকে ভৎ‌সনা করে বললেন, শত্রুর যশের দ্বারা তুমি গর্ব অনুভব কর এবং সর্বদা আমাদের নিন্দা কর। যারা তোমার প্রিয় আমি তাদের জানি। যে পুরুষ নিজের ভরণ পোষণ কর্ত্তা থেকে তাঁর শত্রুদের প্রতি

অধিকতর প্রীতি প্রদর্শন করে, সে পুরুষ নিন্দনীয়। তোমার নিন্দা ও প্রশংসা বাক্য হতেই তো বোঝা যায়---কারা তোমার অধিক স্নেহ ভাজন। তোমার অন্তরের ভাব, তোমার জিহ্বা স্পষ্টই প্রকাশ করছে, তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য তোমার মনকে প্রতিকূল কর্মে প্রশ্রয় দিও না।

তোমাকে ক্রোড়ে সর্পের ন্যায় পালন করা হয়েছে। তুমি বিড়ালের ন্যায় নিজের পোষণ কর্ত্তারই অনিষ্ট করছ। মিত্র পক্ষের গোপনীয় বিষয় শত্রুর নিকট গোপন রাখবে। কিন্তু তুমি তা শত্রুর সম্মুখে প্রকাশ করছ। আমাকে সর্বদা কর্কশ বাক্য বল না। জগতে একজন ভিন্ন দ্বিতীয় কোন শাসন কর্ত্তা নেই। ভগবানই প্রকৃত শাসন কর্ত্তা। তিনি আমাকে অনুশাসন করে যে কাজে নিযুক্ত করেছেন আমি তাই করছি।

ন বাসয়েৎ পরিবর্গ্যা দ্বিষন্তং
বিশেষতঃ ক্ষত্তরহিতং মনুষ্যাম্।
স যত্রেচ্ছসি বিদুর তত্র গচ্ছ
সুসান্ত্বিতা হ্যসতী স্ত্রী জহাতি॥ (সভা) ৬৪।১১

হে ক্ষত্ত, যে শত্রুর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে এবং মিত্রকে দ্বেষ করে, বিশেষতঃ তোমার মত অহিতকারী মনুষ্যকে কখনও নিজ গৃহে বাস করাতে দেওয়া উচিত না। হে বিদুর তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। অসতী স্ত্রীকে বিশেষ ভাবে সান্ত্বনা দিলেও সে পতিকে পরিত্যাগ করে পরপুরুষকেই ভজনা করে।

এইরূপে দুর্যোধন গুরুজনকে রূঢ় ভাষায় ভৎসনা করেন ও তাঁদের সৎ পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছা মত চলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতেন না। পাণ্ডবদের নিকট বার বার পরাজয়ই তাঁকে তাঁদের প্রতি কঠোর ও ঈর্ষান্বিত করেছিল। কিন্তু অস্ত্রের জোরে তাঁদের জয় করা দেবতারও অসাধ্য জেনে কপটচারী মাতুলের কুপরামর্শে তিনি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য ও ঐশ্বর্য হরণ করবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানালেন।

যুধিষ্ঠির এক এক করে পণে সব হেরে অবশেষে দ্রৌপদীকে পাশা খেলায় পণ রাখলেন, এবং তাঁকেও অক্ষ ক্রীড়ায় হারালেন। তখন দুর্যোধন বিদুরকে বললেন, পাণ্ডবদের সম্মানিতা প্রিয়া ভার্যা দ্রৌপদীকে আনো। সে শীঘ্র এসে এই গৃহ মার্জনা করুক এবং পাপচারিণীর স্থান অন্তঃপুরে দাসীদের মধ্যে। বিদুর দুর্যোধনকে তাঁর এই ক্রূরতার জন্য তিরস্কার করলেন।

দুর্যোধন কেবল দুর্জনই নয়। শিষ্টাচার বর্জিত। গুরুজনদের প্রতি তাঁর অভদ্রোচিত ব্যবহার ক্ষমার্হ নয়।

প্রত্যুত্তরে দুর্যোধন বিদুরকে ধিক্কার দিলেন। এবং প্রতিকামীকে আদেশ করলেন তুমি দ্রৌপদীকে নিয়ে এস। পাণ্ডবদের তুমি ভয় কর না। বিদুর পাণ্ডবদের ভয়ে অন্য কথা বলছে। ইনি আমাদের সমৃদ্ধি কখনও চান না। প্রতিকামীকে দ্রৌপদী যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, কৃষ্ণার ভয়ে ভীত হয়ে সে সেই সম্বন্ধে রাজসভার সভ্যগণকে জিজ্ঞেস করলো—সে কৃষ্ণাকে কি উত্তর দেবে?

দুর্যোধন তখন দুঃশাসনকে বললেন—আমার ভৃত্য এই ভীমের ভয়ে ভীত। এ অত্যন্ত দুর্বল চিত্ত। তুমি স্বয়ং গিয়ে বল পূর্বক যাজ্ঞসেণীকে এখানে নিয়ে এসো। পরাধীন আমার শত্রুরা কি করবে? তখন দুঃশাসন ভ্রাতার আদেশ পালন করলেন। (দুঃশাসন চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

সভাস্থলে ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীকে দেখে দুর্যোধন হেসে বললেন, হে, যাজ্ঞসেনী, তুমি উদারচেতা ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি পতিদের সামনে তোমার প্রশ্ন রাখ। এঁরাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিন। এঁরা যদি তোমার জন্য যুধিষ্ঠিররের প্রভৃত্ব অস্বীকার করেন এবং তাঁদের বিনা অনুমতিতে তোমাকে পণ রাখা অবৈধ হয়েছে বলে যুধিষ্ঠিরের বাক্য মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেন, তবেই তুমি দাসীত্ব হতে মুক্তি পাবে। উপস্থিত কৌরবরা সকলেই তোমার দুঃখে দুঃখিত। কিন্তু হতভাগী তোমার পতিরা চুপ করে রয়েছে বলে কেউই কিছু বলতে পারছে না।

দুর্যোধনের এই কথায় সভাস্থ কৌরবদের মধ্যে হর্ষধ্বনি শোনা গেল, অপর পক্ষে পাণ্ডব সমর্থকরা হাহাকার শব্দে আর্ত্তনাদ করতে লাগল। ভীম ক্রোধ প্রকাশ করলেন এবং অর্জুন তাঁকে নিবৃত্ত করেন। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য।) কর্ণ ও দুর্যোধনের কটুবাক্য ভীমকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করল। তখন বিদুর কৌরবদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন তোমরা দ্যূতক্রীড়াকে অতিক্রম করে অতি কুৎসিত আচরণ করছ, এর সমূহ ফল অবশ্যি পাবে। (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য।) নানা অশুভ লক্ষণ দেখে কৌরবকুল রক্ষার্থে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে দ্রৌপদীকে সন্তুষ্ট করে বর দান করতে অনুরোধ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রও বিদুরের নির্দেশে বর দান করে যুধিষ্ঠিরকে সব রকম পণ হতে মুক্ত করে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমনে অনুমতি দিলেন। (ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

দুর্যোধন কেবল দুঃশাসন দ্বারা দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনে লাঞ্ছিতই করেননি, জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেও দ্রৌপদীকে বাম উরু প্রদর্শন করেন। তাঁর এই আচরণে সভাস্থ সকলেই লজ্জিত হয়েছিল।

দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার দুর্যোধনের নীচ হীন প্রকৃতির অন্যতম উদাহরণ। কোন রাজার নিকট হতে এমন ইতর জনোচিত ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় না।

ধনরত্নসহ পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করছেন দেখে দুঃশাসন দুঃখিত চিত্তে দুর্যোধনকে বললেন, অতিকষ্টে আমরা পাণ্ডবদের ধন সম্পত্তি লাভ করেছিলাম। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ এই সমস্ত শত্রুর হাতে পুনঃ সমর্পণ করে দিল। আপনারা এই বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন। তখন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন পুনরায় কিরূপে পাণ্ডবদের থেকে ধনসম্পদ কেড়ে নেওয়া যায় সেই অভিপ্রায়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়ে দুর্যোধন বললেন, পরাক্রমে এ পৃথিবীতে অর্জুনের সমান দ্বিতীয় কোন ধনুর্ধর নেই। অর্জুনের সঙ্গে অর্জুনই তুলনীয়। দ্বিবাহু অর্জুনের সঙ্গে একমাত্র সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের কথঞ্চিৎ তুলনা হতে পারে।

অর্জুন বহু অসাধ্য কর্ম করেছে। সুতরাং এই পৃথিবীতে বীর্যে অর্জুনের সমতুল্য পুরুষ কোথাও নেই। আমি প্রতিদিন সর্ব্বক্ষণ অর্জুনের কথা চিন্তা করে ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকি। আমি প্রতি গৃহেই যমের ন্যায় গাণ্ডীব ও তূণীরধারী অর্জুনকে দেখতে পাই। আমি অর্জুনের ভয়ে এত ভীত হয়েছি যে সম্পূর্ণ নগরকে পার্থময় দেখি। (পার্থ ভূতমিদং সর্ব্বং নগরং প্রতিভাতি মে।) আমি নির্জন স্থানেও পার্থকে দেখতে পাই, এমন কি স্বপ্নেতেও পার্থকে দেখি।

অকারাদীনি নামানি অর্জুনত্রস্ত চেতসঃ।
অশ্বাশ্চার্থা হ্যজাশ্চৈব ত্রাসং সংজয়ন্তিমে॥ (সভা) ৭৪।৫১

--অর্জুনের ভয়ে আমি এমন ত্রস্ত থাকি যে, অকারাদি নাম শুনলেই আমি ভীত হয়ে পড়ি। এমন কি অশ্ব, অর্থ ও অজ প্রভৃতি নামও আমার ত্রাস উৎপাদন করে।

আমি পার্থ ভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বীরকে ভয় করি না। সে যুদ্ধে প্রহ্লাদ বা বলিকেও বধ করতে পারে। (প্রহ্লাদং বা বলিং বাপি হন্যাদ্ধি বিজয়ো রণে।) অর্জুনই আমাদের সকলকে বিনাশ করতে পারে। আমি তার প্রভাব জানি। এজন্যই সর্ব্বদা চিন্তিত।

পুরো হি দণ্ডকারণ্যে মারীচস্য যথা ভয়ম।
ভবেদ্ রামে মহাবীর্যো তথা পার্থে ভয়ং মম॥ (সভা) ৭৪।৫৪

— পুরাকালে দণ্ডকারণ্যে রাম হতে মারীচের যেমন ভয় হচ্ছিল, পার্থ হতে আমারও তেমনি ভয় উৎপন্ন হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অর্জুনের দুর্দমনীয় শক্তির কথা তিনি জানেন। সুতরাং তার অপ্রিয় কাজ না করতে তিনি দুর্যোধনকে সাবধান করে দিলেন। তিনি তাঁকে প্রবোধ দিয়ে আরও বললেন যে ব্যক্তি পার্থের সঙ্গে ভালভাবে বাস করবে, ত্রিলোকে তার কোন শত্রু থাকবে না। সুতরাং তুমি অর্জুনের সঙ্গে সম্প্রীতির সঙ্গে বাস কর।

দুর্যোধন বললেন, পাশা খেলায় আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে কপটতা

করেছি। সুতরাং তাকে কৌশলে বিনাশ করুন। অন্য কোন প্রকারেই পার্থের হাত হতে আমাদের নিষ্কৃতি নেই।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের হত্যা করবার সঙ্কল্প হতে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত থাকতে বললেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে স্মরণ করিয়ে বললেন, পূর্ব্বে তিনি বহু কৌশল অবলম্বন করে ব্যর্থ হয়েছেন। যদি বংশের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তবে দুর্যোধন যেন অর্জুনের সঙ্গে সৌহার্দ ভাব অবলম্বন করেন।

দুর্যোধন কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, দেব পুরোহিত বিদ্বান বৃহস্পতি ইন্দ্রকে রাজনীতির উপদেশ প্রসঙ্গে যা বলছেন, আপনি বোধ হয় তা শোনেননি। তিনি বলেছেন—

সর্ব্বোপায়ৈর্নিহন্তব্যাঃ শত্রবঃ শত্রুসূদন।

পুরা যুদ্ধাদ্ বলাদ্ বাপি প্রকুর্বন্তি তবাহিতম্॥ (সভা) ৭৪।৮

—হে শত্রুসূদন, সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করে শত্রুকে নিহত করবে। নতুবা যুদ্ধ বা বল প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুরা তোমার ক্ষতি করবে।

আমরা যদি কৌশলে পাণ্ডবদের সমস্ত ধন জয় করে তা দিয়ে সব রাজাদের বশীভূত করে তাদের দ্বারা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে পারি তাহলে তাতে আমাদের ক্ষতি কি হবে?

অহীনাশীবিষান্ ক্রুদ্ধান্ নাশায় সমুপস্থিতান্।

কৃত্বা কণ্ঠে চ পৃষ্ঠে চ কঃ সমুৎস্রষ্টুমর্হতি॥ (সভা) ৭৪।১০

—বিনাশের জন্য উপস্থিত বিষধর ক্রুদ্ধ সর্প পৃষ্ঠে ও কণ্ঠে ধারণ করে কে তাদের হাত হতে ত্রাণ পেতে পারে?

অস্ত্রধারী রথারোহী ক্রুদ্ধ পাণ্ডবরা ক্রুদ্ধ সাপের ন্যায় তোমাদের সকলকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলবে। অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীর ধারণ করে কবচ পরিধান করে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে, ভীম বিশাল গদা কাঁধে রথে করে দ্রুত বের হচ্ছে—এসব আমি শুনলাম। সহদেব খড়্গ ও অর্ধ চন্দ্রকার চর্মধারণ করে এবং নকুল ও রাজা যুধিষ্ঠির

ইঙ্গিতের দ্বারা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে গমন করছেন। তারা শত্রুপক্ষীয় রথীদের সংহার করবার উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনী যোজনা করবার জন্য বের হয়েছে। আমরা যে ভাবে তাদের অপমান এবং দ্রৌপদীকে নিগৃহীত করেছি, তা তারা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। কেউ-ই তা ক্ষমা করতে পারে না।

দুর্যোধনের এ প্রকার অবাস্তব যুক্তি ধৃতরাষ্ট্রের মনে সন্ত্রাস জন্মাবার কৌশল মাত্র। এই উপায়ে তাঁদের পরবর্তী ষড়যন্ত্রে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি আদায় করা। পাঠকেরা জানেন পাণ্ডবেরা হৃত সর্বস্ব পুনঃ পেয়ে হস্তিনাপুরে ফেরার পথে মাত্র। এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গাণ্ডীবধারী অর্জুন যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হচ্ছেন বা অন্যান্য পাণ্ডবরাও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হচ্ছেন··এ সব দুর্যোধনের কল্পনা মাত্র। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এ সব অর্থহীন বাক্য জালে নিজেকে ধরা দিলেন।

দুর্যোধন বললেন বনবাসের পণে পাণ্ডবদের সঙ্গে পুনরায় পাশা খেলব। এইভাবে পাণ্ডবদের আমরা বশে আনতে পারবো। যে পাশা খেলায় হারবে, সে বার বছর মৃগচর্ম পরে বনবাস করবে এবং পরে এক বছর অর্থাৎ ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাত বাস করবে। কিন্তু অজ্ঞাতবাস কালে যদি শত্রুপক্ষ তা জানতে পারে, তবে পুনরায় বার বছর বনবাস করবে। এই পণ রেখে পুনরায় পাশা খেলা হোক। এইভাবে তাদের সমস্ত সাম্রাজ্য জয় করে বহু মিত্র সংগ্রহ করে আমরা রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হব এবং তাদের ধন রত্নের দ্বারা বলশালী বিপুল শ্রেষ্ঠ ও দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলব। যদি ত্রয়োদশ বর্ষান্তে তারা প্রত্যাগমন করে, যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করব। যদি এই পরামর্শ আপনি অনুমোদন করেন, তবে অনুমতি দিন।

দুর্যোধন যে কত ধূর্ত, নীচ ও লোভী ছিল—উপরোক্ত উক্তি তা প্রকাশ করছে।

কিন্তু দুর্বল চিত্ত ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের এই চক্রান্তের জালে পা দিয়ে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। তখন দ্রোণ, সোমদত্ত,

বাহ্লীক, কৃপ, বিদুর, অশ্বত্থামা, সঞ্জয় ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম, বিকর্ণ—এঁরা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ দ্যূতক্রীড়া হতে নিবৃত্ত হতে বললেন এবং সর্বাঙ্গ শান্তি স্থাপন করতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে দূরদর্শী হিতাকাঙ্ক্ষীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের পুনরায় পাশা খেলার জন্য আনতে আদেশ দিলেন। এমন কি গান্ধারীও ধৃতরাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। (গান্ধারী চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

সকলের নিষেধ সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে যুধিষ্ঠির পুনরায় পাশা খেলায় বসে পুনঃ পরাজিত হলেন। দুঃশাসন সেই সভায় পাণ্ডবদের উপহাস করায় ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কৌরবদের বধ করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন।

দ্যূতসভা হতে যখন পাণ্ডবরা গমন করছিলেন, তখন দুর্জন রাজা দুর্যোধন আনন্দে সিংহের ন্যায় গতি ভীমকে অনুকরণ করে নীচ ভাবে বিদ্রূপ করতে থাকেন।

একজন বয়স্ক রাজার পক্ষে এই রকম বালক সুলভ কুৎসিত আচরণ কখনো শোভনীয় নয়। দুর্যোধনের এইসব অপরিণামদর্শীতাই তাঁর পতনের কারণ।

পাণ্ডবরা বনগমন করছেন জানতে পেরে হস্তিনাপুরবাসিগণ বললেন পাপিষ্ঠ দুর্যোধন যখন দুঃশাসন ও কর্ণের পরামর্শে এই রাজ্য ভোগ করতে ইচ্ছা করছেন, তখন এই রাজ্যে আমাদের বাড়ী ঘর, কুলমান স্বজন পরিজন পর্যন্ত নিরাপদ নয়। যে রাজ্যে এই পাপিষ্ঠ রাজত্ব করতে চায়, সেই রাজ্যে কুল, ধর্ম, আচার কিছুই থাকতে পারে না।

তাঁরা দুর্যোধনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে আরও বললেন, দুর্যোধন, গুরুজনদের দ্বেষকারী, আচার ও সুহৃদজনের পরিত্যাগকারী, অর্থলোভী অভিমানী, নীচ এবং স্বভাবতঃ নির্দয়। এই দুর্যোধন যেখানকার রাজা, সেই সমগ্র ভূমণ্ডল নষ্ট হবে। সুতরাং যে স্থানে পাণ্ডবরা যাচ্ছে, চল—আমরাও সেই স্থানে যাই।

পুরবাসিগণ নিরপেক্ষভাবে দুর্যোধনের এরূপ কদর্য চরিত্র এঁকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু রাবণের প্রজাদের মনে রাবণ সম্বন্ধে এইরূপ ঘৃণা বা বিরূপ মনোভাব কখনও প্রকাশ পেতে দেখা যায়নি। রাবণের বীরত্বে তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু রাবণের চরিত্র দোষই তাঁর পতনের কারণ। এটাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাদের বা আত্মীয়দের অভিযোগ। কিন্তু দুর্যোধন চরিত্রে প্রশংসনীয় কোন গুণই দেখা যায় না।

পাণ্ডবরা বনে গমন করলে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে হিতোপদেশ দিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বিদুরকে ভৎ'সনা করেন। (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য।) দুঃখিত চিত্তে বিদুর পাণ্ডবদের অনুগমন করলেন। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

দুর্যোধন এই সংবাদ পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে ধৃতরাষ্ট্রের এই দুর্বলতা জানালেন। এবং বিদুরকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

বিদুরের বুদ্ধিতে পাণ্ডবরা যাতে পুনরায় ফিরে আসতে না পারে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে সে ভাবাপন্ন করতে তাঁদের পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বললেন, যদি পাণ্ডবরা ফিরে এসেছে দেখেন তবে তিনি অন্ন জল ত্যাগ করবেন।

বিষমুদ্বন্ধনং চৈব শস্ত্রমগ্নিপ্রবেশনম্।
করিষ্যে ন হি তান্বৃদ্ধান্ পুনর্দ্রষ্টুমিহোৎসহে॥ (বন) ৭।৬

—আমি বিষ খাব, উদ্বন্ধনে, শস্ত্রে বা অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণ ত্যাগ করব। তথাপি পাণ্ডবদের রাজ্য লাভে সমৃদ্ধ হতে দেখতে পারব না।

শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে জানালেন যে পাণ্ডবরা সত্যবাদী, সুতরাং তাঁরা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করে কারো অনুরোধে উপরোধে প্রত্যাগমন করবেন না। এমন কি ধৃতরাষ্ট্র বললেও তাঁরা ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস না করে ফিরবেন না।

কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের বাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। তখন

কর্ণ তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বনবাসী পাণ্ডবদের আক্রমণ করে দুর্যোধনকে নিরুদ্বিগ্ন করতে মনস্থ করে সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পরামর্শ দিলেন।

ব্যাসদেব তাঁদের অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে তাঁদের ঐ কাজ হতে নিবৃত্ত করলেন। এবং প্রজ্ঞা চক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এসে অন্যায় কাজ হতে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করতে ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যাসদেব অনুরোধ করলেন।

তিনি দুর্যোধন সম্বন্ধে বললেন - তোমার এই পাপাত্মা অতি মন্দ-বুদ্ধি পুত্র দুর্যোধন রাজ্যের জন্য নিত্যই ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদের বধ করতে চায় কেন? (পাণ্ডবান্ নিত্য সংক্রুদ্ধো রাজ্যহেতোর্জিঘাংসতি) যদি সে বনবাসী পাণ্ডবদের বধ করতে চায়, তবে সে নিজের প্রাণ হারাবে।

সমীক্ষা যাদৃশী হ্যস্য পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
উপেক্ষ্যমাণা সা রাজন্ মহান্তমনয়ং স্পৃশেৎ॥ (বন) ৮।৮

—ভারত, পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের যে দুষ্ট মনোভাব, তা যদি উপেক্ষা করা হয়, তবে ভবিষ্যতে তা মহা অনর্থ সৃষ্টি করবে।

তোমার এই পুত্র একা পাণ্ডবদের সঙ্গে বনে গমন করুক, যদি সে তাদের সংস্পর্শে গিয়ে তার মনোভাব পরিবর্ত্তন করতে পারে, তবেই তোমার মঙ্গল। অথবা জন্ম হতে মানুষ যে স্বভাবের অনুবর্তন করে, মৃত্যু না হলে তার পরিবর্তন হয় না।

বেদব্যাসের এই উক্তি হতেও দুর্যোধনের হীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তবু পুত্র স্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এই সুপরামর্শ না নিয়ে নিজেরই সর্বনাশ করেছেন বার বার দুর্যোধনের অন্যায় আব্দারে প্রশ্রয় দিয়ে।

কুরু পাণ্ডবের সকল শ্রদ্ধেয় হিতকাঙ্ক্ষীগণ পুনঃ পুনঃ ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর পুত্র দুর্যোধন সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করেন। কিন্তু কোন সুফল দেয়নি।

ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে সুরভি ও ইন্দ্রের উপাখ্যানের মাধ্যমে অন্ধ

পুত্রস্নেহ মুক্ত হতে বলে বললেন যদি কৌরবদের জীবিত দেখতে চাও, তবে যেন তোমার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে সামনীতি অবলম্বন করে সৎ ব্যবহার করে। ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবকে দুর্যোধনকে অনুশাসন করতে বললেন। তিনি জানালেন মৈত্রেয় ঋষি সকলের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন -- তিনিই দুর্যোধনকে ন্যায়ানুসারে অনুশাসন করবেন এই বলে ব্যাসদেব চলে গেলেন।

মৈত্রেয় মুনি ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যে বের হয়ে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি আসছেন। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র সাক্ষাতে পাণ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার সমীচিন হয়নি বলে তিনি জানালেন।

অতঃপর তিনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের শক্তির বিষয় উল্লেখ করে তাঁদের সঙ্গে বিবাদ করতে বারণ করে বললেন

কস্তান্ যুধি সমাসীত জরামরণবান্ নরঃ।
তস্য তে শম এবাস্তু পাণ্ডবৈর্ভরতর্ষভ ॥ (বন) ১০।২৭

—জরামরণশীল এমন কোন মানুষ আছে, যে নাকি পাণ্ডবদের সামনে যুদ্ধে দাঁড়াতে পারে? সুতরাং ভরত শ্রেষ্ঠ, তুমি এদের সঙ্গে ব্যবহারে সামনীতি অবলম্বন কর।

ক্রোধবশতঃ অন্যরূপ আচরণ কর না।

দুর্যোধন মুখে কিছু না বলে তাঁকে অবজ্ঞা করে সহাস্যে নিজের উরুর উপর চপেটাঘাত করতে ও চরণ দিয়ে ভূমি খনন করতে লাগলেন। তাঁর এই উদ্ধত ব্যবহারে মৈত্রেয় মুনি তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন—

ত্বদভিদ্রোহসংযুক্তং যুদ্ধমুৎপৎস্যতে মহৎ।
তত্র ভীমো গদাঘাতৈস্তবোরুং ভেৎস্যতে বলী ॥ (বন) ১০।৩৪

-- যখন পাণ্ডবদের প্রতি তোমার অনিষ্টাচারণ হতে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তখন বলবান ভীম গদাঘাতের দ্বারা তোমার ঐ উরু ভঙ্গ করবে। ভীমের প্রতিজ্ঞাও এরূপ ছিল।

Wickedness is wonderfully diligent architect of misery, and shame accompanied with terror, commotion remorse and endless perturbation—Plutarch. এর উক্তিটি দুর্যোধনের জীবনে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মৈত্রেয় মুনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু ভীমের কির্মীর রাক্ষস বধের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দুর্যোধনের চিত্তকে উদ্বিগ্ন রেখে গেলেন।

বেদাধ্যয়ননিরত তপস্বীরা বনে গিয়ে পাণ্ডবদের অবস্থা দেখে হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁদের দুঃখ কষ্টের কথা জানালেন। তাঁদের নিকট ধৃতরাষ্ট্র অর্জুনের তপস্যা ও নানা অস্ত্র লাভের সংবাদ শুনে বললেন —

স্বর্গং হি গত্বা সশরীর এব
কোন মানুষঃ পুনরাগন্তুমিচ্ছেৎ।
অন্যত্র কালোপহতাননেকান্
সমীক্ষমাণস্তু কুরূন্ মুমূর্ষূন্॥ (বন) ২৩৬।২৯

—কালের বশীভূত অসংখ্য কৌরবদের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে তাদের বধ করবার ইচ্ছা না থাকলে সশরীরে স্বর্গে গিয়ে অর্জুন ভিন্ন কোন মানুষ পুনরায় মর্তলোকে ফিরে আসতে চায়।

একান্তে কথিত ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তি শকুনি গোপনে শুনে দুর্যোধন ও কর্ণকে তা জানালেন। তাতে দুর্যোধন চিন্তিত হলেন। এই চরম দুর্দ্দিনে পাণ্ডবদের নিজেদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে দ্রৌপদীর মনে ঈর্ষা ও দুঃখানল জ্বালাবার জন্য বনে পাণ্ডবদের নিকট যাবার জন্য চতুর শকুনি ও কর্ণ দুর্যোধনকে মন্ত্রণা দিলেন।

দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনির মন্ত্রণা গ্রহণ করে এবং ঘোষ যাত্রাকে নিমিত্ত করে দ্বৈতবনে যাবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতির জন্য কর্ণ প্রভৃতি তাঁর নিকট গেলেন।

কর্ণ প্রভৃতির দ্বৈতবনে যাবার প্রস্তাবে ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হলেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের বললেন, তোমরা দর্প ও মোহে অন্ধ হয়ে কোন অপরাধ

করবে, তখন তপোবল লব্ধ পাণ্ডুপুত্রেরা তোমাদের ভস্মীভূত করে ফেলবে। শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধ দিয়ে জানালেন মৃগয়া করবার জন্য বনগমনে প্রবল ইচ্ছাও তাদের রয়েছে। তাঁরা কেবল গরুগুলি গণনার জন্যই যাচ্ছেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা তাঁদের নেই। পাণ্ডবরা যেখানে আছে সেখানে তাঁরা যাবেন না। এরূপ কপট আচরণ করে দুর্যোধনের দল ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি পেলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি পেয়ে কর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্যোধন বহু সেনা দুঃশাসন ও অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ, শকুনি এবং সহস্র সহস্র নারী পরিবৃত হয়ে দ্বৈতবন অভিমুখে রওনা হলেন। আট হাজার রথ, ত্রিশ হাজার হাতী, নয় হাজার ঘোড়া এবং অনেক হাজার পদাতিক সৈন্য দুর্যোধনের সঙ্গে গেল।

অতঃপর দুর্যোধন বনের নানা স্থানে শিবিরে বাস করে অবশেষে ঘোষ পল্লীর নিকটে গেলেন এবং সেখানে নিজ শিবির স্থাপন করলেন। তিনি সহস্র ভৃত্যকে ক্রীড়া মণ্ডপ তৈরীর আদেশ দিলেন। কিন্তু গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন পূর্বেই কুবের ভবন হতে সেখানে এসে অপ্সরা ও দেবতাদের সঙ্গে নিজের পুত্রদের সঙ্গে বিহার করবার জন্য সরোবর অবরুদ্ধ করেছিলেন। রাজানুচরগণ দুর্যোধনকে এ খবর দিলেন। দুর্যোধন তাদের গন্ধর্বদের সেখান হতে তাড়িয়ে দেবার আদেশ দিলেন। দুর্যোধনের এই ঔদ্ধত্য কৌরব-গন্ধর্বদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হলো।

পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়েও দুর্যোধন শান্তি পাননি। দুর্যোধনের ঈর্ষা-ক্লিষ্ট মন তাঁরা বনে কিরূপ দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে কালাতিপাত করছেন, তা চোখে দেখে আনন্দ পাবার দুষ্ট অভিপ্রায়ে সপরিবারে সবান্ধবে ও সদলবলে ঘোষ যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অহমিকার ফল পেতে কিছু বিলম্ব হলো না।

গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ হলো। গন্ধর্বগণের হাতে

পরাজিত হয়ে কর্ণ পলায়ন করেন। সমস্ত সৈন্যরাও কর্ণের পথ বেছে নিল। কৌরব ভ্রাতারা রাজকুল ললনাদের সঙ্গে গন্ধর্বরাজের কাছে পরাজিত ও বন্দী হলেন।

অতঃপর দুর্যোধনের অমাত্যগণ সাহায্যের জন্য দ্বৈত বনে যেখানে পাণ্ডবরা অবস্থান করছিলেন, সেখানে যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হলো। ভীম সব শুনে দুর্যোধনের অন্য কোন দুষ্ট অভিপ্রায় আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু পরিণাম তার বিপরীত হয়েছে। তিনি তাঁদের বিপদে সন্তোষ লাভ করলেন। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য।) কিন্তু যুধিষ্ঠির অন্যরূপ আচরণ করলেন। তাঁর আদেশে পাণ্ডবরা গন্ধর্বদের পরাজিত করেন। এবং জ্ঞাতিদের ও রাজমহিষীদের মুক্ত করলেন। স্ত্রী ও কুমারদের সঙ্গে কৌরবরা মহারথ পাণ্ডবদের সম্মানিত করলেন। যুধিষ্ঠির বন্ধনমুক্ত দুর্যোধনকে বললেন—এইরূপ দুঃসাহসের কাজ কখনও করো না। কারণ দুঃসাহসী লোক কখনও সুখ লাভ করে না। (ন হি সাহস কর্ত্তারঃ সুখমেধন্তি।) পূর্ব ইচ্ছানুসারে ঘরে ফিরে যাও, মনে কোন দুঃখ রেখো না।

তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পেয়ে বিকৃতেন্দ্রিয় রোগীর ন্যায় ব্যথায় বিদীর্ণমাণ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে সলজ্জভাবে নগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি দুঃখিত চিত্তে নিজ পরাভবের কথা চিন্তা করতে করতে নিজ পুরীর অভিমুখে চলতে লাগলেন। পথে প্রচুর ঘাস ও জলপূর্ণ ভূমি দেখে তিনি নিজ রথাদি ছেড়ে রমনীয় ও সুন্দর সেই ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করতে লাগলেন। দুর্যোধন একটি পালঙ্কে উপবেশন করেছিলেন এমন সময় কর্ণ এসে গন্ধর্বরাজকে পরাজিত করায় তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। (কর্ণ চরিত্রে দ্রষ্টব্য।) কর্ণের ঐ অভিনন্দন অকপট হলেও দুর্যোধনকে নিষ্ঠুর আঘাত করল।

উত্তরে দুর্যোধন বললেন, তুমি কিছু না জেনে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছ। কিন্তু বাস্তবতঃ তা ঘটেনি। সম্মুখ যুদ্ধে আমরা গন্ধর্বদের

সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করি, এবং উভয় পক্ষের বহু শত্রু নাশ হয়। কিন্তু যখন গন্ধর্বরা আকাশে উঠে মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করল, তখন খেচরদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধে সমতা রাখা গেল না। আমরা পরাজিত ও সকলে বন্দী হলাম। যখন আমাদের আকাশ মার্গে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করে কিছু অমাত্য পাণ্ডবদের শরণাগত হয়ে আমাদের বিপর্য্যয়ের ঘটনা বিবৃত করে। তাদের কথা শুনে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভাইদের প্রসন্ন করে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য আদেশ করলেন।

তখন পাণ্ডবরা গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং অর্জুন অলৌকিক অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করে গন্ধর্বদের গতি পথ রুদ্ধ করল। তখন চিত্রসেন আত্মপরিচয় দিলেন। অর্জুনের সখা চিত্রসেন। পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন ও পরস্পরের কুশল প্রশ্ন করলেন।

অতঃপর অর্জুন উচ্চহাস্য করে চিত্রসেনকে বীরোচিত এই স্পর্দ্ধা জানালেন, আপনি আমার ভাইদের মুক্ত করে দিন। পাণ্ডবরা জীবিত থাকতে অন্য কেউ এদের ধর্ষণ করতে পারবে না। তখন গন্ধর্বরাজ, তাঁকে জানালেন যে আমরা সপত্নীক পাণ্ডবদের দুর্দ্দশা দেখতে এসেছিলাম। এই কথা যখন গন্ধর্বরাজ অর্জুনকে বলছিলেন তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সেই সময় আমার ইচ্ছা হচ্ছিল পৃথিবী দ্বিখণ্ডিত হোক এবং আমি তারমধ্যে প্রবেশ করে আমার লজ্জা ঢাকি। (ভূমের্বিবরমন্বৈচ্ছং প্রবেষ্টুং ব্রীড়য়ান্বিতঃ।) তারপর গন্ধর্বরা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের নিকট এসে আমাদের কুমন্ত্রণার কথা জানান এবং সেই জন্যই তাঁরা আমাদের বন্দী করেছিলেন বলেন।

দুর্যোধন আত্মগ্লানির বর্ণনা দিতে দিতে কর্ণকে বললেন স্ত্রীদের সামনে শত্রুর নিকট পরাভূত হয়ে বন্দী হলাম। পরে শত্রু যুধিষ্ঠিরের হাতে আমাদের সমর্পণ করল। এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর কি হতে পারে ? (কিন্নু দুঃখমতঃ পরম্।)

তৈর্মোক্ষিতোঽহং দুর্বুদ্ধির্দত্তং তৈরেব জীবিতম্ ।

প্রাপ্তঃ স্যাং যদ্যহং বীর বধং তস্মিন্ মহারণে ॥ (বন) ২৪৯।৮

--যাদের আমি সর্বদাই তিরস্কার করে আসছি এবং আমি যাদের শত্রু বলে পরিগণিত, আমি দুষ্ট বুদ্ধি তা জেনেও তারাই আমাকে উদ্ধার করল ও প্রাণ দান করল।

যদি আমি গন্ধর্বদের হাতে মরতাম, আমার পক্ষে তা শ্রেয়ঃ ছিল, কিন্তু এরূপ জীবন দুর্বহ। গন্ধর্বদের হাতে মরলে পৃথিবীতে আমার যশ হত (ভবেদ্ যশঃ পৃথিব্যাং মে খ্যাতং গন্ধর্বতো বধাৎ) এবং অক্ষয় পূণ্যধাম লাভ করতাম।

অতঃপর তিনি বললেন আজ আমি যা স্থির করেছি তা শোন। আমি এখানে প্রায়োপবেশন করে মরব, তোমরা সকলে গৃহে ফিরে যাও।

ন হ্যহং সম্প্রযাস্যামি পুরং শত্রুনিরাকৃতঃ।

শত্রুমানাপহো ভূত্বা সুহৃদাং মানকৃৎ তথা॥ (বন) ২৪৯।১৩

--যে আমি শত্রুর মানহরণকারী ও সুহৃদদের মানদায়ী ছিলাম, সেই আমি শত্রুর দ্বারা অপমানিত হয়ে পুরীতে ফিরে যাব না।

সুহৃদদের দুঃখ ও শত্রুদের আনন্দ দিয়ে আমি হস্তিনাপুরে গিয়ে রাজাকে কি বলব? ভীষ্ম, দ্রোণাদি বৃদ্ধদের ও অন্যান্য সকলে আমাকে কি বলবেন এবং আমিই বা তাদের কি উত্তর দেব?

রিপূণাং শিরসি স্থিত্বা তথা বিক্রম্য চোরসি।

আত্মদোষাৎ পরিভ্রষ্টঃ কথং বক্ষ্যামি তানহম্॥ (বন) ২৪৯।১৭

—পরাক্রম প্রকাশ করে শত্রুদের মস্তক ও বক্ষের উপর দাঁড়িয়ে আমি নিজ দোষে নীচে পড়েছি, সুতরাং আমি তাদের কি উত্তর দেব?

দুর্বিনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব চ।

তিষ্ঠান্তি ন চিরং ভদ্রে যথাহং মদগর্বিতঃ॥ (বন) ২৪৯।১৮

-- দুর্বিনীত ব্যক্তি শ্রী বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করে দীর্ঘকাল সৎ পথে থাকতে পারে না। মদ গর্বিত যেমন আমি।

উপরোক্ত ঘটনাটি **Tillotson** এর একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় —**Was ever any wicked man free from the stings of a guilty conscience from a secret dread of the divine displeasure and of the vengence of another world ?**

স্বভাবতঃ দুষ্ট হলেও কবি দুর্যোধনকে একেবারে বিবেক বর্জিত করে আঁকেন নি। দুষ্কর্ম করলেও দুষ্কৃতকারীরা বিবেকের দংশন হতে বিমুক্ত নয়। ভগবানের বিমুখতা ও পরবর্ত্তী জীবনে প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে সতত এক দারুণ ভয় জাগায়।

এখানে দুর্যোধন বিবেকের দংশন অনুভব করলেও তা ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণিকের মাত্র।

দুর্যোধন আক্ষেপ করে আরও বললেন এই দুষ্কর্ম করা আমার উচিত হয়নি। মোহযুক্ত দুর্বুদ্ধি বশতঃই এইরূপ দুষ্কর্ম করেছি, এবং সেই জন্যই আজ গন্ধর্বদের দ্বারা আমার জীবন সংশয় হয়েছে। সুতরাং আমি প্রায়োপবেশন করব। আমি আর প্রাণ রাখতে চাই না। শত্রুরা যার প্রাণ বাঁচিয়েছে, এমন অবস্থায় কোন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ বেঁচে থাকতে চায়? (চেতয়ানো হি কো জীবেৎ কৃচ্ছ্রাচ্ছত্রুভিরুদ্ধৃতঃ)।

শত্রুরা আমার অবস্থা দেখে হাসছে। আমার নিজ পৌরুষের অভিমান ছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে সেই পৌরুষ লাঞ্ছিত ও অপমানিত। পাণ্ডবরা বিক্রম প্রকাশ করে আমাকে রক্ষা করেছে, তাদের চোখে আমি আজ তুচ্ছ।

এইখানে রাবণ ও দুর্যোধন চরিত্রে এক বিরাট বৈষম্য দেখা যায়। রাবণ যথার্থই বীর এবং কখনও তাঁকে কারো অনুগ্রহ লাভ করে বেঁচে থাকতে হয়নি। কিন্তু দুর্যোধন যদিও তেমন বীর নন, তথাপি বীরত্বের এক অচল অহমিকা তাঁর জীবনের সকল দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী।

অতঃপর দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন, আমি তোমাকে রাজ্যে

অভিষিক্ত করছি। তুমি তা স্বীকার করে রাজা হও এবং কর্ণ ও শকুনির দ্বারা পরিচালিত এই পৃথিবীকে শাসন কর। বৃত্রাসুরনাশী ইন্দ্র যেমন মরুদদের পালন করেন, তুমিও তেমনি ভ্রাতাদের পালন কর এবং দেবতারা যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তেমনি আত্মীয়গণ তোমাকে আশ্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করুন, প্রমাদশূন্য হয়ে সর্বদা ব্রাহ্মণদের জীবিকার ব্যবস্থা করবে, এবং বন্ধু ও সুহৃদদের তুমিই একমাত্র গতি হয়ে অবস্থান কর। বিষ্ণু যেমন দেবতাদের উপর কৃপা দৃষ্টি রাখেন, তেমনি তুমি জ্ঞাতিদের সর্ব প্রকারে লক্ষ্য রাখবে এবং গুরুজনদের পালন করবে। তুমি সুহৃদদের আনন্দ বর্দ্ধন, শত্রুদের তিরস্কার করে এই পৃথিবী পালন কর। দুঃশাসনকে এই উপদেশ দিয়ে দুর্যোধন দুঃশাসনকে আলিঙ্গন করে যাবার অনুমতি দিলেন। প্রকাণ্ড এ অমর গ্রন্থে এই একটি মাত্র জায়গায় দুর্যোধন ধীর, স্থির ও প্রাজ্ঞ বলে পাঠকদের বিস্মিত করেন।

দুর্যোধনের দুঃশাসনের প্রতি এই উপদেশ হতে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে তিনি যথার্থই বিচক্ষণ নৃপতি ছিলেন। তাই কার প্রতি কিরূপ আচরণ করে কাকে কিভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হবে— তিনি সেইসব কৌশল জানতেন বলেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এত আত্মীয় পরিজন ও রাজার সাহায্য পেয়েছিলেন। এমন কি নকুল সহদেবের মাতুল শল্যরাজাও দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যেহেতু তিনি রাজা শল্যকে প্রথমে সেবা করে তাঁর থেকে বর পেয়েছিলেন।

দুঃশাসন দুর্যোধনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। (দুঃশাসন চরিত্র দ্রষ্টব্য) কর্ণের প্রবোধ দানের পরও (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) দুর্যোধন প্রায়োপবেশন সঙ্কল্পে অটল। অতঃপর শকুনিও দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু তাতেও তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন।

দেবতাদের দ্বারা পরাজিত হয়ে দৈত্য দানবরা পাতালে বাস করছিল। দুর্যোধনের প্রায়োপবেশনের ফলে তাদের স্বার্থের সমূহ

ক্ষতি হবে জেনে তারা এক যজ্ঞ করল। সেই যজ্ঞ হতে কৃত্যা উত্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল কি করতে হবে। দৈত্যদের নির্দেশে কৃত্যা নিমেষের মধ্যে দুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে এল।

তখন দানবেরা দুর্যোধনকে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বললে, আমরা তপস্যা করে মহেশ্বরের নিকট হতে আপনাকে লাভ করেছি। আপনার শরীরের উর্দ্ধভাগ অর্থাৎ নাভি হতে মস্তক পর্যন্ত বজ্র দ্বারা নির্মিত। সুতরাং অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা অভেদ্য। তেমনি পার্বতী দেবী আপনার শরীরের নিম্নভাগ অর্থাৎ নাভির নিম্নাংশ পুষ্পের ন্যায় কোমল করে নির্মাণ করেছেন, যাতে রমণীরা আপনার প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে ভগবান শঙ্কর ও পার্বতী উভয় মিলে আপনার শরীর নির্মাণ করেছেন। আপনি মানুষ নন, দিব্য পুরুষ, ভগদত্ত প্রভৃতি বীর ক্ষত্রিয় রাজারা দিব্যাস্ত্র বেত্তা ও মহাশক্তিশালী। তাঁরাই আপনার শত্রুদের বধ করবেন। আপনার কোন ভয় নেই। আপনাকে সাহায্য করবার জন্যই দানবগণ ক্ষত্রিয় রাজারূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। (সাহায্যার্থং চ তে বীরাঃ সম্ভূতা ভুবি দানবাঃ)। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির শরীরেও অন্য অসুররা প্রবেশ করবে। তাদের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে তাঁরা দয়া মায়া ত্যাগ করে আপনার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

তারা দুর্যোধনকে অভয় দিয়ে আরও বললে যে অর্জুনের ভয়ে তিনি ভীত, সেই অর্জুনকে বধ করবার জন্য

হতস্য নরকস্যাত্মা কর্ণমূর্ত্তিমুপাশ্রিতঃ।

তদ্ বৈরং সংস্মরন্ বীর যোৎস্যতে কেশর্বাজুনৌ॥ (বন) ২৫২।২০

—কৃষ্ণের হস্তে নিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণ রূপ ধারণ করেছে। পূর্ব শত্রুতা মনে করে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

ইন্দ্র অর্জুনের রক্ষার জন্য কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ ছদ্মবেশে অপহরণ করবেন। এইজন্য আমরাও এক লাখ দৈত্যকে এই কর্মে নিযুক্ত রাখছি। যারা সংশপ্তক নামে বিখ্যাত, তারাই অর্জুনকে

বধ করবে। সুতরাং আপনি শোক করবেন না। আপনি নিষ্কণ্টক এই পৃথিবী ভোগ করবেন। এই বলে দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে দানবশ্রেষ্ঠরা দুর্যোধনদের জয় কামনা করে তাঁকে বিদায় দিলেন এবং তাঁর বুদ্ধির স্থিরতা আনলেন। অতঃপর সেই কৃত্যাই পুনরায় দুর্যোধনকে সেইখানে নিয়ে গেল, যেখানে তিনি প্রায়োপবেশন সঙ্কল্প করেছিলেন। তারপর কৃত্যা তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁর আজ্ঞানুসারে সেই স্থানেই অন্তর্ধান হলেন।

উপরোক্ত ঘটনা হতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য দুর্যোধনের দুর্মতির জন্য তাঁকে কতটা দায়ী করা যায় তা বিচার্য। দুর্যোধনের জীবনটি দ্বৈত কর্ম করবার জন্যই যেন সৃষ্টি হয়েছিল। প্রারম্ভেই আমরা দেখছি পৃথিবীর ভার মুক্ত করবার জন্য স্বয়ং কলি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জন্মেছেন। আবার দেখা যাচ্ছে দেবতাদের পরাজিত করবার জন্য দানবদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবার জন্যই তাঁর জন্ম। তিনি দানবদের, পাণ্ডবরা দেবতাদের অবলম্বন। যেখানে দুর্যোধনের জন্মের পূর্বেই তাঁর কর্ম নির্দ্ধারিত করা রয়েছে--সেখানে তাঁর শুভবুদ্ধি সর্বদা অশুভ মেঘের দ্বারা আবৃত থেকে বারংবার অন্যায়, অধর্ম, দুষ্ট কর্মে তাঁকে প্রবৃত্ত করেছে।

এইখানে রাবণের সঙ্গে দুর্যোধনের বৈষম্য লক্ষণীয়। রাবণকে দেবতারা ক্ষমতাশালী করেছিলেন। দেবতাদের আশীর্বাদে শক্তি-মদে মত্ত হয়ে রাবণ যত্র তত্র সেই শক্তির যে অপব্যবহার করেছিলেন, তার জন্যই স্বয়ং বিষ্ণুকে রাম রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কিন্তু দুর্যোধনকে দিয়ে নানা প্রকারে দুষ্কর্ম করিয়ে দানবকুল ধ্বংস করা বা পৃথিবীর ভার লাঘব করার অভিপ্রায়ে দুর্যোধনের জন্ম। এই ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই দুর্যোধন পাঠকের সহানুভূতি দাবী করতে পারেন।

কৃত্যা চলে গেলে রাজা দুর্যোধন রাত্রির সমস্ত ব্যাপার স্বপ্ন বলে মনে করলেন। এবং পাণ্ডবদের যুদ্ধে অবশ্যই পরাজিত করবেন এই দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের মনে উদয় হল। তিনি দানবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের কথা বা স্বপ্নের কথা সকলের নিকট গোপন রাখলেন।

প্রত্যুষে কর্ণ দুর্যোধনকে পুনরায় অনুরোধ করে জানান আত্মহত্যার দ্বারা শত্রুকে জয় করা যায় না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করবেন। তখন দুর্যোধন হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করলেন।

অতঃপর ভীষ্ম কর্ণের নিন্দা করে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করবার পরামর্শ দেন। দুর্যোধন অবজ্ঞা ভরে অন্যত্র চলে গেলেন। কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতিও তাঁর অনুসরণ করলেন। তিনি পুনরায় ফিরে এসে মন্ত্রিদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন কি কাজ করলে তাঁদের ভাল হবে? কি কাজ তাঁদের অবশিষ্ট আছে? এইসব পরামর্শ করলেন। কর্ণ ক্ষোভপূর্ণ উক্তি করে দিগ্‌বিজয়ে যাবার প্রস্তাব করেন। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

কর্ণের কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে রাজা দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, তোমার মত মহাশক্তিশালী যে আমার হিতকারী এজন্য আমি নিজেকে ধন্য ও অনুগৃহীত মনে করছি। যদি তোমার এই বিশ্বাস যে তুমি সকলকে জয় করতে সমর্থ হবে, তাহলে দিগ্বিজয়ের জন্য যাত্রা কর। তার জন্য কি করতে হবে, তা আমাকে বল। অতঃপর কর্ণ সমগ্র পৃথিবী জয় করে প্রত্যাগমন করলেন। হস্তিনাপুরে তাঁর অভ্যর্থনা করা হয়। কর্ণ দুর্যোধনকে জানালেন তিনি দুর্যোধনের জন্য পৃথিবী নিষ্কণ্টক করেছেন। তিনি এখন ইন্দ্রের ন্যায় এই পৃথিবী পালন করতে পারেন।

উত্তরে দুর্যোধন বললেন, তুমি যার সহায় তার এ জগৎ দুর্লভ নয়। আমার একটা অভিপ্রায় আছে, তা তুমি যথাযথ ভাবে শোন:

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখে আমারও সেইরূপ একটি যজ্ঞ করবার ইচ্ছা হয়েছে। তুমি তা সম্পন্ন করতে সহায়তা কর। রাজা দুর্যোধনের এই কথা শুনে কর্ণ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন দুর্যোধন পুরোহিতকে ডাকিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করতে বলেন। কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ পুরোহিত তাঁকে

জানালেন, যুধিষ্ঠির জীবিত থাকাকালীন আপনার কুলে আর কেউ এই রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবে না। বিশেষতঃ আপনার পিতা জীবিত থাকাকালীন এই যজ্ঞ আপনার পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু রাজসূয়ের যজ্ঞের ন্যায় আর একটি মহাযজ্ঞ আছে। (অস্তি ত্বন্যন্মহৎ সত্রং রাজসূয়সমং প্রভো।) আপনি আমার কথানুসারে তারই অনুষ্ঠান করুন। যে সব রাজা আপনার কর দাতা তাঁদের সুবর্ণ আভরণ ও সুবর্ণ কর দিতে বলুন। আপনি ঐ সুবর্ণের দ্বারা একটা লাঙ্গল নির্মাণ করুন। সেই লাঙ্গলের দ্বারা আপনি যজ্ঞ ভূমি কর্ষণ করুন। এই যজ্ঞ ভূমি সকলের জন্যই অবারিত থাকবে। এর নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ। যার অনুষ্ঠান করা সৎপুরুষদের কর্ত্তব্য। এই যজ্ঞ পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু ভিন্ন আর কেউ আজও করেনি।

পুরোহিতের কথা শুনে দুর্যোধন কর্ণ, শকুনি ও ভ্রাতাদের বললেন, ব্রাহ্মণদের এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। যদি তোমাদের রুচিকর হয়, তবে শীঘ্র চল—বিলম্ব কর না। রাজা এই কথা বললে তখন সকলেই 'তাই হোক'—এই বলে সমর্থন জানালো।

বৈষ্ণব যজ্ঞ আরম্ভ করবার সব উদ্যোগ শেষ হয়েছে শুনে দুর্যোধন বৈষ্ণব যজ্ঞ আরম্ভ করবার অনুমতি দিলেন। দুর্যোধন যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ এবং গান্ধারী এঁরা সকলেই এই যজ্ঞের আয়োজনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

অতঃপর রাজা ও ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করবার জন্য দ্রুতগামী দূতদের পাঠালেন। তখন গমনোদ্যত একজন দূতকে দুঃশাসন বললেন, তুমি শীঘ্র দ্বৈত বনে যাও। সেখানে পাপী পাণ্ডবদের এবং সেখানকার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে এস।

সেই দূত পাণ্ডবদের বৈষ্ণব যজ্ঞে যোগদান করবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালে যুধিষ্ঠির বললেন, এটা খুব সৌভাগ্যের কথা যে দুর্যোধন পূর্ব-পুরুষের কীর্ত্তিবর্দ্ধক এই ক্রতুশ্রেষ্ঠের দ্বারা ভগবানের পূজা করছে।

আমরা ঐ যজ্ঞে অবিশ্যিই যেতাম, কিন্তু এখন যেতে পারবো না। কারণ ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাসের প্রতিজ্ঞা আমাদের পালন করতে হবে। (সময়ঃ পরিপাল্যো নো যাবদ্ বর্ষং ত্রয়োদশম্।)

অনন্তর বিভিন্ন দেশের অনেক রাজা ও ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে বিদুর আনন্দের সঙ্গে ভক্ষ্য, পেয়, অন্ন ও পানীয়, সুগন্ধি মাল্য এবং বস্ত্র সমূহের দ্বারা যথাবিধি সকলকে সন্তুষ্ট করলেন। দুর্যোধন শাস্ত্রানুসারে সকলের বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ করে সকলকে প্রচুর ধন দান করে সান্ত্বনা প্রদান করে যজ্ঞ শেষে সহস্র সহস্র রাজা ও ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। এইরূপে সকলকে বিদায় দিয়ে দুর্যোধন যজ্ঞ শেষে ভ্রাতাদের, কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে যজ্ঞবাট্ হতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন।

যজ্ঞ সমাপান্তে প্রজাবৃন্দের কেউ কেউ বলল, সৌভাগ্যবশতঃ আপনার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। কোন কোন লোক রাজাকে বলল আপনার এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের মত হয়নি। আবার কিছু বাতিকগ্রস্ত লোক দুর্যোধনকে বলল, আপনার এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ষোড়শ ভাগের এক ভাগও নয়। কিন্তু তাঁর সুহৃদরা বলল, আপনার এই যজ্ঞ সকলকে অতিক্রম করেছে। নহুষ, যযাতি, মান্ধাতা ও ভরত এই যজ্ঞ করে স্বর্গে গেছেন। এইসব কথা শুনে রাজা দুর্যোধন পুরীতে প্রবেশ করলেন এবং নিজ প্রাসাদে গিয়ে গুরুজনদের প্রণাম করলেন। কর্ণ তখন বললেন, সৌভাগ্যবশতঃ আপনার এই মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। যুদ্ধে পাণ্ডবদের বধের পর যখন আপনি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করবেন, তখন আমি পুনরায় আপনাকে এইরূপ অভিনন্দন জানাব। উত্তরে দুর্যোধন বললেন

সত্যমেতং ত্বয়োক্তং হি পাণ্ডবেষু দুরাত্মসু।
নিহতেষু নরশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তে চাপি মহাক্রতৌ॥ (বন) ২৫৭।১২

—তোমার এই কথা সত্য। নরশ্রেষ্ঠ, দুরাত্মা পাণ্ডবদের নিধনের পর

যখন আমি রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করব, তখন তুমি পুনরায় এইরূপে অভিনন্দিত করবে।

দুর্যোধন যে প্রকৃতিগত দুর্জন ছিলেন, এটাই তার প্রমাণ। যে পাণ্ডবরা তাঁকে সপরিবার, সবান্ধব, সদল বলে চিত্রসেন দ্বারা বন্দী দশার থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাঁদের এই উপকারের প্রতিদানে তাঁদের হত্যার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে **Rome** এর **Orator Marcus Tullius Cicero** এর একটি উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক **There is wickedness in the intention of wickedness even though it be not perpetrated in the act.**

কর্ণ তখন অর্জুন বধের জন্য প্রতিজ্ঞা (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য করলেন। দূত মুখে এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন।

এদিকে দুর্যোধন ভ্রাতাদের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি বীরদের এবং কর্ণের সঙ্গে মিলে আনন্দে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। দুর্যোধন অধীন রাজাদের প্রিয় কাজ করতে লাগলেন এবং ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ব্রাহ্মণদের সম্মান করতে লাগলেন। দান ও ভোগ ধনের এই দুই ফল এটা নিশ্চিত জেনে দুর্যোধন ভ্রাতাদের প্রিয় কাজ করতে লাগলেন। (নিশ্চিত্য মনসা বীরো দত্তভুক্তফলং ধনম্।)

বনে পাণ্ডবরা মুনি ঋষি সঙ্গ পেয়ে পবিত্র ধর্ম আলোচনায় দিনপাত করছিলেন এবং দ্রৌপদীর ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য দত্ত অক্ষয় অন্ন পাত্রের প্রভাবে অন্নের জন্য সমাগত ব্রাহ্মণদের অন্ন দ্বারা তৃপ্ত করে আনন্দে কাল যাপন করছিলেন। পাণ্ডবরা বনে আনন্দে বাস করছেন জেনে কর্ণ দুঃশাসন ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে যখন নানাভাবে পাণ্ডবদের সঙ্কটে ফেলবার চিন্তা করছিলেন, তখন দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্বাসা মুনি দুর্যোধন সকাশে আসলেন। দুর্যোধন অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁকে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। দুর্যোধন স্বয়ং ভৃত্যের ন্যায় বিধি অনুসারে

তাঁর পূজা করলেন, তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মুনিবর কয়েকদিন সেখানে কাটালেন। দুর্যোধন দুর্বাসার শাপের ভয়ে এবং এক দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য দিবারাত্র অনলস ভাবে তাঁর পরিচর্য্যা করলেন। মুনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর আহারের পর আপনি সশিষ্য যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করুন, এটাই আমার প্রার্থনা।

তোমার প্রীতি সম্পাদনের জন্য আমি তাই করব বলে দুর্বাসা যে পথে এসেছিলেন, সেই পথেই চলে গেলেন।

দুর্যোধনের এই বর প্রার্থনার মধ্যে তাঁর হীন ও কূট মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অর্বাক্শ্রুই এই রীতিই সাধারণ যে শত্রুকে উৎপীড়ন করবার জন্য সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করবে। কারণ তাঁর জানা ছিল যে দ্রৌপদীর আহারের পর সূর্য প্রদত্ত তাম্রস্থালী দ্রৌপদীর অতিথি সৎকারে সহায়তা করে না। সে সময় কোপন স্বভাব দূর্বাসা আতিথ্য চেয়ে বিফল হলে তাঁদের অভিশাপ দিলে সে অভিশাপে পাণ্ডবদের অধিকতর দুঃখ হবে। পাণ্ডবগণ তাদের এ রকম দুঃখের দিনে অন্য এক নতুন দুঃখের বলি হন তা দুর্যোধনের আনন্দের বিষয়।

পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হলে পর, দুর্যোধন নানা দেশে পাণ্ডবরা কিভাবে অজ্ঞাতবাস করছে, তা জানবার জন্য চর নিয়োগ করেছিলেন। কারণ এই অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে যদি তাঁরা অবগত হতে পারেন, তবে পাণ্ডবদের পুনরায় বার বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে।

এদিকে দুর্যোধনের প্রেরিত চরের দল বহু রাজ্য, বহু নগর, গঞ্জ খুঁজে খুঁজে এবং যত দেশের কথা জানা আছে ও যত দেশ দেখা গেছে সমস্তই অনুসন্ধান করে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে জানালো কোথাও পাণ্ডবদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়ত তারা জীবিত নেই। আমরা পাণ্ডবদের সারথিদের সন্ধান করে জানতে পেরেছি যে

তারা একাই দ্বারকায় গেছে। দ্রৌপদী বা পঞ্চপাণ্ডব নেই। চররা দুর্যোধনের পরবর্ত্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা করল। তারা আর একটি সুসংবাদ পরিবেশন করলো যে মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি মহাবীর কীচক যে প্রবল পরাক্রমে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় রাজাদের নিহত করেছিল, সেই কীচক ভ্রাতাদের সঙ্গে রাত্রে অদৃশ্য গন্ধর্বদের হাতে নিহত হয়েছে।

গুপ্তচর মারফৎ পাণ্ডবদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পেয়ে দুর্যোধন সভাসদ্‌দের বললেন—

সুদুঃখা খলু কার্য্যাণাং গতির্বিজ্ঞাতুমন্ততঃ।

তস্মাৎ সর্বে নিরীক্ষধ্বং ক নু তে পাণ্ডবা গতাঃ॥ (বি) ২৬।২

—কাজের পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত বুঝে উঠা কষ্টকর। সুতরাং আপনারা সকলে পর্য্যালোচনা করে দেখুন, পাণ্ডবদের কোথায় যাওয়া সম্ভব ?

এই ত্রয়োদশ বৎসরে তাদের অজ্ঞাতবাসের কাল বেশীর ভাগই অতিবাহিত হয়েছে। শেষ ভাগের আর স্বল্প কালই অবশিষ্ট আছে। এই বর্ষের অবশিষ্টাংশ যদি পাণ্ডবরা আত্মগোপনে সক্ষম হয়, তাহলে সত্যপরায়ণ পাণ্ডবদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। তারা সকলেই হস্তীর ন্যায় বলবান। তারা ক্রুদ্ধ হলে কৌরবদের পক্ষে দুঃখদায়ক হবে। তারা সকলেই সময়জ্ঞ, তারা দুর্জয় বেশ ধারণ করে রয়েছে। সুতরাং পাণ্ডবরা যাতে ক্রোধ দমন করে পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয় এবং যাতে রাজ্য নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব ও একান্ত ভাবে বিনাশ সম্ভাবনাশূন্য হয়ে চিরস্থায়ী হয়, সেই ভাবে অতি সত্বর তাদের সংবাদ লাভ করতে ইচ্ছা করুন।

কর্ণ পুনরায় পাণ্ডবদের অনুসন্ধানে চরদের পাঠাবার উপদেশ দিলেন। দুঃশাসন বিশ্বস্ত চরদের অগ্রিম পারিশ্রমিক দিয়ে পুনরায় অনুসন্ধানের জন্য পাঠাবার জন্য বললেন। দুঃশাসন বললেন হয়ত তারা প্রচ্ছন্ন ভাবে সমুদ্রের পরপারে চলে গেছে কিংবা হয়ত পাণ্ডবদের মহারণ্যে হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলেছে অথবা কোন বিপদে পড়ে

চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়েছে। (অথবা বিষমং প্রাপ্য বিনষ্টা শাশ্বতীঃ সমাঃ।)

আচার্য্য দ্রোণের ধারণা অন্য রূপ। তিনি বললেন এইসব ব্যক্তিরা (পাণ্ডবরা) বিনাশ প্রাপ্ত হয় না বা পরাভব স্বীকার করে না। বর্ত্তমানে যা অবিলম্বে করণীয়, তা উত্তম রূপে চিন্তা করে শীঘ্র সম্পন্ন কর। সর্ব বিষয়ে ধৈর্যশীল এই পাণ্ডবদের বাসস্থান বিষয়ে চিন্তা কর। এই বীররা দুর্জয়, তপোবল আবৃত। তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন। (দুর্জ্ঞেয়াঃ খলু শূরাস্তে দুরাপাস্তপসা বৃতাঃ।) বিশেষ ভাবে বুদ্ধি বিবেচনা করে কাজ কর। ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ বা যারা তাদের জানে এইরূপ চর ও অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা পুনরায় অন্বেষণ কর। (দ্রোণ চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যকে সমর্থন করে বললেন, পাণ্ডবরা ধর্মবলে ও বীর্যবলে সুরক্ষিত। তাদের মৃত্যু ঘটতে পারে না। অতঃপর তিনি যুধিষ্টিরের চরিত্রের বৈশিষ্ট বর্ণনা করে পাণ্ডবরা যেস্থানে থাকবেন, সেই দেশ কিরূপ হবে তার বর্ণনা দিয়ে (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য) বললেন আমাকে যদি শ্রদ্ধা কর, তবে এইরূপ ভাবে চিন্তা কর যা করলে ভাল হবে মনে কর, সত্বর তার ব্যবস্থা কর।

কৃপাচার্য্য ভীষ্মের অভিমত সমর্থন করে চরদের পাণ্ডবদের অনুসন্ধানে পাঠাতে বললেন। সময় উপস্থিত হলে পাণ্ডবদের আবির্ভাব হবে এতে সংশয় নেই। অমিততেজা মহাবলশালী অত্যন্ত অধ্যবসায় ও উৎসাহ সম্পন্ন পাণ্ডবরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবে। সুতরাং সৈন্য, কোষ ও নীতি এই তিনেরই ব্যবস্থা অবলম্বন কর—যাতে সময় হলেই তাদের সঙ্গে উপযুক্ত ভাবে মিলিত হতে পারি। প্রবল বা দুর্বল সমস্ত মিত্রের মধ্যেও নিজের শক্তির পরিমাণ নিজ বুদ্ধি দ্বারা নিরূপণ করা প্রয়োজন। তিনি যুদ্ধ বিষয়ে আরও বহুবিধ উপদেশাদি দিয়ে বললেন এইভাবে স্বধর্মানুসারে যথাকালে সমস্ত কর্ত্তব্য বিষয় বিশেষ ভাবে নিশ্চিত করে নিলে চিরদিনের জন্য সুখী হওয়া যায়।

দুর্যোধন বললেন, সম্প্রতি জগতে মানব, দৈত্য ও রাক্ষস সমন্বিত মনুষ্যলোকে দৈহিক সারবত্তা, প্রাণশক্তি, ধৈর্য ও বাহুবলে চারজন প্রাণীর মধ্যে সর্বোত্তম ইন্দ্রের ন্যায় বলবান যাঁরা, তাঁদের সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁরা বল ও পৌরুষে পরিপূর্ণ। তাঁদের বল ও প্রাণ শক্তি সর্বদাই সমান---তাঁরা হলেন বলরাম, ভীষ্ম, শল্যরাজা ও কীচক। পঞ্চম অন্য কোন শক্তিশালী লোকের কথা শোনা যায় না। এই বিশ্বাসে আমি ভীমকে চিনতে পারছি।

আমার স্পষ্টই মনে হচ্ছে পাণ্ডবরা জীবিত আছে। ভীমই সৈরন্ধ্রী রূপী দ্রৌপদীর জন্য রাত্রে গন্ধর্বের নামে কীচককে বধ করেছে। ভীম ভিন্ন আর কে নিজ বলে কীচককে হত্যা করতে সমর্থ? (কো হি শক্তঃ পরো ভীমাৎ কীচকং হন্তুমোজসা।) তাছাড়া অস্ত্র ছাড়া কেবল বাহুবলে চূর্ণ করতে পারে আর কে আছে? অত শীঘ্র চর্ম, অস্থি, মাংস চূর্ণ করা—ছদ্মবেশী ভীমেরই কাজ। নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর জন্য ভীম, গন্ধর্বের নামে সূতপুত্র কীচকদের বধ করেছে এতে সংশয় নেই। (গন্ধর্বব্যপদেশেন হতা যুধি ন সংশয়ঃ।)

দুর্যোধন আরও বললেন পিতামহ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের অধিষ্ঠিত দেশের ও তার জনগণের যে সমস্ত গুণের কথা বলেছেন মৎস্য রাষ্ট্রের ঐরূপ গুণের সংবাদও আমি বহুবার শুনেছি। মনে হয় বিরাট নগরেই পাণ্ডবরা প্রচ্ছন্নভাবে বিহার করছে। সে দিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক্। মৎস্য রাজাকে আক্রমণ করব এবং তাঁর গোধন হরণ করব। গোধন হরণ করলে যে যুদ্ধ বাধবে পাণ্ডবেরা নিশ্চয় তাতে যোগ দেবে। সময় পূর্ণ হবার পূর্বেই যদি আমরা পাণ্ডবদের দেখতে পাই, তাহলে তাদের পুনরায় আরও দ্বাদশ বৎসরের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করতে হবে। এ পথে আমাদের কোষবৃদ্ধি হবে এবং শত্রু নিধনও হবে। মৎস্যরাজ আমার প্রতি অবজ্ঞা করে বলে থাকে যে, যে ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূর্বে পালিত হয়েছে, সে কি করে দুর্যোধনের দলভুক্ত হতে পারে? এরূপ স্থির করে দুর্যোধন মৎস্যরাজের

গো-ধন হরণ করবার জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি মহাবীরদের নিয়ে যাত্রা করেন। উত্তরের রথে অর্জুনের ধ্বজের আগমন, অর্জুনের শঙ্খ-ধ্বনি, দ্রোণ দুর্লক্ষণ সমূহ বর্ণনা করে দুর্যোধনকে জানালেন—আমাদের অশুভ সময় আগত। প্রজ্বলিত উল্কাগুলি তোমার সেনার ক্লেশোৎপাদন করছে, বাহনগুলি বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে যেন রোদন করছে। গৃধ্রগুলি তোমার সৈন্যের চারিদিকে আশ্রয় নিয়েছে। তুমি সেনাকে অর্জুনের বাণে আহত দেখে দুঃখিত হবে। তোমার সৈন্য পরাজিত হবে, কেহই যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত যোদ্ধা নিরুৎসাহ, অধিকাংশেরই মুখ বিবর্ণ হয়েছে। গরুগুলিকে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা যোদ্ধারা ব্যূহ রচনা করে সৈন্য সজ্জিত করে অপেক্ষা করি।

দুর্যোধন রণক্ষেত্রে রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহারথ কৃপকে বললেন আমি এবং কর্ণ বার বার বলছি এবং আবারও বলছি পরাজিত হলে পাণ্ডবরা পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর কোন দেশে অজ্ঞাতবাস করবে—এটাই ছিল আমাদের সঙ্গে পণ, তাদের ত্রয়োদশ বৎসর এখনো উত্তীর্ণ হয়নি। অজ্ঞাতবাস কাল চলছে, অথচ অর্জুন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হচ্ছে। নির্বাসন শেষ হবার পূর্বেই যদি অর্জুন এসে থাকে, তবে পাণ্ডবরা পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হবে। রাজ্যলোভে হয়ত তারা এটা বুঝতে পারেনি বা আপনাদেরই ভুল হয়েছে। ভীষ্মদেব তা জানতে পারেন।

উত্তরের সন্ধানকারী ও যুদ্ধাভিলাষী মৎস্য সেনার পক্ষ নিয়ে অর্জুন যদি উপস্থিত হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কার অপরাধ করলাম? (যদি বীভৎসুরায়াতিস্তদা কস্যাপরাধ্নুমঃ।) কারণ ত্রিগর্ত্ত অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য আমরা এসেছি। অষ্টমীর দিন সূর্যোদয়কালে আমাদের এই গোধনগুলি হরণ করবার সঙ্কল্প ছিল। এই ব্যক্তি তাদেরই অগ্রবর্ত্তী কোন মহাবীর অথবা এখানে আমাদের জয় করবার জন্য স্বয়ং মৎস্যরাজও হতে পারে। যদি এই ব্যক্তি মৎস্যরাজা হয় অথবা যদি অর্জুনই এসে থাকে, তবে সকলে আমরা যুদ্ধ করব · এটাই

আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির করলাম? এখন আপনারা সব শ্রেষ্ঠ রথিগণ (ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা) নিশ্চেষ্ট রয়েছেন কেন? যুদ্ধ ভিন্ন কল্যাণ নেই, সেই ভাবেই নিজেকে একাগ্র করুন।

গোধন যখন হরণ করা হয়েছে, তখন ইন্দ্র বা যমের সঙ্গেও আমাদের যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। কে হস্তিনাপুরে ফিরে যাবে? পদাতিকরা যদি পলায়ন করে, তবে তাদের মধ্যে কেউই জীবিত থাকবে না। অশ্বারোহীদের জীবন সংশয় হবে।

যুদ্ধের জন্য দুর্যোধনের বীরত্ব ব্যঞ্জক আবেদন কৌরবপক্ষের মহারথীদের তেমন উদ্দীপ্ত করল না। কর্ণ দ্রোণের সমালোচনা করায় অশ্বত্থামা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তিনি অকপটে বললেন দুর্যোধনের অক্ষক্রীড়াতে পাণ্ডবদের রাজ্য ঐশ্বর্য্য লাভের মধ্যে কোন বীরত্বের চিহ্ন দেখেননি। কিন্তু দুর্যোধনকে এতে পরিতুষ্ট দেখে অশ্বত্থামা তাঁকে নির্দ্দয় নৃশংস বলে আখ্যাত করেন।

প্রাপ্য দ্যূতেন কো রাজ্যং ক্ষত্রিয়স্তোষ্টুমর্হতি।
তথা নৃশংসরূপোঽয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রশ্চ নির্ঘৃণঃ॥ (বিঃ) ৫০।৮

অক্ষক্রীড়ায় রাজ্য লাভ করে কোন ক্ষত্রিয় সন্তুষ্ট হতে পারে? কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র এ দুর্যোধন তাতে তুষ্ট আছে, যেহেতু প্রকৃতিতে সে নিষ্ঠুর ও নৃশংস।

অশ্বত্থামা কঠোর ভাষায় দুর্যোধনের সমালোচনা করে জিজ্ঞেস করলেন পঞ্চ পাণ্ডবের কোন পাণ্ডবকে দ্বৈরথ যুদ্ধে বা অন্য কোন যুদ্ধে জয় করে তুমি তাদের রাজ্য ঐশ্বর্য্য লাভ করেছ? একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে জোর করে টেনে এনে রাজসভায় লাঞ্ছিত করেছিলে— সেটাই বা কোন প্রকারের যুদ্ধ?

তিনি আরও বললেন—

যথাশক্তি মনুষ্যাণাং শমমালক্ষয়ামহে।
অন্যেষ্যামপি সত্ত্বানামপি কীটপিপীলিকৈঃ।
দ্রৌপদ্যাঃ সম্পরিক্লেশং ন ক্ষন্তুং পাণ্ডবোঽর্হতি॥ (বিঃ) ৫০।১৪

—মানুষ তার সহ্যগুণের সীমার মধ্যে সহ্য করে। কীট পিপীলিকা ও অন্যান্য প্রাণীদের সহিষ্ণুতার সীমা আছে। দ্রৌপদীকে যে পীড়া দিয়েছ পাণ্ডবেরা তা ক্ষমা করতে পারে না।

তুমি দ্যূতক্রীড়া করে ইন্দ্রপ্রস্থ হরণ করেছ, দ্রৌপদীকে সভায় লাঞ্ছিত করেছ, তোমার প্রাজ্ঞ ও ক্ষাত্র ধর্মে পণ্ডিত মাতুল গান্ধাররাজ পুত্র শকুনি তোমার জন্যে যুদ্ধ করুন। যেমন মাতুলের সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া জয় করেছিলে, তেমনি তোমার মাতুল তোমাকে এখন রক্ষা করুক।

কৃপাচার্য্যও কর্ণকে ভর্ৎসনা করেন। অতঃপর ভীষ্ম সৈন্যদের মধ্যে একতা ও শান্তি রক্ষার চেষ্টা করে অশ্বত্থামাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য) তখন অশ্বত্থামা বললেন, আমার ন্যায় বাক্যকে নিন্দা করা উচিত না। কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়েই আমার পিতা অর্জুনের গুণের কথা বলেছেন।

শত্রোরপি গুণা গ্রাহ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।
সর্বথা সর্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ॥ (বিঃ) ৫১।১৫

—শত্রুরও গুণ গ্রহণ করতে হয় এবং গুরুরও দোষ থাকলে তা বলতে হয়। পুত্র ও শিষ্যকে সর্বপ্রকারে সর্বপ্রযত্নে হিতকর উপদেশ দিতে হয়।

তখন দুর্যোধন বললেন, আচার্য্য ক্ষমা করুন এবং এর শান্তি বিধান করুন। গুরুদেব যদি ভিন্ন মত না হন, তাহলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সেই কাজ করেছেন বুঝা যাবে।

দ্রোণ প্রসন্ন হলেন এবং দুর্যোধনকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অর্জুন দুর্যোধনের সেনার উপর আক্রমণ করে বিরাটের গোধন ফিরিয়ে আনলেন। অর্জুনকে বাধা দিতে এসে কৌরবদের সব মহা-রথীরা সৈন্যসহ পরাজিত হলেন। ভীষ্মও সম্মুখ সমর ত্যাগ করলে, দুর্যোধন পতাকা উড়িয়ে গর্জন করতে করতে অর্জুনের নিকট উপস্থিত

হলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। বিকর্ণ একটি বিশাল হস্তী এবং তার পাদরক্ষী চারটি রথের সঙ্গে পুনরায় অর্জুনের নিকট আসলেন। অর্জুন একটি বজ্রতুল্য বাণ দ্বারা হস্তীকে নিহত করেন এবং অপর একটি বাণ দিয়ে দুর্যোধনের বক্ষ বিদীর্ণ করেন। বাণ বিদ্ধ হয়ে দুর্যোধন পলায়ন করতে উদ্যত হলে, অর্জুন তাঁকে তীব্র বাক্য বিদ্ধ করায়, তিনি রথ ঘুরিয়ে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। অর্জুন কৌরব দলকে পরাজিত করেন। দুর্যোধন সংজ্ঞা লাভ করে ভীষ্মকে বললেন, অর্জুন কি করে আপনার হাত হতে মুক্তি গেল? সে যাতে মুক্তি না পায় তা করুন। ভীষ্ম তাঁকে অর্জুনের বীর্যের ও মহত্ত্বের কথা বলে শীঘ্র রাজধানীতে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। দুর্যোধন ভীষ্মের উপদেশ শুনে যুদ্ধে নিরাশ হয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৌন অবলম্বন করলেন ও ফিরে গেলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে বৃহন্নলা বেশী অর্জুনের নিকট পরাজিত হয়ে দুর্যোধন পলায়ন করার একটি হাস্যকর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

দুর্যোধনের মুকুট পড়িলেন কাটি॥
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায়॥

— — —

হস্তিনা নগরে সবে গেল দুঃখ মনে॥ (বিঃ)

কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষের সঙ্গে কৃষ্ণের আত্মীয়তা ছিল। কুন্তী কৃষ্ণের পিসীমা। অর্জুন কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে বিয়ে করেছিলেন। অপর দিকে কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষণাকে বিয়ে করেছিলেন।

অভিশপ্ত ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে উভয়পক্ষই গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করছিলেন। একদিন দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়েই কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রাচ্ছন্ন। অর্জুন নিদ্রিত কৃষ্ণের পাদদেশে বসলেন। দুর্যোধন কৃষ্ণের মস্তকের দিকে উৎকৃষ্ট সিংহাসনে

বসলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর উভয়েই কৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করলেন। দুর্যোধন বললেন—

বিগ্রহেঽস্মিন ভবান্ সাহ্যং মম দাতুমিহার্হতি।
সমং হি ভবতঃ সখ্যং মম চৈবার্জুনেঽপি চ॥
তথা সম্বন্ধকং তুল্যমস্মাকং ত্বয়ি মাধব।
অহং চাভিগতঃ পূর্বং ত্বামদ্য মধুসূদন॥
পূর্বং চাভিগতং সন্তো ভজন্তে পূর্বসারিণঃ।
ত্বঞ্চ শ্রেষ্ঠতমো লোকে সতামদ্য জনার্দ্দন।
সততং সম্মতশ্চৈব সদ্‌বৃত্তমনুপালয়। (উঃ) ৭।১২-১৪

—মাধব আসন্ন যে যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তাতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আপনার আমার সঙ্গে ও অর্জুনের সঙ্গে মিত্রতা সমান এবং আমার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধও সমান। হে মধুসূদন, আজ আমিই আগে আপনার নিকট এসেছি। পূর্ব পুরুষগণের সদাচারের অনুসরণকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ প্রথমে আগত প্রার্থীরই প্রার্থনা পূরণ করেন। জনার্দ্দন, আপনি এখন সমস্ত সৎ-পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং সকলে আপনাকেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অতএব আপনি সৎ-পুরুষদের আচার পালন করুন।

দুর্যোধনের মুখে কৃষ্ণের এ রকম স্তুতি এ প্রথম শোনা গেল।

উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, তিনি অর্জুনকে আগে দেখেছেন। তাছাড়া অর্জুন বয়ঃকনিষ্ঠ, সুতরাং তার ইচ্ছাই অগ্রে পূরণ করা উচিত। তবে তিনি উভয়েরই সহায়তা করবেন। তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, নারায়ণী নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ সৈনিক আছে, যারা বিক্রমে আমার সমতুল্য। তুমি সেই নারায়ণী সেনা চাও অথবা যুদ্ধে নিরস্ত্র সারথি রূপে আমাকে নেবে। অর্জুন তাঁকেই প্রার্থনা করলেন। দুর্যোধন নারায়ণী সৈন্য প্রার্থনা করলেন। তিনি এই সেনাদের পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

অতঃপর দুর্যোধন বলরামের নিকট গেলেন। বলরাম তাঁর

নিরপেক্ষ ভাব ব্যক্ত করে জানালেন তিনি কোন পক্ষকেই সাহায্য করবেন না। বলরাম দুর্যোধনকে বললেন তুমি ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করেছো। সুতরাং যাও, ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ কর। বলরাম এই কথা বললে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে চলে গেলেন। দুর্যোধন কৃতবর্মার নিকট গমন করলেন। তিনি দুর্যোধনকে এক অক্ষৌহিনী সেনা দিলেন। এইসব সৈন্য নিয়ে দুর্যোধন হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

দূত মুখে সব সংবাদ পেয়ে নকুল সহদেবের মাতুল রাজা শল্য নিজ মহারথী পুত্রদের সঙ্গে বিশাল সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবৃত হয়ে পাণ্ডবদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এদিকে দুর্যোধন রাজা শল্য আসছেন শুনে পথিমধ্যেই তাঁকে আদর আপ্যায়ণ দ্বারা অভিভূত করেন। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে দুর্যোধনকে তাঁর নিকট হতে তাঁর মনোবাঞ্ছিত বস্তু গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

দুর্যোধন বললেন, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন আপনি আমার সমুদয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হবেন।

এইভাবে কৌশলে শল্যকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করার মধ্যে দুর্যোধনের কেবল কূটবুদ্ধির পরিচয়ই পাই না, তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠিরের পক্ষে বিভিন্ন দেশের যে রাজরাজারা যোগ দিয়েছিলেন, তাদের সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য একত্রিত হয়েছিল। দুর্যোধনের পক্ষে রাজাদের সব সৈন্য সমবেত হলে মোট একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের দোষ দেখিয়ে দুর্যোধনকে শাসন করবার জন্য তাঁকে উপদেশ দেন।

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কাছে পঞ্চ ভ্রাতার জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—

যুধিষ্ঠিরঃ পুরং হিত্বা পঞ্চ গ্রামান্ স যাচতি।
ভীতো হি মামকাৎ সৈন্যাৎ প্রভাবাচ্চৈব মে বিভো॥ (উঃ) ৫৫।৩০

—যুধিষ্ঠির তো আমার সৈন্য ও প্রভাবে এরূপ ভীত হয়ে পড়েছেন যে, তিনি রাজধানী বা কোন নগর না চেয়ে এখন কেবল পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন।

যুধিষ্ঠিরের মহানুভবতা ও লোভ হীনতা ও রাজকুলে শান্তি স্থাপনের শুভেচ্ছাকে দুর্যোধন তাঁর দুর্বলতা বলে ভ্রম করেছিলেন। দুর্যোধনের এই ত্রুটিপূর্ণ অনুমানই তাঁর সবংশে নিধনের কারণ।

তাই দুর্যোধন প্রত্যুত্তরে বলে পাঠিয়েছিলেন ঃ—

তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি না হবে খণ্ডন। (উঃ)

দুর্যোধনের আত্মম্ভরিতা ও ভুল আত্মবিশ্বাসই তাঁর সর্বনাশের মূল। তিনি যাহা উত্তম মনে করতেন, কেহই তাঁকে সেই পথ হতে বিরত করতে পারতোনা। আত্মপক্ষের শক্তি ও জয় সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন।

মৎসমো হি গদাযুদ্ধে পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
নাসীৎ কশ্চিদতিক্রান্তো ভবিতা ন চ কশ্চন॥ (উঃ) ৫৫।৩২

—গদা যুদ্ধে তো আমার সমান এই পৃথিবীতে বর্তমানে কেউ নেই। অতীতে কেউ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কেউ হবে না।

তিনি আরও বলেছিলেন ঃ—

যুদ্ধে সঙ্কর্ষণসমে বলেনাভ্যধিকো ভুবি।
গদাপ্রহারং ভীমো মে ন জাতু বিষহেদ্ যুধি॥ (উঃ) ৫৫।৩৫

—আমি যুদ্ধে বলরামের সমান এবং বলে এই ভূতলে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক। যুদ্ধে ভীমসেন আমার গদার প্রহার কোন রূপেই সহ্য করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে দুর্যোধনের বীরত্ব সম্বন্ধে তাঁর আত্মপ্রত্যয় অহেতুক নয়। দুর্যোধন ও বীর ছিলেন। বিশেষ করে গদা যুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ বীর কমই ছিল। এ প্রসঙ্গ অশ্বত্থামার একটি নীতিবাক্য মনে করিয়ে দেয়—

দহত্যগ্নিরবাক্যস্তু তূষ্ণীং ভাতি দিবাকরঃ।
তূষ্ণীং ধারয়তে লোকান্ বসুধা সচরাচরান ॥ (বিঃ) ৫০।৩

—বাক্য ব্যয় না করে অগ্নি দহন কাজ করে, নীরবে সূর্য প্রকাশিত হয়, পৃথিবী ও বিনা বাক্যে সব স্থাবর জঙ্গম সহ সমস্ত লোককে ধারণ করে। সত্যিকার বিজয়ীরা পৌরুষের স্পর্দ্ধা করে না।

কৃষ্ণের দুর্যোধন সম্বন্ধে অভিমত প্রণিধানযোগ্য। গদা যুদ্ধে দুর্যোধন ভীম দু'পক্ষের দুই বীরের তুলনা করতে গিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন—ভীম বীর ও বলবান, কিন্তু সুযোধন কৃতী। বলবান ও কৃতীর মধ্যে কৃতীই শ্রেষ্ঠ। গদা যুদ্ধে সুযোধনকে পরাজিত করে এমন কেউ নেই। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব কেউ সুযোধনকে গদাযুদ্ধে ন্যায় পথে পরাজিত করতে পারবে না।

দুর্যোধন জানতেন পিতা শান্তনুর বরে ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যু। অতএব তিনি অবধ্য।

পরশুরাম কর্ণকে বলেছিলেন অস্ত্র জ্ঞানে কর্ণ তাঁর সমান। পরন্তু তিনি সুন্দর কবচ ও কুণ্ডল সহযোগে জন্মেছিলেন। তদুপরি ইন্দ্র সেই কবচ ও কুণ্ডলের পরিবর্ত্তে ভয়ঙ্কর এক অমোঘ শক্তি দিয়েছেন।

দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য তাঁর তুল্য মহাধনুর্ধর। ইহা ব্যতীত সংশপ্তক নামক ক্ষত্রিয় বহু সঙ্ঘ তাঁরই পক্ষে আছে।

এইভাবে তিনি আত্মপক্ষের শক্তি বিচার করেছিলেন। কিন্তু হিসাবে ভুল করেছিলেন যে স্বয়ং নারায়ণ বীর পাণ্ডবদের কাণ্ডারী। তাই অন্যপক্ষে নর-নারায়ণের সংযোগ ঘটেছে। সঞ্জয় পাণ্ডবদের যুদ্ধ বিষয়ক প্রস্তুতির বর্ণনা করলে, ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পক্ষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে বিলাপ করেছিলেন। তখন দুর্যোধন পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

উভৌ স্ব একজাতীয়ৌ তথোভৌ ভূমিগোচরৌ।
অথ কস্মাৎ পাণ্ডবানামেকতো মন্যসে জয়ম্ ॥ (উঃ) ৫৭।৩৬

—আমরা কৌরবরা ও পাণ্ডবরা উভয়েই এক জাতীয় এবং উভয়েই এই

ভূমিতে বাস করি। তথাপি একমাত্র পাণ্ডবদের জয় হবে, এই ধারণা আপনার কিরূপে হল ?

ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত এবং অশ্বত্থামা —ইহারা সকলেই অতিশয় তেজস্বী ও মহাধনুর্ধর। দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রও এদের যুদ্ধে জয় করতে সমর্থ নন, সেখানে পাণ্ডবরা কিরূপে তাঁদের জয় করবে ?

এইভাবে দুর্যোধন আত্মপক্ষের শক্তির পরিচয় দিতে থাকেন। তথাপি ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। (ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র দ্রষ্টব্য) তাই তিনি দুর্যোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে সন্ধি করতে বললে দুর্যোধন বললেন—

আমি আপনার উপর এবং দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, ভীষ্ম, কম্বোজপতি, কৃপাচার্য, বাহ্লীক, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, ভূরিশ্রবা ও আপনার অন্যান্য যোদ্ধার উপর ভার রেখে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য আমন্ত্রণ করিনি।

অহঞ্চ তাত কর্ণশ্চ রণযজ্ঞং বিতত্য বৈ।
যুধিষ্ঠিরং পশুং কৃত্বা দীক্ষিতৌ ভরতর্ষভ॥ (উঃ) ৫৮।১২

—তাত, ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি ও কর্ণ রণযজ্ঞ বিস্তার করে যুধিষ্ঠিরকে বলির পশুরূপে স্থির করে সেই যজ্ঞে দীক্ষা নিয়েছি।

উপরের প্রগলভ উক্তি হতে বোঝা যায় যে দুর্যোধন নিজের ও কর্ণের শক্তির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাসন—এই তিন জনই যুদ্ধে পাণ্ডবদের সংহার করবো।

তিনি আরও বলেছেন—

অহং হি পাণ্ডবান্ হত্বা প্রশাস্তা পৃথিবীমিমাম্।
মাং বা হত্বা পাণ্ডুপুত্রা ভোক্তারঃ পৃথিবীমিমাম্॥ (উঃ) ৫৮।১৬

—হয় আমি পাণ্ডবদের বধ করে এই প্রশস্ত পৃথিবীকে শাসন করব, না হয় পাণ্ডবরাই আমাকে নিহত করে এই পৃথিবী ভোগ করুক।

আমি জীবন, রাজ্য, ধন—সব কিছুই ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলে মিশে কখনও থাকতে পারবো না।

যাবদ্ধি সূচ্যাতীক্ষ্ণায়া বিধ্যেদগ্রেণ মারিষ।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥ (উঃ) ৫৮।১৮

—তীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগের দ্বারা যতটা ভূমি বিদ্ধ হতে পারে, ততটা পরিমিত ভূমিও আমি পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না।

উপরোক্তিতে দুর্যোধনের লোভ ও দম্ভই কেবল প্রকাশ পায়নি। তাঁর উগ্র অমর্ষ স্বভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

English clergy Caleb Cotton এর একটি উক্তি দুর্যোধন চরিত্রের এক নিখুঁত বিশ্লেষণ। তিনি বলেছেন —**Pride, like the magnet, constantly points to one object, self ; but unlike the magnet it has no attractive pole, but at all points repels.**

দুর্যোধনের এই সগর্ব উক্তিতে ধৃতরাষ্ট্র বিরক্ত হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য ভয় প্রদর্শন করলেন।

দুর্যোধন নিজের সামর্থ্য বর্ণনা করে পিতাকে বোঝালেন, আপনার ধারণা দেবতারা পাণ্ডবদের সহায়ক বলে তাঁদের জয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনার এ ধারণা ভুল। যদি অগ্নি, বায়ু, ধর্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনী—কুমারদ্বয় কামনার বশীভূত হয়ে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হতেন, তাহলে তো কুন্তী পুত্রদের কখনও দুঃখ ভোগ করতে হোত না। কারণ দেবতারা সর্বদা দিব্য ভাব-শম প্রভৃতির অপেক্ষা করেন। তবু যদি কামনার বশবর্ত্তী হয়ে দেবগণের মধ্যে দ্বেষ ও লোভ দেখা যায়, তবে তাঁদের সেই শক্তির কোন প্রভাব আমাদের মধ্যে দেখতে পাবেন না। কারণ দেবতার মধ্যে দেবভাবের প্রাধান্য আছে। তিনি আরও বললেন—

ময়াভিমন্ত্রিতঃ শশ্বজ্জাতবেদাঃ প্রশাম্যতি।
দিধক্ষুঃ সকলাঁল্লোকান্ পরিক্ষিপ্য সমন্ততঃ॥ (উঃ) ৬১।৭

—যদি আমি অভিমন্ত্রিত করি, তবে অগ্নিদেব সমগ্র লোককে ভস্ম করে

দেবার ইচ্ছায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে সর্বদিকে শিখা বিস্তার পূর্বক দগ্ধ করে প্রশমিত হবেন।

যদি এমন কোন তেজ থাকে যাতে দেবতারা সর্বদা যুক্ত থাকেন, তবে আমারও দেবতাদের অনুপম তেজ আছে—এটা আপনি জেনে রাখুন। আমি সবার সামনেই বিদীর্য্যমাণা পৃথিবী এবং বিদীর্ণ হয়ে পতনোন্মুখ পর্বত শিখরগুলি মন্ত্রবলে অভিমন্ত্রিত করে পূর্বের ন্যায় স্থাপন করতে পারি। এই চেতন-অচেতন ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে বিনাশের জন্য উৎপন্ন মহাকোলাহলকারী ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি অথবা প্রবল বায়ু বেগকেও আমি সদা সমস্ত প্রাণিদের উপর দয়া করে সকলের সামনেই শান্ত করতে পারি। আমার দ্বারা স্তম্ভিত জলের উপর দিয়ে রথ ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী যেতে পারবে। একমাত্র আমিই দৈব ও আসুরিক শক্তি সমূহ প্রবর্ত্তন করতে পারি। (দেবাসুরাণাং ভাবানা-মহমেকঃ প্রবর্তিতা।) আমি যে কোন কাজের জন্য যে যে দেশে অনেক সৈন্য নিয়ে যাব, সেই সব স্থানে যেখানে আমার ইচ্ছা হবে, সেই সব স্থানে আমার অশ্ব যেতে পারবে। আমার রাজ্যে সর্পাদি ভয়ঙ্কর জীবজন্তু নেই। যদিও কোন ভয়ঙ্কর প্রাণী থাকে, তারা আমার মন্ত্র বলে অহিংস হয়ে বাস করে। আমার রাজ্যে প্রচুর বর্ষণ হয়। সব প্রজারাই ধার্মিক, আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির উপদ্রব নেই। যাদের উপর আমি দ্বেষ করি, তাদের রক্ষা করবার সাহস অশ্বিনীকুমার যুগল, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্মরও নেই।

যদি হ্যেতে সমর্থাঃ স্যুর্মদ্দ্বিষস্ত্রাতুমঞ্জসা।
ন স্ম ত্রয়োদশ সমাঃ পার্থা দুঃখমবাপ্নুয়ুঃ॥ (উঃ) ৬১।১৯

—যদি তাঁরা আমার শত্রুদের অনায়াসে রক্ষা করতে পারতেন, তাহলে কুন্তী পুত্রগণ ত্রয়োদশ বর্ষকাল ধরে কষ্টভোগ করত না।

আমি আপনাকে বলছি, আমি যাকে দ্বেষ করি তাকে দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর ও রাক্ষসগণও রক্ষা করতে পারবে না। আমি আমার শত্রু ও মিত্রদের বিষয় শুভ এবং অশুভ যা চিন্তা করি না কেন, তা

পূর্বে কখনও নিষ্ফল হয়নি। আমার মাহাত্ম্য সকলেই স্বচক্ষে দেখেছে। আমি কেবল আপনাকে আশ্বাস দেবার জন্যই এ বিষয় বললাম- আত্মপ্রশংসা করবার জন্য নয়। তিনি আরও ,জানালেন তাঁর শক্তি ও তাঁর আশ্রিত ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্য, শল্য ও শল—এঁরা অস্ত্র বিদ্যার যা জানেন তা সবই তিনি জানেন।

দুর্যোধনের উপরোক্ত দম্ভে একদিকে যেমন তাঁর অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি অন্য দিকে তপশ্চর্য্যার দ্বারা তিনি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ ও পাওয়া যায়। তাই অনেক অলৌকিক কাজই তিনি করতে পারেন। রাবণ যেমন তপস্যার বলে এমন অমিত পরাক্রমের অধীশ্বর হয়েছিলেন দুর্যোধনও বোধ হয় সেরূপ কোন প্রকার যোগ সাধন করতেন। নতুবা পূর্বে উল্লিখিত কাজ তাঁর দ্বারা কিরূপে সম্ভব হতো।

পাণ্ডবদের দূত রূপে স্বয়ং কৃষ্ণ আসছেন জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করতে বললেন। রাজা দুর্যোধন তখন স্থানে স্থানে সুন্দর সভা মণ্ডপ ও বিশ্রাম স্থান নির্মাণের জন্য আদেশ দিলেন, শিল্পীরা বিভিন্ন রমণীয় স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ বহু বিশ্রাম স্থান করলেন। বিবিধ গুণ যুক্ত বিচিত্র বহু আসন, স্ত্রী, সুগন্ধি পদার্থ, অঙ্গভূষণ, সূক্ষ্ম বস্ত্র, অন্ন ও পানীয় বিবিধ ভোজন এবং সুগন্ধ পুষ্পমালা প্রভৃতি দুর্যোধন সেই সেই স্থানে রাখলেন। বিশেষতঃ বৃকস্থল নামক গ্রামে বাস করবার জন্য দুর্যোধন যে বিশ্রাম স্থান তৈরী করালেন, তা অত্যন্ত মনোরম ও প্রচুর রত্ন-রাজিতে পরিপূর্ণ ছিল। মানুষের দুর্লভ এই সব দেবোচিত ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ এই সব বিশ্রাম স্থানের প্রতি দৃকপাত না করে কৌরবদের বিশ্রাম স্থান হস্তিনাপুর অভিমুখে গমন করলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কৃষ্ণকে পারিতোষিক দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ (ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র দ্রষ্টব্য) করলেন, এবং দুঃশাসনের ভবনে তাঁর অবস্থানের

ব্যবস্থা করতেন বললেন। বিদুর জানালেন কৃষ্ণ আপনার দেওয়া পদধৌত করবার জন্য জলপূর্ণ কলস এবং কুশল প্রশ্ন ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করবেন না। তিনি (কৃষ্ণ) আপনার ও দুর্যোধনের পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করিয়ে শান্তি স্থাপন করতে অভিলাষী হয়েছেন। অতএব আপনি তাঁর এই আজ্ঞা পালন করুন।

তখন দুর্যোধন বললেন, বিদুর ঠিক বলেছেন। কৃষ্ণকে পাণ্ডব পক্ষ হতে স্বপক্ষে আনা কখনই সম্ভব নয়। ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, আপনি যে তাঁকে বহু ধন রত্ন দান করতে ইচ্ছা করছেন, তা কখনও তাঁকে দেবেন না। কারণ তিনি ঐ সব বস্তুর অধিকারী নন। কিন্তু আমি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিষেধ করছি যে, কৃষ্ণ মনে করবে যে, এরা ভীত হয়ে আমায় পূজা করছে। (ভয়ার্দচতি মামিতি।)

অবমানশ্চ যত্র স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বিশাম্পতে।
ন তৎ কুর্য্যাদ্ বুধঃ কার্যমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ (উঃ) ৮৮।৪

যেখানে ক্ষত্রিয়ের অপমান হবে, সেখানে জ্ঞানবান ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেইরূপ কাজ করা উচিত হবে না। এটা আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

কৃষ্ণ কেবল এই মনুষ্যলোকেরই নহে, তিন লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে পরম পূজনীয় এ কথা আমার জানা আছে। তবু আমার মত হল, এই সময় তাঁকে কিছু দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ যখন কলহ আরম্ভ হয়েছে, তখন অতিথি সৎকারের দ্বারা প্রেম দেখাবেন মাত্র, তার শান্তি হবে না।

দুর্যোধনের কথা শুনে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে তাঁর অপমান বা অবহেলা প্রকাশ পায়। বরং কৃষ্ণ যে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসছেন, তা গ্রহণ করা উচিত।

দুর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমি এমন কোন সম্ভাবনা দেখছি না যে আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে সারাজীবন মিলিত ভাবে সমগ্র ঐশ্বর্য

উপভোগ করব। আমি স্থির করেছি কৃষ্ণ এখানে আসলে তাঁকে বন্দী করব।

তস্মিন্ বদ্ধে ভবিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ পৃথিবী তথা।
পাণ্ডবাশ্চ বিধেয়া মে স চ প্রাতরিহৈষ্যতি॥ (উঃ) ৮৮।১৪

—তিনি বন্দী হলে সমস্ত যদুবংশ, পাণ্ডবরা ও এই পৃথিবী আমার আজ্ঞার অধীন হবে। কৃষ্ণ কাল এখানে এসে উপস্থিত হবেন।

কাশীদাসী মহাভারতে দুর্যোধন দূতরূপী কৃষ্ণকে বন্দী করবার অভিলাষ ব্যক্ত করে এরূপ বললেন—

পাণ্ডবের পক্ষ দেখি দেব নারায়ণ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডব-জীবন॥
কৃত্যা করি বান্ধি এবে রাখ শ্রীনিবাস।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ॥
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডু অঙ্গজনু।
জলহীন মীন যেন নাহি ধরে তনু॥ (উঃ)

দুর্যোধন ছাড়া এমন অশিষ্ট আচরণ ও অসঙ্গত বচন আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অন্যত্র গান্ধারী দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলায় উত্তরে দুর্যোধন বলেছেন—

হেন বাক্য মাতা নাহি বলিও কখন।
কর্ণ মোর পক্ষ আর দ্রোণ মহাশয়॥
পিতামহ ভীষ্ম বীর সংগ্রামে দুর্জয়।
অশ্বত্থামা কৃতবর্মা কৃপ মহাবীর॥
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর।
লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায়॥
পাণ্ডুপুত্রে সমবেতে মারিব হেলায়।
পাণ্ডবের পরাজয় মোর হবে জয়॥ (উঃ)

রাবণের সঙ্গে দুর্যোধনের এখানে সাদৃশ্য দেখা যায়। রাবণকে তার মাতামহী জ্ঞানী ও ভ্রাতা বিভীষণ রামের সঙ্গে সন্ধি করতে বলায়,

তিনি যেমন আপন শক্তিতে মত্ত হয়ে তাঁদের হিত উক্তি উপেক্ষা করে তাঁদের অপমাণিত করতে দ্বিধা বোধ করেননি, দুর্যোধনও তেমনি গুরুজনদের হিতোপদেশ উপেক্ষা করে তাঁদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি।

ধৃতরাষ্ট্র ব্যথিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ দূত রূপে আসছেন। দূতকে বন্দী করা যায় না। ভীষ্ম দুর্যোধনের কুমন্ত্রণা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করলেন।

কুন্তীর সঙ্গে দেখা করে কৃষ্ণ দুর্যোধনের বাস ভবনের অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি দেখলেন দুর্যোধনের পাশে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি এই তিন জনও আসনে উপবিষ্ট আছেন। দুর্যোধন কৃষ্ণকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু কেশব তা গ্রহণ করলেন না। তখন দুর্যোধন কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে কৌরব সভায় কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্য অন্ন, জল, বস্ত্র ও শয্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করেছি, আপনি কি তা গ্রহণ করবেন না? আপনি তো উভয় পক্ষকেই সাহায্য করেছেন এবং উভয় পক্ষেরই হিত কামনা করেন। আপনি ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধী ও হন। ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞানও আছে। তথাপি আমার আতিথ্য গ্রহণ না করার কি করার কি কারণ—আমি শুনতে চাই।

কৃষ্ণ বললেন দূত নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই ভোজন ও সম্মান স্বীকার করে থাকে। তুমিও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পরই আমার ও আমার মন্ত্রিদের সংকার করবে।

দুর্যোধন প্রত্যুত্তরে বললেন, আমাদের সঙ্গে আপনার এরূপ ব্যবহার করা উচিত না। আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক বা না হোক — আমরা তো আপনার সম্মানের জন্য উদ্‌যুক্ত আছি। আমরা তা করতে পারলাম না। আমাদের এমন কোন কারণ জানা নেই, যার জন্য আপনি আমাদের প্রীতি পূর্ণ চিত্তের সম্মান গ্রহণ করলেন না। আপনার সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতাও নেই এবং কোন বিবাদও

নেই। এইসব বিষয় চিন্তা করে আপনি আমাদের এরূপ কথা বলতে পারেন না।

দুর্যোধন শঠতা যথা সম্ভব ডাকবার চেষ্টা করলেও তাঁর ধূর্ত চরিত্র কৃষ্ণের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ হেসে বললেন, আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কপটতা ও লোভের বশবর্ত্তী হয়ে কোন প্রকারেই ধর্মকে ত্যাগ করতে পারি না। কারও গৃহে অন্ন প্রেম বশতঃ ভোজন করা হয়, আবার কারও গৃহে অন্ন বিপদে পড়ে ভোজন করা হয়। এই অবস্থায় তুমি তো আমার সঙ্গে প্রেম ভাব রাখনি এবং আমি বিপদেও পড়িনি।

পাণ্ডবরা তোমার ভ্রাতা, তারা প্রিয়ানুবর্ত্তী ও সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। তথাপি তুমি জন্মের পর হতেই তাদের সঙ্গে অকারণে হিংসা কর। বিনা কারণে তাদের সঙ্গে দ্বেষ করা তোমার উচিত না। পাণ্ডবরা সর্বদা নিজ ধর্মেই নিরত থাকে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে কোন্ ব্যক্তি কি বলতে পারে?

যস্তান দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু।
ঐকাত্মাং মাং গতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ॥ (উঃ) ৯১।২৮

—যে পাণ্ডবদের দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে এবং যে তাদের অনুকূল, সে আমারও অনুকূলে। তুমি ধর্মাত্মা পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাকে একাত্ম রূপেই জানিও।

যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে মোহবশতঃ কোন গুণবান্ পুরুষের সঙ্গে বিরোধ করতে ইচ্ছা করে, তাকে সকল মানুষের মধ্যে অধম বলা হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি গুণী জ্ঞাতিদের মোহ ও লোভ দৃষ্টিতে দেখতে ইচ্ছা করে, নিজের মন ও ক্রোধকে জয় করতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তি দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারে না। যে ব্যক্তি অপ্রিয় হলেও গুণীদের নিজের ব্যবহারে বশীভূত করে, সে চিরকালের জন্য যশস্বী হয়।

তোমার অন্ন দুর্ভাবনাতে দূষিত, সেইজন্য আমার ভোজন

করবার যোগ্য নয়। আমার পক্ষে এখানে একমাত্র বিদুরের অন্ন ভোজন করার যোগ্য! (ক্ষত্তুরেকস্য ভোক্তব্যমিতি)

এ কথা বলে কৃষ্ণ বিদুরের গৃহাভিমুখে চললেন। বিদুর দুর্যোধনের কুমন্ত্রণার কথা প্রকাশ করে কৃষ্ণকে কৌরব সভায় যেতে বারণ করলেন। তিনি আরও বললেন যে সব নৃপতিরা কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন, এবং যাদের তিনি সর্বস্ব হরণ করেছিলেন, তারা সকলে আপনার ভয়ে দুর্যোধনের শরণাপন্ন হয়েছেন ও কর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বীরত্ব দেখাতে উদ্যোগী।

কৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিদুরকে বুঝালেন। (কৃষ্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য

দুর্যোধন ও শকুনি সান্ধ্যাপোসনায় ব্যাপৃত কৃষ্ণের নিকট আসলেন এবং তাঁকে বললেন গোবিন্দ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সভাতে উপস্থিত হয়েছেন। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ ও ভূপতিরা আপনাকে সেখানে দর্শন করার প্রার্থনা জানিয়েছেন। কৃষ্ণ বিদুরের সঙ্গে রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণ কৌরব সভায় প্রভাবশালী ভাষণ দিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে নানা জনের কথার উল্লেখ করে উপদেশ দেন।

কণ্ব মুনিও দুর্যোধনকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমিও যতক্ষণ না রণভূমিতে বীর পাণ্ডবদের সম্মুখীন হচ্ছ, ততক্ষণ জীবন ধারণ করতে সক্ষম হবে। ভীম ও অর্জুন যুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে না বিনাশ করবে? বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্র, ধর্মরাজ যম, অশ্বিনীকুমারদ্বয়--এই সব দেবতাই তোমার বিরুদ্ধে, তুমি কি কারণে এই দেবতাগণকে দেখবার সাহস করতে পার? সুতরাং এই বিরোধে তোমার কিছুই লাভ হবে না। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। কৃষ্ণকে সহায় রূপে পেয়ে তুমি নিজ কুলকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হও। নারদ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করেছিলেন। সেই চক্র ও গদাধরধারী শ্রীবিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণ।

কণ্ব মুনির কথা শুনে সেই সময় দুর্যোধন ভ্রূকুটি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর্ণের দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করতে লাগলেন।

তিনি কণ্ব মুনির বাক্য অবহেলা করে নিজ জঙ্ঘাদেশে হাত বুলিয়ে বললেন—মহর্ষি, বিধাতা আমাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, যা অবশ্যম্ভাবী এবং আমার যেরূপ অবস্থা, আমি সেইভাবে কাজ করছি। আপনারা কেন এই প্রলাপ বাক্য বলছেন।

ব্যাসদেব দুর্যোধনকে হিতোপদেশ দিয়েছেন, ভীষ্মদেবও তাঁর যা উচিত ও কর্তব্য তা বলেছেন এবং দেবর্ষি নারদও তাঁকে বহু প্রকারের উদাহরণ দিয়ে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

দুর্যোধন তুমি অভিমান ও ক্রোধ ত্যাগ কর। পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর এবং ক্রোধকে বর্জন কর। তুমি নিজ সুহৃদদের হিতকর বাক্য গ্রহণ কর এবং অসত্য আচরণ ত্যাগ কর। নতুবা শক্তিশালী পাণ্ডবদের সঙ্গে যদি যুদ্ধ ঘোষণা কর তোমার সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী!

দদাতি যৎ পার্থিব যৎ করোতি
যদ্ বা তপস্তপ্যতি যজ্জুহোতি।
ন তস্য নাশোঽস্তি ন চাপকর্ষো
নান্যস্তদশ্নাতি স এব কর্তা॥ (উঃ) ১২৩।২২

—মানুষ যা দান করে যে কর্মের অনুষ্ঠান করে, যেরূপ তপস্যায় প্রবৃত্ত হয় এবং হোম করে, তার এই কর্ম নষ্ট হয় না এবং তা কমেও যায় না। তার কৃত কর্ম অপরে ভোগ করে না, কর্তা স্বয়ংই নিজের শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করে থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে বললেন, আমি যা করছি তা আমার অভিপ্রেত নয়। আমার দুরাত্মা পুত্ররা আমার কথা মান্য করে না। শাস্ত্রের অনুশাসন উল্লঙ্ঘনকারী আমার এই মূর্খ পুত্র দুর্যোধনকে আপনি বুঝিয়ে সৎপথে আনতে চেষ্টা করুন। সে সৎ পুরুষদের কথা শুনতে চায় না। সে গান্ধারী, বুদ্ধিমান বিদুর, হিতাকাঙ্ক্ষী ভীষ্ম প্রভৃতির কথা শোনে না। দুরাত্মা দুর্যোধনের বুদ্ধি পাপে আসক্ত। সে কেবল পাপ চিন্তাই করে, সে ক্রূর ও বিবেকহীন। আপনি একে

প্রবোধ দিন। আপনি যদি একে দিয়ে সন্ধি স্থাপন করাতে পারেন, তাহলে আপনি সুহৃদদের এক সুমহৎ কাজ সম্পন্ন করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের প্রকৃত চরিত্রের বর্ণনা দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করলেন না।

অতঃপর কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বুঝাবার চেষ্টা করে বললেন, দুর্যোধন, তুমি মহাপুরুষদের বংশে জন্মেছ। সমস্ত উত্তম গুণাবলী তোমার মধ্যে আছে অতএব তুমি আমার এই সৎ পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করবে। তুমি জ্ঞানী, পরম উৎসাহী, শৌর্যশালী বীর, মনস্বী এবং বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের শক্তির উল্লেখ করেন। যাঁদের শক্তির উপর নির্ভর করে দুর্যোধন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, তাঁরা পাণ্ডবদের নিকট কত দুর্বল তার বর্ণনা করে বললেন, তুমি নিজের পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও শ্যালক সম্বন্ধী— এই সকলের দিকেই একবার দৃষ্টিপাত কর। এই ভরতবংশ যেন তোমার জন্য নষ্ট না হয়। এই বংশের পরাজয় না হোক এবং তুমিও স্বীয় কীর্ত্তি নাশ করে কুলঘাতী বলে কলঙ্কিত হয়ো না। পাণ্ডবরা তোমাকেই যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করবে এবং তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজপদে বরণ করবে। কুন্তী পুত্রদের অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করে স্বয়ং এই বিশাল ঐশ্বর্য ভোগ কর। পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে এবং নিজ হিতৈষীদের কথা মান্য করে মিত্রদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সুখ শান্তিতে বাস কর।

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে বিবিধ প্রকারে ও নানা যুক্তি দিয়ে বোঝালেন।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, ভাল করে বিবেচনা করে আপনার এই কথা মনে করা উচিত ছিল। আপনি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে আমার নিন্দা করেছেন। আমি দেখছি আপনি, বিদুর, পিতা, আচার্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম কেবল আমাকেই দোষী বলছেন। কিন্তু আমি কোন দোষ করিনি।

পাণ্ডবদের প্রিয় পাশা খেলা। এইজন্য তারা ঐ দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়। মাতুল শকুনি তাদের রাজ্য জয় করে নেয়, এতে আমার কি দোষ আছে? সেই পাশা খেলায় তারা যে সমস্ত ধন হারিয়েছিল, সেই সবই তখন তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাণ্ডবরা পুনরায় পাশা খেলায় পরাস্ত হয়ে বনে গেল, এতে আমাদের অপরাধ কোথায়? আমাদের কোন অপরাধে অসমর্থ পাণ্ডবরা শত্রুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের সঙ্গে বিরোধ করছে এবং এটা করেও সহজ শত্রুর ন্যায় আনন্দিত হচ্ছে।

ন চাপি বয়মুগ্রেণ কর্মনা বচনেন বা।
প্রভ্রষ্টাঃ প্রণমামেহ ভয়াদপি শতক্রতুম্॥ (উঃ) ১২৭।১২

আমরা কারও কোন উগ্র কর্ম ও কঠোর বাক্যে ভীত হয়ে ক্ষাত্র ধর্ম হতে ভ্রষ্ট হয়ে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সামনেও নত মস্তক হব না।

নিজের ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি আমরা যুদ্ধে কোন সময়ে অস্ত্রের আঘাতে নিহত ও হই, তবে উহাই আমাদের পক্ষে স্বর্গ প্রাপক হবে।

মুখ্যশ্চৈবৈষ নো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং জনার্দন।
যচ্ছয়ীমহি সংগ্রামে শরতল্পগতা বয়ম্॥ (উঃ) ১২৭।১৬

—জনার্দন, ক্ষত্রিয় আমাদের এটাই হল প্রধান ধর্ম যে, সংগ্রামে আমরা রণ শয্যায় শয়ন করি।

বীর পুরুষের উচিত তিনি সর্বদা চেষ্টা করবেন, কারও নিকট নত মস্তক হবেন না। কারণ উদ্যোগ করাই পুরুষের কর্তব্য-পুরুষার্থ। বীর পুরুষ বরং অসময়ে বিনষ্ট হবেন, তথাপি কারও নিকট মস্তক নত করবেন না। (অপ্যপর্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ কর্হিচিৎ।) আমার মত ব্যক্তির পক্ষে কেবল ধর্ম ও ব্রাহ্মণগণকেই প্রণাম করা কর্তব্য। (ধর্মায় চৈব প্রণমেদ্ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মদ্বিধঃ।)

আমার পিতা পূর্বে আমাকে যে রাজ্য ভাগ করে দিয়েছেন, তা কোন ব্যক্তিই আমাকে জয় না করে কখনও লাভ করতে পারবে

না। পূর্বে পাণ্ডবদের যে রাজ্য ভাগ দেওয়া হয়েছিল, তা তাদের দেওয়া উচিত হয়নি। কারণ তখন আমি বালক ও পরাধীন ছিলাম, সেজন্য না জেনে বা ভয় বশতঃ, যা কিছু তাদের দেওয়া হয়েছিল, তা পুনরায় পাণ্ডবরা পাবে না। দৃঢ়তার সঙ্গে দুর্যোধন বললেন, দুর্যোধনকে জয় না করে পাণ্ডবরা সুঁচের অগ্রভাগের অংশ জমিও পাবে না।

দুর্যোধনের উপরোক্তি হতে তাঁর দৃঢ় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বীর ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তাঁর উক্তি। তাঁর উদ্ধত শির তিনি কারও কাছে নত করতে রাজি নন। তার চেয়ে মৃত্যুও তাঁর নিকট শ্রেয়ঃ। যুক্তিও তাঁর নির্ভীক। কিন্তু তব তারই মধ্যে তাঁর নীচ মনের খানিকটা ক্লেদ বেরিয়ে পড়েছে। তাই পিতা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের যা দান করেছেন —দুর্জন লোভী পুত্র দুর্যোধন তা ছিনিয়ে নিয়েছেন ছলে বলে কৌশলে এবং বিনা যুদ্ধে তা ফেরৎ দিতে রাজী নন। তিনি গুরুজন ব্যক্তিদের সবাইকে অভিযুক্ত করেছেন একদেশদর্শী দোষে দুষ্ট বলে। কিন্তু তিনি কি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছেন না? অক্ষ ক্রীড়ার সর্ত্ত মতে ত্রয়োদশ বর্ষ পর পাণ্ডবরা তাঁদের রাজ্য ফেরৎ পাবেন। কিন্তু সেই অভিশপ্ত কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অহেতুক তাঁদের এত লাঞ্ছিত করার পরও তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য তিনি তাঁদের ফেরৎ দিতে সম্মত হলেন না।

দুর্যোধন জ্ঞানতঃ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাঁর বীরত্বের গায়ে কাদা মাখালেন।

কৃষ্ণ রুষ্ট হয়ে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, রণভূমিতে তুমি বীর শয্যায় শয়ন করতে চাও। তোমার এই আশা পূর্ণ হবে। তুমি মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে ধৈর্য সহকারে কিছু দিন স্থির থাক। অচিরেই সংগ্রাম আরম্ভ হবে। (কৃষ্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণ যখন দুর্যোধনকে তিরস্কার করছিলেন, তখন দুঃশাসন অমর্ষ-দুর্যোধনকে কৌরব সভায় বললেন—

রাজন, যদি আপনি স্বেচ্ছায় পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি না করেন, তবে মনে হচ্ছে—কৌরবরা আপনাকে বেঁধে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের হাতে সমর্পণ করবে। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও পিতা—এঁরা কর্ণকে আপনাকে ও আমাকে—এই তিনজনকে পাণ্ডবদের হাতে তুলে দেবে।

দুঃশাসনের কথা শুনে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে সেই স্থান হতে উঠে চলে গেলেন। তাঁর ভ্রাতারা, মন্ত্রিবর্গ ও সহযোগী নৃপতিরাও তাঁর অনুগমন করলেন।

দুর্যোধনের এইরূপ আচরণ খুবই গর্হিত, অশিষ্ট। মাননীয় ব্যক্তিদের তিনি এভাবে অপমাণিত করতে দ্বিধা বোধ করেননি। এর থেকেই প্রমাণিত হয় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে তিনি কতটা দুর্বিনীত হয়ে উঠেছেন।

ভীষ্মও বললেন, যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থকে ত্যাগ করে ক্রোধেরই অনুসরণ করে সেই ব্যক্তিকে শীঘ্রই বিপদে পড়তে দেখে তার শত্রুরা হাসতে থাকে। জনার্দন আমি বুঝতে পারছি, এই সমস্ত ক্ষত্রিয়রা যথাকালে পাকা ফলের ন্যায় মৃত্যুমুখে পড়বে, যেহেতু এই সমস্ত ভূপতিগণই মোহবশতঃ নিজ মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে এই দুর্যোধনের অনুকরণ করছে।

কৃষ্ণ ভীষ্ম ও দ্রোণকে বললেন, কুরুকুলের সমস্ত বৃদ্ধদের অত্যন্ত অন্যায় যে আপনারা সকলে এই মূর্খ দুর্যোধনকে রাজপদে বসিয়ে এখন তাকে বল পূর্বক নিয়ন্ত্রণ করছেন না। তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ইহার পরিণামের ছবি সবার সামনে তুলে ধরে বললেন, আপনারা দুর্যোধন কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের নিকট সমর্পণ করুন।

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥ (উঃ) ১২৮।৪৯

—সমস্ত কুলের মঙ্গলের জন্য একজন পুরুষকে, একটি গ্রামের হিতের জন্য একটি কুলকে, জনপদের হিতের জন্য একটি গ্রামকে এবং আত্মকল্যাণের জন্য সমস্ত ভূমণ্ডলকে ত্যাগ করবে।

রাজন, (ধৃতরাষ্ট্র) আপনি দুর্যোধনকে বন্দী করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করুন। আপনার জন্য সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতি নষ্ট হোক -- এইরূপ যেন না হয়।

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের কথা শুনে বিদুরকে বললেন বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী গান্ধারী দেবীকে এখানে নিয়ে এস। আমি তার সঙ্গে এই দুর্মদকে বুঝাবার চেষ্টা করব।

দুর্যোধন লোভের বশবর্ত্তী হয়ে পড়েছে। তার বুদ্ধিও দূষিত হয়েছে। দুষ্টরাই এখন তার প্রধান সহায়। এই অবস্থায় গান্ধারী যদি তাকে শান্তি স্থাপনের জন্য উপদেশ দিয়ে সৎ পথে আনতে পারে।

গান্ধারী আসলেন ও ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্রকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য অনুযোগ করলেন ও বুঝাবার (গান্ধারী চরিত্র দ্রষ্টব্য) জন্য দুর্যোধনকে ডেকে পাঠালেন।

দুর্যোধনের চোখ দুটো রাগে ক্ষোভে আরক্ত। তিনি রাগে সাপের মত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে জননীর কথা শুনবার জন্য সভা মধ্যে পুনঃ ফিরে আসলেন।

গান্ধারী দুর্যোধনকে বুঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। দুর্যোধন ক্রোধ বশতঃ পুনরায় সেখান হতে উঠে মন্ত্রিদের কাছে ফিরে গেলেন। সেই সভা ভবন হতে বের হয়ে দুর্যোধন শকুনির সঙ্গে গুপ্তভাবে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন পরামর্শ করে ঠিক করেছিলেন যে কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম মিলিত হয়ে তাঁদের বন্দী করবার পূর্বেই তাঁরা বলপূর্বক কৃষ্ণকে বন্দী করবেন, যেমন বিরোচন পুত্র বলিকে দেবরাজ ইন্দ্র বন্দী করেছিলেন। কৃষ্ণ বন্দী হয়েছেন শুনে পাণ্ডবরা ভগ্ন দন্ত সর্পের ন্যায় অচেতন ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কল্যাণকারী ও কবচতুল্য রক্ষাকারী। সম্পূর্ণ সাত্বতবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বরদায়ক এই কৃষ্ণকে বন্দী করলে সোমক-বংশীয়দের সঙ্গে পাণ্ডবরা নিরুদ্যম হয়ে পড়বে। সেইজন্য তাঁরা দ্রুত

কেশবকে বন্দী করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন—তাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যতই চীৎকার করুন।

দুর্যোধন যে কত হীন মনোবৃত্তির তা তাঁর এই নীচ ষড়যন্ত্র হতে প্রকাশ পাচ্ছে। নতুবা কৃষ্ণের ন্যায় দূতকে বন্দী করার প্রস্তাব কোন সজ্জন, ধার্মিক রাজা দিতে পারে না। কপট ছলনায় তিনি রাবণের সমতুল্য। রাবণ যেমন সীতার সরলতার সুযোগ নিয়ে সীতাকে হরণ করেন। তেমনি দুর্যোধনও ভগবান কৃষ্ণকে বন্দী করে পাণ্ডবদের জয় করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বুদ্ধিমান সাত্যকি ইঙ্গিতে দুর্যোধনদের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝতে পেরে কৃতবর্মার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং বললেন শীগ্‌গির সৈন্য-বাহিনীকে সংযোজিত কর এবং স্বয়ং কবচ ধারণ করে ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান সৈন্যর সঙ্গে সভাভবনের বহির্দ্বারে অপেক্ষা কর। ইতিমধ্যে আমি কৃষ্ণকে এই সংবাদ জানিয়ে আসি।

এই সংবাদ শুনে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন মনে হচ্ছে আপনার সব পুত্রই কালের বশীভূত হয়ে পড়েছে। সেইজন্য তারা এমন অপযশের ও অসম্ভব কাজ করতে উদ্যত হয়েছে। তিনি কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করলেন। (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য) বিদুরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে শুনিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণ বললেন, এই কৌরবরা যদি আমাকে বলপূর্বক বন্দী করতে পারে তবে আপনি তাদের অনুমতি করুন। তারা আমাকে বন্দী করুক না হয় আমি তাদের বন্দী করি। যদিও আমি তাদের বন্দী করতে পারি, কিন্তু আমি তেমন নিন্দনীয় কাজ করতে ইচ্ছুক নই। আপনার পুত্ররা পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য চুরি করার জন্য লোলুপ হয়ে পড়েছে, কিন্তু এর জন্য তাদের নিজেদের ধনও হারাতে হবে। যদি এরা তাই চায়, তবে ত যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা সফল হয়েছে বুঝতে হবে। যদি আমি আজই এদের বন্দী করে পাণ্ডবদের হাতে সমর্পণ করি, তবে তা কি দুষ্কার্য হতে পারে? কিন্তু এসব নিন্দনীয় কাজে আমার প্রবৃত্তি নেই। দুর্যোধন যে অভিলাষ

করেছে, তাই হবে। আমি আপনার সব পুত্রকে এজন্য অনুজ্ঞা প্রদান করছি।

এই কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, তুমি অতি সত্বর মিত্র, মন্ত্রী, ভ্রাতা ও অনুগামীদের সঙ্গে পাপী এবং রাজ্য লোভী দুর্যোধনকে আমার নিকট নিয়ে এস, যদি কোন প্রকারে তাকে সৎ পথে আনতে পারি।

তখন বিদুর রাজাদের সঙ্গে দুর্যোধনকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভ্রাতাদের সঙ্গে সভামধ্যে আনলেন। সেই সময় কর্ণ, দুঃশাসন ও অন্যান্য রাজা পরিবৃত দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পরিকল্পনার জন্য তিরস্কার করলেন। (ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র দ্রষ্টব্য) বিদুরও কৃষ্ণের মহিমা ও ক্ষমতার উল্লেখ করে দুর্যোধনকে পুনরায় বুঝাতে চেষ্টা করেন।

অতঃপর কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বললেন—

একোঽহমিতি যন্মোহান্মন্যসে মাং সুয়োধন।
পরিভূয় সুদুর্বুদ্ধে গ্রহীতুং মাং চিকীর্ষসি॥ উঃ) ১৩১।২

—অত্যন্ত দুর্বুদ্ধিপরায়ণ দুর্যোধন, তুমি নিজ মোহবশতঃ আমি একাকী এইরূপ মনে করছ এবং সেইজন্য আমাকে পরাভূত করে বন্দী করতে ইচ্ছুক হয়েছে।

দেখ আমার শরীরেই সমস্ত পাণ্ডবরা রয়েছে। অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়গণও এখানে রয়েছে। আদিত্য, রুদ্র ও মহর্ষিবৃন্দের সঙ্গে বসুগণও বিদ্যমান আছে। তারপর তিনি কৌরব সভায় সকলের সমক্ষে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে কৌরব সভা ত্যাগ করলেন। (কৃষ্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

কুন্তী কৃষ্ণকে যে সমস্ত অর্থপূর্ণ ধর্মসঙ্গত, উত্তম ও ভয়ঙ্কর কথা বলেছেন, তা শুনে ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্যোধনকে নানাভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেন, এবং বললেন—

জ্যোতীংষি প্রতিকুলানি দারুণা মৃগপক্ষিণঃ।
উৎপাতা বিবিধা বীর দৃশ্যন্তে ক্ষত্রনাশনাঃ॥ (উঃ) ১৩৮।২১

—বীর, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ এখন প্রতিকূল। পশু ও পক্ষীরা ভয়ঙ্কর শব্দ করছে এবং নানা প্রকার উৎপাত দেখা যাচ্ছে, যার ফলে ক্ষত্রিয়দের বিনাশ সূচিত হচ্ছে।

বিশেষতঃ আমাদের গৃহ মধ্যেই বহু দুর্নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছি। প্রজ্বলিত উল্কা সমূহ তোমার সৈন্যদের ভয়ানক পীড়ন করছে। আমাদের বাহনরা অপ্রসন্ন এবং মনে হচ্ছে যে, তারা যেন রোদন করছে। শকুনিরা তোমার সৈন্যদের চারদিক পরিবৃত করে বসে আছে। এই নগর ও রাজভবন যেন পূর্বের ন্যায় আর শোভা পাচ্ছে না। দিক্‌গুলি যেন প্রজ্বলিত হচ্ছে এবং সেখানে শৃগালরা অমঙ্গল সূচক শব্দ করছে।

পাণ্ডবদের পরাক্রম ও তাঁদের প্রতি বার বার দুর্যোধনের অন্যায় ছল কপট ব্যবহারের উল্লেখ করে বললেন, যদি যুদ্ধ হয় তবে পাণ্ডবরা মাতৃ আজ্ঞানুসারে কৌরবদের নিশ্চিত ধ্বংস করবে।

তুমি পিতা, মাতা ও হিতৈষী আমাদের কথা শোন। এখন সন্ধি বা যুদ্ধ—এই উভয়ই তোমার ইচ্ছা। যদি তুমি সুহৃদদের কথা না শোন, তবে তোমার সৈন্যদের অর্জুনের বাণাঘাতে পীড়িত হতে দেখে তুমি পরে অনুতাপ করতে বাধ্য হবে। যদি আমাদের কথা তোমার মনঃপূত না হয়, তবে যুদ্ধে যখন ভীমের বিকট সিংহনাদ ও অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কারধ্বনি শুনবে, তখন তোমার গুরুজন ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা মনে হবে।

তাঁদের পরামর্শে দুর্যোধনকে উদাস হতে দেখে ভীষ্ম ও দ্রোণ পুনরায় দুর্যোধনকে বুঝাবার চেষ্টা করেন।

কৃষ্ণ চলে গেলে সেই সময় দুর্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে বললেন, কৃষ্ণ এখান হতে কৃতকার্য হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেননি। এজন্য তিনি পাণ্ডবদের যুদ্ধ করবার জন্য উত্তেজিত করবেন---এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ইচ্ছা করেন যে, পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হোক। ভীম ও অর্জুন—এই দুই ভ্রাতা সর্বদা কৃষ্ণের আজ্ঞায় চলে। যুধিষ্ঠির ও ভীমের বশীভূত। আমি পূর্বে সব ভাই-

এর সঙ্গে একে তিরস্কারও করেছি। (নিকৃতশ্চ ময়া পূর্বং সহ সর্বৈঃ সহোদরৈঃ।) বিরাট ও দ্রুপদ ও পূর্ব হতেই আমার সঙ্গে শত্রুতাবদ্ধ। এঁরা পাণ্ডব সৈন্যদের সঞ্চালক ও কৃষ্ণের আজ্ঞার অধীনে বিদ্যমান আছেন। অতএব আমাদের সঙ্গে পাণ্ডবদের অতি ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হবে। সুতরাং আপনারা সকলে আলস্য ছেড়ে যুদ্ধের জন্য সর্বতোভাবে সজ্জিত হোন।

আপনারা কুরুক্ষেত্রে শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় এরূপ শিবির নির্মাণ করান, যাতে নিজেদের আবশক্যতা অনুসারে পর্যাপ্ত অবকাশ থাকবে এবং শত্রুরা যেগুলিকে অধিকার করতে সক্ষম হবে না। এই সব শিবিরের পাশেই জল ও কাঠের প্রচুর সুবিধা থাকবে। এদের মধ্যে এমন ভাবে সব পথ হবে, যার উপর দিয়ে খাদ্য সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বহন করা যাবে এবং শত্রুরা তা নষ্ট করতে পারবে না। এদের চারদিকে অতি উচ্চ প্রাচীরাকার বেষ্টনী করে দিতে হবে। এই সব শিবির নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ থাকবে এবং ধ্বজ পতাকাদিতে সুশোভিত থাকবে। শিবিরগুলির মধ্যে যে নগর স্থাপিত হবে, সেই নগরের বাইরে বহু সরল ও সমতল পথ ঐ সব শিবিরে যাবার জন্য নির্মাণ করতে হবে। আজই ঘোষণা করে দিতে হবে যে আগামী কাল যুদ্ধযাত্রা করতে হবে এবং এতে কেউ যেন বিলম্ব না করে।

তাঁর আদেশ সকলে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে শিবির নির্মাণ করাতে আরম্ভ করল, এবং যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি চললো। অতঃপর দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য ভাগ করলেন এবং পৃথক পৃথক অক্ষৌহিনী সৈন্যর সেনাপতিদের অভিষেক করালেন। বুদ্ধিমান দুর্যোধন ভালরূপে পর্যালোচনা করে বুদ্ধিমান ও বীর পুরুষদের সেনাপতি পদে বরণ করলেন।

কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য ও অশ্বত্থামা এবং মদ্ররাজ শল্য, সিন্ধুরাজ, জয়দ্রথ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কৃতবর্মা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শকুনি এবং বাহ্লীক—এই সমস্ত নৃপতিদের প্রথমে আহ্বান করে তাঁদের সকলকে

পৃথক পৃথক এক এক অক্ষৌহিনী সৈন্যর নায়করূপে নিশ্চিত করে বিধি-অনুসারে তাদের অভিষেক করালেন।

দিবসে দিবসে তেষাং প্রতিবেলঞ্চ ভারত।
চক্রে স বিবিধাঃ পূজাঃ প্রত্যক্ষঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥ (উঃ) ১৫৫।৩৪

—ভরত, দুর্যোধন প্রতিদিন ও প্রত্যেক বেলায় ঐসব সেনাপতিকে বারংবার বিবিধ উপায়ে প্রত্যক্ষ ভাবে পূজা (সম্মান) করতে লাগলেন।

সেনাপতিদের যারা অনুগত ছিল, দুর্যোধন তাদেরও সেইভাবে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করে দিলেন। এইসব রাজাদের সৈন্যরাও রাজা দুর্যোধনের প্রিয় কাজ করতে অভিলাষী হয়ে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত রইল।

এখানে ধূর্ত্ত দুর্যোধনের বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি রাজাদের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেই নিরস্ত হলেন না। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ নানা উপচারে তাঁদের সম্মানিত করতে লাগলেন। পাণ্ডবদের প্রতি যেন তাঁদের কোন দুর্বলতা না আসে—এজন্যই কি তাঁর এই ব্যবস্থা? কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেই কি তিনি তাঁদের থেকে মরণ পণ আদায় করবার চেষ্টা করছিলেন।

অতঃপর দুর্যোধন ভীষ্মের নিকট গিয়ে যোড় হাতে বললেন—

ঋতে সেনাপ্রণেতারং পৃতনা সুমহত্যপি।
দীর্য্যতে যুদ্ধমাসাদ্য পিপীলিকপুটং যথা॥ (উঃ) ১৫৬।২

—যত বিশাল সৈন্যবাহিনীই হোক না কেন, কোন একজন উপযুক্ত সেনাপতি ব্যতীত তারা যুদ্ধে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

দুইজন পুরুষের বুদ্ধি কখনও সমান হয় না। আবার যদি উভয়েই যোগ্য সেনাপতি হয়ে থাকেন, তবে তাদের শৌর্য তখন পরস্পরের স্পর্দ্ধার কারণ হয়ে উঠে।

আপনি সর্বদা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং নীতিতে শুক্রাচার্যের

ন্যায়। আপনাকে কেউ আপনার ইচ্ছা ব্যতীত বিনাশ করতে পারবে না। আপনি ধার্মিক, সুতরাং আপনিই আমাদের প্রধান সেনাপতি হোন।

অতঃপর ভীষ্ম কয়েকটি সর্ত্তে সেনাপতিপদ গ্রহণে সম্মত হোন। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি পাণ্ডু পুত্রদের বধ করবেন না। হয় কর্ণ পূর্বে যুদ্ধ করবে, অথবা তিনি পূর্বে যুদ্ধ করবেন।

দুর্যোধন ভীষ্মের সর্ত্ত মেনে নিয়ে সেনাপতি পদে তাঁর অভিষেক করেন। তখন অশুভ আকাশবাণী শুনতে পাওয়া গেল। আকাশ হতে উল্কাপাত হল, আরও শত শত ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ হল। এইভাবে দুর্যোধন সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ও ভীষ্মকে অগ্রে রেখে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে হস্তিনাপুর হতে বর্হিগত হলেন।

গুরুজনদের উপদেশ, কৃষ্ণর উপদেশ, তিরস্কার কোন কিছুই দুর্যোধনকে তাঁর সঙ্কল্প হতে বিচ্যুত করতে পারলো না। তিনি পাণ্ডবদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য উলূককে দূতরূপে পাঠালেন। তিনি কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে উলূককে নির্জনে ডেকে বললেন তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলবে—

ধার্মিক হয়ে অধর্মে কেন মনোনিবেশ করছ? (কথং বা ধার্মিকো ভূত্বা ত্বমধর্মে মনঃ কৃথাঃ) আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি সমস্ত প্রাণীদের অভয় দান করেছ; কিন্তু এখন দেখছি যে, তুমি এক নির্দয় ব্যক্তির মত সমস্ত জগতকেই বিনাশ করতে চাচ্ছ। তুমি কৃষ্ণকে দিয়ে কৌরব সভায় সংবাদ পাঠিয়েছিলে যে শান্তি ও যুদ্ধ—এই উভয়ের জন্য তুমি প্রস্তুত আছ। সেই যুদ্ধের সময় এসেছে। যুধিষ্ঠির এই যুদ্ধের জন্য আমি সব কিছু করেছি। (এতদর্থং ময়া সর্বং কৃতমেতদ্ যুধিষ্ঠির।)

কিং নু যুদ্ধাৎ পরং লাভং ক্ষত্রিয়ো বহু মন্যতে।

কিঞ্চ ত্বং ক্ষত্রিয় কুলে জাতঃ সম্প্রথিতো ভুবি॥ (লঃ) ১৬০।৫১

—ক্ষত্রিয় যুদ্ধ হতে অন্য কোন লাভকে বড় বলে মনে করে না। তুমিও তো সেই ক্ষত্রিয় কুলেই জন্মে এই পৃথিবীতে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছ।

দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের নিকট হতে অস্ত্রবিদ্যা পেয়ে জাতি এবং বলে আমার ন্যায় হয়েও তুমি কৃষ্ণের আশ্রয় নিয়েছ।

উলূক, তুমি কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলবে, জনার্দ্দন, এখন পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে নিজের ও পাণ্ডবদের মঙ্গলের জন্য আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

সভামধ্যে চ যদ্ রূপং মায়য়া কৃতবানসি।
তৎ তথৈব পুনঃ কৃত্বা সার্জুনো মামভিদ্রব॥ (উঃ) ১৬০।৫৪

—সভামধ্যে মায়া দ্বারা যে বিকৃত রূপ ধারণ করেছিলে, তুমি পুনরায় সেইরূপ রূপ ধারণ করে অর্জুনের সঙ্গে আমার উপর যুদ্ধের জন্য ধাবিত হও।

উলূককে তিনি আরও বললেন

বয়মপ্যৎসহেম দ্যাং খঞ্চ গচ্ছেম মায়য়া।
রসাতলং বিশামোহপি ঐন্দ্রং বা পুরমেব তু॥ (উঃ (১৬০।৫৬)

—আমরা মায়া বলে আকাশে উড়তে পারি, অন্তরীক্ষে যেতে পারি এবং রসাতলে ও ইন্দ্রপুরীতে ও প্রবেশ করতে পারি।

কেবল তাই নয়! আমরা আমাদের শরীরে বহু রূপ প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু এই সব দিয়ে আমাদের কোনও অভীষ্ট কার্য সিদ্ধি হবে না। এবং আমাদের শত্রুরাও মানবীয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ ভয় পাবে না।

একমাত্র বিধাতাই নিজের মানসিক সঙ্কল্প মাত্রেই সমস্ত প্রাণীদের বশীভূত করতে পারেন। (মনসৈব হি ভূতানি ধাতৈব কুরুতে বশে।)

উপরোক্ত উক্তি হতে মনে হচ্ছে দুর্যোধন যত দুর্জনই হোক না কেন, তিনি যথেষ্ট যোগাভ্যাস করতেন, তাই তিনিও অনেক যৌগিক ক্ষমতার অধিকারী।

তিনি কৃষ্ণর উদ্দেশ্যে আরও বলে পাঠালেন। তুমি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের নিহত করে তাদের রাজ্য পাণ্ডবদের দেবে। তুমি যার একমাত্র সহায়ক সেই সব্যসাচী অর্জুনের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা হয়েছে। অতএব আজ সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়ে পাণ্ডবদের জন্য পরাক্রম প্রকাশ

কর। এখন দেখছি পৃথিবীতে অকস্মাৎ তোমার যশ চারিদিকে বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু এখন আমার সে বিষয়ে জ্ঞান জন্মেছে যে, যারা তোমার পূজক, তারা প্রকৃতপক্ষে পুরুষত্বের চিহ্নধারী ক্লীব।

সন্নাহং সংযুগে কর্তুং কংসভৃত্যো বিশেষতঃ।

তঞ্চ তূবরকং বালং বহ্বাশিনমবিদ্যকম্॥ (উং) ১৬০।৬৪

—আমার ন্যায় একজন (নৃপতি) তোমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষতঃ যে একদিন কংসের ভৃত্যের কাজ করেছিল, যুদ্ধ করবার জন্য কবচ ধারণ করত যুদ্ধ ভূমিতে যাওয়া কোন রূপেই শোভনীয় নয়।

শক্তি মদে মত্ত ও উদ্ধত দুর্যোধনই কেবল ভগবান কৃষ্ণকে এমন অবজ্ঞা ভরে কথা বলবার স্পর্দ্ধা রাখে।

তিনি ভীমের উদ্দেশ্যে উলূক মাধ্যমে বলে পাঠালেন। পূর্বে কৌরব সভায় তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তা মিথ্যায় পরিণত কর না। যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে যুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে দুঃশাসনের রক্ত পান কর। (দুঃশাসনস্য রুধিরং পীয়তাং যদি শক্যতে।) তুমি বলেছিলে যে কৌরবদের সকলকে নিহত করবে, আজ সেই সময় উপস্থিত হয়েছে।

তিনি শ্লেষ করে ভীমের উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন, তুমি ভোজনে সকলের চেয়ে পটু, সুতরাং অধিক ভোজনে ও পানে তুমি পুরস্কার পাবার যোগ্য। কোথায় যুদ্ধ কর এবং নিজের পুরুষকায় দেখাও। তুমি যুদ্ধে আমার হাতে নিহত হয়ে নিজের গদা আলিঙ্গন করে চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করবে। তুমি সভায় যে বীরত্বের সঙ্গে লম্ফঝম্ফ করেছিলে, তা সবই আজ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

নকুলের উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন, তুমি যুদ্ধ কর। আমি তোমার পৌরুষ দেখব। তুমি যুধিষ্ঠিরের প্রতি তোমার অনুরাগ, আমার উপর দ্বেষ ও দ্রৌপদীর ক্লেশকেও ভালভাবে স্মরণ করতে থাক।

সহদেবের উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন, পূর্বের দুঃখের কথা স্মরণ করে তুমি যত্নের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

অতঃপর বিরাট ও দ্রুপদকে বলবে—

ন দৃষ্টপূর্বা ভর্ত্তারো ভৃত্যৈরপি মহাগুণৈঃ ॥

তথার্থপতিভির্ভৃত্যা যতঃ সৃষ্টাঃ প্রজাস্ততঃ।

অশ্লাঘ্যোঽয়ং নরপতিষু্বয়োরিতি চাগতম্ ॥ (উঃ) ১৬০।৭৩-৭৪

—বিধাতা যে সময় প্রজাদের সৃষ্টি করেছেন সেই সময় হতে উত্তম গুণবান্ ভৃত্যরাও নিজের প্রভুদের পূর্ব হতে পরীক্ষা করে দেখেনি যে তাঁদের গুণ আছে কি তাঁরা নির্গুণ। এইরূপ প্রভুরাও পূর্ব হতেই ভৃত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করেন না। সেজন্য যুধিষ্ঠির শ্রদ্ধার যোগ্য না হলেও আপনারা উভয়ে তাকে নিজেদের রাজা মনে করে যুদ্ধ করবার জন্য এসেছেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নর উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন এখন তোমার যোগ্য সময় উপস্থিত হয়েছে। তুমি আচার্য দ্রোণকে নিজের সম্মুখেই লাভ করবে।

শিখণ্ডীর উদ্দেশ্যে বলে পাঠালেন—ভীষ্ম তোমাকে স্ত্রী মনে করে বধ করবে না। এজন্য তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ করবে এবং রণাঙ্গনে যত্ন সহকারে পরাক্রম প্রকাশ করবে। আমি তোমার পৌরুষ দেখব।

অর্জুনের উদ্দেশ্যে দুর্যোধন বলে পাঠালেন—হয় তুমি আমাদের সকলকে পরাজিত করে এই পৃথিবীকে শাসন কর অথবা আমাদের দ্বারা পরাভূত হয়ে রণভূমিতে চিরতরে শয়ন কর। রাজ্য হতে নির্বাসিত হয়ে বনবাসের ক্লেশ ভোগ করে ও দ্রৌপদীর অপমানের কথা স্মরণ করে প্রকৃত পৌরুষ দেখাও। তুমি যে মহত্বপূর্ণ নানা কথা বলেছিলে, তা কাজে পরিণত করে দেখাও। যে ব্যক্তি কার্যতঃ কিছু করে না কেবল মুখেই নানা প্রকার কথা বলে, তাকে সজ্জন পুরুষরা কাপুরুষ বলে থাকে। (অকর্মণা কত্থিতেন সন্তঃ কুপুরুষং বিদুঃ)

অমিত্রাণাং বশে স্থানং রাজ্যঞ্চ পুনরুদ্ধর।

দ্বাবর্থৌ যুদ্ধকামস্য তস্মাৎ তৎ কুরু পৌরুষম্ ॥ (উঃ) ১৬০।৮৭

- তোমার স্থান ও রাজ্য শত্রুদের বশে এসেছে। তুমি তাকে

পুনরায় উদ্ধার কর। যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণকারী বীর পুরুষের এই দুইটির প্রয়োজন দেখা যায়। অতএব উহারই সাফল্যের জন্য পৌরুষ প্রদর্শন কর।

রাজ্য হতে নির্বাসন, বনবাস ও দ্রৌপদীর অপমানজনিত ক্লেশের কথা স্মরণ করে প্রকৃত পুরুষ হও। আমরা বারবার তোমাদের প্রতি অপ্রিয় বাক্য বলেই যাচ্ছি তার জন্য তোমরা অন্ততঃ আমাদের উপর অমর্ষ দেখাও। কারণ অমর্ষতাই হল পুরুষকার।

এইভাবে দুর্যোধন পাণ্ডবদের এবং তাঁদের পক্ষে প্রত্যেকটি বীরকে যুদ্ধে প্ররোচিত করবার জন্য প্রত্যেককে নানা বাক্যবাণে তাঁদের পৌরুষে ঘা দিলেন, যাতে তাঁরা এভাবে আহত হয়ে যুদ্ধ না করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থাকেন।

তিনি পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে উলূক মাধ্যমে বলে পাঠালেন—

ন তু পর্য্যায়ধর্মেণ সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
মনসৈবানুকূলানি ধাতৈব কুরুতে বশে ॥ উঃ) ১৬০।১০৯

—কোনও মানুষই নাম মাত্র ধর্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, কেবল বিধাতাই মানসিক সঙ্কল্প দ্বারা সব কিছু নিজের অনুকূলে ও অধীনে আনতে পারেন।

তোমরা কেবল বিলাপ করতে করতেই কাল কাটালে। আর আমি ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ তোমাদের রাজ্য ভোগ করলাম, এখন আমি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে তোমাদের বধ করে আগামী দিনগুলিও এই রাজ্য শাসন করব। অর্জুন, যখন আমরা পাশার দানে তোমাদের পরাজিত করছিলাম, সেই সময় তোমার গাণ্ডীব কোথায় ছিল? ভীমের বলই বা তখন কোথায় গেল? তোমরা সকলে অমানুষোচিত দৈন্য দশায় পড়েছিলে, সেই সময় দ্রুপদ কন্যা কৃষ্ণাই দাসত্বের সঙ্কট হতে তোমাদের সকলকে মুক্ত করেছিল। আমি সেই দিন তোমাদের নপুংসক ক্লীব বলে অভিহিত করেছিলাম, তা যথার্থই হয়েছিল। কারণ অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুনকে মস্তকে রমণীর ন্যায় বেণী বাঁধতে

হয়েছিল। ভীমকেও বিরাটের রন্ধন গৃহে পাচকের কাজ করতে হয়েছে। এ সবই আমার পৌরুষ।

এবমেব সদা দণ্ডং ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ে দধুঃ। (উঃ) ১৬০।১১৬

—সর্বদা ক্ষত্রিয়রা নিজের বিরোধী ক্ষত্রিয়দের এই প্রকারে দণ্ড দান করে থাকে।

ফাল্গুনি, কৃষ্ণ বা তোমার ভয়ে আমি রাজ্য ফিরিয়ে দেব না। তুমি কৃষ্ণের সঙ্গে এসে যুদ্ধ কর। রাজ্য লাভ করা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। যে তপস্যা করেনি, সে যেমন তব স্বর্গে যেতে ইচ্ছা করে, তেমনি তুমিও রাজ্য (ইচ্ছা করছ) চাচ্ছ।

দুর্যোধনের এই সব উক্তি শুনে পাণ্ডবরা তার যথাযথ উত্তর দিলেন। অতঃপর পাণ্ডব, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির সংবাদ নিয়ে উলূক প্রত্যাবর্ত্তন করল। উলুকের মুখে পাণ্ডবদের প্রত্যুত্তর শুনে যুদ্ধের জন্য দুর্যোধন সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। তিনি দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে বললেন, সব রাজা ও মিত্রদের সৈন্য বাহিনীকে আদেশ দাও যাতে আগামী সূর্যোদয়ের পূর্বেই সজ্জিত হয়ে যদ্ধ ক্ষেত্রে অপেক্ষা করে।

দুর্যোধন ভীষ্মকে কুরু পাণ্ডবের রথী অতিরথী ও মহারথীদের শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করালে ভীষ্ম প্রত্যেকের শক্তির পরিচয় দিলেন। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কৃষ্ণকে দিয়ে শান্তির প্রস্তাব পাঠাবার সময় ভীম দুর্যোধন সম্বন্ধ বলেছিলেন :-

অপ্যয়ং নঃ কুরুণাং স্যাদ্ যুগান্তে কালসম্ভৃতঃ।

দুর্যোধনঃ কুলাঙ্গারো জঘন্যঃ পাপপুরুষঃ॥ (উঃ) ৭৪।১৮

—দুর্যোধন কুলাঙ্গার, নীচ, পাপপুরুষ। দ্বাপর যুগে শেষে কাল প্রেরিত হয়ে আমাদের কুরুকুল বিনাশের নিমিত্ত তার জন্ম।

ভীমের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় ভীষ্ম পর্বে বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধন সম্বন্ধে যা বলেছেন তা থেকে—

কালোঽয়ং পুত্ররূপেণ তব জাতো বিশাম্পতে। (ভীঃ) ৩।৫৭
—কালই তোমার এই পুত্র রূপে জন্মেছে।

শকুনি পুত্র উলূককে দুর্যোধন দূত রূপে পাঠিয়ে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে উত্তেজিত করতে কটূক্তি করার যেরূপ তালিম দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা একমাত্র দুর্যোধনের মত উদ্ধত অশিষ্টের পক্ষেই সম্ভব।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সুরু হবার প্রারম্ভে দুর্যোধন দুঃশাসনকে ভীষ্মকে রক্ষা করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন বহু বছর ধরে কুরু পাণ্ডবের সম্মিলিত যে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম, সেই ঈপ্সিত যুদ্ধ এখন উপস্থিত। ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। কারণ ভীষ্ম রক্ষা পেলে তিনি (ভীষ্ম) পাণ্ডবদের, সোমক ও সৃঞ্জয়বংশীয়দের বধ করবেন। ভীষ্ম বলেছেন, তিনি শিখণ্ডীকে বধ করবেন না। কারণ পূর্বে সে নারী ছিল। এজন্য তিনি শিখণ্ডীকে বর্জন করবেন; তাই শিখণ্ডীর নিকট হতে ভীষ্মকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

অরক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাৎ সিংহং মহাবলম্।
মা সিংহং জম্বুকেনেব ঘাতয়ামঃ শিখণ্ডিনা॥ (ভীঃ) ১৫।১৮
—কারণ রক্ষা না করলে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রও মহাবল সিংহকে বধ করতে পারে, সুতরাং আমরা যেন শৃগাল রূপ শিখণ্ডীর দ্বারা সিংহরূপ ভীষ্মের বধের হেতু না হই।

দুঃশাসন, অর্জুন রক্ষা করবে শিখণ্ডীকে, শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করতে চেষ্টা করবে এবং ভীষ্ম তাকে বর্জন করবেন। এই ক্ষেত্রে শিখণ্ডী যাতে ভীষ্মকে বধ করতে না পারে তুমি তারই ব্যবস্থা কর।

অতঃপর কৌরব সৈন্যেরা যুদ্ধে এলো। তাদের ব্যূহ রচনা হল। বহু প্রকারের বাহন ও ধ্বজে যুদ্ধক্ষেত্র সুশোভিত হলো।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তৃতীয় দিনে কৌরব—পাণ্ডবরা ব্যূহ রচনা ও যুদ্ধারম্ভ করেন। উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সুরু হ'ল। পাণ্ডবদের দ্বারা সৈন্য ক্ষয় হতে দেখে যুদ্ধের তৃতীয় দিনে

দুর্যোধন ভীষ্মকে অনুযোগ করে বললেন, আপনি, দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য বেঁচে থাকতে আমার সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করছে। এটা আপনাদের উপযুক্ত কাজ বলে মনে করি না। আমি কোন প্রকারেই ভাবতে পারি না পাণ্ডবরা সংগ্রামে আপনার, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামার সমান শক্তিমান বা দক্ষ।

অনুগ্রাহ্যাঃ পাণ্ডুসুতাস্তব নূনং পিতামহ।

যথেমাং ক্ষমসে বীর বধ্যমানাং বরূথিনীম্॥ (ভীঃ) ৫৮।৩৭

—বীর পিতামহ, নিশ্চয়ই পাণ্ডবরা আপনার কৃপার পাত্র। তা না হলে আমার সৈন্যরা নিহত হচ্ছে, আর আপনি নীরবে তাদের দুর্দশা সহ্য করে যাচ্ছেন।

যদি পাণ্ডবদের আপনি দয়া করবেন তবে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে আমাকে কেন বলে দেননি যে, আপনি রণাঙ্গনে পাণ্ডুপুত্রদের, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। সেই অবস্থায় আমি আপনার, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের কথা শুনে কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করতাম। যুদ্ধে আপনাদের দুইজনকে পরিত্যাগ করা আমি সমীচিন মনে করছি না। দ্রোণাচার্য ও আপনি, উভয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। স্বীয় যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করে যুদ্ধ করুন।

ভীষ্মের মত পিতামহকে নিজের অদূরদর্শিতার ও অক্ষমতার পরিণামের জন্য এই ভাবে অভিযুক্ত করা কেবল অন্যায় নয়, ধৃষ্টতারও পরিচায়ক। নিজের অক্ষমতার দোষ অন্যের উপর চাপান দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ। দুর্যোধন চরিত্রেই একমাত্র এই স্বভাব বিদ্যমান।

দুর্যোধনের অভিযোগ ভীষ্ম প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়ে পরে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমি তোমাকে বহুবার বলেছি যুদ্ধে পাণ্ডবদের ইন্দ্রাদি দেবতারাও জয় করতে পারবে না! তথাপি আমি বৃদ্ধ হয়েও আমার পক্ষে যা করার যোগ্য আমি যথাশক্তি তা করব। তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তা দেখ। আজ আমি একা সকলের সামনে পাণ্ডবদের অগ্রগতি রোধ করব।

চতুর্থ দিনেও ব্যূহ নির্মাণ করে উভয় পক্ষের এবং ভীষ্ম ও অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন নন্দন অভিমন্যুর পরাক্রম ও উল্লেখ যোগ্য। (অভিমন্যু চরিত্র দ্রষ্টব্য) উভয় পক্ষেই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শল্য প্রভৃতি বীরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দুর্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় হস্তের নৈপুণ্য দেখিয়ে দুর্যোধন প্রভৃতি প্রত্যেক যোদ্ধাকে পঁচিশটি করে বাণে বিদ্ধ করলেন। সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীম দুর্যোধনকে দেখে গদা হাতে নিলেন। ভীমকে দেখে দুর্যোধনের ভ্রাতারা পালিয়ে গেলেন। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মগধের দশ হাজার বেগশালী হস্তি সৈন্য যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। মগধ রাজাকে পুরো ভাগে রেখে দুর্যোধন ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীমসেন সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে হস্তী সৈন্যদের বিতাড়িত করলেন। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য) ভীমের এই গদা যুদ্ধ এক আশ্চর্য্য যুদ্ধ।

সেই বিশাল হস্তী সৈন্য নিহত হলে দুর্যোধন সমস্ত সৈন্যদের সমবেত করে ভীমকে আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। এ যুদ্ধে ভীমের সঙ্গে ভীষ্মের একদিকে ও সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার অন্যদিকে পরাক্রম প্রশংসনীয়। চতুর্থ দিনের যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে প্রবল বেগে আক্রমণ করেন। দুর্যোধনও প্রত্যাঘাত করেছিলেন। ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে পক্ষ-যুক্ত ক্ষুরপ্রবাণ যোজনা করলেন এবং তা দিয়ে দুর্যোধনের ধনু ছিন্ন করেন। তিনি ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দুর্যোধনও ভীমের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে ভীম ও তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ যথেষ্ট পরাক্রম দেখিয়ে কৌরবদের পরাজিত করে চতুর্থ দিনের যুদ্ধের অবসান ঘটান। এই যুদ্ধে ভ্রাতাদের মৃত্যুতে দুর্যোধন অশ্রু মোচন করতে করতে চিন্তা মগ্ন হলেন।

তিনি ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি, দ্রোণাচার্য, শল্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, সুদক্ষিণ, ভূবিশ্রবা, বিকর্ণ, ভগদত্ত—এঁরা সকলেই মহারথী, সকলেই কুলীন এবং আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। আমার ধারণা আপনারা সকলে যদি মিলিত হন,

তবে তিন লোককেও আপনারা জয় করতে পারেন। কিন্তু পাণ্ডবদের সামনে কেন আপনারা দাঁড়াতে পারছেন না। কার আশ্রয় পেয়ে পাণ্ডবরা প্রতি ক্ষণে আমাদের জয় করছে ?

ভীষ্ম পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করবার প্রস্তাব দিয়ে বললেন, ত্রিলোকে এমন কেউ জন্মায়নি এবং জন্মাবেও না যিনি ভগবান কৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত এই সব পাণ্ডবদের জয় করতে পারেন। অতঃপর তিনি নারায়ণ অবতার কৃষ্ণ ও নর অবতার অর্জুনের মহিমা প্রকাশ করলেন। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি বিস্তৃত ভাবে পাণ্ডবদের শক্তি কোথায় নিহিত তা ব্যক্ত করে পুনরায় বললেন পাণ্ডবরা তোমার বীর ভ্রাতা। তুমি তাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে পৃথিবী রাজ্য ভোগ কর। নতুবা ভগবান নর-নারায়ণকে অবহেলা করে তুমি ধ্বংস হবে। ঐ সাবধান বাণী শুনিয়ে তিনি দুর্যোধনকে বিদায় দিলেন।

পঞ্চম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম মকরব্যূহ রচনা করেন এবং তাঁর সৈন্য-বাহিনী চারদিক থেকে রক্ষা করতে লাগলো। পাণ্ডবরা তাঁদের সৈন্য-বাহিনীর দ্বারা শ্যেনব্যূহ নির্মাণ করলে যুদ্ধ আরম্ভ হল।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বললেন, আপনি এমন যুদ্ধ করুন যাতে পাণ্ডবরা নিহত হয়। আমরা আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের আশ্রয়ে দেবতাদেরও যুদ্ধে জয়লাভ করবার আশা করি। কিন্তু সেইস্থলে বল ও পরাক্রম হীন পাণ্ডবরা জয়লাভ করছে। সুতরাং আপনি এরূপ চেষ্টা করুন যাতে পাণ্ডবরা ধ্বংস হয়।

প্রতাপে ও চরিত্রে দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মের ও গুরু আচার্যের নিকট বালক মাত্র। তা সত্ত্বেও দুর্যোধনের এই দুই গুরুজনকে যুদ্ধের জন্য এবম্প্রকার নির্দেশ দেওয়া বাতুলতা মাত্র।

দ্রোণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি মূর্খ। সেজন্য পাণ্ডবরা কিরূপ শক্তিশালী তা বুঝতে পারছ না ? মহাবল পাণ্ডবদের যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব। (ন শক্যা হি যথা জেতুং পাণ্ডবা হি মহাবলাঃ।) তবু আমি স্বীয় বল ও বিক্রম অনুসারে তোমার কাজ করে যাবো।

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন। উভয় পক্ষই সমান বিক্রম প্রদর্শন করলেন। এই ভাবে উভয় পক্ষের মহারথীদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভীষ্ম অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ সকলের বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করেছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যেও ঘোরতর যুদ্ধ হল। বিরাট ভীষ্ম, অশ্বত্থামা অর্জুন, দুর্যোধন ভীমসেনের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল।

দুর্যোধন শিলাতে শান দিয়ে ধারাল গৃধ্র পক্ষযুক্ত ও স্বর্ণ পক্ষযুক্ত দশটি বাণ নিক্ষেপ করে ভীমকে আঘাত করলেন। ভীমও সরলগামী বেগবান ও তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা দুর্যোধনের বক্ষ গভীর ভাবে বিদ্ধ করলেন। ভীমের এই আক্রমণ দুর্যোধন সহ্য করতে পারলেন না। তিনিও ভীমকে প্রত্যাঘাত করলেন এবং পাণ্ডব সৈন্যদের ভীত করে তুললেন। সেই রণক্ষেত্রে দুর্যোধন ও ভীম পরস্পর যুদ্ধ করে অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে দেবতাদের মত শোভা পেতে লাগলেন। দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধের পর পঞ্চম দিনের যুদ্ধের অবসান হল।

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবরা মকর ব্যূহ এবং কৌরবরা ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্মাণ করলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং উভয় পক্ষের বীররা এ যুদ্ধে সমান অংশ নিলেন।

দুর্যোধন ভীমের বুকে তীক্ষ্ণ একটি নারাচ ক্ষেপনে গভীর ভাবে আঘাত করলেন। ভীমও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনটি বাণে দুর্যোধনের দুই বাহু ও বক্ষে আঘাত করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। দুই পক্ষের বীররা এই দুই যোদ্ধাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিষধর সর্পতুল্য আকার বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর বাণ দ্বারা দুর্যোধনের অগ্রগতি রোধ করলেন। দুর্যোধনও তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রহার করলেন। তাঁদের পুনরায় আঘাতে তিনি রক্তাক্ত হলেন।

উভয় সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধে প্রবল উৎসাহ দেখা গেল। দুর্যোধন ও ভীমকে বধ করবার জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। ভীম দুর্যোধনকে তাঁর কৃত অপরাধ এক এক করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার ফল দিতে

বলে অগ্নি শিখাতুল্য ছাব্বিশটি বাণ দুর্যোধনের উপর নিক্ষেপ করলেন। ভীম দুই বাণে দুর্যোধনের ধনু ছিন্ন করলেন, দুই বাণে সারথিকে আঘাত করলেন এবং চার বাণে বেগবান অশ্বগুলিকে নিহত করলেন। ভীম পুনরায় ধনু আকর্ষণ করে দুটী বাণে দুর্যোধনের ছত্রটী কেটে দিলেন। তাঁর ধ্বজটীকেও খণ্ডিত করলেন। এই ভাবে ভীমের নিকট দুর্যোধন পরাস্ত হলে জয়দ্রথ কিছু সৈন্য দ্বারা পরিবৃত হয়ে দুর্যোধনের পৃষ্ঠ ভাগ রক্ষা করলেন। এ সময় কৃপাচার্য দুর্যোধনকে স্বীয় রথে তুলে নিলেন।

সপ্তম দিনে দুর্যোধন চিন্তামগ্ন হয়ে ভীষ্মকে বললেন, আমার সৈন্যরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং উগ্র মূর্তি। তাদের ব্যূহ রচনাও সর্বোত্তম, ধ্বজের সংখ্যাও বেশী। তবু পাণ্ডব বীররা এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে তীব্র বেগে আমার সৈন্যদের নিহত ও আহত করে চলে যাচ্ছে। তারা যুদ্ধে সকলকে মোহিত করে নিজ কীর্তি বিস্তার করছে। ভীমসেন দুর্ভেদ্য মকর ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে মৃত্যু দণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা রণভূমিতে আমাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। ভীমকে ক্রুদ্ধ দেখে আমি ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠি। আজ আমি শান্তি পাচ্ছি না।

ইচ্ছে প্রসাদাৎ তব সত্যসন্ধ
প্রাপ্তুং জয়ং পাণ্ডবেয়াংশ্চ হন্তুম্॥ (ভীঃ) ৮০।৬

—সত্য প্রতিজ্ঞ পিতামহ! আমি আপনারই কৃপাতে পাণ্ডবদের বধ করতে এবং তাদের উপর বিজয় লাভ করতে ইচ্ছা করছি।

ভীষ্ম তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে দুর্যোধনের জন্য তিনি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু বিপক্ষ দল বল ও পরাক্রমে প্রচণ্ড এবং তাঁর (দুর্যোধনের) সঙ্গে শত্রুতাবদ্ধ। তাই এদের সহসা পরাজিত করা সম্ভব হবে না। তিনি আরও বললেন, আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমার সম্পূর্ণ প্রিয় কাজ করব। (তান্ পাণ্ডবান্ যোধয়িষ্যামি রাজন্ প্রিয়ঞ্চ তে সর্বমহং করিষ্যে।)

অতঃপর দুর্যোধন প্রসন্ন হয়ে সমস্ত রাজাদের ও সৈন্যদের বললেন, যুদ্ধের জন্য বের হও। তাঁর আজ্ঞা পেয়ে সহস্র সহস্র হস্তী পদাতি ও রথে পূর্ণ সমস্ত সৈন্য দ্রুত যুদ্ধের জন্য শিবির হতে রণক্ষেত্রাভিমুখে গেলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে পুনরায় বললেন তোমাকে সর্বদা হিতকর বাক্য বলা উচিত। সেজন্য বলছি, পাণ্ডবদের ইন্দ্রসহ সমগ্র দেবতা-বৃন্দও জয় করতে সমর্থ নয়।

বাসুদেবসহায়াশ্চ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ।
সর্বথাহং তু রাজেন্দ্র করিষ্যে বচনং তব ॥ (ভীঃ) ৮১।৯

—রাজেন্দ্র, একে ত তারা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, তার উপর বাসুদেব সহায়ক, তথাপি আমি সর্বতোভাবে তোমার বাক্য পালন করব। আমি হয় পাণ্ডবদের যুদ্ধে জয় করব, অথবা পাণ্ডবরাই আমাকে জয় করবে—এই কথা বলে ভীষ্ম বিশল্যকরণী নামে শুভ ও শক্তিশালিনী ওষধি প্রদান করলেন। এই অষুধের প্রভাবে দুর্যোধনের দেহে প্রবিষ্ট বাণ ব্যথা দিয়ে বের হল এবং আঘাতের ক্ষত ও তার কষ্ট হতে মুক্ত হলেন।

কৌরবরা মণ্ডল ব্যূহ ও পাণ্ডবরা বজ্রব্যূহ নির্মাণ করলেন। উভয় পক্ষের বীররা প্রবল যুদ্ধে ব্যস্ত। এই যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনকে বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে ফেলেছিলেন। দুর্যোধনও পরাক্রমে সমান তার নিদর্শন রাখলেন। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের রথের চারটী অশ্বকে নিহত করেন। দুর্যোধন রথ হতে লাফিয়ে পড়েন। এবং তরবারি উত্তোলন করে ধৃষ্টদ্যুম্নর দিকে দৌড়াতে লাগলেন। তখন শকুনি দুর্যোধনকে তাঁর রথে তুলে নিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা দুর্যোধনকে পরাজিত করে কৌরব সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল।

অষ্টম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম এক মহাব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন। পাণ্ডবরাও অনুরূপ একটী বৃহৎ ব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন। এই দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম যথেষ্ট পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। ভীম সেদিন ধৃতরাষ্ট্রের

আট পুত্রকে নিহত করেছিলেন। ভ্রাতাদের মৃত্যুতে দুর্যোধন খুবই দুঃখ পেয়ে সৈন্যদের ভীমকে বধ করতে আদেশ দিলেন। দুর্যোধনের অন্যান্য ভ্রাতারা চিন্তা করলেন, দিব্যদর্শী বিদুর আমাদের কুশল ও হিতের জন্য যে সব কথা বলেছিলেন, সেই সবই আজ সত্যে পরিণত হচ্ছে।

সেই সময় দুর্যোধন ভীষ্মের নিকট গিয়ে অত্যন্ত দুঃখে শোকাভিভূত চিত্তে বিলাপ করে বললেন, (দুঃখেন মহতাবিষ্টো বিললাপ সুদুঃখিতঃ।) পিতামহ, যুদ্ধে ভীম আমার বীর ভ্রাতাদের নিহত করছে এবং আমার সৈন্যরাও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেও ভীমের হাতে নিহত হয়েছে।

আপনি মধ্যস্থ হয়ে রয়েছেন বলে সর্বদা আমাদের উপেক্ষা করছেন। সেই আমি কুপথে চলেছি। আপনি আমার দুর্ভাগ্য দেখুন। (সোঽহং কুপথমারূঢ়ঃ পশ্য দৈবমিদং মম।)

এইখানে রাবণের মত দুর্যোধনের ভ্রাতৃ বৎসল ভাব প্রকাশ পেয়েছে। রাবণ যেমন বীর ভ্রাতাদের মৃত্যুতে অভিভূত হয়েছিলেন, দুর্যোধনও তেমনি ভ্রাতাদের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়েছেন।

কিন্তু এই শোকের মধ্যেও তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহকে অভিযুক্ত করার ক্রূরতা বা প্রবণতা কিছু মাত্র হ্রাস পায়নি। নিজের দোষ ত্রুটী অন্যর উপর ন্যস্ত করে, অন্যকে দোষযুক্ত করতে বোধ করি আর কেউ তাঁর মত পারে না।

ভীষ্ম চোখের জলে দুর্যোধনকে বললেন, আমি দ্রোণ বিদুর ও গান্ধারী পূর্বেই একথা তোমাকে বলেছি। তুমি তা বোঝনি। আমি পূর্বেই আমার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম যে আমাকে ও দ্রোণকে যুদ্ধে নিযুক্ত করা উচিত হবে না। (কারণ আমাদের নিকট পাণ্ডব ও কৌরবরা সমান স্নেহ ভাজন।) তোমাকে এই সত্য কথাও বলেছি যে ভীম যুদ্ধ ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সামনে দেখতে পেলেই অবশ্যি তাদের বধ করবে। অতএব স্বর্গকেই অন্তিম আশ্রয় মনে করে রণভূমিতে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (যোধয়স্ব রণে পার্থান্ স্বর্গং

কৃত্বা পরায়ণম্।) ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ও অসুররা মিলিত হয়েও পাণ্ডবদের জয় করতে সমর্থ হবে না। সুতরাং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধ কর।

প্রতিবার দুর্যোধন গুরুজনদের তাঁর পরাজয়ের জন্য অভিযুক্ত করেছেন, কিন্তু প্রতিবার ভীষ্ম জানিয়েছেন ত্রিলোকে পাণ্ডবরা অজেয়। সন্ধির পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু দুর্যোধন কখনও কারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু তার ফলাফল খারাপ হলে দোষারোপ করেছেন অন্যের উপর।

উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং ভয়ানক লোকক্ষয় হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন উলূপীর পুত্র ইরাবান যথেষ্ট পরাক্রম দেখিয়েছেন এবং শকুনির ভ্রাতাদের তিনি নিহত করেন।

এদের মৃত্যুতে দুর্যোধন ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রাক্ষস অলম্বুষের শরণাপন্ন হয়ে বললেন, বীর অর্জুনের এই বলবান পুত্র মায়াবী। সে আমার ক্ষতি করে আমার সৈন্যদের সংহার করছে। তুমি ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র বিচরণে সক্ষম এবং মায়াময় অস্ত্রের প্রয়োগে নিপুণ। বকাসুর বধ করে ভীম তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। অতএব তুমি ইরাবানকে বধ কর।

দুই মায়াবীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। যুদ্ধক্ষেত্রে বহু নাগদের দ্বারা পরিবৃত ইরাবান বিশাল শরীরধারী শেষ নাগের ন্যায় বিশাল রূপ ধারণ করলেন। তারপর বহু নাগের দ্বারা রাক্ষসকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। রাক্ষস অলম্বুষ নাগদের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে গরুড়ের রূপ ধারণ করে নাগদের খেয়ে ফেললো এবং মায়াবী ইরাবানকে তরবারির সাহায্যে নিহত করল।

ইরাবানের মৃত্যুতে কৌরবদের আনন্দ হল। ইরাবানের মৃত্যুতে ভীম নন্দন ঘটোৎকচ চতুর্দিক প্রকম্পিত করে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের সঙ্গে ঘটোৎকচের ভীষণ যুদ্ধ হল। (ঘটোৎকচ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

ইরাবানের মৃত্যুতে অর্জুন দুঃখে বিলাপ করতে থাকেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য) ভীম ধৃতরাষ্ট্রের নয়টি পুত্রকে সংহার করেন। অভিমন্যু ও অম্বষ্ঠের ভয়ানক যুদ্ধে অষ্টম দিনের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।'

অতঃপর দুর্যোধন শকুনি, দুঃশাসন, কর্ণ মিলিত হয়ে পরামর্শ করলেন। এঁদের মন্ত্রণার মুখ্য বিষয় ছিল—পাণ্ডবদের কিভাবে পরাজিত করা সম্ভব। তিনি বললেন—

দ্রোণো ভীষ্মঃ কৃপঃ শল্যঃ সৌমদত্তিশ্চ সংযুগে।

ন পার্থান প্রতিবাধন্তে ন জানে তচ্চ কারণম্॥ (ভীঃ) ৯৭।৪

—দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, শল্য এবং ভূরিশ্রবা—এঁরা সকলে পাণ্ডবদের প্রতিবন্ধক হচ্ছেন না। এর কারণ কি আমি বুঝতে পারছি না।

পাণ্ডবরা নিজেরা অবধ্য হয়ে সৈন্যদের সংহার করছে। এইরূপ যুদ্ধে আমার সৈন্য ও অস্ত্র সব ক্ষয় হচ্ছে। পাণ্ডবরা শৌর্যশালী বীর ও দেবতাদের অবধ্য। তাদের দ্বারা পরাজিত হয়ে আমি জীবনের সংশয়ে পতিত হয়েছি। এ অবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিরূপে যুদ্ধ করব ?

কর্ণ তখন তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন ভীষ্ম যদি অস্ত্র ত্যাগ করেন, তবে কর্ণ ভীষ্মের সামনেই পাণ্ডবদের সমস্ত সোমকদের সঙ্গে বধ করবেন। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি কর্ণকে জানালেন তিনি অতি—দ্রুত ভীষ্মকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে অপসারণ করবেন এবং তখন কর্ণ শত্রুদের আক্রমণ করবেন।

অতঃপর তিনি ভীষ্মের নিকট গিয়ে বললেন, আমরা আপনার আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সম্পূর্ণ দেবমণ্ডলী ও অসুরদেরও জয় করবার উৎসাহ রাখি। সুতরাং পাণ্ডবদের জয় করবার বিষয়ে আর কি বলবার আছে ? প্রভু, আপনি আমার উপর কৃপা করুন। ইন্দ্র যেমন দানবদের সংহার করেন। সেইরূপ আপনি বীর পাণ্ডবদের বধ করুন। (জহি পাণ্ডুসুতান বীরান্ মহেন্দ্র ইব দানবান্)। আপনি সকলকে বধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপনার এই কথা সত্য হোক।

যুদ্ধে পাণ্ডবদের ও সোমকদের বধ করে আপনার কথা সত্যে পরিণত করুন।

দয়য়া যদি বা রাজন্ দ্বেষ্যভাবান্মম প্রভো।
মন্দভাগ্যতয়া বাপি মম রক্ষসি পাণ্ডবান্॥
অনুজানীহি সমরে কর্ণমাহবশোভিণম্।
স জেষ্যসি রণে পার্থান্ সসুহৃদগণবান্ধবান্॥ (ভীঃ) ৯৭।৪১-৪২

—রাজন, যদি পাণ্ডবদের প্রতি দয়াভাব অথবা আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি দ্বেষভাব রেখে আপনি পাণ্ডবদের রক্ষা করতে থাকেন, তবে সমর শোভী কর্ণকে যুদ্ধের জন্য অনুমতি দিন। তিনি সুহৃদবর্গ ও বান্ধবদের সঙ্গে কুন্তী পুত্রদের অবশ্যই জয় করবেন।

দুর্যোধন ব্যতীত কেউ ভীষ্মের ন্যায় পিতামহকে এমন রূঢ় ভাষায় কথা বলতে সক্ষম ছিল না।

ভীষ্ম দুঃখে, রোষে, ক্রোধে ক্ষুব্ধ হলেও নিজেকে সংযত করে উত্তরে বললেন, দুর্যোধন, তুমি এরূপ বাক্যবাণে আমাকে কেন আঘাত করছ? আমি যথাশক্তি শত্রুদের জয় করবার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং তোমার প্রিয় কাজে সর্বদা নিরত আছি। তোমার প্রিয় কাজ করবার জন্য প্রাণ আহুতি দিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমার নিশ্চিত মনে আছে যে সময় অর্জুন ইন্দ্রকে পরাজিত করে খাণ্ডব বনে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করেছিল, তাহাই তার অজেয়তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে সময় গন্ধর্বগণ তোমাকে বল পূর্বক ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়েও অর্জুনই তোমাকে মুক্ত করেছিল! তার অতুলনীয় পরাক্রমের ইহাই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

দ্রবমাণেষু শূরেষু সোদরেষু তব প্রভো।
সূতপুত্রে চ রাধেয়ে পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শণম্॥ (ভীঃ) ৯৮।৮

· সেই সময়ও তোমরা শৌর্যশালী বীর ভ্রাতারা ও রাধা নন্দন সূতপুত্র কর্ণ যুদ্ধ ত্যাগ করে পালিয়েছিল। তোমাদের ঐ পরাজয় অর্জুনের অদ্ভুত শক্তির পর্য্যাপ্ত নিদর্শন।

আমরা যখন বিরাট নগরে এক সঙ্গে সমবেত হয়ে যুদ্ধের অপেক্ষা করছিলাম, তখন অর্জুন একাই আমাদের উপর আক্রমণ করে—ছিল। এটাই তার অপরিমিত পরাক্রমের যথেষ্ট উদাহরণ। 'অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণ ও আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করে সকলের বস্ত্র গ্রহণ করেছিল। এটাই তার অমিত সামর্থ্যের পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত। (বাসাংসি চ সমাদত্ত পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্।) গো গ্রহণের সময়ে অর্জুন অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যকেও পরাজিত করেছিল, এই নিদর্শনেও তাকে বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট।

বিজিত্য চ যদা কর্ণং সদা পুরুষমানিনম্।
উত্তরায়ৈ দদৌ বস্ত্রং পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্॥ (ভীঃ) ৯৮।১২

—সেই সময় সর্বদা নিজের পুরুষার্থের উপর অভিমানী কর্ণকেও জয় করে তার বস্ত্র গ্রহণ করে উত্তরাকে দিয়েছিল। এই দৃষ্টান্ত আমি পর্য্যাপ্ত মনে করি।

যে নিবাতকবচদিগকে পরাজিত করা সাক্ষাৎ ইন্দ্রের পক্ষেও কঠিন ছিল, অর্জুন যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেছিল। সুতরাং তার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বুঝবার এটাও একটি দৃষ্টান্ত। বাসুদেব যার রক্ষাকর্ত্তা, সেই বেগশালী বীর অর্জুনকে যুদ্ধে জয় করতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হবে ?

এই কথা নারদাদি মহর্ষিগণ বহুবার তোমাকে বলেছেন। কিন্তু তুমি কোন কথাই বুঝতে পারছ না।

Edmund Burke বলেছেন— **Obstinacy is certainly a great vice, and in the changeful state of political mischief. It happens, however, very unfortunately, that almost the whole line of the great and masculine virtues - constancy, gravity, magnanimity, fortitude, fidelity, and firmness—are closely allied to this disagreeable quality, of which you have so just**

an abhorrence ; and in their excess, all these virtues very easily fall into it. এই উক্তিটি দুর্যোধন চরিত্রে বিশেষ প্রযোজ্য। তাঁর একরোখা স্বভাবের জন্যই কৌরব বংশ ধ্বংস হয়েছিল। পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য বিদুর, জননী গান্ধারী, পিতা ধৃতরাষ্ট্র, আচার্য দ্রোণ প্রভৃতি সকলেই তাঁকে বার বার পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছেন। কিন্তু তিনি প্রতিবারই তাঁদের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে কৌরব বংশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে বার বারই পাল্টা অনুযোগ করেছেন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে।

পিতামহ ভীষ্ম আরও বললেন -

মুমূর্ষু হি নরঃ সর্বান্ বৃক্ষান্ পশ্যতি কাঞ্চনান্।
তথা ত্বমপি গান্ধারে বিপরীতানি পশ্যতি ॥ (ভীঃ) ৯৮।১৭

—গান্ধারীনন্দন, মরণাপন্ন মানুষরা যেমন সব বৃক্ষকেই স্বর্ণ ভ্রম করে, তেমনি তুমিও সব কিছুই বিপরীত দেখছ।

তুমি নিজেই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দের সঙ্গে ভীষণ শত্রুতা করেছ, অতএব এখন তুমিই যুদ্ধ কর। আমরা সকলে তা দেখতে থাকি। তুমি স্বয়ং প্রথমে পৌরুষের পরিচয় দাও। ইন্দ্রও পাণ্ডবদের জয় করতে পারবেন না।

আমি শিখণ্ডীকে ছাড়া রণক্ষেত্রের সব সোমক ও পাঞ্চালদের বধ করব। যুদ্ধে হয় আমি তাদের হাতে নিহত হব অথবা তাদের নিহত করে তোমাকে আনন্দ দেবো। শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে কেন তিনি বিমুখ তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পিতামহ বললেন, শিখণ্ডী প্রথমে কন্যা হয়ে জন্মেছিল, পরে পুরুষ হয়। সুতরাং আমার প্রাণ সঙ্কট হলেও আমি তাকে বধ করব না। তুমি এখন গিয়ে নিদ্রা উপভোগ কর। কাল আমি ভীষণ যুদ্ধ করব।

অতঃপর দুর্যোধন তাঁকে প্রণাম করে নিজ শিবির অভিমুখে চলে গেলেন। তিনি পরদিন দুঃশাসন ও দ্বাবিংশতি সংখ্যক সৈন্যকে তাঁদের রক্ষায় নিযুক্ত করলেন। এবং ভীষ্ম দ্বারা বিপক্ষ দলের সকলেই নিহত

হবে—এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি দুঃশাসনকে বললেন—

অরক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাৎ সিংহং মহাহবে।

মা বৃকেণেব গাঙ্গেয়ং ঘাতয়েম শিখণ্ডিনা॥ (ভীঃ) ৯৮।৪১

—যদি এই মহাযুদ্ধে (ভীষ্ম রূপ) সিংহকে রক্ষা করা না হয়, তবে (শিখণ্ডী রূপ) একটি বৃক তাকে বিনাশ করে ফেলবে। কিন্তু আমরা বৃক সদৃপ শিখণ্ডীর হাতে সিংহ তুল্য ভীষ্মকে নিহত হতে দেব না।

অতএব শকুনি, শল্য, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য- এঁরা সকলেই সাবধান হয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। তিনি সুরক্ষিত হলেই আমাদের নিশ্চয়ই জয়লাভ হবে।

তারপর দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন, অর্জুনের বাম চক্রের রক্ষক যুধামন্যু এবং দক্ষিণ চক্রের রক্ষক উত্তমৌজা। অর্জুনের এই দুই রক্ষক। এবং অর্জুন স্বয়ং শিখণ্ডীর রক্ষক। শিখণ্ডী যাতে পিতামহ ভীষ্মকে বিনাশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা কর। দুঃশাসনও দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে কাজ করলেন।

নবম দিনের যুদ্ধের জন্য উভয় পক্ষের সৈন্যের ব্যূহ রচনা সম্পুর্ণ। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং নানা অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। উভয় পক্ষের বীরদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তন্মধ্যে ভীষ্মও ভীষণ যুদ্ধ করে অজস্র পাণ্ডব সৈন্য নাশ করতে থাকেন। পাণ্ডব সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকে।

অর্জুনকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেখে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ স্বয়ং ভীষ্মকে বধ করতে উদ্যত হলে, অর্জুন তাঁকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে নিজেই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন বলে তাঁকে নিবারণ করলেন। নবম দিনের যুদ্ধের সমাপ্তি হলে, রাত্রিতে পাণ্ডবরা এক গুপ্ত মন্ত্রণায় বসলেন। এবং তাঁরা ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে তাঁর বধের উপায় জেনে নিলেন।

দশম দিনে উভয় পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ভীষ্ম ও

শিখণ্ডীরও সংযোগ হলো এবং ভীষ্মকে বধ করবার জন্য অর্জুন শিখণ্ডীকে উৎসাহ দিতে থাকেন। অর্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করছে দেখে দুর্যোধন ভীষ্মকে বললেন --

অর্জুন, যার সারথি কৃষ্ণ আমার সমস্ত সৈন্যকে এমন ভাবে দগ্ধ করছে যেমন দাবানল বনকে দগ্ধ করে। আমার সৈন্যরা চারদিকে পলায়ণ করছে।

যথা পশুগণান্ পালঃ সঙ্কালয়তি কাননে।

তথেদং মামকং সৈন্যং কাল্যতে শক্রতাপন॥ (ভীঃ) ১০৯।১৮

—শক্রতাপন, যেমন পশুরক্ষক বনে পশুদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি অর্জুন আমার সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সৈন্যরা ব্যূহ ভেঙ্গে যত্র তত্র পলায়ন করছে। ভীমসেনও পশ্চাদভাগ হতে তাদের বিতাড়িত করছে। সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ও সৈন্যদের বিতাড়িত করছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ঘটোৎকচও হঠাৎ এই রণক্ষেত্রে এসে আমার সৈন্যদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। এই পলায়মান সৈন্যদের আপনি ব্যতীত আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন বলে ভীষ্মের পৌরুষকে উদ্দীপ্ত করতে থাকেন।

দুর্যোধনের কথা শুনে ভীষ্ম কিছুকাল চিন্তা করে বললেন, সুস্থির হয়ে তুমি এই বিষয়টি শোন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম প্রতিদিন দশ হাজার মহাত্মা ক্ষত্রিয়দের বধ করব। আমার সেই প্রতিজ্ঞা আজ অবধি পালন করেছি। আজও আমি সেই মহান্ কাজ করব। আজ আমি হয় নিহত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শয়ন করব, না হয় পাণ্ডবদের সংহার করব। (অহং বাদ্য হতঃ শেষ্যে হনিষ্যে বাদ্য পাণ্ডবান্।)

অদ্য তে পুরুষব্যাঘ্র প্রতিমোক্ষ্যে ঋণং তব।

ভর্তৃপিণ্ডকৃতং রাজন্ নিহতঃ পৃতনামুখে॥ (ভীঃ) ১০৯।২৯

-- পুরুষ শ্রেষ্ঠ রাজন, তুমি আমার পোষণ কর্ত্তা, আমার মধ্যে তোমার অন্নের ঋণ আছে। আজ যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে নিহত হয়ে তোমার সেই ঋণ পরিশোধ করব।

ভীষ্মের ন্যায় বৃদ্ধ পিতামহ যে কতটা ব্যথিত হয়ে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। দুর্যোধনকে বার বার পাণ্ডবদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পরাজয়ের গ্লানি ভীষ্মের উপর দিচ্ছিলেন সেই দুঃখ ও অপমানেই ভীষ্মের মত জ্ঞান বৃদ্ধের মুখ দিয়ে এমন কঠিন শপথ বের হয়েছিল।

তারপর ভীষ্ম এক প্রচণ্ড সংগ্রামে এক লক্ষ পাণ্ডব সৈন্য বধ করলেন। শিখণ্ডীও অর্জুনের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। উভয় পক্ষের বীরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হল। অর্জুনের সঙ্গে দুঃশাসনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল। কৌরব ও পাণ্ডবদের বীর ও মহারথীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সুরু হল। দ্রোণাচার্য চতুর্দিকে অশুভ চিহ্ন দেখে ভীষ্মকে রক্ষার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অশ্বত্থামাকে আদেশ দিলেন। ভীম একা কৌরবদের দশ প্রধান মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন। অর্জুন ও কৌরব মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিয়েছিলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য) ভীষ্মের আদেশে যুধিষ্ঠির সসৈন্যে তাঁর উপর আক্রমণ করলেন। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য।) শিখণ্ডীও ভীষ্মকে ভূপাতিত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন। দুর্যোধনের আজ্ঞা পেয়ে বিভিন্ন দেশের রাজারা নিজ নিজ বিশাল সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে সঙ্গে নিয়ে ভীষ্মের সহায়তায় শিখণ্ডী ও পাণ্ডব সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষ্ম প্রবল পরাক্রম দেখালেন। দুঃশাসনও পরাক্রম প্রদর্শন করেন। অর্জুনের সঙ্গে ভীষ্মের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ভীষ্ম যখন দিব্যাস্ত্র নিয়ে অর্জুনের দিকে ধাবিত হলেন, তখন শিখণ্ডী ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন। ভীষ্ম অস্ত্র সংবরণ করলেন। ভীম্ম মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তিনি অদ্ভুত পরাক্রম দেখাতে দেখাতে ভীষ্মের কৌরব সৈন্য সংহার করলেন। (ভীষ্ম চরিত্র দ্রষ্টব্য)

ভীষ্ম কৌরব পক্ষের প্রধান প্রধান মহারথী বীর দ্বারা সুরক্ষিত থাকলেও অর্জুন তাঁকে রথ হতে ভূপাতিত করেন। তিনি শরশয্যায়

শয়ন করলেন। সূর্যদেব উত্তরায়ণে গমন করা পর্য্যন্ত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে অর্জুন যখন তাঁর যোগ্য উপাধান ও তৃষ্ণার জল দিলেন, তখন ভীষ্ম তাঁর প্রভূত প্রশংসা করে বলেছিলেন—আমি, বিদুর, দ্রোণাচার্য, পরশুরাম, কৃষ্ণ এবং সঞ্জয় বারংবার দুর্যোধনকে যুদ্ধ না করবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্যোধন আমাদের কথা শোনেনি।

পরীতবুদ্ধির্হি বিসংজ্ঞকল্পো
দুর্যোধনো ন চ তচ্ছ্রাদ্দধাতি।
স শেষ্যতে বৈ নিহতাশ্চিরায়
শাস্ত্রাতিগো ভীমবলাভিভূতঃ॥ (ভীঃ) ১২১।৩৭

—দুর্যোধনের বুদ্ধি বিপরীত হয়েছে, সে যেন জ্ঞান হারিয়েছে। সেজন্য সে আমাদের কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। সে শাস্ত্রের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে চলেছে, সেই জন্য ভীমসেনের বলে পরাজিত হয়ে মৃত্যু-বরণ করবার জন্য সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শুয়ে থাকবে। দুর্যোধনের এক—রোখামি এই দুঃখজনক পরিণতির কারণ।

ভীষ্মের এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল! **Barton**-এর **Obstinacy and vehemency in opinion are the surest proofs of stupidity** উক্তিটি যেন দুর্যোধনের চরিত্র অবলম্বনে বলা হয়েছে।

ভীষ্মের ভবিষ্যৎ বাণী শুনে দুর্যোধন দুঃখিত হলেন। ভীষ্ম তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, রাজন, আমার কথা শোন এবং ক্রোধ ত্যাগ কর।

বুদ্ধিমান অর্জুন যেভাবে শীতল, অমৃততুল্য মধুর এবং সুগন্ধ জলধারা প্রবাহিত করল, তুমি তা প্রত্যক্ষ করলে। এ সংসারে এমন পরাক্রম-শালী বীর নেই। তিনি বহু অস্ত্রের নাম করে বললেন, একমাত্র অর্জুন বা কৃষ্ণই এ সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে সমর্থ। অন্য কেউ এ সব অস্ত্র জানে না। অর্জুনকে যুদ্ধে কোন রূপেই জয় করা সম্ভব নয়। যে

মহাত্মা পুরুষের এই অলৌকিক কাজ প্রত্যক্ষ দেখা গেল, সেই অর্জুনের সঙ্গে তোমার শীঘ্রই সন্ধি করা উচিত। এতে কোন প্রকারেই বিলম্ব করবে না। যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ স্বীয় অনুরক্তগণের অধীনে থাকবেন, সেই সময়ের মধ্যেই অর্জুনের সঙ্গে তোমার সন্ধি স্থাপন করার উপযুক্ত সময়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্জুন আনতপর্বযুক্ত বাণের দ্বারা তোমার সম্পূর্ণ সৈন্য-বাহিনীকে বিনাশ করে না ফেলে, সেই অবসরের মধ্যেই অর্জুনের সঙ্গে তোমার সন্ধি স্থাপনকে যোগ্য কাজ বলে বিবেচিত হোক। তোমার অবশিষ্ট ভ্রাতারা ও বহু সংখ্যক নৃপতিগণ যতক্ষণ বেঁচে আছেন, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি অর্জুনের সঙ্গে সন্ধি কর। যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্রে ক্রোধে প্রজ্বলিত নেত্রে তোমাদের ভস্ম করবার পূর্বেই তুমি সন্ধি কর। নকুল-সহদেব-ভীম এঁরা সকলে মিলিত হয়ে সৈন্যদের ধ্বংস করবার পূর্বেই তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন কর—এটাই আমার অভিপ্রায়। আমার সঙ্গেই যেন এ যুদ্ধের অবসান ঘটে। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। (যুদ্ধং মদন্তমেবাস্তু তাত সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ।) আমার জীবনের দ্বারা কুরু—পাণ্ডবের মধ্যে সৌহার্দ্য ভাব স্থাপিত হোক। আমি যে প্রস্তাব দিলাম তা তোমার রুচিকর হোক। সন্ধিই তোমার ও সমগ্র কৌরব কুলের কল্যাণ বলে মনে করি। তুমি পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রদান কর। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুক। তাহলে তুমি রাজাদের মধ্যে মিত্রদোহী ও নীচ বলে অভিহিত হবে না এবং তোমাকেও পাপী বলে অপযশ কুড়াতে হবে না।

আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হোক। সব রাজাই প্রসন্ন হয়ে পরস্পর মিলিত হোক।

যদি তুমি মোহাবিষ্ট হয়ে নিজের মূর্খতাবশতঃ আমার সময়োচিত কথা না শোন, তবে শেষে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে এবং যুদ্ধে তোমাদের সকলেরই বিনাশ হবে। আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলে দিলাম। (সত্যামেতাং ভারতীমীরয়ামি।) ভীষ্ম দুর্যোধনকে এই উপদেশ দিয়ে নীরব হলেন।

কিন্তু দুর্যোধনের ভীষ্মের এই ন্যায় ও অর্থপূর্ণ এবং পরম হিতকর ভবিষ্যদ্বানী ভাল লাগলো না। যেমন মুমূর্ষু রোগীর ঔষধ ভাল লাগে না (মুমূর্ষুরিব ভেষজম্।)

ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ানকালীন দুর্যোধন কর্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি (কর্ণ) যাঁকে সেনাপতি বলে যোগ্য মনে করবেন, দুর্যোধনরা সকলে মিলিত হয়ে নিঃসন্দেহে তাকেই সেনাপতি পদে বরণ করবেন। কর্ণ বললেন সমস্ত যোদ্ধাদের আচার্য, বয়োবৃদ্ধ গুরু এবং অস্ত্রধারী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণই এখন সেনাপতি হবার যোগ্য। অতএব আপনি আচার্য দ্রোণকে সেনাপতি পদে বরণ করুন।

কর্ণের পরামর্শ শুনে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বললেন, আপনি সমস্ত সদ্‌গুণের আকর। আপনার মত যোগ্য রক্ষা কর্তা এই রাজাদের মধ্যে কেউ নেই। অতএব ইন্দ্র যেমন সমস্ত দেবতাদের রক্ষা করে থাকেন, তেমনি আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার নেতৃত্বে থেকে শত্রুদের জয় করতে অভিলাষী হয়েছি। দুর্যোধন, নানা ভাবে দ্রোণাচার্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে এগার অক্ষৌহিনী সৈন্যের সেনাপতির পদ গ্রহণে অনুরোধ করলেন। অন্যান্য রাজারাও জয়ধ্বনি দিয়ে দুর্যোধনের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

দ্রোণাচার্যের অভিষেক হলো। দ্রোণ বলেছিলেন সেনাপতি পদে থাকলেও তিনি দ্রুপদ কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করবেন না, কারণ তিনি দ্রোণের বধের জন্য উৎপন্ন হয়েছেন।

সেনাপতির পদ লাভ করবার পর দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে বলে-ছিলেন, ভীষ্মের পর তুমি আমাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে যে সম্মান দেখালে এজন্য আমি তোমার কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব, তুমি যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।

দুর্যোধন বলেছিলেন—

দদাসি চেদ্ বরং মহ্যং জীবগ্রাহং যুধিষ্ঠিরম্।
গৃহীত্বা রথিনাং শ্রেষ্ঠং মৎসমীপমিহানয়॥ (দ্রোঃ) ১২।৬

—যদি আপনি আমাকে বরদানে ইচ্ছুক হোন, তবে রথী বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে আসুন।

দ্রোণ জিজ্ঞেস করলেন তুমি তাকে বধ করতে চাইলে না কেন? দুর্যোধন বললেন, যুধিষ্ঠিরকে বধ করলে, তার অন্যান্য ভ্রাতারা আমাদের সংহার করবে। আমার জয়লাভ হবে না। সমস্ত দেবতারাও যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় করতে পারবে না। যদি পাণ্ডবদের সপুত্র বধ করতে পারা যায় তবে কৃষ্ণ সমস্ত নৃপতিদের স্বীয় বশে এনে সমুদ্র ও বনভূমি সহ এই পৃথিবীকে জয় করে দ্রৌপদী বা কুন্তী দেবীকে প্রদান করবেন। অথবা পাণ্ডব পক্ষের যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারাও আমাদের বেঁচে থাকতে দেবে না।

সত্য প্রতিজ্ঞে ত্বানীতে পুনর্দ্যূতেন নির্জিতে।
পুনর্যাস্যন্ত্যরণ্যায় পাণ্ডবাস্তমনুব্রতাঃ॥ (দ্রোঃ) ১২।১৭

—সত্য প্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে নেবার পর পুনরায় যদি তাকে পাশা খেলায় পরাজিত করা যায়, তবে তার উপর ভক্তি ভাবাপন্ন পাণ্ডবেরা পুনর্বার বনে গমন করবেন।

সোঽয়ং মম জয়ো ব্যক্তং দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি।
অতো ন বধমিচ্ছামি ধর্মরাজস্য কর্হিচিৎ॥ (দ্রোঃ) ১২।১৮

—আমার স্থির বিশ্বাস - এই রূপে আমার জয় লাভ দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেজন্য কোন প্রকারেই আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে চাই না।

উপরের উক্তিগুলি হতে দুর্যোধনের কুটিল হীন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের সঙ্গে এইখানে উভয়ের সাদৃশ্য। রাবণ যেমন সীতাকে রামের ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়ে কৌশলে সীতাকে বশে এনে শত্রু রামকে পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন। এখানেও দুর্যোধন কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে জয়লাভ করতে চাচ্ছেন। তবে রাবণ আপন পরাক্রমেই শত্রুকে দমন করবার শক্তি রাখতেন। কিন্তু দুর্যোধন পরোমুখাপেক্ষী। তাই যাঁদের শৌর্যের উপর তিনি নির্ভরশীল, তাঁদের নিকট তাঁর হীন প্রচেষ্টা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

দ্রোণ জানিয়েছিলেন অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করে তবে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবেন। সুতরাং অর্জুনকে যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।

দুর্যোধন জানতেন যে পাণ্ডবদের প্রতি দ্রোণাচার্যের দুর্বলতা আছে। সেজন্য তিনি দ্রোণাচার্যের এই প্রতিজ্ঞা স্থির রাখবার জন্য এই গুপ্ত অভিপ্রায় চারদিকে প্রচার করে দিলেন।

এইটিও দুর্যোধন চরিত্রের এক হীন মনোভাবের অভিব্যক্তি। নতুবা যাঁকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করেছেন—তাঁর প্রতিও আস্থা রাখতে পারছেন না।

দ্রোণাচার্যের প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখে দুর্যোধন সন্তুষ্ট হয়ে কর্ণকে বললেন, নিশ্চয়ই আজ জীবন ও রাজ্য হতে নিরাশ হয়ে এই দুর্মতি পাণ্ডুপুত্র সারা জগৎকে দ্রোণময়ই দেখছে।

ভীমসেন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধা বিহীন হয়ে আমার সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। ভীমের এই অবস্থা আমার আনন্দ বর্দ্ধন করছে।

কর্ণ জানালেন, ভীম কখনও কৌরব সৈন্যদের সিংহনাদ সহ্য করবে না। পাণ্ডবরা বীর, অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ এবং যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে সংগ্রাম করে। তারা কখনই রণভূমি হতে পলায়ন করবে না। পাণ্ডবরা ভীমকে রক্ষা করবার জন্য দ্রোণাচার্যকে চারদিকে কেমন ঘিরে ফেলেছে, যেমন মেঘ সূর্যকে আবৃত করে থাকে। (পরীস্পস্তঃ সূর্যমভ্রগণা ইব।)

অতঃপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। ভীমের সঙ্গে কৌরব বীরদের যুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় ঘটে। দ্রোণাচার্যের উপর পাণ্ডবরা আক্রমণ করেন। অর্জুন ও কর্ণের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। অর্জুন কর্ণের ভ্রাতাদের নিহত করেন এবং কর্ণ ও সাত্যকির মধ্যে সংগ্রাম চলে। শত্রুদের অভ্যুদয়ে দুর্যোধন মনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যোদ্ধাদের শুনিয়ে শুনিয়ে আচার্য দ্রোণকে বলেছিলেন—

দ্বিজশ্রেষ্ঠ, নিশ্চয়ই আমরা আপনার দৃষ্টিতে শত্রুবর্গের অন্তর্গত। (নূনং বয়ং বধ্যপক্ষে ভবতো দ্বিজসত্তম) এর কারণ হল—যুধিষ্ঠির আপনার অত্যন্ত নিকটে আসলেও আপনি তাকে বন্দী করেন নি। যুদ্ধে কোন শত্রু যদি আপনার নজরে পড়ে তবে দেবতাদের সঙ্গে পাণ্ডবরা তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে বর দিয়েছিলেন, পরে তার বিপরীত আচরণ করলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষরা কোন প্রকারেই নিজেদের ভক্তের আশা ভঙ্গ করে না। (আশাভঙ্গং ন কুর্বন্তি ভক্তস্যার্য্যা কথঞ্চন।)

দ্রোণাচার্য বললেন অর্জুন যাকে রণক্ষেত্রে রক্ষা করছে তাকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ এবং রাক্ষসদের সঙ্গে মানুষরাও জয় করতে পারবে না। কৃষ্ণ ও অর্জুন যেখানকার সেনানায়ক সেখানে কারও শক্তিই সমর্থ হয় না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন সেদিন পাণ্ডবদের যে কোন এক শ্রেষ্ঠ মহারথীকে বধ করবেন। আজ আমি সেই ব্যূহ নির্মাণ করব যাকে দেবতারাও ভেদ করতে পারবেন না। কিন্তু যে কোন উপায়ে অর্জুনকে আজ দূরে সরিয়ে রাখো। কারণ যুদ্ধ সম্বন্ধে এমন কোন বিষয়ই নেই যা অর্জুনের অজ্ঞাত বা অসাধ্য। কারণ সে এই মর্ত ও স্বর্গের যুদ্ধের সব বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করেছে।

দ্রোণাচার্য্য এক অসাধারণ ব্যূহ রচনা করলেন। যা ভেদ করার পথ দু একজন ছাড়া অন্য যোদ্ধাদের জানা ছিল না।

দ্রোণাচার্যের ব্যবস্থানুযায়ী সংশপ্তকরা দক্ষিণ দিকে গিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। অর্জুন ও কৃষ্ণের অবর্ত্তমানে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় অভিমন্যু সেই ব্যূহ ভেদ করেছিলেন। (অভিমন্যু চরিত্র দ্রষ্টব্য)

অর্জুন যখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরের মুখে অভিমন্যুর বধ বৃত্তান্ত শুনলেন, তখনই তিনি জয়দ্রথকে বধ করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য) জয়দ্রথই ব্যূহ দ্বার রক্ষা করে কোন পাণ্ডব সেনা বা পাণ্ডব ভ্রাতাকে অভিমন্যুর

সহায়তা করবার জন্য ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে দেননি। অভিমন্যুকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করে দ্রোণাচার্য তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন।

অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে জয়দ্রথ ভীত হয়ে স্বীয় রাজধানীতে ফিরে যাবেন বললেন। দুর্যোধন ভগ্নিপতি জয়দ্রথকে অভয় দিয়ে বললেন, তুমি ভীত হইও না। রণক্ষেত্রে তুমি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে থাকলে কেউ তোমাকে বধ করতে পারবে না। সব মহারথীরা ও আমার একাদশ অক্ষৌহিনী (যদিও তখন তাঁর বহু সৈন্য নিহত হয়েছে) সৈন্য তোমাকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত আছে। তুমি নিজে একজন শ্রেষ্ঠ বীর, তুমি পাণ্ডুপুত্রদের ভয় করছ কেন?

অতঃপর অর্জুন বহু কৌরব সৈন্য হতাহত করে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করবার জন্য দ্রোণাচার্য ও কৃতবর্মার সৈন্যবাহিনীকে ভেদ করে কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলেন। কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও পরাক্রমশালী শ্রুতায়ুধকে অর্জুন নিহত করলেন। সমস্ত কৌরবরা পলায়ন করতে লাগল। সৈন্যদের পলায়ন করতে দেখে দুর্যোধন দ্রোণের নিকট গিয়ে তাঁকে বললেন—

অর্জুন আমাদের সৈন্যবাহিনীকে মন্থন করে ব্যূহের মধ্যে চলে গেল। আপনি স্থির করুন অর্জুনের বিনাশের জন্য কি করণীয়? এই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়ে যাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, সেইরূপ উপায় স্থির করুন। আমাদের একমাত্র আশ্রয় আপনিই।

যখন অর্জুন আপনার সৈন্যব্যূহ ভেদ করে আপনাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হল, তখন হতেই জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য যোদ্ধারা মহাসংশয়ে পড়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অর্জুন আপনাকে জয় না করে, আপনাকে অতিক্রম করে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। এখন আমার মনে হচ্ছে আমার এই সৈন্যদের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

জানামি ত্বাং মহাভাগ পাণ্ডবানাং হিতে রতম্।
তথা মুহ্যামি চ ব্রহ্মন্ কার্য্যবত্তাং বিচিন্তয়ন্॥ (দ্রোঃ) ৯৪।১১

—মহাভাগ, ব্রহ্মণ, আমি জানি যে আপনি পাণ্ডবদের হিতে নিরত আছেন। সেইজন্য আমি নিজ কার্য্যের গুরুত্বের কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করে চিন্তিত হয়ে পড়ছি।

যথাশক্তি চ তে ব্রহ্মণ্ বর্তয়ে বৃত্তিমুত্তমাম।
প্রীণামি চ যথাশক্তি তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে॥ (দ্রোঃ। ৯৪।১২

—আমি যথাশক্তি আপনার জন্য উত্তম জীবিকাবৃত্তির ব্যবস্থা করেছি এবং শক্তি অনুসারে আপনাকে প্রসন্ন রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এসব বিষয়কে আপনি কোন প্রকার গুরুত্বই দিচ্ছেন না।

অস্মানেবোপজীবংস্ত্বমস্মাকং বিপ্রিয়ে রতঃ।
ন ত্বয়ং ত্বাং বিজানামি মধুদিগ্ধমিব ক্ষুরম্॥ (দ্রোঃ) ৯৪।১৪

—আমার নিকট হতে আপনার জীবিকা চলছে, তথাপি আপনি আমারই অপ্রিয় কার্যে রত আছেন। আমি পূর্বে তা জানতে পারিনি যে আপনি মধুলিপ্ত একটি ক্ষুরসদৃশ।

যদি আপনি অর্জুনকে প্রতিরোধ করবার বর আমাকে না দিতেন, তা হলে আমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে স্বীয় রাজ্যে ফিরে যেতে নিষেধ করতাম না। মূর্খ আমি আপনার নিকট হতে রক্ষা পাবার আশা করে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে এখানেই থাকতে বলেছি এবং এই ভাবে মোহবশতঃ আমি তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি।

দুর্যোধনের ক্ষুরধার রসনা হতে গুরু দ্রোণও মুক্তি পাননি। দ্রোণের প্রতি দুর্যোধনের এইরূপ রূঢ় ভাষণ শুধু অভদ্রোচিত নয়। সংযম ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। দ্রোণাচার্যের মত বৃদ্ধ আচার্যকে জীবিকার গঞ্জনা কেবল রূঢ়তা নয়—নীচতারও পরিচায়ক।

মানুষ যমরাজের দন্তের মধ্যে পতিত হয়েও হয়ত মুক্ত হতে পারে। কিন্তু রণাঙ্গনে অর্জুনের বশীভূত হয়ে এই জয়দ্রথের প্রাণ থাকতে পারে না।

আপনি জয়দ্রথকে মৃত্যুর কবল হতে বাঁচান, আর্ত্ত আমি যা কিছু

বলেছি তার জন্য আপনি ক্রোধ করবেন না। যে কোন প্রকারেই হোক জয়দ্রথকে আপনি রক্ষা করুন।

দ্রোণ উত্তরে কেবল জানালেন অর্জুনের সারথি কৃষ্ণের অশ্বগুলি দ্রুতগামী। তাই অল্প একটু সুযোগ পেলেই সে তৎক্ষণাৎ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করছে। বার্ধক্যের জন্য তিনি দ্রুত রথ চালাতে পারেন না। তা ছাড়া তিনি ক্ষত্রিয়দের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবেন। সেই সময় অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট ছিল না। সুতরাং আমার ব্যূহ দ্বার ত্যাগ করে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য যাব না।

অর্জুনও তোমার মত উচ্চকুলজাত এবং পরাক্রমশালী। সে একাকী এবং তুমি সহায়ক পরিবেষ্টিত হয়ে তার সঙ্গে নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। তুমিই পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা স্থাপন করেছ, সুতরাং তুমি স্বয়ং অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

দুর্যোধন উত্তরে বললেন, অস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যকে অর্জুন অতিক্রম করে গেছে। সেই অর্জুনকে প্রতিরোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইন্দ্রকেও সময়ে জয় করা যায়। কিন্তু অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব। (নার্জুনঃ সমরে শক্যো জেতুং পরপুরঞ্জয়ঃ।) তবু যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনি উচিত মনে করেন তবে আপনি আমার যশকে রক্ষা করুন।

এখানে রাবণের সঙ্গে দুর্যোধনের পার্থক্য। রাবণ কখনও কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভীত হননি বা কাউকে অপরাজেয় মনে করেননি। দুর্যোধন অপর যোদ্ধাদের শক্তির উপর নির্ভর করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাবণের মত আপন বীর্যের উপর তাঁর ভরসা ছিল না। তিনি স্বয়ং নির্ভর কখনো ছিলেন না।

তখন দ্রোণ অতি সত্বর আচমন করে সেই মহাযুদ্ধে দুর্যোধনের বিজয় লাভের জন্য তাঁর শরীরে বিধি অনুসারে মন্ত্রজপের সঙ্গে অত্যন্ত তেজস্বী ও অদ্ভুত কবচ বেঁধে দিলেন। অতঃপর দুর্যোধন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁর রথের দিকে চললেন।

রণক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জুনকে দেখে কৌরব সৈন্যরা ভীত হলে, দুর্যোধন তাদের অভয় দিয়ে বললেন, তোমাদের ভয় দূর হোক। আমি কৃষ্ণার্জুনকে এখন নিহত করব। অতঃপর তিনি অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি যদি পাণ্ডুপুত্র হও, তবে তুমি যে সব লৌকিক ও দিব্য অস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেছ, সেই সমস্ত আমার উপর প্রয়োগ কর। আমি তোমার পৌরুষ কতটা তা পরখ করতে চাই।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধলো। অর্জুন কৃষ্ণকে বলেছিলেন, আমার মনে হয় দুর্যোধনের দেহে দ্রোণ অভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছেন। এর বন্ধন রীতি আমিও ইন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি। কিন্তু দুর্যোধনের এ কবচ থাকলেও আমি তাকে পরাজিত করব। অর্জুন শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করলেন। দুর্যোধনের এই ভাবে পরাজয় ঘটলো। তাঁর সাহায্যে ভূরিশ্রবা, কর্ণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি সসৈন্যে এসে অর্জুনকে বেষ্টন করলেন।

ঘন ঘন অর্জুনের ধনুকের টঙ্কার ধ্বনি ও কৃষ্ণের শঙ্খ ধ্বনি শুনে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অর্জুনের সহায়তার জন্য পাঠান। যুদ্ধে সাত্যকির প্রবল পরাক্রমের নিকট দুর্যোধন পরাজিত হয়ে ভ্রাতৃবৃন্দ সহ পলায়ন করলেন।

অর্জুন, ভীম, সাত্যকি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করবার জন্য অগ্রসর হলে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে অনুযোগ করে বললেন, আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে এই তিন মহারথী জয়দ্রথকে বধ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। এদের কেউ প্রতিরোধ করতে পারছে না। সেখানেও এরা সকলে অপরাজিত থেকে আমার সৈন্যদের অস্ত্র প্রহার করছে। (ব্যাযচ্ছন্তি চ তত্রাপি সর্ব এবাপরাজিতাঃ) মেনে নিলাম যে মহারথী অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু এরা কিরূপে অতিক্রম করল ? এদের কাছে আপনার পরাজয়।

আশ্চর্য্যভূতং লোকেঽস্মিন্ সমুদ্রস্যেব শোষণম্ ॥ (দ্রোঃ) ১৩০।৭

—সমুদ্রকে শুষ্ক করে দেওয়ার ন্যায় ইহা জগতে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা বলে আমি মনে করি।

এটা কি দুর্যোধনের শ্লেষ না দ্রোণের সদিচ্ছার প্রতি কটাক্ষ।

আজ সব লোকই এই বিষয়ে আলোচনা করছে। আপনার এই পরাজয় সব লোকেরই নিকট অবিশ্বাসনীয়। (ইত্যেবং ব্রুবতে যোধা অশ্রদ্ধেয়মিদং তব।) আমারই ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ। এরা তিন মহারথী যখন আপনার মত পুরুষ শ্রেষ্ঠকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারলো, তখন যুদ্ধে আমার বিনাশই অবশ্যম্ভাবী। (যত্র ত্বাং পুরুষব্যাঘ্রং ব্যতিক্রান্তাস্ত্রয়ো রথাঃ। এই অবস্থায় যা অবশ্য করণীয় তা করুন।

নিজের দোষের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘটতে চলেছে তার জন্য বার বার দুর্যোধন কখনো পিতামহ ভীষ্মকে কখনো বা গুরু দ্রোণাচার্যকেই দায়ী করেছেন। এই প্রসঙ্গে **English divine and poet Georgc Herbert** এর কথাটি মনে পড়ে **The virtue of a coward is suspicion.** নিজের অক্ষমতা দুর্যোধনকে একটা সন্দেহের মোহে আচ্ছাদিত রেখেছিল। তাই তিনি বার বার অন্যকে সন্দেহ করেছেন।

উত্তরে দ্রোণাচার্য বললেন, কৌরব সৈন্যরা অগ্রভাগে ও পশ্চাদ-ভাগে শত্রুদের আক্রমণের মুখে পতিত হয়েছে। শকুনির বুদ্ধিতে পাশা খেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন,. কৌরব রাজসভায় যে পাশা খেলা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা পাশা ছিল না, তা ছিল দুর্ধর্ষ বাণ। (অক্ষান্ স মন্যমানঃ প্রাক্ শরাস্তে হি দুরাসদাঃ) জয়দ্রথেরই জীবন পণ রেখে শত্রুদের সঙ্গে আমাদের ভয়ঙ্কর অক্ষ ক্রীড়া আরম্ভ হয়েছে। যেখানে মহাধনুর্ধররা জয়দ্রথকে রক্ষা করছে তুমি স্বয়ং সেদিকে শীঘ্র যাও এবং জয়দ্রথের রক্ষকদের রক্ষা কর। দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। এবং যুধামন্যু ও উত্তমৌজার সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়।

ক্রুদ্ধ অর্জুন জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, এখন যুদ্ধের সময় হয়েছে। তুমি এখন তোমার বল প্রদর্শন কর। কর্ণ, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দ্রথ যাতে অর্জুন দ্বারা নিহত না হয় তার চেষ্টা কর। এখন দিনের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। তুমি শত্রুকে আহত করে তার কাজে বাধা দাও। দিন কোন প্রকারে শেষ হলেই আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। (দিনক্ষয়ং প্রাপ্য নরপ্রবীর ধ্রুবো হি নঃ কর্ণ জয়ো ভবিষ্যতি) সূর্যাস্ত পর্যন্ত যদি জয়দ্রথ সুরক্ষিত থাকে, তবে স্বীয় প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হওয়ার জন্য অর্জুন অবশ্যই অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তারপর অর্জুনহীন এই যুদ্ধে তার ভ্রাতারা ও অনুগামীরা মুহূর্ত কালও জীবিত থাকতে পারবে না।

দৈবের দ্বারা উপহত হয়ে অর্জুনের বুদ্ধি বিপরীত হয়ে গেছে। সেইজন্য সে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য কিছুর বিচার না করেই জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞা করেছে। নিজের বিনাশের জন্যই এই প্রতিজ্ঞা সুনিশ্চিত।

রাধানন্দন, তোমার ন্যায় দুর্ধর্ষ বীর জীবিত থাকতে অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে কিরূপে বধ করতে সমর্থ হবে? শল্য ও কৃপাচর্যের দ্বারা সুরক্ষিত জয়দ্রথকে অর্জুন কিরূপে বধ করবে? আমি, দুঃশাসন ও অশ্বত্থামা যাকে (জয়দ্রথ) রক্ষা করছি, অর্জুন তাকে কিরূপে বধ করবে? মনে হচ্ছে সে আজ কাল কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে। (কথং প্রাপ্স্যতি বীভৎসুঃ সৈন্ধবং কালচোদিতঃ।)

ঐদিকে সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে, বহু সংখ্যক বীর যুদ্ধ করছে, অতএব আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হতে পারবে না। তুমি সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং তার সব পরাক্রম ব্যাহত কর।

দুর্যোধনের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য)

জয়দ্রথের মৃত্যুতে দুর্যোধন শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। এই যুদ্ধে কৌরবদের বিপর্যস্ত হতে দেখে দুর্যোধন চিন্তা করলেন যে

কর্ণের উপর আস্থা রেখে তিনি যুদ্ধের জন্য সব অস্ত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছেন, সেই কর্ণও যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে এবং জয়দ্রথও নিহত হয়েছে। যার শক্তিকে আশ্রয় করে তিনি সন্ধি প্রার্থী কৃষ্ণকে তৃণের ন্যায় মনে করেছিলেন, সেই কর্ণও আজ যুদ্ধে পরাজিত।

অতঃপর তিনি দ্রোণের দর্শনার্থী হয়ে তাঁর নিকট গেলেন ও কৌরবদের গুরুতর পরাজয়ের সমস্ত কথা বললেন এবং শত্রুরা জয়লাভ করেছে, তাও জানালেন। তিনি আরও বললেন, আমার পক্ষের রাজাদেয় গুরুতর ক্ষয় লক্ষ্য করুন। আমার পিতামহ ভীষ্ম হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বহু নৃপতি বিনষ্ট হয়েছেন। অর্জুন আমার সাত অক্ষৌহিনী সৈন্যকে সংহার করে জয়দ্রথকে বধ করেছে। যে সমস্ত নৃপতি আমার জন্য পৃথিবী জয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁরাও ভূতলে শয়ন করেছেন।

তুর্যোধনের অনুশোচনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পরবর্ত্তী উক্তিতে

সোঽহং কাপুরুষঃ কৃত্বা মিত্রাণাং ক্ষয়মীদৃশম্।
অশ্বমেধসহস্রেণ পাবিতুং ন সমুৎসহে॥ (দ্রোঃ) ১৫০।১৭

—আমি কাপুরুষ, আমি স্বীয় মিত্রদের এভাবে সংহার করিয়ে হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারাও নিজেকে পবিত্র করতে পারব না।

ধর্মনাশক, পাপী ও লোভী আমার জন্য যুদ্ধে জয়লাভ করতে ইচ্ছুক আমার মিত্ররা কালের কোলে শুয়ে পড়েছে।

কথং পতিতবৃত্তস্য পৃথিবী সুহৃদাং দ্রুহঃ।
বিবরং নাশকদ্ দাতুং মম পার্থিবসংসদি॥ (দ্রোঃ) ১৫০।১৯

—আচার ভ্রষ্ট ও মিত্রদোহী আমার জন্য এইসব রাজাদের সভায় এই ভূদেবী কেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন না, যার ফলে আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারি?

পিতামহ ভীষ্ম রক্তাপ্লুত হয়ে শরশয্যায় শায়িত আছেন, কিন্তু আমি তাঁকে রক্ষা করতে পারলাম না। এই পরলোক বিজয়ী তুর্ধর্ষ

বীর ভীষ্মের নিকট যদি আমি যাই, তবে নীচ, মিত্রদ্রোহী ও পাপাত্মা পুরুষ আমাকে তিনি কি বলবেন ?

আশ্চর্য, দেখুন আমার জন্য প্রাণের মোহ ত্যাগ করে রাজ্য দান করতে ইচ্ছুক মহাধনুর্ধর মহারথী জলসন্ধকে সাত্যকি নিহত করেছে। কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, রাক্ষস অলম্বুষ এবং অন্যান্য বহু সুহৃদকে নিহত হতে দেখেও আজ আর আমার জীবিত থাকবার প্রয়োজন কি ? সব বীররা আমার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাদের ঋণ আমি কি ভাবে পরিশোধ করব ? তাঁদের সকলের জন্য আজ আমি যমুনায় তর্পণ করব।

English humorist Bonnell Thornton লিখেছেন— True repentence consists in the heart being broken for sin and broken from sin. Some often repent, yet never reform ; they resemble a man travelling in a dangerous path, who frequentty starts and stops, but never, turns back. এই উক্তিটি দুর্যোধন চরিত্রে খুবই প্রযোজ্য। দুর্যোধনের অনুতাপ যথার্থ আন্তরিক নয়। সত্যিই যদি নিহত আত্মীয় বন্ধুদের জন্য তিনি অনুতপ্ত হতেন, তবে তিনি জয়দ্রথের মৃত্যুর পরই যুদ্ধ বন্ধ করে পাণ্ডবদের ন্যায্য রাজ্য তাঁদের ফিরিয়ে দিতেন। তিনি নিজের চরিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অতিশয়োক্তি নয়। ক্ষণকালের জন্য তাঁর হৃদয়ে যে শ্মশান বৈরাগ্য দেখা গিয়েছিল, পরবর্ত্তী উক্তি হতেই বোঝা যায় তাঁর ঐ বৈরাগ্য কত ক্ষণস্থায়ী।

আমি আমার সমস্ত পূণ্য কর্ম, পরাক্রম, এবং পুত্রদের শপথ নিয়ে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি যে, এখন আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সমস্ত পাঞ্চালদের বধ করে হয় শান্তি পাবো অথবা আমার সুহৃদরা যে লোকে গেছে, সেই লোকে যাব।

এখন যারা আমার সহায়ক আছেন, তারা অরক্ষিত হয়ে পড়ায়

আমার সহায়তা করতে চাচ্ছে না। তারা এখন আমাদের অপেক্ষা পাণ্ডবদের প্রতি অধিকতর কল্যাণকামী। ভীষ্ম স্বয়ংই নিজের মৃত্যু স্বীকার করেছেন। অর্জুন আপনার প্রিয় শিষ্য সেজন্য আপনি আমাদের উপেক্ষা করছেন (ভবানুপেক্ষাং কুরুতে শিষ্যত্বাদর্জুনস্য হি।) সেজন্য আমাদের সব যোদ্ধাই নিহত হয়েছে। একমাত্র কর্ণই আমার জন্য জয়াভিলাষী।

যো হি মিত্রমবিজ্ঞায় যাতাতথ্যেন মন্দধীঃ।
মিত্রার্থে যোজয়ত্যেনং সোঽর্থোঽবসীদতি॥ (দ্রোঃ ১৫০।৩২

—যে মূর্খ মনুষ্য মিত্রকে যথাযথ রূপে না জেনে তাকে মিত্র কাজে নিযুক্ত করে, তার সেই কার্য নিষ্ফল হয়ে যায়।

আমার পরমসুহৃৎ রূপে কথিত সেই পুরুষরা মোহ বশতঃ ধনপ্রার্থী লোভী, পাপী ও কুটিল আমার এই কাজকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আমার বন্ধুরা যুদ্ধে যে লোকে গমন করেছে সেখানে আমিও যাব। আপনি, পাণ্ডুপুত্রদের আচার্য অতএব আমাকে যাবার অনুমতি দিন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের বিপর্যয় তাঁর পাপ মন ও চরিত্রের জন্য। কিন্তু দ্রোণাচার্যের মত অশীতিপর বৃদ্ধকে বার বার বাক্য বাণে লাঞ্ছিত করা দুর্যোধনের পক্ষে কেবল অন্যায় নয় গর্হিত ও বটে। যিনি বিবেকের বিরুদ্ধে একমাত্র অন্ন ঋণ পরিশোধের জন্য এমন অন্যায় যুদ্ধে হাজার হাজার সৈন্যকে নিহত করেছেন, পক্ষপাত দুষ্ট বলে তাঁর প্রতি কটাক্ষ একমাত্র দুর্যোধনের মত নিষ্ঠুর কঠিন হৃদয়, রূঢ় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

উত্তরে দ্রোণাচার্য বললেন, আমি সর্বদা বলেছি অর্জুন যুদ্ধে অজেয়। অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত বলেই শিখণ্ডীও যুদ্ধে ভীষ্মকে পরাজিত করেছে। বিদুর তোমাকে কৌরব সভায় বার বার বলেছিলেন, শকুনির পাশার গুটিগুলি একদিন তীক্ষ্ণ বাণে পরিণত হবে। সেই পাশাই আজ অর্জুনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণ হয়ে আমাদের বধ করছে।

যোঽবমন্য বচঃ পথ্যং সুহৃদামাপ্তকারিণাম্।
স্বমতং কুরুতে মূঢ়ঃ স শোচ্যো নচিরাদিব ॥ (দ্রোঃ) ১৫১।১৪

—যে মূর্খ স্বীয় হিতৈষী মিত্রগণের হিতকর বাক্যকে অবহেলা করে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে থাকে, সেই ব্যক্তি অল্প দিনের মধ্যেই শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়।

কৌরব সভায় পাণ্ডবদের অহেতুক লাঞ্ছিত করা ও কপট উপায়ে পাণ্ডবদের পরাস্ত করে বনবাসে পাঠান, বিদুরের উপদেশ উপেক্ষা ইত্যাদির ফলেই দুর্যোধনকে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে বলে তিনি দুর্যোধনকে জানালেন। তিনি আরও বললেন—এরূপ অবস্থায় তুমি স্বয়ং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে আমাকে কেন বাক্য বাণে ছিন্ন করছ? আমি ত নিজেই এজন্য অনুতপ্ত।

দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে আরও বললেন, ভীষ্মের সুবর্ণময় ধ্বজকে যুদ্ধক্ষেত্রে উড়তে না দেখেও তুমি জয়লাভের আশা কিরূপে করছ? যেখানে জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা নিহত হয়েছে, সেখানে তুমি আর কার কথার উপর নির্ভর করছ! দুঃশাসনের সামনেই ভীষ্মকে পরাজিত হতে দেখে, তখন হতেই আমি এই চিন্তা করছি যে, এই পৃথিবী আর তোমার অধিকারে থাকবে না।

August W. Hare বলেছেন—Never put much confidence in such as put no confidence in others. A man prone to suspect evil is mostly looking in his neighbour for what he sees in himself. As to the pure all things are pure, even so to the impure all things are impure দুর্যোধন সম্বন্ধেও কি এই প্রকার বলা যায় না? পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, বন্ধু কর্ণ—কারো প্রতিই তাঁর আস্থা ছিল না। নিজের মন দিয়ে অন্যের মনকে বিচার করতেন বলেই সারা জীবন সুখ, শান্তি, বিশ্বাস কিছুই উপভোগ করতে পারেননি।

এই দেখ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্যরা একত্রে মিলিত হয়ে এই সময়

আমার উপর আক্রমণ করছে। এখন আমি সমস্ত পাঞ্চালদের বধ না করে আমার কবচ ত্যাগ করব না। এখন তোমার বাক্য বাণে পীড়িত হয়ে মহাযুদ্ধের জন্য শত্রুদের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করেছি। যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে সৈন্যদের রক্ষা কর। কারণ এই সময় ক্রুদ্ধ কৌরবগণ ও সৃঞ্জয়গণ রাত্রি কালেও যুদ্ধ করবে।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের দ্বারা যুদ্ধ করবার জন্য প্রেরিত হয়ে কর্ণের নিকট দ্রোণাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন যে অর্জুন বরাবর দ্রোণাচার্যের পরম প্রিয়। সেজন্য তিনি যুদ্ধ না করেই তাকে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করার পথ করে দিয়েছেন। তিনি আরও অনুযোগ করে বললেন জয়দ্রথ স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য শিবিরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের অভয় পেয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করেন। শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধারা অর্জুনের বাণে যমলোকে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র রথের সাহায্যে অর্জুন আমার এই সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে ও জয়দ্রথকে বধ করল। এটা কি করে সম্ভব হল? ভীম আজ আমার ভ্রাতা চিত্রসেনাদের বধ করেছে।

কর্ণ উত্তরে জানালেন, আচার্যের নিন্দা করা উচিত নয়। তিনি নিজের বল, শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করেছিলেন। অর্জুন তাঁর ব্যূহে প্রবেশ করলে দ্রোণাচার্যের কোন দোষ নেই। তিনি এখন বৃদ্ধ, দ্রুত গতিতে চলতে অসমর্থ। বাহুদ্বয় এখন পূর্বের ন্যায় কর্মঠ নেই, সেইজন্য অর্জুন যার সারথি কৃষ্ণ দ্রোণাচার্যকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছে। এ বিষয়ে আমি দ্রোণের কোন দোষ দেখছি না। (তস্য দোষং ন পশ্যামি দ্রোণস্যানেন হেতুনা)।

দৈবাদিষ্টেহন্যথাভাবো ন মন্যে বিদ্যতে ক্বচিৎ।
যতো নো যুধ্যমাননাং পরং শক্ত্যা সুয়োধন॥ (দ্রোঃ) ১৫২।২৩

দুর্যোধন, দৈবের বিধানকে কেউই কখনও পরিবর্ত্তন করতে সমর্থ হয় না, আমি তা মনে করছি, কারণ আমরা সকলে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ

করে যুদ্ধ করেছি, তথাপি রণাঙ্গণে জয়দ্রথ নিহত হলেন। এ বিষয়ে আমি দৈবকেই প্রধান বলে মনে করছি।

যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে আমরা সকলে জয় লাভের জন্য সর্বদা চেষ্টায় আছি। তথাপি দৈব আমাদের সব পুরুষকারকে নষ্ট করে দিয়ে আমাদেরে পশ্চাদভাগে ঠেলে দিয়েছে।

দৈবোপসৃষ্টঃ পুরুষো যৎ কর্ম কুরুতে ক্বচিৎ।

কৃতং কৃতং হি তৎ কর্ম দৈবেন বিনিপাত্যতে॥ (দ্রোঃ) ১৫২।২৬

—দৈব বা ভাগ্য দ্বারা পরিত্যক্ত পুরুষ যে কোন স্থানে যা কিছু কাজ করে তার প্রত্যেক কাজই দৈব নষ্ট করে দেয়।

সর্বদা উদ্যোগ সহকারে নিঃশঙ্কচিত্তে মানুষের কর্ত্তব্য করে যেতে হয়, কিন্তু সেই কাজের সিদ্ধিলাভ দৈবের অধীন।

পাণ্ডবদের সঙ্গে কত প্রকারে কি ভাবে শত্রুতা করা হয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বললেন যে সে সব চেষ্টাকেই দৈব নষ্ট করে দিয়েছে। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি আশঙ্কা করলেন যে দুর্যোধনের সৈন্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও, পাণ্ডবরা তাঁদের সৈন্য ধ্বংস করেন। সুতরাং দৈবই তোমার সকল পুরুষকার নষ্ট করে দিচ্ছে। (শঙ্কে দৈবস্য তৎ কর্ম পৌরুষং যেন নাশিতম্)

কর্ণকে দৈবের উপর নির্ভরশীল হতে দেখা যাচ্ছে। যথার্থই সারা জীবন তাঁর পুরুষকার দৈবের নিকট নিগৃহীত হয়েছে। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) অতঃপর কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হয়। জয়দ্রথের মৃত্যুতে দুঃখিত চিত্তে দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম করে সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন। দুর্যোধন এ সময়ে এক আশ্চার্য্যজনক সংগ্রাম করলেন।

দ্রোণাচার্য কর্ণ ও কৃপাচার্যের নিষেধ অমান্য করে তিনি পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলেন। এবং সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সৈন্যদের আহত করলেন। দুর্যোধনের দ্বারা আক্রান্ত হতে

দেখে পাঞ্চাল সৈন্যরা ভীমকে অগ্র ভাগে রেখে দুর্যোধনকে আক্রমণ করল।

সেই সময় দুর্যোধন বহু বাণে ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধিষ্ঠির এবং কেকয় ও চেদিদেশীয় সৈন্যদের বিদ্ধ করলেন।

অতঃপর তিনি সাত্যকিকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করে দ্রৌপদীর পুত্রদের তিনটি তিনটি বাণে প্রহার করলেন। তারপর ঘটোৎকচকে সমারঙ্গণে আহত করে দুর্যোধন সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন।

সেই মহাসমরে হস্তীদের সঙ্গে শত শত অন্য যোদ্ধাগণকে ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সেই ভাবে নিহত করলেন, যে ভাবে যমরাজ প্রজাদের বিনাশ করে থাকেন। এবং পাণ্ডব সৈন্যরা আক্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো।

অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধনকে বিনাশ করবার ইচ্ছায় তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। দুই কুরু বংশীয় বীর দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরাক্রম প্রকাশ করতে করতে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হলেন।

তখন দুর্যোধন দশটি বাণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আহত করে ফেললেন এবং একটি বাণের দ্বারা তাঁর ধ্বজ ছেদন করলেন। তিনি তিনটি বাণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেনের ললাট বিদ্ধ করলেন। যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে নিমেষের মধ্যেই অপর ধনু দ্বারা সবেগে দুর্যোধনকে প্রতিরোধ করলেন। তিনি দুটি ভল্লের দ্বারা যুদ্ধরত দুর্যোধনের সুবর্ণময় পৃষ্ঠভাগ বিশিষ্ট বিশাল ধনুকটিকে তিন ভাগে ছেদন করলেন। দশটি তীক্ষ্ণ বাণে দুর্যোধনকেও আহত করলেন। সেই সব বাণ দুর্যোধনের বক্ষে লেগে তা বিদীর্ণ করে ভূমিতে প্রবেশ করল। তারপর পলায়নপর পাণ্ডব সৈন্যরাও ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে পরিবৃত করে অবস্থান করতে লাগল।

তখন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অনিবারণীয় বাণ সমূহ এই বলে

নিক্ষেপ করলেন যে, তুমি নিহত হলে। দুর্যোধন আহত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

তখন পাঞ্চাল সৈন্যরা রাজা দুর্যোধন নিহত হয়েছে বলে চার-দিকেই মহাকোলাহল করতে লাগল। তখন সেখানে বাণের ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

তারপর দ্রোণ অতি দ্রুত যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসলেন। এদিকে দুর্যোধনও হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হয়ে ধনু গ্রহণ করে 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলে যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ চালালেন। তখন পাঞ্চাল সৈন্যরা দুর্যোধনের সম্মুখীন হবার জন্য অগ্রসর হল, কিন্তু দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে রক্ষা করবার জন্য তাদের সেইভাবে নষ্ট করে দিলেন, যেরূপ প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উড্ডীয়মান মেঘ মণ্ডলকে সূর্য নষ্ট করে থাকে, (চণ্ডবাতোদ্ধুতান্ মেঘান্ নিঘ্নন্ রশ্মিমুচো যথা।) এই ভাবে যুধিষ্ঠিরেয় নিকট দুর্যোধনের পরাজয় ঘটল।

রাত্রি যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের উপর পাণ্ডব সৈন্যরা আক্রমণ করলে তিনি তাদের সংহার করেন। যুধিষ্ঠির ও ভীম কৌরব ভ্রাতা, আত্মীয় ও সৈন্যদের এবং মহারথীদেব নিহত করায় কৌরব সৈন্য ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ে। দুর্যোধন ও দ্রোণচার্যের নিষেধ অমান্য করেই তারা পালাতে লাগল।

দুর্যোধন অতঃপর কর্ণকে বললেন, ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় এবং পাণ্ডব মহারথীরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তাদের দ্বারা চারদিকে আবৃত আমার সমস্ত মহারথী যোদ্ধাদের আজ তুমি রক্ষা কর।

কর্ণ সেদিন অর্জুনকে বধ করবেন বললেন। কর্ণের উক্তিতে কৃপাচার্য তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করায় কর্ণ তাঁকে অপমান করেন। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) ইহাতে অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধনের সম্মুখে তরবারি দ্বারা কর্ণকে আক্রমণ করলেন এবং তাঁর আত্মম্ভরিতা ও অর্জুনের গুণাবলীর প্রশংসা করেন। কৃপাচার্য অশ্বত্থামার মাতুল। তিনি কর্ণের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করতে মনস্থ করেছেন বললেন।

তখন দুর্যোধন ও কৃপাচার্য তাঁকে নিরস্ত করেন। তখন অশ্বত্থামা কর্ণকে বললেন আমরা তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। কিন্তু অর্জুনই তোমার দর্প চূর্ণ করবেন। দুর্যোধন তখন অশ্বত্থামাকে নানা ভাবে প্রসন্ন করলেন। অর্জুন কর্ণকে পরাজিত করেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য) এবং দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে পাঞ্চালদের বধ করতে অনুরোধ করেন।

অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধে ঘটোৎকচ আহত হওয়ায় দ্রোণের রথের দিকে যুদ্ধরত ভীমকে আসতে দেখে দুর্যোধন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল, অবশেষে ভীম গদাঘাতে দুর্যোধনের চারটি অশ্ব, সারথি এবং রথকে ধ্বংস করলেন। দুর্যোধন ভীমের ভয়ে পালিয়ে নন্দকের রথে আরোহণ করেছিলেন। ভীম দুর্যোধনকে নিহত মনে করে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করে উঠলেন।

কৌরব সৈন্যদের পাণ্ডব বীরদের অস্ত্রাঘাতে পলায়ন করতে দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। এবং দ্রোণাচার্য ও কর্ণের নিকট গিয়ে বললেন, অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করায় ক্রুদ্ধ হয়ে আপনারা দুজনে রাত্রেও যুদ্ধ করছেন। কিন্তু পাণ্ডব সৈন্য দ্বারা আমার বিশাল সৈন্য-বাহিনী নষ্ট হচ্ছে, আর আপনারা তাদের জয় করতে সমর্থ হয়েও তা করছেন না। আপনারা আমাকে ত্যাগ করাই যদি উচিত মনে করেন তবে সেই সময় পাণ্ডবদের জয় করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত হয়নি। তবে আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করতাম না—যা সমস্ত যোদ্ধাদের পক্ষে বিনাশকারী হচ্ছে। যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ করতে না চান, তবে আপনারা নিজ নিজ যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করে যুদ্ধ করুন।

দুর্যোধন নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য বার বার তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীদের বাক্য বাণে জর্জরিত করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি বারংবার তাঁর পরাজয়ের জন্য ভ্রান্ত সন্দেহে দায়ী করেছেন তাঁর পক্ষীয় মহারথীদের।

দ্রোণাচার্য ও কর্ণ দুর্যোধনের বাক্যবাণে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অপর পক্ষে অর্জুন ও ভীম কৌরব সৈন্যদের উপর আক্রমণ শুরু করলেন।

উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছিল। ঘটোৎকচ অলায়ুধকে বধ করেন। অলায়ুধের মৃত্যুতে দুর্যোধন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ অলায়ুধ নিজেই এসে গুরুতর শত্রুতার কথা স্মরণ করে দুর্যোধনের সামনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে যুদ্ধে ভীমকে বধ করবে। ইহাতে রাজা দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিহত করায় তিনি ভীমের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করেন। (ঘটোৎকচ চরিত্র দ্রষ্টব্য) ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে কৌরব সৈন্য ধ্বংস করতে থাকেন। দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের আক্রমণ করেন। ক্রমাগত যুদ্ধে পাণ্ডব সৈন্যরা ও মহারথী যোদ্ধারাও নিদ্রায় অন্ধ হয়ে গেলেন। তখন অর্জুন সকলকে যুদ্ধ বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে বললেন। এবং তিনি আরও বললেন, চন্দ্রোদয় হলে বিশ্রামান্তে নিদ্রাহীন হয়ে উভয় পক্ষের যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হবে। এই প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করলেন। উভয় পক্ষই যুদ্ধ হতে বিরত হলো।

কিন্তু কুটিল দুর্জন দুর্যোধনের এই প্রস্তাব মনঃপূত হলো না। তাই তিনি পুনরায় দ্রোণাচার্যকে কটাক্ষ করে বললেন, পাণ্ডব সৈন্যদের বিশ্রাম করতে দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে আমরা সহায়তা করলাম মাত্র। আজ আমরা সর্বতোভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়েছি এবং এই পাণ্ডবরা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনার কাছে ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি যে সব দিব্যাস্ত্র রয়েছে, তাতে পাণ্ডবরা, আমরা বা অন্য কোন ধনুর্ধর আপনার সম্মুখীন হতে পারে না। আপনি ইচ্ছা করলে এইসব দিব্যাস্ত্র দ্বারা দেবতা, অসুর ও গন্ধর্বদের সঙ্গে এই সমস্ত লোককেই বিনাশ করতে পারেন—এতে কোনও সংশয় নেই। (সর্বাস্ত্রবিদ্ ভবান্ হন্যাদ্ দিব্যৈরস্ত্রৈর্ন সংশয়ঃ।) যে পাণ্ডবরা আপনাকে

সর্বদা ভয় করে থাকে, তারা আপনার শিষ্য এজন্যই কি আপনি তাদের আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উপেক্ষা করছেন ?

সন্দেহের বীজ একবার যার মনে উপ্ত হয়েছে, জীবনে সে সন্দেহের হীন নীচ মনোভাব হতে কখনো মুক্তি পায় না। দুর্যোধন চরিত্রেও বার বার এই বিষক্রিয়া দেখা গেছে—যার জন্য সারা জীবন তিনি সুখ শান্তি বা আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি।

দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তবু যুদ্ধে আমি নিজের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তোমার জয় লাভের জন্য চেষ্টা করেছি। এখন তোমার জয়ের জন্য আমাকে নীচ কাজও করতে হবে। (দ্রোণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) তিনি পুনরায় অর্জুন অবধ্য এবং তাঁর শক্তির প্রশংসা করায় দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন।

অহং দুঃশাসনঃ কর্ণঃ শকুনির্মাতুলশ্চ মে ॥
হনিষ্যামোঽর্জুনং সংখ্যে দ্বিধা কৃত্বাদ্য ভারতীম্।
(তিষ্ঠ স ত্বং মহাবাহো নিত্যং শিষ্যঃ প্রিয়স্তব।) (দ্রোঃ) ১৮৫।২২-২৩

—আমি, দুঃশাসন, কর্ণ এবং আমার মামা শকুনি কৌরবদের দুই ভাগে বিভক্ত করে আজ যুদ্ধে অর্জুনকে সংহার করব। আপনি নীরবে অবস্থান করুন। কারণ অর্জুন সর্বদাই আপনার প্রিয় শিষ্য।

দুর্যোধনের এই রূঢ় কথা শুনে দ্রোণাচার্য হেসে তাঁর সে কথা অনুমোদন করলেন এবং তাঁর কল্যাণ হোক বলে পুনরায় দুর্যোধনকে অর্জুনের অতুল বীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন তাকে কুবের ইন্দ্র, যম, বরুণ, অসুর, নাগ ও রাক্ষসরাও বধ করতে পারে না।

তুমি যা কিছু বলছ তা মূর্খরাই বলে থাকে। যুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হয়ে কোন যোদ্ধা গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারে ?

ত্বং তু সর্বাভিশঙ্কিত্বান্নিষ্ঠুরঃ পাপনিশ্চয়ঃ ॥
শ্রেয়সস্ত্বদ্ধিতে যুক্তাংস্তত্তদ্ বক্তুমিহেচ্ছসি। (দ্রোঃ) ১৮৫।২৭-২৮

—তুমি নিষ্ঠুর ও তোমার মন পাপপূর্ণ সেজন্য তোমার মনে সকলের

উপর সন্দেহ, আর এইজন্য তোমার হিতে তৎপর শ্রেষ্ঠ পুরুষদেরও তুমি এরূপ বাক্য শুনাতে ইচ্ছা কর।

English Statesman Lord Bolingbroke বলেছেন—**Always to think the worst, I have ever found to be the mark of a mean spirit and a base soul** দুর্যোধন চরিত্র দ্রোণাচার্য যেভাবে বিশ্লেষিত করেছেন তা **Bolingbroke** এর উক্তির প্রতিধ্বনি।

তুমি যাও' নিজের মঙ্গলের জন্য অর্জুনকে দ্রুত বধ কর। তুমিও তো কুলীন ক্ষত্রিয়। তোমার মধ্যেও যুদ্ধ করবার শক্তি রয়েছে। সুতরাং এই সর্বপ্রকার নিরপরাধ ক্ষত্রিয়দের কেন নিহত করাবে?

তুমিই এই শত্রুতার মূল অতএব স্বয়ং তুমি অর্জুনের সম্মুখীন হও। তোমার মামা কপট দ্যূত ক্রীড়াবিদ, অত্যন্ত ধূর্ত এবং ক্ষত্রিয় ধর্মে তৎপর। সুতরাং সেই এই যুদ্ধে অর্জুনকে আক্রমণ করুক। কুটিলতা, শঠতা ও ধূর্ততা ও তার মধ্যে সর্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সে দ্যূতক্রীড়ক এবং ছল বিদ্যাও ভালভাবে জানে। সে নিশ্চয় পাণ্ডবদের জয় করবে।

দুর্যোধন তুমি পূর্ণ সভা মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রকে বার বার বলেছিলে,

অহঞ্চ তাত কর্ণশ্চ ভ্রাতা দুঃশাসনশ্চ মে॥
পাণ্ডুপুত্রান্ হনিষ্যামিঃ সহিতাঃ সমরে এয়।
ইতি তে কথমানস্য শ্রুতং সংসদি সংসদি॥ (দ্রোঃ। ১৮৫।৩৪-৩৫

—তাত, আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন এই তিন জনেই সমরাঙ্গনে একত্রে মিলিত হয়ে পাণ্ডবদের বধ করব। তোমার এইরূপ আত্ম-শক্তির উল্লেখ সভায় সভায় সভাসদ্‌গণ শুনেছে।

তুমি নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। তুমি তাদের সঙ্গে সত্যবাদী হও। এই অর্জুন তোমার সামনে রয়েছে, তুমি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধে জয় লাভ অপেক্ষা অর্জুনের হাতে যদি তোমার মৃত্যুও হয়, তবু তোমার পক্ষে তা প্রশংসনীয়।

তুমি বহু দান করেছ, ভোগ্য বস্তু ভোগ করেছ, স্বাধ্যায় করেছ, এবং অভিলষিত ঐশ্বর্যও ভোগ করেছ। এখন তুমি কৃতকৃত্য এবং দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হতে মুক্ত হয়েছ, অতএব ভীত হইও না। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

এই কথা বলে দ্রোণাচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে যে দিকে শত্রুরা অবস্থান করছিল, সেইদিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। পাণ্ডবরা দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করেন। দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য ও দুঃশাসন—এই চার মহারথী চার পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

দুর্যোধন দুঃশাসনের সঙ্গে নকুল ও সহদেবের সঙ্গে সংগ্রামে রত হন। কর্ণ ভীম ও দ্রোণাচার্য অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকেন। এই মহারথীদের সেই ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও অমানুষিক সংগ্রাম সব লোকে দর্শন করছিল। দুর্যোধনের সঙ্গে নকুলের যুদ্ধ আরম্ভ হলে নকুল দুর্যোধনকে দক্ষিণ দিকে রেখে তাঁর উপর শত শত বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন পুনরায় মহাকোলাহল ধ্বনি উঠল। যুদ্ধে নকুল দুর্যোধনকে দক্ষিণ ভাগে করতে দেখে তা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি দ্রুত নকুলকে দক্ষিণ ভাগে আনবার চেষ্টা করলেন।

যুদ্ধের বিচিত্র পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ নকুল যখন দেখলেন যে দুর্যোধন তাঁকে দক্ষিণ ভাগে আনবার চেষ্টা করছেন তখন সহসা তিনি দুর্যোধনকে প্রতিরোধ করলেন। নকুল শরাঘাতে দুর্যোধনকে পীড়িত করতে করতে সবদিক রুদ্ধ করে যুদ্ধ বিমুখ করে দিলেন। তখন সমস্ত সৈন্যরা তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্রের সেই কুমন্ত্রণা এবং নিজেদের সব রকম দুঃখের কথা চিন্তা করে নকুল দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন দাঁড়াও, দাঁড়াও। কিন্তু দুর্যোধন পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন।

যে দুর্যোধন সর্বদা অর্জুনকে পরাজিত করবার অহংকার করতেন, তিনি নকুলের নিকটও দাঁড়াতে না পেরে পলায়ন করলেন।

দুর্যোধনকে আবার দেখা গেল রণক্ষেত্রে সাত্যকির মুখোমুখি। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, এবং কৌরব চার বীরকে নকুল-সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে রাজা দুর্যোধন শরাঘাত করতে করতে তাঁদের মাঝখানে আসলেন। তা দেখে সাত্যকি সত্বর দুর্যোধনের সামনে আসলেন। তাঁরা উভয়েই সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। কুরুবংশীয় দুর্যোধন ও মধুবংশীয় সাত্যকি পরস্পর পরস্পরের প্রতি হাস্য সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বাল্যকালের সমস্ত বৃত্তান্ত স্মরণ করে এই দুই বীর পরস্পরের প্রতি প্রীতি পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে হাসলেন।

অতঃপর দুর্যোধন তাঁর নিজের সমস্ত ঘটনার নিন্দা করে নিজের প্রিয় সখা সাত্যকিকে বললেন—

ধিক্ ক্রোধং ধিক্ সখে লোভং ধিঙ্মোহং ধিগমর্ষিতম্।

ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং ধিগস্তু বলমৌরসম্॥ (দ্রোঃ) ১৮৯।২৩

—সখে ক্রোধকে ধিক, লোভকে ধিক, মোহকে ধিক, অমর্ষকে ধিক, এই ক্ষত্রিয়োচিত আচারকে ধিক্ এবং স্ববীর্য সম্ভূত বলকে ধিক।

এই ক্রোধ ও লোভের বশে তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে শরাঘাতে প্রহার করছি। কিন্তু হায়, একদিন তুমি, আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলে এবং আমি সর্বদা তোমার প্রাণ অপেক্ষা অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। (ত্বং হি প্রাণৈঃ প্রিয়তরো মমাহঞ্চ সদা তব।)

আমাদের উভয়েরই মধ্যে বাল্যকাল হতে যে পারস্পরিক প্রীতির ব্যবহার চলে আসছে, সে সমস্তই আমি এখন স্মরণ করছি। কিন্তু এ রণক্ষেত্রে আমাদের সেই সব প্রীতিপূর্ণ মনোভাব ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে। (তানি সর্বাণি জীর্ণানি সাম্প্রতং নো রণাজিরে।)

আজকের এই যুদ্ধে ক্রোধ ও লোভ ব্যতীত অন্য কিছুর স্থান নাই। সাত্যকি হেসে তীক্ষ্ণ বাণ যোজন করে দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, এটা সভা নয় বা আচার্যের ভবনও নয়, যেখানে আমরা সকলে একত্রে খেলা করেছি।

দুর্যোধন বললেন, আমাদের বাল্যকালের সেই ক্রীড়া কোথায় চলে গেল এবং যুদ্ধ কোথা হতে এসে পড়ল? হায় কালকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন (কালো হি দুরতিক্রমঃ) আমাদের ধনের দ্বারা বা ধন-লাভের ইচ্ছায় কোন প্রয়োজন সাধিত হবে? যার জন্য আমরা সকলে এখানে ধনের লোভে একত্রে সমবেত হয়ে পরস্পরকে বধ করছি।

দুর্যোধনের মুখে এই খেদোক্তি যথার্থই হাস্যকর। রাজসূয়যজ্ঞে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখার পর হতে দুর্যোধন হিংসা ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হচ্ছিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁদের ঐশ্বর্য আয়ত্ব করা যায় সেই চিন্তায় তিনি কৃশ হচ্ছিলেন। তিনি ঐ ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে না পারলে জীবন-পাত করবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সেই দুর্যোধনের মুখে এই ধরণের উক্তি ভূতের মুখে রাম নামের মত শোনাচ্ছে। গুরুজনদের সবার নিষেধ অমান্য করে তিনি মাতুল শকুনি, সখা কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ভয়াবহ যুদ্ধে নেবেছেন। যার জন্য হাজার হাজার রথী মহারথী কত রাজরাজা প্রাণ হারিয়েছেন। ভীষ্মের শর শয্যা শয়নের পরও তাঁর মধ্যে এই বৈরাগ্য দেখা যায়নি। তবে এই বৈরাগ্যের হেতু কি—পরাজয়ের আশঙ্কা। দুর্যোধনের বিবেক হঠাৎ এরূপ ভাবে দংশন করল কেন তা পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। এটাও তাঁর কূটনৈতিক চাল। সাত্যকিকে এভাবে দুর্বল করবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস।

উত্তরে সাত্যকি বললেন—রাজা, ক্ষত্রিয়দের সনাতন ধর্ম এই যে, তাঁরা গুরুজনদের সঙ্গেও যুদ্ধ করেন। যদি আমি তোমার প্রিয় হই, তবে তুমি শীঘ্র আমাকে সংহার কর, আর বিলম্ব কর না।

তোমার সাধ্য মত শক্তি ও বল আছে, তা সমস্তই তুমি শীঘ্রই আমার উপর প্রয়োগ কর। কারণ আমার মিত্রদের এই মহাসঙ্কট দেখতে আমি ইচ্ছুক নই। এই কথা বলে সাত্যকি অগ্রসর হলেন। দুর্যোধন তখন তাঁকে প্রতিরোধ করলেন এবং শরাঘাতে তাঁকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। সাত্যকি

বহু সংখ্যক শরাঘাতে দুর্যোধনকে পীড়িত করলেন। সেই সময় দুর্যোধন সাত্যকির বাণাঘাতে পীড়িত ও ব্যথিত হলেন এবং রথের অভ্যন্তরে চলে গেলেন। তারপর দুর্যোধন পুনরায় কিছুটা সুস্থ হয়ে সাত্যকির উপর আক্রমণ করলেন এবং তাঁর রথের উপর বাণজাল বিস্তার করলেন। সাত্যকিও দুর্যোধনের রথের উপর সর্বদা বাণ বর্ষণ করলেন। এতে সেই যুদ্ধ ব্যাপক যুদ্ধের আকারে পরিণত হল। এই যুদ্ধে সাত্যকিকে প্রবল হতে দেখে কর্ণ দুর্যোধনের সাহায্যের জন্য আসলেন। এতক্ষণ ভীমের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ চলছিল। ভীম এই কাজ সহ্য করতে না পেরে কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। বহু কৌরব সৈন্য ধ্বংস হওয়ায় দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন ফলে পাণ্ডব পক্ষে বহু সৈন্য ও বাহন নিহত হয়। অতঃপর ভীম ও কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির মিথ্যা ভাষণের দ্বারা দ্রোণকে অস্ত্র ত্যাগ করালেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেন। (দ্রোণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কাশীদাসী মহাভারতে দ্রোণাচার্য নিহত হলে দুর্যোধন কেঁদে আকুল হয়ে বলেছেন—

দুর্যোধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ।
কোন জন কিবা রূপে করিবে তারণ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে।
কে তারিবে কে মারিবে পাণ্ডবের গণে॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবন দুর্জয়।
তাঁহাকে পাণ্ডবগণ নিল যমালয়॥
যাহার বিক্রমে ভৃগুরাম নহে স্থির।
হেন পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর॥ (দ্রোঃ)

দ্রোণাচার্যের জন্য দুর্যোধনের এই শোক কতটা আন্তরিক ?

দ্রোণ নিহত হলে সব সৈন্যদের রক্তলিপ্ত অস্ত্রগুলি হাত হতে পড়ে গেল। তারা প্রাণ হীনের ন্যায় নিশ্চল হয়ে পড়লো। তখন বুদ্ধিমান

দুর্যোধন সৈন্যদের উৎসাহ ফিরিয়ে যুদ্ধে পুনরায় উজ্জীবিত করবার জন্য বললেন—

বীররা, আপনাদের বাহুবলের উপর নির্ভর করে আমি যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবদের আহ্বান করেছি। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতে সব সৈন্যই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে লক্ষ্য করছি। যুদ্ধে যুদ্ধরত প্রায় সৈন্যরাই নিহত হয়ে থাকে। রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত বীররা কখনও জয়লাভ করে, আবার কখনও পরাজিত হয়। অতএব আপনারা সকলে সর্বদিকে মুখ রেখে উৎসাহ ভরে যুদ্ধ করতে থাকুন।

তিনি যুদ্ধে উৎসাহিত করবার জন্য উচ্চ কণ্ঠে বললেন, দেখুন মহাধনুর্ধর ও মহাবল কর্ণ নিজের দিব্যাস্ত্র দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করতে করতে বিচরণ করছে, সিংহের সামনের থেকে মৃগ যেমন পালিয়ে যায়, যুদ্ধে কর্ণের ভয়ে অর্জুন সর্বদা সেইভাবে নিবৃত্ত হচ্ছে। (নিবর্ততে সদা মন্দঃ সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগো যথা।) যিনি দশ হাজার হাতীর ন্যায় শক্তিশালী ভীম সেনকে মানব যুদ্ধের দ্বারাই দুরবস্থায় ফেলেছিলেন, যিনি যুদ্ধে ভয়ঙ্কর গর্জনকারী দিব্যাস্ত্র সমূহে অভিজ্ঞ বীর ও মায়াবী ঘটোৎকচকে নিজের অজেয় শক্তি দ্বারা বধ করেছেন, যাঁর পরাক্রম নিবারণ করা দুঃসাধ্য, সেই সত্য প্রতিজ্ঞ বুদ্ধিমান কর্ণের অক্ষয় বাহুবল আজ আপনারা সকলে দেখবেন। দ্রোণপুত্র অশ্বথামা ও রাধানন্দন কর্ণ—উভয়ের পরাক্রম দেখবেন। আপনারা সকলেই পাণ্ডুপুত্রদের যুদ্ধে বধ করতে সমর্থ। তা ছাড়া আপনারা সংগঠিত হয়ে যুদ্ধ করলে কি না করতে পারেন, আজ আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের পৌরুষ দেখান। এই কথা বলে দুর্যোধন নিজের ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে অশ্বথামার প্রস্তাবে কর্ণকে সেনাপতি রূপে বরণ করলেন। কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে দুর্যোধন বললেন কর্ণ, আমি তোমার পরাক্রম জানি এবং এটাও জানি যে আমার প্রতি তোমার প্রীতিও আছে। তবু তোমার মঙ্গলের জন্য আমি কিছু বলতে চাই। আমার কথা শুনে তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে তোমার যা ভাল লাগবে তা

করবে। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সর্বদা আমার পরম আশ্রয়। (ভবান্ প্রাজ্ঞতমো নিত্যং মম চৈব পরা গতিঃ।)

আমার দুই সেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ। এঁরা উভয়ে মহারথী হয়েও যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। এখন তুমি আমার সেনাপতি হও। কারণ তুমি এঁদের দুজন অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী। সেই দুজন মহাধনুর্ধর হলেও বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং অর্জুনের প্রতি তাঁদের উভয়ের মনে স্নেহ বা দুর্বলতা ছিল। আমি তোমার কথাতেই সেই দুই বীরকে সেনাপতি করেছিলাম।

পিতামহ ভীষ্ম এই মহাসমরে দশ দিন পাণ্ডবদের রক্ষা করেছেন। এই সব দিনে তুমি নিজে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিলে। অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে পরাজিত করেছে। ভীষ্ম অত্যন্ত আহত হয়ে শর শয্যায় শয়ন করবার পর তোমার ইচ্ছামত আচার্য দ্রোণকে সেনাপতি রূপে বরণ করেছিলাম। আমার মনে হয় তিনিও শিষ্য পাণ্ডবদের রক্ষা করেছেন। এই বৃদ্ধ আচার্যও ধৃষ্টদ্যুম্নর দ্বারা নিহত হয়েছেন।

এই পরাক্রমশালী সেনাপতিদ্বয়ের মৃত্যুর পর আমি রণক্ষেত্রে তোমার সমান অন্য কোন যোদ্ধা দেখতে পেলাম না। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই শত্রুদের জয় করতে সমর্থ, এতে কোনও সংশয় নেই। তুমি পূর্বে মধ্যেও পশ্চাতে আমাদের হিতই করেছ। (পূর্বং মধ্যে চ পশ্চাচ্চ তথৈব বিহিতং হিতম্) তুমি চতুর পুরুষের ন্যায় রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার ভার বহন করবার যোগ্য, সেইজন্য তুমি নিজেই সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হও। স্কন্দ যেমন দেবতাদের সেনাপতি ছিলেন, তেমনি তুমিও ধৃষ্টরাষ্ট্র পুত্রদের সৈন্যদের সেনাপতি হও। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবদের সংহার করেছিলেন, সেইরূপ তুমিও সমস্ত শত্রুদিগকে বধ কর। দানবরা যেমন বিষ্ণুকে দেখে পলায়ন করে, সেইরূপ পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল মহারথী যোদ্ধারা তোমাকে যুদ্ধে সেনাপতি রূপে দেখে পলায়ন করবে। অতএব তুমি এই বিশাল কৌরব সৈন্যদের সঞ্চালন কর।

এইভাবে দুর্যোধন কর্ণকে নানা আনন্দ বর্দ্ধক প্রীতি বাক্যে তুষ্ট করে তাঁকে দিয়ে যুদ্ধ জয় করবার চেষ্টা করলেন। কর্ণও দুর্যোধনের আশা পূর্ণ করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) অভিষেকান্তে সূর্যোদয় হলে সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন।

কর্ণের সেনাপতিত্বে কৌরব সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্থান, মকর ব্যূহ নির্মাণ এবং পাণ্ডব সৈন্যদের অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ব্যূহ রচনার পর যুদ্ধ আরম্ভ হল। সে এক তুমুল যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে হঠাৎ দুর্যোধনকে সামনে দেখে যুধিষ্ঠির তাঁকে বাণ বিদ্ধ করে বললেন দাঁড়াও, দাঁড়াও। এতে দুর্যোধনের অতিশয় ক্রোধ হল। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে নয় বাণে বিদ্ধ করে প্রতিশোধ নিলেন এবং তাঁর সারথিকে একটি ভল্ল প্রহার করলেন। তখন যুধিষ্ঠির তেরটি বাণ দুর্যোধনের উপর নিক্ষেপ করলেন। এই বাণের মধ্যে যুধিষ্ঠির চারটি বাণে দুর্যোধনের চারিটি অশ্বকে সংহার করলেন অপর পাঁচটি বাণে তাঁর সারথির মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির ছয়টি বাণে দুর্যোধনের ধ্বজ সাতটি বাণে তাঁর ধনু এবং আটটি বাণে তাঁর খড়্গটি ছেদন করে ভূতলে পাতিত করলেন।

অতঃপর আরও পাঁচটি বাণে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। অশ্বহীন রথ হতে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে দুর্যোধন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয়েও সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

তাঁকে সঙ্কটাপন্ন দেখে কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য প্রভৃতি বীররা দুর্যোধনকে রক্ষা করবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট এসে উপস্থিত হলেন, তারপর সমস্ত পাণ্ডবরাও যুধিষ্ঠিরকে সব দিকে পরিবেষ্টিত করে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ পুনঃ চলতে লাগল।

যখন সমস্ত সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করে আহত হল, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দুর্যোধন অন্য রথে উঠে যেখানে

যুধিষ্ঠির অবস্থান করছেন, সেখানে শীঘ্র রথ নিয়ে যাবার জন্য সারথিকে নির্দেশ দিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁর সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, যেখানে দুর্যোধন আছে সেদিকে চল।

অতঃপর দুই মহারথী ভ্রাতা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে পরস্পারের উপর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধন একটি ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করলেন। যুধিষ্ঠির এ অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সৈন্যদের সামনেই দুর্যোধনের ধনুও ধ্বজ ছিন্ন করলেন। দুর্যোধনও অপর একটি ধনু দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বাণ বিদ্ধ করলেন। দুই বীর পরস্পরের উপর অজস্র অস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হল। দুর্যোধন নয়টি ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে আঘাত করলেন। যুধিষ্ঠিরও দুর্যোধনকে লক্ষ্য করে অনুরূপ বাণ গ্রহণ করলেন এবং দুর্যোধনের প্রতি তা নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণে দুর্যোধন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সবেগে গদা উঠিয়ে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন। দুর্যোধনকে গদা উঠাতে দেখেই যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বেগশালী একটি মহাশক্তির দ্বারা প্রহার করলেন। সেই মহাশক্তি দুর্যোধনের বর্ম বিদীর্ণ করে বক্ষে বিদ্ধ হল এবং তিনি ভূতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এরূপে পাণ্ডব অগ্রজ ও ধৃতরাষ্ট্র অগ্রজ প্রমাণ করলেন বীরত্বে তাঁরাও অবজ্ঞেয় নয়।

সেই সময় ভীম নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন অগ্রজ, দুর্যোধন আপনার বধ্য নয়। ভীমের এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বধ করতে বিমুখ হলেন।

তখন কৃতবর্মা দুর্যোধনকে সাহায্য করবার জন্য দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। ভীমও গদা হাতে কৃতবর্মাকে আক্রমণ করলেন। পুনরায় উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। অর্জুন কৌরব সৈন্যদের সংহার করেন এবং পাণ্ডবদের জয় ঘোষিত হল।

পরদিন প্রাতঃকালে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, আজ আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। এই যুদ্ধে হয় আমি তাকে বধ করব অথবা সে

আমাকে বিনাশ করবে। আমার ও অর্জুনের মধ্যে নানা রকম কাজ এসে উপস্থিত হয়েছিল, সেজন্য তার সঙ্গে আমার দ্বৈরথ যুদ্ধ এখনও হয়নি। আজ আমি রণে অর্জুনকে বধ না করে ফিরবো না। (অনিহত্য রণে পার্থং নাহমেষ্যামি ভারত।)

আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান বীররা নিহত হয়েছেন। অতএব আমি যখন যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে থাকবো, তখন অর্জুন আমাকে ইন্দ্র-দত্ত শক্তি বর্জিত জেনে অবশ্যই আমার উপর আক্রমণ করবে। এখন যা হিতকর হবে, তা শোন। আমার ও অর্জুনের নিকট দিব্যাস্ত্র সমূহের বল সমানই আছে। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) পরশুরাম আমাকে এই ধনু দিয়েছেন। আজ আমি এই ধনুর দ্বারা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তিনি আরও বললেন যুদ্ধে কৃষ্ণের ন্যায় কার্যে নিপুণ মদ্ররাজ শল্য যদি আমার সারথি হন, তবে তোমার অবশ্যই জয়লাভ হবে। বাহুবলে মদ্ররাজ শল্যের তুল্য অপর কেউ নেই। সেরূপ অস্ত্র বিদ্যায় আমার সমান আর কেউ নেই। কর্ণ আপন শৌর্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে ভগ্ন হৃদয় দুর্যোধনকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন।

কর্ণের কথায় দুর্যোধন উৎসাহিত হলেন। তারপর তিনি কর্ণকে বললেন, তুমি যা করণীয় বলে মনে করবে, তদনুসারে আমি অবশ্যই তা সম্পন্ন করব। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা এবং সমস্ত ভূপতিরা ও তোমার অনুগমন করব। এই কথা বলে তিনি শল্যের নিকট গেলেন এবং বললেন, আপনি কর্ণের সারথি হলে, কর্ণ আমার শত্রুদের জয় করবে। কর্ণের রথের রশ্মি আপনি ব্যতীত অন্য কেউ ধারণ করতে সমর্থ নয়। আপনি যুদ্ধে বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ তুল্য। (ঋতে হি ত্বাং মহাভাগ বাসুদেবসমং যুধি) যেমন ব্রহ্মা সারথি হয়ে মহাদেবকে রক্ষা করেছিলেন এবং যেরূপ সর্বপ্রকারে সঙ্কটকালে কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করে থাকে, তেমনি আপনি সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করুন। এ ভাবে দুর্যোধন শল্যের আরাধনা করলেন এবং আরও বললেন—

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, আপনি, কৃতবর্মা, শকুনি, অশ্বত্থামা এবং আমি—এঁরাই আমাদের বল। আমাদের সৈন্যদের নয়ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য বৃদ্ধ। তাঁরা যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা ছলনায় নিহত হয়েছেন। অন্যান্য বীররাও শত্রুদের দ্বারা নিহত হয়েছেন। আমার কৌরব বাহিনীকে পাণ্ডবরা নষ্ট করেছে। এখন আমার অবশিষ্ট সৈন্যরা যাতে ধ্বংস না হয়, তার কোন উপায় স্থির করুন।

পুরুষ শ্রেষ্ঠ শল্য, আপনি বিশ্ব বিখ্যাত মহারথী হয়েও আমাদের মঙ্গল কামনা করছেন। আজ রণক্ষেত্রে কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে স্থির করেছে। সে যুদ্ধ জয়ের আশা নির্ভর করে উপযুক্ত সারথির উপর। কিন্তু এই মর্ত ভূমিতে আপনি ব্যতীত কেহই তাঁর সারথি হবার যোগ্য নয়। কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের সারথি, তেমনি আপনিও কর্ণের সারথি হোন।

পূর্বে অর্জুন কখনও শত্রুদের এইভাবে বধ করতে পারেনি। বর্তমানে কৃষ্ণ তার সহায়ক থাকায়, তার শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন অর্জুন আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করছে! এখন কর্ণ ও আপনার ভাগেই অবশিষ্ট আছে। অতএব আপনি কর্ণের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করে শত্রু সৈন্যদের নষ্ট করুন। যেমন সূর্য ও অরুণকে দেখেই অন্ধকার তিরোহিত হয়ে যায়, সেইরূপ আপনাদের উভয়কে দেখে কুন্তী পুত্ররা, পাঞ্চালরা ও সৃঞ্জয়রা নষ্ট হয়ে যাবে। (তথা নশ্যন্তু কৌন্তেয়াঃ সপাঞ্চালাঃ সসৃঞ্জয়াঃ।)

রথিনাং প্রবরঃ কর্ণো যন্তৃণাং প্রবরো ভবান্।
সংযোগো যুবয়োর্লোকে নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি॥ (কর্ণ) ৩২।২৭

—কর্ণ রথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আপনি সারথিদের মধ্যে প্রধান। এ জগতে আজ আপনাদের দুই প্রধানের এই যে সংযোগ, তা কখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।

কৃষ্ণ যেমন সব অবস্থায় অর্জুনকে রক্ষা করে থাকে। আপনি তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণকে রক্ষা করুন। আপনি কর্ণের সারথি হলে,

কর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাদের পক্ষেই অজেয় হয়ে দাঁড়াবে, সুতরাং পাণ্ডবদের কথা ছেড়েই দিলাম।

দুর্যোধনের এই প্রস্তাবে শল্য খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আমি সমস্ত পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারি। পর্বতদের চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারি এবং নিজের তেজে সমুদ্রকে শুষ্ক করতে পারি। আমাকে সারথির পদে প্রস্তাব সমীচীন নয়। শ্রেষ্ঠ হয়ে অত্যন্ত নীচ পাপী পুরুষ কর্ণের ভৃত্য আমি হতে পারব না।

সূতজাতিরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সেবক রূপে নিযুক্ত হয়েছে। ক্ষত্রিয় সূতদের সেবক এটা কোথাও শোনা যায় না।

অহং মূর্ধাভিষিক্তো হি রাজর্ষিকুলজো নৃপঃ।
মহারথঃ সমাখ্যাতঃ সেব্যঃ স্তুত্যশ্চ বন্দিনাম্॥ (কর্ণ) ৩২।৪৯

—রাজর্ষিকুলে আমার উৎপত্তি, মূর্ধাভিষিক্ত নরপতি, বিশ্ব বিখ্যাত মহারথী বীর, সূতদের দ্বারা সেব্য এবং বন্দীদের দ্বারা স্তুতির যোগ্য।

এরূপ প্রতিষ্ঠিত এবং শত্রু সৈন্যদের ক্ষয়কারী আমি যুদ্ধক্ষেত্রে সূত পুত্রর সারথি হতে পারব না। আজ আমি এরূপ অপমানিত হয়ে কোন রূপে যুদ্ধই করব না। অতএব তোমার নিকট অনুমতি চাচ্ছি, আজই স্বগৃহে প্রত্যাগমন করি।

এ প্রসঙ্গে দুর্যোধনের বিচক্ষণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা খুবই উপভোগ্য হবে।

মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডু পুত্র নকুল ও সহদেবের মাতুল। পাণ্ডবদের দূতের নিকট কুরু পাণ্ডবের মধ্যে এক সংঘর্ষ অনিবার্য জেনে মদ্ররাজ শল্য মহাবীর পুত্রদের সঙ্গে বিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবৃত হয়ে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁর সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা ছিল অক্ষৌহিনী এবং সহস্র সহস্র বীর ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ঐ সৈন্যবাহিনী সংঘটিত ছিল।

মহারথ দুর্যোধন শল্যের আগমনের খবর শুনে শল্যকে স্বাগত জানাবার জন্যে শল্যের চলার পথে এক রমনীয় স্থানে বহু সভাগৃহ

নির্মাণ করালেন। এবং ঐগুলিকে মনোরম দ্রব্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করালেন।

রাজা শল্য ঐ স্থানে উপস্থিত হলে দুর্যোধনের মন্ত্রীবর্গের নিকট দেবতার ন্যায় সমাদর লাভ করলেন। রাজা শল্য এভাবে সমাদৃত হলেন যে দেবরাজ ইন্দ্রকেও তিনি তাঁর থেকে তুচ্ছ মনে করলেন।

তখন তিনি উপস্থিত মন্ত্রীবৃন্দকে জিজ্ঞেস করলেন যুধিষ্ঠিরের কোন ব্যক্তিরা এ সমস্ত সভাগৃহ নির্মাণ করেছেন? তিনি তাদের দেখতে চান ও পুরস্কৃত করতে চান। রাজা শল্য ঐ সংবর্ধনার দ্বারা এত প্রীত ও আনন্দিত হলেন যে প্রতিদানে তিনি তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হলেন।

এ সময় দুর্যোধন প্রচ্ছন্ন বেশে রাজা শল্যের নিকট উপস্থিত হলেন এবং প্রকাশ করলেন তাঁর ইচ্ছায় ও তাঁর প্রযত্নে ঐ সমস্ত সভাগৃহ নির্মিত হয়েছে। এ কথা শুনে শল্য তাঁকে আনন্দের আবেগে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর নিকট থেকে দুর্যোধনের বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা করতে বললেন।

তখন দুর্যোধন গদগদ ভাবে বললেন, সত্যবাদী আপনার কল্যাণ হোক। আপনি আমার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হোন। দুর্যোধন নিজেকে অত্যন্ত দীন করে রাজা শল্যের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাজা শল্যও তাই হবে বলে কথা দিলেন। (দদামি তে প্রীত এবমেতদ্‌ ভবিষ্যতি)

দুর্যোধনকে এরূপ আশ্বাস দিয়ে তিনি যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং বিরাট নগরে উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডব শিবিরে উপস্থিত হয়ে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানে যথারীতি পাণ্ডবদের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে পঞ্চ পাণ্ডবকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর পরস্পর পরস্পরকে কুশল প্রশ্নের পর রাজা শল্য পাণ্ডুপুত্রগণকে তাদের দুষ্কর বনবাস যাপনের জন্য অভিনন্দিত করেন। এবং তাঁদের এ মহা-দুঃখের কারণ শত্রুদের বিনাশ করে সুখভোগের জন্য উদ্যত হতে

বললেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের যাবতীয় গুণাবলীর পুনরাবৃত্তি করে তাঁর দুর্যোধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দুর্যোধনকে বরদানের ঘটনার বর্ণনা করেন।

যুধিষ্ঠির রাজা শল্যের মুখে দুর্যোধনকে বর দানের কথা শুনে বললেন, মহারাজ শল্য, আপনি দুর্যোধনের ব্যবহারে প্রসন্ন হয়ে যে বর দিয়েছেন তা উত্তম কাজই করেছেন। আমিও আপনার দ্বারা এক কাজ করাতে ইচ্ছা করি।

মম ত্ববেক্ষয়া বীর শৃণু বিজ্ঞাপয়ামি তে।
ভবানিহ চ সারথ্যে বাসুদেবসমো যুধি॥
কর্ণার্জুনাভ্যাং সম্প্রাপ্তে দ্বৈরথে রাজসত্তম।
কর্ণস্য ভবতা কার্য্যং সারথ্যং নাত্র সংশয়ঃ॥
তত্রপাল্যোঽর্জুনো রাজন্ যদি মৎ প্রিয়মিচ্ছসি।
তেজোবধশ্চ তে কার্য্যং সৌতেরস্মজ্জয়াবহঃ॥
অকর্ত্তব্যমপি হ্যেৎ কর্তুমর্হসি মাতুল। (উঃ) ৮।৪২-৪৪

—হে বীর, আমার কথা শুনুন। এ পৃথিবীতে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি সারথি রূপে বাসুদেবের সমকক্ষ। যখন কর্ণার্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে, তখন এটা নিশ্চিত যে, আপনাকে কর্ণের সারথি হতে হবে। আপনি যদি আমার প্রিয়কামী হোন, সেই যুদ্ধে অর্জুনকে রক্ষা করবেন। আপনি এইরূপ কাজ করবেন যা দ্বারা কর্ণের উৎসাহে বাধা পড়বে। তাতেই আমাদের জয় ঘটবে। যদি ও এরূপ কাজ আপনার পক্ষে করণীয় না হয়, তবুও আমার জন্য আপনাকে তা করতে হবে।

উত্তরে রাজা শল্য বললেন—

শৃণু পাণ্ডব তে ভদ্রং যদ্ ব্রবীষি মহাত্মনঃ।
তেজোবধনিমিত্তং মাং সূতপুত্রস্য সঙ্গমে॥
অহং তস্য ভবিষ্যামি সংগ্রামে সারথির্ধ্রুবম্।
বাসুদেবেন হি সমং নিত্যং মাং স হি মন্যতে॥
তস্যাহং কুরুশার্দ্দূল প্রতীপমহিতং বচঃ।
ধ্রুবং সংকথয়িষ্যামি যোদ্ধকামস্য সংযুগে॥

যথা স হৃতদর্পশ্চ হৃততেজাশ্চ পাণ্ডব।
ভবিষ্যতি সুখং হন্তুং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥
এবমেতৎ করিষ্যামি যথা তাত ত্বমাত্থ মাম্।
যচ্চান্যদপি শক্ষ্যামি তৎ করিষ্যামি তে প্রিয়ম॥ (উঃ ৮।৪৫-৪৯

—হে পাণ্ডুনন্দন, আমার কথা শোন। যুদ্ধে সূতপুত্রের তেজ নষ্ট করবার জন্যে তুমি যা বলেছ তা যথার্থই। কারণ এটা নিশ্চিত যে, কর্ণ নিজেও আমাকে বাসুদেবের ন্যায় মনে করে, অতএব সেই যুদ্ধে আমি তার সারথি হবো। যখন কর্ণার্জুন যুদ্ধ উপস্থিত হবে, তখন অবশ্যই অহিতকর বাক্য বলতে থাকব, যাতে তার অভিমান ও তেজ নষ্ট হয় এবং তোমরা সুখে তাকে বিনষ্ট করতে পার। আমি তোমাকে এ সত্য কথা বললাম। এটা ছাড়াও যদি আরও কিছু তোমাদের প্রিয় কাজ সম্ভব তাও আমি অবশ্যই করব।

শল্য কর্ণের সারথি হবে পূর্বাহ্ণেই তা স্থির হয়ে রয়েছে। দুর্যোধনের প্রস্তাবে শল্যের এরূপ উষ্মা প্রকাশ—প্রচ্ছন্ন ছলনা নয় কি ?

বুদ্ধিমান দুর্যোধন বুঝতে পারলেন শল্যর ন্যায় মহারথী তাঁর পক্ষ ত্যাগ করলে তাঁর সমূহ বিপদ হবে। তাই তিনি শল্যকে প্রসন্ন করবার জন্য নানা ভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন—

মহারাজ শল্য, আপনি আপনার সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে কোনও সংশয় নেই। কর্ণ আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ নয় এবং আমিও আপনাকে কোনরূপ সন্দেহ করি না। মদ্ররাজা শল্য এমন কোন কাজ করবেন না, যা তাঁর সত্য প্রতিজ্ঞার বিপরীত হবে। আপনার পূর্বপুরুষরা শ্রেষ্ঠ-পুরুষ ছিলেন এবং সর্বদা সত্য কথাই বলতেন, সেজন্য আপনাকে আর্তায়নি বলা হয়। এটাই আমার ধারণা। (তস্মাদার্তয়নিঃ প্রোক্তো ভবানিতি মতির্মম।)

ধূর্ত দুর্যোধন উপরের বাক্য বাহুল্যের দ্বারা শল্যকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যাতে তিনি তাঁর নিজের ভাগ্নে পাণ্ডবদের

পক্ষে যোগ না দেন। দুর্যোধনের এই দ্ব্যর্থ বোধক উক্তিতে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো।

তিনি শল্যকে খুসী করবার অভিপ্রায়ে আরও বললেন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের পক্ষে শল্য স্বরূপ, সেইজন্য এ সংসারে আপনার নাম শল্য (কণ্টক) হয়েছে। আপনি পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পূর্ণ করুন। আপনার অপেক্ষা কর্ণ বা আমি বলবান নই। আপনি অশ্ব বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। সেইজন্য এই যুদ্ধস্থলে আপনাকে বরণ করছি। আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা অধিক গুণবান মনে করি এবং এই জগৎ আপনাকে কৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। কর্ণ অর্জুন অপেক্ষা কেবল অস্ত্র জ্ঞানেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনি কৃষ্ণ অপেক্ষা অশ্ব বিদ্যা ও বল এই উভয়েই শ্রেষ্ঠ। আপনি কৃষ্ণ অপেক্ষা অশ্ব বিদ্যায় দ্বিগুণ অভিজ্ঞ।

দুর্যোধনের এই ধরণের তোষামোদীতে শল্য সন্তুষ্ট হলেন এবং দুর্যোধনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

অতঃপর দুর্যোধন শল্যের নিকটে ত্রিপুরের উৎপত্তি বর্ণনা করেন এবং ত্রিপুর হতে ভীত ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মা ভগবান শঙ্করের নিকট গিয়ে তাঁর স্তুতি করে বলেন, শঙ্করের আদেশে ব্রহ্মা দানবদের বর দিয়েছিলেন এবং সেই বর লাভ করে তারা তাদের সীমা অতিক্রম করেছে। তিনি মহাদেবকে আরও বললেন যে স্বয়ং শঙ্কর ব্যতীত অন্য কেউ তাদের বধ করতে পারবে না। তাদের বধ করতে আপনিই একমাত্র প্রতিপক্ষ শত্রু হতে পারেন। তিনি সব দেবতাদের সঙ্গে শঙ্করকে দানবদের সংহার করতে অনুরোধ করেন। মহাদেব তাঁদের অনুরোধ রাখলেন এবং সেই যুদ্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা শঙ্করের রথের সারথি হয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিপুরকে এবং তার মধ্যে বসবাসকারী অসুরদের দগ্ধ করে ফেললেন। তখন সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ এবং ত্রিলোকের প্রাণীরা নিশ্চিন্ত হলেন।

এই উদাহরণ দিয়ে দুর্যোধন শল্যকে বললেন পিতামহ ব্রহ্মা যেমন

রুদ্রের সারথি হয়েছিলেন, তেমনি আপনিও অতি শীঘ্র মহাত্মা রাধা—পুত্র কর্ণের অশ্বদের নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, কর্ণ ও অর্জুন হতেও শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ রুদ্রের ন্যায় এবং আপনিও নীতিতে ব্রহ্মার সদৃশ। অতএব আপনি সেই অসুরদের ন্যায় আমার এই শত্রুদের জয় করতে সমর্থ।

দুর্যোধন শল্যকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আরও বললেন, যেমন আপনার উপরই আমার রাজ্য প্রাপ্তির অভিলাষ ও জীবনের আশা নির্ভর করছে, তেমনি আপনি যদি কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করেন, তবে আজ জয়লাভ ও তার সফলতা আপনারই উপর নির্ভর করে। আপনারই উপর কর্ণ, রাজ্য, আমরা এবং আমাদের জয় লাভ— এ সমস্তই নির্ভরশীল। সেই-জন্য আজ আপনি এই সংগ্রামে কর্ণের সারথি হোন।

উপরোক্ত ভাবে শল্যকে প্রীত ও আনন্দিত করবার চেষ্টা করে পরিশেষে তিনি রাজা শল্যকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে কর্ণ নীচ কুলজাত নয়। যদি কর্ণে কোন পাপ বা দোষ থাকতো তবে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তাকে দিব্যাস্ত্র দান করে অনুগৃহীত করতেন না। তিনি আরও বললেন, তিনি কোন প্রকারেই বিশ্বাস করেন না যে কর্ণের সূতকুলে জন্ম, তাকে ক্ষত্রিয় কুলজাত দেবপুত্র বলেই মনে করি। (দেবপুত্রমহং মন্যে ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্ ভবম্।) আমার বিশ্বাস তার জননী নিজের গুপ্তরহস্য গোপন করবার জন্য তাকে অন্য কুলের বালক বলে পরিচয় দেবার জন্যই সূতকুলে পরিত্যাগ করেছে। (বিসৃষ্টমববো-ধার্থং কুলস্যেতি মতির্মম।) আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি যে কর্ণ সূত বংশে জন্ম গ্রহণ করেনি।

সকুণ্ডলং সকবচং দীর্ঘবাহুং মহারথম্॥
কথমাদিত্যসদৃশং মৃগী ব্যাঘ্রং জনিষ্যতি। (কর্ণ) ৩৪।১৬১-১৬২

—এই মহাবাহু, মহারথী ও সূর্যতুল্য তেজস্বী কবচকুণ্ডল ভূষিত পুত্রকে সূত জাতির স্ত্রী কি করে লাভ করবে? কোন হরিণী কি নিজ উদরে ব্যাঘ্রকে জন্ম দিতে পারে?

দুর্যোধন শল্যকে বললেন, রথের সারথি ত তাঁকেই করতে হয়, যিনি রথারোহী যোদ্ধা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। অতএব আপনি রণক্ষেত্রে কর্ণের সারথি হোন। দেবতারা যেমন ব্রহ্মাকে শঙ্করের সারথি পদে বরণ করেছিলেন, তেমনি আমরাও আপনাকে কর্ণের সারথি পদে বরণ করছি।

অতঃপর মদ্ররাজ শল্য একটি সর্ত্তে কর্ণর সারথি পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন আমি আমার ইচ্ছানুসারে কর্ণর নিকট সব কিছু বলতে পারব। এবং আমি কর্ণের মঙ্গলের জন্য যে সব প্রিয় বা অপ্রিয় কথা বলব তা তুমি ও কর্ণ ক্ষমা করবে।

এই সর্ত্ত দিয়ে বুদ্ধিমান শল্য নিজের দ্বিমুখো সত্য রক্ষা করবার উপায় করলেন।

শল্যরাজা সারথি হয়ে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে নানা ভাবে অর্জুন ও কৃষ্ণের প্রশংসায় মুখর হয়ে কর্ণর বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে উত্তেজিত করে তাঁর শক্তি খর্ব করবার চেষ্টা করলেন। প্রত্যুত্তরে কর্ণ মদ্রবাসিদের নিন্দা করলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডা সুরু হয়ে গেল।

তখন দুর্যোধন কর্ণ ও শল্য উভয়কেই এই বাক্ যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। তিনি কর্ণকে বন্ধুভাবে নিষেধ করলেন এবং শল্যরাজাকে কৃতাঞ্জলি হয়ে নিবারণ করলেন।

দুর্যোধন নিষেধ করলে পর কর্ণ কোন উত্তর দিলেন না। শল্যও শত্রুদের দিকে মুখ ফেরালেন। অতঃপর উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। নকুল ও সহদেব দুর্যোধনের উপর ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। দুর্যোধনও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের উপর প্রচুর বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন পাণ্ডব সেনাপতি দ্রুপদ পুত্র মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন যেখানে রাজা দুর্যোধন ছিলেন সেখানে এসে দুর্যোধনের প্রতি বাণাঘাত করতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের সারথি এবং অশ্বদের নিহত করে একটি ভল্লের দ্বারা তাঁর স্বর্ণ ভূষিত ধনুটিকে

খণ্ডন করলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের সমস্ত সামগ্রীর সঙ্গে রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছেদন করলেন। তখন কবচ ও অস্ত্র-হীন দুর্যোধনকে তাঁর ভ্রাতারা সর্ব দিক হতে রক্ষা করলেন। এবং তাঁদের রথে করে দুর্যোধনকে রণভূমি হতে দূরে নিয়ে যাওয়া হল। এই ভাবে দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট পরাজিত হলেন।

এই যুদ্ধে বহু কৌরব বীর সেনা নিহত হয়। তখন দুর্যোধন সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে কর্ণ ও অন্যান্য নৃপতিদের ওজস্বিনী বাক্যে বললেন, স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বার স্বরূপ এই যুদ্ধ, সুখী ক্ষত্রিয়রাই তা লাভ করে। তোমরা সকলে যুদ্ধে পাণ্ডবদের বধ করে ভূতলের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ করবে অথবা শত্রুদের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হয়ে বীর গতি লাভ করবে।

দুর্যোধনের এই প্রকার উৎসাহে যোদ্ধারা সন্তুষ্ট হয়ে সিংহনাদ করতে লাগল এবং সর্বপ্রকার বাদ্য বাজাতে আরম্ভ করল।

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হলো। শিখণ্ডীকে কর্ণ পরাজিত করেন, দুঃশাসন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বৃষসেন ও নকুলের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। উলূককে সহদেব ও শকুনিকে সাত্যকি পরাজিত করেন। যুধামন্যুকে কৃপাচার্য ও উত্তমৌজাকে কৃতবর্ম পরাজিত করেন। ভীম দুর্যোধনকে পরাজিত করেন। সাত্যকির বাণাঘাতে কৌরব সৈন্যরা দশদিকে পলায়ন করতে লাগল। অনেকে নিহত হয়ে রণক্ষেত্রে পড়ে গেল। দুর্যোধন ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ভীমসেন মুহূর্ত কালের মধ্যেই দুর্যোধনকে অশ্বগণ, সারথি, রথ ও ধ্বজ হতে বঞ্চিত করে দিলেন, এতে সকল ব্যক্তিই সন্তুষ্ট হলেন। তখন দুর্যোধন ভীমের উপর আক্রমণ করলেন। ভীম শত শত বাণের দ্বারা দুর্যোধনকে যুদ্ধ হতে বিমুখ করে হস্তী সৈন্যদের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করলেন।

অর্জুন অশ্বত্থামাকে পরাজিত করলে কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করতে থাকে। তখন দুর্যোধন পলায়মান সৈন্যদের দেখে বললেন, কর্ণ দেখ, পাঞ্চাল যোদ্ধারা আমার এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস

করছে। তুমি জীবিত থাকতে আমার সৈন্যরা পলায়ন করছে। বর্ত্তমানে যা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তাই কর। পাণ্ডবদের দ্বারা বিতাড়িত সহস্র সহস্র কৌরব সৈন্যরা সমরাঙ্গণে তোমাকে আহ্বান করছে। দুর্যোধনের কথা শুনে কর্ণ পাঞ্চাল যোদ্ধাদের বধ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

অর্জুন কৌরব সৈনাদের সংহার করতে আরম্ভ করলেন। প্রাচীন কালে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যেমন যুদ্ধ হয়েছিল, তেমনি পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের যুদ্ধ চলতে লাগল। অর্জুন ও কর্ণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলল। অর্জুন কৌরব পক্ষের অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহ এবং যুদ্ধে তৎপর সেই শত্রুদেরও নিহত করে ধরাশায়ী করলেন।

তা দেখে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে পুনরায় পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করবার প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, বিরোধ করে কোন লাভ হবে না। তোমার গুরুদেব দ্রোণাচার্য অস্ত্র বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি যদিও ব্রহ্মসম ছিলেন, তথাপি এই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ভীষ্মের ভাগ্যও একই পথে গেছে। আমিও মাতুল কৃপাচার্য অবধ্য। অতএব এখন তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিরকাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিষেধ করলে অর্জুন শান্ত হবে। কৃষ্ণও তোমাদের সঙ্গে বিরোধ কামনা করেন না। (জনার্দনো নৈব বিরোধমিচ্ছতি।) যুধিষ্ঠির তো সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করেন। অতএব তিনিও আমার কথা গ্রহণ করবেন। ভীম এবং নকুল সহদেব যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী। এই ভাবে পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার সন্ধি হলে পর সমস্ত প্রজাদের কল্যাণ হবে। তোমার ইচ্ছায় অবশিষ্ট বন্ধুরা নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করুক এবং সমস্ত সৈন্যরা যুদ্ধ হতে বিরত হোক। যদি তুমি আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ না কর, তবে নিশ্চয়ই যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা নিহত হবে এবং তখন তুমি অনুতাপ করবে।

যুধিষ্ঠির সামর্থ্যশালী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধৈর্যবান এবং সমস্ত শাস্ত্রেরই তত্ত্ব সমূহে অভিজ্ঞ। অতএব তোমার পক্ষে যতটা রাজ্য ভাগ পাওয়া

উচিত, তিনি অবশ্যই সেই রাজ্য শাসন করবার জন্য তোমাকে স্বয়ংই দেবেন। যুধিষ্ঠির শত্রুতা ইচ্ছা করেন না। কারণ আত্মীয় স্বজন যদি কোন কিছু দোষ করেও থাকেন, তবে তা ক্ষমার অযোগ্য বলে তিনি মনে করেন না। কৃষ্ণ চান না যে তোমাদের মধ্যে বিবাদ বিরাজ করে, তিনি স্বজনদের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট।

ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এরা সকলেই কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের অনুগত। সুতরাং তাঁদের উভয়ের আদেশকে গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ কর।

রক্ষ দুর্যোধনাত্মাণমাত্মা সর্বস্য ভাজনম্ ॥

জীবনে যত্নমাতিষ্ঠ জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি।

রাজ্যং শ্রীশ্চৈব ভদ্রং তে জীবমানে তু কল্পতে ॥ (কর্ণঃ) ৮৮।২৪(৫-৬)

—দুর্যোধন, তুমি নিজেই নিজেকে রক্ষা কর। আত্মাই সব সুখের আধার। তুমি নিজের জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা কর। জীবিত থেকেই মানুষ কল্যাণ দর্শন করে থাকে।

তুমি যদি জীবিত থাকতে পার, তবেই তুমি রাজ্য ও লক্ষ্মী লাভ করতে সমর্থ হবে। মৃত ব্যক্তির রাজ্যলাভ করবার সুযোগই থাকে না। সুতরাং তার সুখ লাভ কিরূপে হবে? (মৃতস্য খলু কৌরব্য নৈব রাজ্যং কুতঃ সুখম্।) পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর এবং কুরু বংশের শেষ রক্ষা কর।

আমার এই উপদেশ ধর্মের অনুকূল, রাজা ও রাজকুলের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। এবং তা কৌরব বংশের বৃদ্ধির অনুকূলে। আমার এই কথা প্রজাদের পক্ষেও হিতকর, এই বংশের পক্ষে সুখদায়ক, লাভজনক এবং ভবিষ্যতেও মঙ্গলকারক হবে। আমার দৃঢ় ধারণা কর্ণ কখনো নরোত্তম অর্জুনকে জয় করতে পারবে না। অতএব আমার এই বাক্য তোমার প্রিয় হোক। (মমৈতদ্ বচনং শুভম্।) অন্যথা গুরুতর ধ্বংস উপস্থিত হবে।

তিনি আরও বললেন অর্জুন একাকী যে রকম পরাক্রম দেখাচ্ছে তা ইন্দ্র বা যমরাজ বা যক্ষরাজ কুবেরের পক্ষেও সম্ভব নয়। আমাদের

উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা রয়েছে, সেই জন্যই আমি তোমার নিকট এই প্রস্তাব করলাম। যদি তুমি স্বীকৃত হও, তবে আমি কর্ণকেও যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করব।

বদন্তি মিত্রং সহজং বিচক্ষণা—
স্তথৈব সাম্না চ ধনেন চার্জিতম্।
প্রতাপতশ্চোপনতং চতুর্বিধং
তদস্তি সর্বং তব পাণ্ডবেষু॥ (কঃ) ৮৮।২৮

—বিদ্বান পুরুষরা চার প্রকারের মিত্রের কথা বলেন। এক সহজ মিত্র (যার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই মিত্রতা থাকে) দুই সন্ধির দ্বারা মিত্রতা, তিন-ধনের দ্বারা মিত্রতা স্থাপন এবং চতুর্থ হল —কারও প্রবল প্রতাপে প্রভাবিত হয়ে স্বতঃই তাঁর শরণাপন্ন হওয়া। পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার সব রকম মিত্রতাই সম্ভব।

অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে যথার্থই সময়োচিত ও উপযুক্ত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু দাম্ভিক দুর্যোধন তা গ্রহণ করলেন না।

তিনি অশ্বত্থামার কথা শুনে বিশেষ চিন্তিত হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মনে মনে দুঃখিত হয়ে উত্তর দিলেন, সখা, তুমি যা বললে তা যথার্থই। কিন্তু ভীম সিংহের ন্যায় হঠাৎ দুঃশাসনকে বধ করে যে কথা বলেছে, তা তোমার অজানা নয়। এই সময় সেইসব কথা মনে পড়ায় আমি চিন্তিত হয়েছি। এরূপ অবস্থায় কিভাবে সন্ধি সম্ভব? তাছাড়া প্রচণ্ড বায়ু যেমন মহাপর্বত মেরুর সম্মুখীন হতে পারে না, তেমনি অর্জুনও এই যুদ্ধে কর্ণের বেগ সহ্য করতে পারবে না। আমরা বার বার যে শত্রুতা করেছি, পাণ্ডবরা সেজন্য আমাকে বিশ্বাস করে না। কর্ণকে যুদ্ধ বন্ধ করবার কথা বলা তোমার উচিত নয়। কারণ অর্জুন বর্তমানে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অতএব কর্ণ তাকে বলপূর্বক নিহত করতে পারবে। এই কথা বলে দুর্যোধন নিজের সৈন্যদের আদেশ দিলেন, তোমরা নীরবে বসে আছ কেন? আমার শত্রুদের উপর আক্রমণ কর।

অশ্বত্থামার সমস্ত যুক্তি, শুভ চেষ্টা ব্যর্থ হল। দুর্যোধন তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। অর্জুনের ক্ষমতা দেখেও নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে রইলেন।

কিন্তু যে কর্ণের উপর দুর্যোধনের এত আস্থা, সেই কর্ণকেও ভীষ্ম, দ্রোণের মত বাক্য বাণে বিদ্ধ করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি।

কাশীদাসী মহাভারতে—

দুর্যোধন বলে শুন সূর্যের তনয়।
তোমা হতে হৈল মম কুরুকুল ক্ষয়॥
প্রতিজ্ঞা করিলে তুমি জিনিবে পাণ্ডবে।
সেনাপতি করিলাম বুঝি অনুভবে॥
তোমার বচনে আমি যুদ্ধ কৈনু পণ।
তুমি জয় করি দিবে পাণ্ডুর নন্দন॥
পুনঃ পুনঃ কহিলে যে করি অহঙ্কার।
আমার সাক্ষাতে সেই পাণ্ডব কি ছার॥
তোমার সামর্থ্য যত সব ব্যর্থ হৈল।
তব আগে পার্থ মোর সৈন্য নিপাতিল॥
যদ্যপি কহিতে আগে জিনিতে নারিবে।
শরণ নিতাম আমি পাণ্ডবের তবে॥ (কর্ণ)

—**Roman Monk Saint Augustine** বলেছেন **Suspicion is the poison of true friendship**. দুর্যোধন সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযোজ্য। নতুবা যিনি জননী কুন্তীর অনুরোধ, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের অনুরোধ উপেক্ষা করে দুর্যোধনের পক্ষে প্রাণ মন দিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন, পরাজয়ের গ্লানিতে অবশেষে সেই প্রিয় ও অকৃত্রিম বন্ধুকেও দুর্যোধনের এরূপ সন্দেহ কি সমীচীন হয়েছে?

অশ্বত্থামার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দুর্যোধন যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু অর্জুন ও কর্ণের যুদ্ধে কৌরব সৈন্যরা পরাজিত ও নিহত হওয়ায় তারা পলায়ন করতে থাকে। তখন দুর্যোধন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

তোমরা সকলে শৌর্যশালী বীর এবং সর্বদা ক্ষত্রিয় ধর্মে নিরত আছ। সুতরাং কর্ণকে ত্যাগ করে পলায়ন করা তোমাদের উচিত হচ্ছে না। কিন্তু দুর্যোধনের এই কথা শুনেও সৈন্যরা বিরত হল না।

কর্ণকে অর্জুন নিহত করার পর কৌরব সৈন্যরা যখন ভয়ে পালাতে লাগল, তখন দুর্যোধন একাই সমস্ত পাণ্ডব যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই সময় বুদ্ধিমান দুর্যোধন যখন দেখলেন কৌরব সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন তাদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিনি বললেন, তোমরা সকলে ভয়ে পলায়ন করছ। কিন্তু আমি এমন কোন স্থান দেখছি না, যেখানে তোমরা পালিয়ে রক্ষা পাবে। কারণ ভীমার্জুন কোথাও তোমাদের বাঁচতে দেবে না। বরং শত্রুদের এখন অল্প সৈন্য আছে। কৃষ্ণার্জুন অত্যন্ত আহত হয়েছে। আজ আমি এদের সকলকে সংহার করব। কিন্তু তোমরা যদি পৃথক পৃথক ভাবে পলায়ন কর, পাণ্ডবরা অপরাধী তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে হত্যা করবে। এই অবস্থায় আমি যুদ্ধে নিহত হওয়াই কল্যাণকর মনে করি। অতএব নিজেদের পিতৃ পিতামহের আচরিত ক্ষত্রিয় ধর্মকে তোমরা পরিত্যাগ কর না। (পিতামহৈরাচরিতং ন ধর্মং হাতুমর্হথ।) ক্ষত্রিয়দের নিকট যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা অপেক্ষা অপর কোন মহাপাপ নাই এবং যুদ্ধধর্ম পালন করা অপেক্ষা স্বর্গ প্রাপ্তির অপর কোন কল্যণকর পথও নেই। সুতরাং তোমরা যুদ্ধে নিহত হয়ে শীঘ্র উত্তম লোকে সুখ ভোগ কর। দুর্যোধনের এই আবেদন পলায়ন রত যোদ্ধাদের নিবৃত্ত করতে পারল না। তারা চারদিকে পলায়ন করতে লাগলো।

কর্ণ নিহত হওয়ার পর কৃপাচার্য পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য বলেছিলেন—দুর্যোধন, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মহারথী কর্ণ, জয়দ্রথ, তোমার ভ্রাতারা এবং তোমার পুত্র লক্ষ্মণও জীবিত নেই। এমন কোন ব্যক্তি জীবিত আছে যার উপর আমরা নির্ভর করব? যাদের উপর রাজ্য লাভের আশা করেছিলাম, সেই বীররা সকলেই

নিহত হয়েছেন। যখন সকল লোকই জীবিত ছিল, তখনও অর্জুন কারও দ্বারা পরাজিত হয়নি। কৃষ্ণের ন্যায় সারথি থাকায় অর্জুন দেবতাদেরও অজেয়। অর্জুন যখন জয়দ্রথকে আক্রমণ করে, তখন তোমার কর্ণ কোথায় গিয়েছিল? নিজের অনুগামীদের সঙ্গে দ্রোণাচার্য কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? তুমি কোথায় ছিলে? কৃতবর্মা কোথায় গিয়েছিল এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনও কোথায় ছিল? তোমার সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহায়ক ও মাতুল—এরা সকলে তখন দেখেছিল যে অর্জুন তাদের সকলকে পরাজিত করে সকলের সামনেই জয়দ্রথকে বধ করল। এখন আর কার উপর আস্থা রাখব? কে অর্জুনকে জয় করতে সমর্থ হবে?

অন্য দিকে সাত্যকি ও ভীমসেনের যে বেগ, তা সমস্ত পর্বতকে বিদীর্ণ করতে পারে এবং সমুদ্রকেও শুষ্ক করতে পারে। দ্যূত সভায় ভীম যা বলেছিল তা সত্যে পরিণত হচ্ছে।

পাণ্ডবরা সাধু পুরুষ, তথাপি তোমরা অকারণেই তাদের সঙ্গে বহু অন্যায় ব্যবহার করেছ, তোমার তার ফলপ্রাপ্তি হয়েছে। তুমি নিজের রক্ষার জন্য সম্পুর্ণ জগতের লোককে একত্রে সমবেত করেছিলে, কিন্তু তথাপি তোমার জীবনের সংশয় উপস্থিত হয়েছে। দুর্যোধন, এখন নিজের দেহকে রক্ষা কর। কারণ আত্মাই সমস্ত সুখের আধার। (রক্ষ দুর্য্যোধনাত্মানমাত্মা সর্বস্য ভাজনম্।)

হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্য্যেষ্টব্যঃ সমেন বা।
বিগ্রহো বর্ধমানেন মতিরেষা বৃহস্পতেঃ॥ (শঃ ৪।৪৩

বৃহস্পতির অনুশাসন যখন নিজের বল ক্ষয় হচ্ছে ধারণা হবে, তখন শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করবে। সংগ্রাম সেই সময় ক্রমশঃ বাড়াবে, যখন নিজের বল শত্রু বল অপেক্ষা অধিক।

আমরা বল ও শক্তিতে পাণ্ডবদের অপেক্ষা হীন হয়ে পড়েছি, অতএব এই অবস্থায় আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করাকেই

উচিত বলে মনে করি। যে রাজা শীঘ্রই রাজ্য হতে চ্যুত হয়, তার কখনও কল্যাণ লাভ হয় না।

যুধিষ্ঠির দয়ালু। সে ধৃতরাষ্ট্র ও কৃষ্ণের অনুরোধে তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীমকে যা বলবেন, এরা সকলে নিঃসংশয়ে তা মেনে নেবে। ধৃতরাষ্ট্রের কথা কৃষ্ণ অমান্য করবেন না। এবং কৃষ্ণের আজ্ঞা যুধিষ্ঠির অমান্য করবে না—এটাই আমার বিশ্বাস।

আমি এই সন্ধিকেই তোমার পক্ষে কল্যাণকর মনে করি। আমি কাতরতা বশতঃ বা প্রাণ রক্ষার চিন্তায় এই কথা বলছি না, তোঁমার হিতের জন্যই বলছি। তুমি মরণাপন্ন অবস্থায় আমার এই কথা স্মরণ করবে।

কৃপাচার্যের কথা শুনে দুর্যোধন মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আপনি শুধু আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদই নন, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আমার মঙ্গলের জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। তবু আপনার প্রস্তাব মনোমত হচ্ছে না, যেমন মরণাপন্ন ব্যক্তির ঔষধে রুচি নেই। (ন মাং প্রীণাতি তৎ সর্বং মমূর্ষোরিব ভেষজম্।)

আমরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছলনা করেছি। তাঁকে অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত করেছি। এরূপ অবস্থায় তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করবেন কেন? কৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে আমাদের নিকট এসেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছি। তিনিই বা আমার কথা মান্য করবেন কেন? সভায় বল পূর্বক দ্রৌপদীকে আনায় সে যে বিলাপ করছিল এবং পাণ্ডবদের যে রাজ্য অপহৃত হয়েছিল—এসব আচরণ কৃষ্ণ কখনই সহ্য করবেন না, কৃষ্ণ ও অর্জুন ভিন্ন দেহ হলেও এক প্রাণ। এবং উভয়ে উভয়েরই আশ্রিত। পূর্বে আমি যে সমস্ত কথা শুনেছি, এখন তা প্রত্যক্ষ করছি। নিজের ভাগ্নে অভিমন্যুর হত্যার কথা শুনে কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যেতে পারেননি। আমরা সকলে তাঁর নিকট অপরাধী। সুতরাং তিনি আমাদের কেন ক্ষমা করবেন?

অভিমন্যুর বিনাশে অর্জুনও সুখ নিদ্রা ছেড়েছিল, সে আমার মঙ্গল-জনক কাজ করবে কেন? অত্যন্ত কঠিন স্বভাবের ভীম যে ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছে, তা সে কার্যকরী করবেই। নকুল সহদেবও যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর বলবান। এরাও আমাকে শত্রু বলেই মনে করে। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর সঙ্গে ও আমার শত্রুতা রয়েছে। অতএব এরাই বা মঙ্গল কাজ করবে কেন? দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসন যে দুর্ব্যবহার করেছিল, পাণ্ডবরা আজও তা স্মরণ করে থাকে। দ্রৌপদী পতিদের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য কঠোর তপস্যা করেছে। কৃষ্ণের ভগ্নি সুভদ্রাও তাকে দাসীর মত সেবা করেছে। এইভাবে আমাদের সব রকম গর্হিত কাজই শত্রুতার ও প্রতিহিংসার আগুন সর্বদা প্রজ্বলিত রেখেছে, যা কোন প্রকারেই শান্ত করা যাবে না। (ইতি সর্বং সমুন্নদ্ধং ন নির্বাতি কথঞ্চন।)

সমস্ত রাজাদের উপর সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান থেকে এখন দাস সদৃশ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী কিরূপে হব? স্বয়ং বহু কিছু উপভোগ করে এবং প্রভূত ধন দান করে এখন কি ভাবে দীন দরিদ্রদের ন্যায় দীনতা পূর্ণ জীবন আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন-যাপন করব?

এখন আর কোন প্রকারেই সন্ধি স্থাপনের সুযোগ নেই। আমি সর্বতো ভাবে যুদ্ধ করাই উত্তম নীতি মনে করি। আমাদের এখন কাতর হওয়ার সময় নেই। উৎসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করাই একমাত্র কর্তব্য।

আমি বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেছি এবং ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত দান ধ্যানও করেছি। সমস্ত কামনা আমার পূর্ণ হয়েছে। সব বেদ শুনেছি। শত্রুদের মস্তকে পা রেখেছি। আশ্রিত ব্যক্তিদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছি। দীনজনের উদ্ধার কার্যও সম্পন্ন করেছি। অতএব আমি পাবণ্ডদের সঙ্গে এইভাবে সন্ধির জন্য প্রার্থনা করতে পারব না।

দুর্যোধন তাঁর সুকর্মের আরও তালিকা দিয়ে বললেন—

ন ধ্রুবং সুখমস্তীতি কুতো রাষ্ট্রং কুতো যশঃ।
ইহ কীর্তির্বিধাতব্যা সা চ যুদ্ধেন নান্যথা॥ (শঃ) ৫।৩১

—সংসারে কোন সুখই সত্য নয়। অতএব রাষ্ট্র বা যশই বা কিরূপে স্থির থাকবে? এ জগতে কীর্তিই উপার্জন করতে হয় এবং সেই কীর্তি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে লাভ করা যায় না।

গৃহে শয্যার উপর স্বচ্ছন্দে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিন্দিত বলে কথিত হয়েছে। যে ব্যক্তি মহাযজ্ঞ সমূহ অনুষ্ঠান করে বনে কিংবা যুদ্ধ স্থলে দেহ ত্যাগ করে, সেই ক্ষত্রিয়ই মহত্ত্ব লাভ করে।

যাঁরা নানা প্রকার ভোগ ত্যাগ করে উত্তম গতি লাভ করেছেন। এই সময় যুদ্ধের দ্বারা আমিও তাঁদেরই লোকে গমন করব।

যে সব বীর আমার জন্য নিহত হয়েছে, তাদের এই উপকার সর্বদা স্মরণ করে সেই ঋণ হতে মুক্ত হবার চেষ্টা করে আমি রাজ্যে মনঃ-সংযোগ করতে পারব না। মিত্রগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও ভীষ্মাদিগকে বধ করিয়ে যদি আমি নিজের প্রাণকে রক্ষা করি, তবে সমগ্র জগত নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করবে। বন্ধু-বান্ধব এবং মিত্র হতে বঞ্চিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের পদে নত হয়ে আমার যে রাজ্য লাভ হবে তা কিরূপ উপভোগ্য হ'বে?

সোঽহমেতাদৃশং কৃত্বা জগতোঽস্য পরাভবম্।
সুযুদ্ধেন ততঃ স্বর্গং প্রাপ্স্যামি ন তদন্যথা॥ (শঃ) ৫।৪৭

—এ কারণে জগতের এরূপ বিনাশ করে—এখন আমি উত্তম যুদ্ধ দ্বারাই স্বর্গলোক লাভ করব। আমার সদগতির পক্ষে অন্য কোন পথ নাই।

উপরোক্ত উক্তি হতে ইহাই স্পষ্ট যে দুর্যোধনও আত্মপক্ষর পরাজয় সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিত হয়েছেন। তবু পৌরুষ ও অহমিকায় নতি স্বীকার করতে রাজী হলেন না। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি পাণ্ডবদের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁর পৌরুষকে মলিন করলেন না। তাঁর বিবেক অটুট। তিনি তখন আত্মীয়হীন বান্ধবহীন এবং তাঁর জন্যই সবাই যুদ্ধে নিহত। অতএব যুদ্ধ এড়িয়ে এখন বেঁচে থাকার বা রাজ্য ভোগ করা অর্থহীন।

রাবণ ও হনুমানকে দেখে নন্দীর ভবিষ্যৎ বাণী স্মরণ করেছিলেন। পরাক্রমশালী রামের বিক্রম দেখে মহারাজ অনরণ্য, রম্ভা, বেদবতীর অভিশাপের কথা স্মরণ করে নিজের মৃত্যু সুনিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু পুরুষকার তাঁকে অবিচল রেখেছিল, তাই উভয়েই পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন। এবং ইহাই ক্ষত্র ধর্ম। প্রশ্ন উঠতে পারে রাক্ষসরাজ রাবণ আবার ক্ষত্রিয় হল কবে? এ প্রসঙ্গে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রণিধান যোগ্য। ঐশ্বর্যে বীর্যে এবং বংশ গৌরবে রাবণকে তিনি রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে অঙ্কিত করেছেন। মুনি বিশ্রবার ঔরসে রাবণের জন্ম। ব্রহ্মা হতে উদ্ভূত বিশ্রবার বংশ সদ্বংশ পর্যায়ভুক্ত। তাঁর অপর পুত্র কুবের দেবতার শ্রেণীতে আসন পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথাও স্ময়ণীয়। রাবণ বধের জন্য ব্রহ্মহত্যা রূপ পাপ হতে মুক্ত হবার জন্য রামকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হয়েছিল।

দুর্যোধনের এই উদাত্ত বাণী শুনে সব ক্ষত্রিয়রা পরাজয়ের শোক ভুলে যুদ্ধের জন্য পুনরায় সঙ্কল্প করল। কর্ণের অবর্ত্তমানে দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে জিজ্ঞেস করলেন কাকে সেনাপতি করা উচিত। তখন অশ্বত্থামা মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করবার প্রস্তাব দিলেন। দুর্যোধনও শল্যর ভূয়সী প্রশংসা করে সেনাপতির সম্মান নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। শল্যও দুর্যোধনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

মদ্ররাজ শল্যর সঙ্গে পাণ্ডবদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নর হাতে পরাজিত হন। দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমের ও যুদ্ধ হয়।

যখনই পাণ্ডব যোদ্ধাদের হাতে হাজার হাজার কৌরব সৈন্য নিহত হয়ে পলায়নরত, তখন দুর্যোধন তাদের ক্ষাত্র ধর্ম ও পরলোকে বীর-লোক প্রাপ্তির উজ্জ্বল আশা এবং ভীত হয়ে পলায়নে পাণ্ডবদের হাতে পশুর মত নিহত হবার আশঙ্কা দেখিয়ে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন।

শল্যের সেনাপতিত্বে দুর্যোধন পাণ্ডব যোদ্ধা চেকিতানকে নিহত করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুর্যোধনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উভয়ে সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করেন পরস্পরের প্রতি। দুর্যোধন পাঁচটি তীরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করে পুনরায় আরও সাতটি বাণে তাঁকে আহত করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সত্তরটি তীরাঘাতে দুর্যোধনকে পীড়িত করলেন। দুর্যোধনকে আক্রান্ত হতে দেখে তাঁর ভ্রাতারা বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিবৃত করল। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র চালনায় নৈপুণ্য দেখাতে দেখাতে রণক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলেন।

অতঃপর দুর্যোধনকে আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীমের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে দেখা যায়। ভীম দুর্যোধনের বক্ষে রথ শক্তি বর্ষণ করলেন, এই আঘাতে দুর্যোধন মূর্ছিত হয়ে রথের পশ্চাদ ভাগে বসে পড়লেন। তিনি মূর্ছিত হলে ভীম তাঁর সারথির মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। সারথি নিহত হলে তাঁর অশ্বগণ রথ নিয়ে চতুর্দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল। সেই সময় কৌরব সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। তখন অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে রক্ষা করতে ছুটে আসলেন। কৌরব সৈন্যদের মধ্যে ভয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা গেলো। অর্জুন তখন কৌরব সৈন্যদের নিহত করতে লাগলেন।

দ্বৈরথ যুদ্ধে সাত্যকি কৃতবর্মার বক্ষে একটি ভল্লের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করলেন। সাত্যকি কৃতবর্মাকে রথ ও সারথি বিহীন করায় কৃতবর্মা তখন রথ ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিতে অবস্থান করতে লাগলেন। কৃতবর্মাকে রথহীন হতে দেখে কৌরব সৈন্যরা অত্যন্ত ভীত হল। দুর্যোধনও অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কৃপাচার্য সাত্যকিকে এই অবস্থায় বধ করতে এসে, কৃতবর্মাকে নিজ রথের উপর তুলে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে সরিয়ে নিলেন। তখন কৌরব সৈন্যরা রণ বিমুখ হয়ে পলায়ন করতে লাগল।

দুর্যোধন একাই তখন প্রবল বিক্রমে শত্রু সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। এই সময় প্রবল বীরত্ব দেখিয়ে তিনি শত্রু সৈন্যদের

একাকীই প্রতিরোধ করতে লাগলেন। সেই সময় দুর্যোধন কোনরূপ বিচলিত না হয়েই পাণ্ডবদের, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল, কেকয়, সোমক এবং সৃঞ্জয় যোদ্ধাদের উপর তীরাঘাত করতে লাগলেন এবং নির্ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করতে থাকেন। পাণ্ডব সৈন্যদের এমন কোন সৈন্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী ছিল না, যারা সেই সময় দুর্যোধনের বানে ক্ষত বিক্ষত হয়নি। তিনি অতি দ্রুত বাণ নিক্ষেপ করে রণভূমি বাণময় করে ছিলেন।

তেষু যোধসহস্রেষু তাবকেষু পরেষু চ।
একো দুর্যোধনো হ্যাসীৎ পুমানিতি মতির্মম॥ (শঃ ২২।৭

দুর্যোধনের এরূপ পরাক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন,—আপনার এবং শত্রুপক্ষের সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের মধ্যে তখন একমাত্র দুর্যোধনকেই বীর পুরুষ বলে আমার মনে হচ্ছিল।

দুর্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে সমস্ত পাণ্ডবরা একত্রে মিলিত হয়েও সেই বীরের সম্মুখীন হতে পারলেন না। তিনি পাণ্ডবদের সব বীরদের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের নৈপুণ্য, অস্ত্র চালনার সুন্দর পদ্ধতি এবং পরাক্রম সকলেই দর্শন করতে লাগলেন। তখন কৌরব সৈন্যরা কবচাদিতে সুসজ্জিত হয়ে দুর্যোধনের চারিদিক পরিবৃত করল। পুনরায় দুর্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্নর মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডব যোদ্ধাদের সঙ্গে কৌরব যোদ্ধাদেরও তুমুল যুদ্ধ হল।

এই ভীষণ যুদ্ধে পাণ্ডব যোদ্ধারা কৌরব সৈন্যদের রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য করেছিল। সেই পলায়নরত মহারথী যোদ্ধাদের বিশেষ যত্ন সহকারে বিরত করতে দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

তখন ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠির দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতাদের জয় করবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন। তিনি তিন বাণে কৃপাচার্যকে বিদ্ধ করে চারটি নারাচের দ্বারা কৃতবর্মার অশ্বদের বিনাশ করলেন। এরপর

দুর্যোধন সাত শত রথী যোদ্ধাকে রণক্ষেত্রে যেখানে যুধিষ্ঠির আছেন, সেই স্থলে প্রেরণ করলেন, তারা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হলে, তা দেখে ক্রুদ্ধ শিখণ্ডী প্রভৃতি যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে দুর্যোধনের যুদ্ধ দর্শনীয়।

এদিকে দুর্ধর্ষ পাণ্ডব যোদ্ধারা মদ্র দেশের যোদ্ধাদের সংহার করে চলেছেন দেখে দুর্যোধনের সৈন্যরা পুনরায় যুদ্ধ বিমুখ হয়ে পলায়ন করল। তখন শকুনি সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, নিজ ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ পাপীরদল, এইভাবে পলায়ন করে তোমাদের কি লাভ হবে? অতএব প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং যুদ্ধ আরম্ভ কর।

সেই সময় শকুনির নিকট দশ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা বিদ্যমান ছিল। তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডব সৈন্যদের পশ্চাদ ভাগে গিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন। সেই আক্রমণে পাণ্ডব সৈন্যদের ব্যূহ ব্যাহত হল।

যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদের ব্যূহ ভঙ্গ হতে দেখে সহদেবকে বললেন কবচ ধারণ করে তুমি দ্রৌপদীর পুত্রদের সঙ্গে দুর্মতি শকুনিকে বধ কর। আমি পাঞ্চাল সৈন্যদের সঙ্গে এখানে শত্রুদের রথ ও সৈন্যদের ভস্ম করে ফেলব। তোমার সঙ্গে সমস্ত গজারোহী, অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং তিন হাজার পদাতি সৈন্যও যাবে। তুমি এদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে শকুনিকে বধ কর। সহদেব প্রবলভাবে কৌরব সৈন্যদের আক্রমণ করে নিহত করতে লাগলেন। শকুনি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করে অবশিষ্ট জীবিত ছয় হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সঙ্গে পলায়ন করলেন। শকুনি পুনরায় অল্প সংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধার সঙ্গে পাণ্ডবদের আক্রমণ করলেন এবং পাণ্ডবদের দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হলেন।

শকুনি সাত শত অশ্বারোহী সৈন্য সহ কৌরব সৈন্যদের নিকটস্থ হয়ে যুদ্ধে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। দুর্যোধনকেও রথ সৈন্যদের বিনাশ করতে বললেন। শকুনির কথা শুনে কৌরব সৈন্যরা পাণ্ডব

সৈন্যদের আক্রমণ করল। তখন অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আপনি অশ্বদের পরিচালনা করুন এবং সৈন্য সাগরে প্রবেশ করুন। আমি আজ শত্রুদের নিহত করব। তিনি বললেন—

সমুদ্রকল্পঞ্চ বলং ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব !
অস্মানাসাদ্য সঞ্জাতং গোষ্পদোপমমচ্যুত ॥ (শঃ) ২৪।১৯

—মাধব, অচ্যুত, দুর্যোধনের সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত সৈন্যবাহিনী আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আজ গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প হয়েছে।

অর্জুনের এই উক্তি হতেই বোঝা যায়, দুর্যোধনের পরাজয় অতি আসন্ন। অর্জুন কৌরব পক্ষের শ্রেষ্ঠ মহারথী ভীষ্ম, কর্ণ, জলসন্ধ, রাজা শ্রুতায়ুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব, জয়দ্রথ, বাহ্লীক সোমদত্ত, রাক্ষস অলায়ুধ, ভগদত্ত, বীরবর কম্বোজরাজ, ভ্রাতা দুঃশাসন প্রভৃতির নামের উল্লেখ করে বললেন, এঁদের মৃত্যুতেও দুর্যোধন যুদ্ধ হতে প্রতিনিবৃত্ত হল না। জনার্দন দুর্যোধন নিশ্চিত নিজের কুলকে বিনাশ করবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। (কুলান্তকরণো ব্যক্তং জাত এষ জনার্দন) বিদুর আমাকে অনেকবার বলেছেন এই দুর্যোধন জীবিত থাকতে রাজ্যের ভাগ দেবে না। দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের প্রাণ যে পর্যন্ত আছে, সে নিষ্পাপ তোমাদের উপর (পাণ্ডব) পাপাচরণ করতে থাকবে। যুদ্ধ ব্যতীত অপর অন্য কোন উপায়ে দুর্যোধনকে জয় করা সম্ভব নয়।

যো হি শ্রুত্বা বচঃ পথ্যং জামদগ্ন্যাদ্ যথাতথম্।
অবামন্যত দুর্বুদ্ধি ধ্রুবং নাশমুখে স্থিতঃ ॥ (শঃ) ২৪।৪৩

—যে দুর্মতি দুর্যোধন জমদগ্নি নন্দন পরশুরামের মুখ হতে যথার্থ এবং হিতকর কথা শুনেও তাঁকে অবহেলা করেছে, সে নিশ্চয়ই বিনাশের মুখে পতিত হয়েছে।

দুর্যোধনের জন্মের পরই সিদ্ধ পুরুষরা বারবার বলেছিলেন যে, এই দুরাত্মার জন্যই ক্ষত্রিয় জাতির বিনাশ ঘটবে। তাদের এই কথা আজ সত্য হচ্ছে। কারণ দুর্যোধনের জন্যই বহু রাজা বিনষ্ট হয়েছেন।

কৃষ্ণার্জুনের উপরোক্ত কথোপকথন থেকে উপলব্ধি করা যায়, দুর্যোধন কেবল কৌরব বংশ ধ্বংসের কারণ নয়, ক্ষত্রিয় জাতিরই বিনষ্টের কারণ।

কৌরব সৈন্যরা অর্জুনের শরাঘাতে নিহত ও আহত হয়ে দুর্যোধনের সামনেই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করছিল। দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলে, ধৃষ্টদ্যুম্নও তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের চারটি অশ্বকে নিহত করলেন। একটি ভল্লের দ্বারা তার সারথির মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। এইভাবে তাঁর রথ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলে দুর্যোধন একটি অশ্বপৃষ্ঠে করে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করলেন।

ভীম দুর্যোধন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে বধ করেছিলেন। সহদেব উলুক ও শকুনিকে বধ করার পর দুর্যোধন জীবিত সৈন্যদের সঙ্গে পদব্রজেই পলায়ন করেন। (পদাতয়শ্চৈব সধার্তরাষ্ট্রাঃ) পাণ্ডবরা কৌরবদের এক অক্ষৌহিনী সৈন্য ধ্বংস করলেন। সেই সময় একমাত্র আহত দুর্যোধন জীবিত ছিলেন। তখন তাঁর নিকট কোন সৈন্য ও বাহন ছিল না। পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কেবল দুই হাজার রথ, সাতশত হাতী, পাঁচ হাজার অশ্ব এবং দশ হাজার পদাতি সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। এদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন রণাঙ্গণে অবস্থান করতে লাগলেন। অন্য দিকে রাজা দুর্যোধন একাকী। রণক্ষেত্রে দুর্যোধন নিজের কোন সহায়ককে দেখতে পেলেন না। অপরদিকে শত্রুদের গর্জন শুনে এবং নিজের সৈন্যদের ধ্বংস হতে দেখে নিজের নিহত অশ্বকে সে স্থানে ত্যাগ করে ভীত হয়ে পূর্বদিকে পলায়ন করলেন।

একাদশচমূভর্তা পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
গদামাদায় তেজস্বী পদাতিঃ প্রস্থিতো হ্রদম্॥ (শঃ) ২৯।২৭

—যিনি একসময় একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন আপনার (ধৃতরাষ্ট্রের) সেই তেজস্বী পুত্র দুর্যোধন তখন কেবল গদা হাতে করে পদব্রজে সরোবরের দিকে গমন করলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দুর্যোধন বিদুরের কথা স্মরণ করলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে নিজ পক্ষের ও ক্ষত্রিয় কুলের যে প্রভূত ক্ষতি হল, এটা বিদুর পূর্বেই দেখতে পেয়েছিলেন ও বুঝতে পেয়েছিলেন। নিজের সৈন্যদের সেইভাবে বিনষ্ট হতে দেখে দুর্যোধন দুঃখে ও শোকে সন্তপ্ত হলেন, এবং নিরাপদ মনে করে হ্রদে আত্মগোপন করলেন। অবশেষে দুর্যোধনের সম্বন্ধে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছিলেন, আমি পলায়মান, আহত দুর্যোধনকে গদা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আমার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তাঁর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। তিনি আমার দিকে তাকাতে পারছিলেন না। আমিও যুদ্ধস্থলে শোকমগ্ন দুর্যোধনকে দেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়াতে কোন কথা বলতে পারিনি।

মুকুট যাঁর অঙ্গের ভূষণ, সহস্র সহস্র মূর্ধাভিষিক্ত রাজন্যবর্গ যাঁর অধীনতা গ্রহণ করে, বীর কর্ণ যাঁর জন্য চার সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রত্নভূষিত পৃথিবীকে করদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, কর্ণই অপর রাষ্ট্রে যাঁর আজ্ঞার প্রসার বৃদ্ধি করিয়েছিলেন, যে রাজা রাজ্য শাসন করবার সময় কখনো অস্ত্র তুলেননি, যিনি হস্তিনাপুরে থেকেই নিজের কল্যাণময় নিষ্কণ্টক রাজ্য সর্বদা পালন করতেন, যিনি নিজের ঐশ্বর্যে কুবেরকেও স্মরণ করতেন না, এ গৃহ হতে গৃহান্তরে বা দেবালয়ে যাতায়াতের জন্য স্বর্ণপথ নিৰ্মিত ছিল, ইন্দ্রতুল্য বলবান যে নৃপতি ঐরাবতের ন্যায় কান্তিমান গজ পৃষ্ঠে আরোহণ করে মহৈশ্বর্যের সঙ্গে যাত্রা করতেন, সেই ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাজা দুর্যোধনকে অত্যন্ত আহত অবস্থায় কেবল পদতলে ভূতলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার অত্যন্ত কষ্ট হল। এমন প্রতাপশালী মহারাজ দুর্যোধনকে ও এইরূপ বিপদাপন্ন হতে দেখে এটাই মনে হয় যে বিধাতাই সর্বাপেক্ষা বলবান।

দুর্যোধন সম্বন্ধে সঞ্জয়ের এই উক্তি হতে মহাপ্রতাপশালী ঐশ্বর্যশালী দুর্যোধনের যুদ্ধোত্তর পরিণতি অতীব দুঃখদায়ক। কিন্তু সঞ্জয়ের মতে

যা বিধাতার বিধান বলা হয়েছে—তা কি সত্য? দুর্যোধনের পরিণতির জন্য তাঁর হিংসা, ঈর্ষাকেই কি দায়ী করা যায় না?

অতঃপর আমি যুদ্ধে আমার বন্দী ও মুক্ত হবার সব বৃত্তান্ত তাঁকে বললাম। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করে আমাকে তাঁর ভ্রাতাদের ও সৈন্যদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি জানতে পারলাম কৌরব পক্ষে তিনজন মহারথী—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কেবল জীবিত আছেন। এই কথা শুনে দুর্যোধন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে দীনভাবে তাকিয়ে আমাকে স্পর্শ করে বললেন—সঞ্জয়, এই সংগ্রামে তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোন আত্মীয় সম্ভবতঃ জীবিত নেই। (তদন্যো নেহ সংগ্রামে কশ্চিজ্জীবতি সঞ্জয়) কারণ অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। অপর দিকে পাণ্ডবরা নিজেদের সহায়ক সম্পন্ন হয়েছে।

তুমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বল যে, আপনার পুত্র দুর্যোধন শক্তিশালী সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃহীন হয়ে হ্রদে প্রবেশ করেছে। পাণ্ডবরা যখন আমার রাজ্য হরণ করল, তখন আমার মত ব্যক্তি কিরূপে জীবন ধারণ করতে পারে? সঞ্জয়, তুমি তাঁকে জানাবে দুর্যোধন, ক্ষত বিক্ষত দেহে জলপূর্ণ হ্রদে আত্মগোপন করে আছে। এই কথা বলে দুর্যোধন বিশাল সরোবরে প্রবেশ করে মায়ার দ্বারা তার জল স্তম্ভিত করে দিলেন।

দুর্যোধন জলে দণ্ডায়মান হলে কৌরব পক্ষের জীবিত শেষ তিন মহারথী সঞ্জয়কে দুর্যোধনের কুশল সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। সব শুনে তাঁরা তাঁর জন্য বিলাপ করলেন। কিন্তু পাণ্ডবদের আসতে দেখে তাঁরা সেই স্থান হতে পলায়ন করলেন। দুর্যোধনের জীবিত মন্ত্রীরা রাজ-মহিলাদের সঙ্গে নগরের দিকে যেতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে বৈশ্য কুমারীর পুত্র যুযুৎসু রাজকুলের স্ত্রীদের রাজধানী হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন।

পাণ্ডবদের বাহনরা দুর্যোধনের অন্বেষণ করতে ক্লান্ত হয়ে নিজ

শিবিরে ফিরে গেল। পাণ্ডবরা যখন শিবিরে বিশ্রাম করছিলেন, তখন কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা সেই হ্রদের তীরে এসে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, তুমি উঠে এস এবং আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ কর। জয়লাভ করে এই পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর অথবা নিহত হয়ে স্বর্গে গমন কর। তুমিও তো পাণ্ডবদের প্রায় সব সৈন্যকে ধ্বংস করেছ। অবশিষ্ট আহত সৈন্যরা ক্লান্ত। তুমি আমাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করবে, তখন তারা তোমার আক্রমণ সহ্য করতে পারবে না। তুমি উঠে এসে যুদ্ধ কর।

দুর্যোধন উত্তরে বললেন, আমি কুরু পাণ্ডব যুদ্ধে আপনাদের জীবিত দেখে অত্যন্ত সৌভাগ্য মনে করছি। আমরা সকলে বিশ্রাম করে নিজেদের ক্লান্তি দূর করতে পারলে অবশ্যই জয়ী হব। আপনারাও অত্যন্ত ক্লান্ত এবং আমিও অত্যন্ত আহত হয়েছি। অপর পক্ষে পাণ্ডবদের বল বৃদ্ধি হচ্ছে। এইজন্য বর্তমানে আমার যুদ্ধ করবার ইচ্ছে নেই। (যুদ্ধং ন রোচয়ে) আপনাদের যে যুদ্ধ করবার উৎসাহ এসেছে, এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। আমার উপর আপনাদের অনুরাগ আছে। তথাপি এখন পরাক্রম প্রকাশ করবার সময় নয়। আজ রাত্রে বিশ্রাম করে আগামীকাল রণাঙ্গনে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করব—এতে কোন সংশয় নেই।

English dramatist Thomas Otway এর মতে **Ambition is a lust that is never quenched, but grows more inflamed and madder by enjoyment** এই কথাটি দুর্যোধন চরিত্রে খুবই প্রযোজ্য। তাই একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি মহারথীদের হারিয়ে কেবল মাত্র অশ্বত্থামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধ করে জয়লাভ করবার স্বপ্ন বাতুলতা মাত্র নয় কি ?

দুর্যোধনের কথা শুনে অশ্বত্থামা বললেন, মহারাজ, তুমি উঠ।

তোমার কল্যাণ হোক। আমরা শত্রুদের জয় করব। আমি আমার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম, দান, সত্য ও জপের শপথ করে বলছি যে, আজ সোমকদের আমি সংহার করব। যদি প্রাতঃকালে আমি যুদ্ধে শত্রুদের বধ করতে না পারি তবে আমার যেন সজ্জন পুরুষদের যোগ্য ও যজ্ঞকারীদের লভ্য পরম গতি লাভ না হয়। আমি সমস্ত পাঞ্চালদের বধ না করে আমার কবচ খুলবো না, তা তোমাকে সত্য করে বললাম। আমার কথা তুমি শোন।

তাঁদের এরূপ কথোপকথন সময়ে মাংসের ভারে পরিশ্রান্ত হয়ে ব্যাধরা জলপান করবার জন্য হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারা নির্জনে থেকে এঁদের (দুর্যোধনদের) বাক্যালাপ শুনলো। তাঁদের কথোপকথন হতে ব্যাধরা বুঝতে পারল যে রাজা দুর্যোধন এই সরোবরে আত্মগোপন করে আছেন।

পূর্বে পাণ্ডবরা যখন দুর্যোধনের অন্বেষণ করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির ব্যাধদের কাছে দুর্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞেস করেছিলেন। সুতরাং তারা স্থির করল দুর্যোধনের আত্মগোপনের সংবাদ ভীমের নিকট প্রকাশ করে পুরস্কৃত হবে।

স নো দাস্যতি সুপ্রীতো ধনানি বহুলান্যুত।
কিং নো মাংসেন শুষ্কেণ পরিক্লিষ্টেন শোষিণা॥ (শঃ) ৩০।৩৩

—ইহাতে তিনি অত্যন্ত খুসী হয়ে আমাদের বহু ধন দান করবেন। তখন আমাদের এই দেহের রক্ত শোষণকারী শুষ্ক মাংস বহন করে বৃথা কষ্ট করবার কি প্রয়োজন হবে ?

এইরূপ স্থির করে তারা পাণ্ডব শিবিরের দিকে গেল। এদিকে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের খোঁজে চতুর্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলেন। গুপ্তচররা যুধিষ্ঠিরকে জানালো দুর্যোধন নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সেই সংবাদে যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিত হলেন। পাণ্ডবরা যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন, তখন ব্যাধরা ভীমের নিকট গিয়ে সরোবর তীরে যা যা দেখেছে ও শুনেছে, তা সব ব্যক্ত করল। ভীম তাদের বহু ধন দান করে যুধিষ্ঠিরকে সব জানালেন।

এই সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অগ্রে রেখে সত্বর দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকটে গেলেন। সোমক বীররা উৎফুল্ল হয়ে চারদিকে চীৎকার করে বলতে লাগলেন যে ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পুত্র দুর্যোধনের সংবাদ পাওয়া গেছে এবং তাকে দেখাও গেছে।

সেই সময় অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল বীররা দুর্যোধনকে বন্দী করবার ইচ্ছায় সত্বর যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করলেন। এঁদের সঙ্গে সমস্ত অশ্বারোহী, গজারোহী ও শত শত পদাতি সৈন্যও ছিলেন। (যুধিষ্ঠির চরিত্রে দ্রষ্টব্য)

কাশীদাসী মহাভারতে কবি বলেছেন দুর্যোধনের পক্ষে জীবিত এয়ী কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামাকে জীবিত দেখে দুর্যোধন বলছেন ঃ—

আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর ॥
রাত্রি অনুসারে সবে হব এক স্থান।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ লভিব শ্মশান ॥ (গঃ)

—কি দুর্জয় আশা! এই কুহকিনী আশা দুর্যোধনের বিবেক—বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁব আত্মসম্মান ও দম্ভ তাঁর শুভ-বুদ্ধিকে পঙ্গু করে ফেলেছিল—যার অনিবার্য পরিণতি তাঁকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়েছে। ভীষ্মের কথার সত্যতা এ স্থানে প্রমাণিত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির যখন দুর্যোধনকে বললেন তাঁর পঞ্চ ভ্রাতার যে কোন একজনের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতে পারেন তখন দুর্যোধন ভীমের সঙ্গে গদা যুদ্ধ করবার বাসনা ব্যক্ত করলেন। ভীমও পাণ্ডব পক্ষের সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে গদা তুলে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল, সেইরূপ দুর্যোধনকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে যুধিষ্ঠির যখন দুর্যোধনকে বন্ধু আত্মীয় পরিজনের মৃত্যু ঘটিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করে থাকার জন্য ধিক্কার দিলেন—

প্রত্যুত্তরে দুর্যোধন বলেলন ঃ —

নিষ্পাণ্ডব ধরা আজি করিব যে রণে ॥
শুন যুধিষ্ঠির তুমি সৈন্যেতে বেষ্টিত।
একেশ্বর আমি আছি পদাতি-রহিত ॥
একাকী করিব রণ শুন ধর্মরায়।
অনিয়ম রণ করিবারে না যুগায় ॥
একাকী সংগ্রাম করিবারে নাহি ভয়।
আসুক তোমার ভীম কিম্বা ধনঞ্জয় ॥
অপর তোমার যত নৃপতি সকল।
একেশ্বর পেয়ে বিনাশিব পরদল ॥ (গঃ)

অন্যদিকে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মৃত্যুতে দুর্যোধনের মধ্যে বৈরাগ্য (?) ভাব দেখা দিয়েছে, তাই তিনি বলেছেন ঃ—

ন ত্বৎসহাম্যহং ভোক্তুং বিধবামিব যোষিতম্ ॥ (শঃ) ৩১।৪৫

—বিধবার ন্যায় শ্রীহীন এই পৃথিবীকে উপভোগ করবার কোন উৎসাহ আমি পাই না।

অন্যত্র দুর্যোধন বলেছেন—

অহং বনং গমিষ্যামি হ্যজিনৈঃ প্রতিবাসিতঃ।
রতির্হি নাস্তি মে রাজ্যে হতপক্ষস্য ভারত ॥ (শঃ) ৩১।৫০

—ভরতনন্দন, আমি মৃগ চর্ম ধারণ করে বনে চলে যাব। আত্মপক্ষের সবাই নিহত হওয়ায় এখন এই রাজ্যে আমার সামান্য অনুরাগও নাই।

দুর্যোধনের মত দাম্ভিক, রূঢ়ভাষী, নীচাশয় স্বার্থপর লোকের মুখে উপরোক্ত উক্তি যেন বড়ই বিসদৃশ। যথার্থই দুর্যোধনের মধ্যে কি বৈরাগ্য ভাব এসেছিল? অথবা নিজের পরাজয়ের গ্লানিকে বৈরাগ্যের উত্তরীতে আচ্ছাদিত করে লোকলজ্জা হতে নিষ্কৃতি পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

অন্যত্র দুর্যোধন বলেছেন, এই বীরশূন্য পৃথিবী তোমারই হোক।

ধনরত্ন সবই নিঃশেষিত। তুমি এখন বীরশূন্য, রত্নহীন, শ্রীহীন রাজ্য ভোগ কর।

দুর্যোধনের এই উক্তির মধ্যেও দুষ্ট ব্যক্তির পরিতৃপ্তি অনুভব করা যাচ্ছে। প্রকারান্তে তিনি যুধিষ্ঠিরকে যেন এটাই বোঝাতে চাইছেন যে যুধিষ্ঠির জয়ী হলেও, ভোগ করবার মত কিছুই আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি।

যুধিষ্ঠিরের ভৎ´সনায় তাঁর পৌরুষ পুনরায় জেগে উঠল। যুধিষ্ঠির তাঁকে তাঁর বাঞ্ছিত অস্ত্র ও বাহন দিতে রাজী হলে, তিনি ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধে সম্মত হলেন।

ভীমের আহ্বানে গদা হস্তে দুর্যোধনকে কৈলাস পর্বতের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

ন সম্ভ্রমো ন চ ভয়ং ন চ গ্লানির্ন চ ব্যথা।

আসীদ্ দুর্যোধনস্যাপি স্থিতঃ সিংহ ইবাহবে॥ (শঃ) ৩৩।৪১

—সেই সময় দুর্যোধনের কোনরূপ বিভ্রান্তি ছিল না এবং ভয়, গ্লানি বা ব্যথা ছিল না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে অবস্থান করছিলেন।

দুর্যোধনকে দেখে ভীম বললেন, তুমি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের উপর যে সব অত্যাচার করেছ ও বারণাবত নগরে যা ঘটেছিল, সেইসব পাপকর্মকে এখন স্মরণ কর। দুরাত্মা, তুমি সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করেছ ; শকুনির পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ছলে পাশা খেলায় পরাজিত করেছ। এবং নিরপরাধ কুন্তী পুত্রদের উপর আরও অনেক পাপকর্ম ও অত্যাচার করেছ, সেই সব কাজের ভয়ঙ্কর অশুভ ফল আজ তুমি প্রত্যক্ষ করবে। তোমার জন্য আমাদের পিতামহ শরশয্যায় শায়িত আছেন। তোমারই অপরাধে দ্রোণাচার্য, কর্ণ. শল্য এবং শত্রুতার আদি স্রষ্টা শকুনি (বৈরস্য চাদির্কতাসৌ শকুনি নিহতো) এঁরা সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। তোমার ভ্রাতারা, বীর পুত্ররা সৈন্যরা এবং বহু শক্তিশালী নৃপতিরা মৃত্যু বরণ

করেছেন। দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপী প্রতিকামী ও বিনষ্ট হয়েছে। (প্রতিকামী যথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশ কৃদ্ধতঃ।) এখন এই বংশের নাশকারী নরাধম একমাত্র তুমিই জীবিত আছ। আজ এই গদার আঘাতে তোমাকেও বধ করব—এতে কোনও সংশয় নেই। আজ রণক্ষেত্রে আমি তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করে দেব। তোমার মনে রাজ্য লাভ করবার যে তীব্র লালসা রয়েছে, এবং পাণ্ডবদের উপর তোমার সব অত্যাচারও নষ্ট করব।

দুর্যোধন বললেন—বৃকোদর, তুমি অনেক লম্বা চওড়া কথা বলছ, এতে কি লাভ হবে? এসো আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি তোমার যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ করে দেবো। হে পাপী, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমি হিমালয়ের শিখরের ন্যায় বিশাল গদা হাতে নিয়ে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান আছি। আজ এমন কোন্ শত্রু আছে, যে আমার হাতে গদা থাকতে আমাকে বধ করতে পারে? ন্যায় যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে পরাজিত করতে পারবে না। শরৎকালের নির্মল মেঘের মত বৃথা গর্জন কর না। (মা বৃথা গর্জ কৌন্তেয় শারদাভ্রমিবা-জলম্।) আজ তোমার যত শক্তি আছে, তা সমস্তই তুমি সম্মুখ যুদ্ধে দেখাও।

এইরূপ অবস্থায় দুর্যোধনের এই প্রকার উক্তি শুনে সমস্ত পাণ্ডবরা ও সৃঞ্জয়রাও তাঁর তেজস্বীতার প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা বারবার হাততালি দিয়ে রাজা দুর্যোধনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করলেন।

দুর্যোধনের উপরোক্তি হতে তিনি যে যথার্থই নির্ভীক ও বীর ছিলেন, তা বোঝা যায়। তাই আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধবদের হারিয়েও আপন বীরত্বে দুর্যোধন জয়ী হবার আশা রাখেন। স্বল্পক্ষণ পূর্বে তাঁর সঙ্গী যোদ্ধা অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য প্রভৃতির সামনে যে শ্রান্তির অনুযোগ করেছিলেন ভীমের আহ্বানে মুহূর্তের মধ্যে তা ভুলে প্রকৃত বীরের মত রুখে দাঁড়ালেন।

বলরাম তাঁর দুই শিষ্য সংগ্রামে প্রস্তুত হয়েছে খবর পেয়ে তা

দেখবার জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করে স্বাগত জানালেন! অন্যান্য সকলে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীম ও দুর্যোধন উভয়ে গদা উচিয়ে বলরামের প্রতি সম্মান দেখালেন। বলরাম তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরাও তাঁদের গুরু বলরামকে বিধি অনুসারে পূজা করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির বললেন, বলরাম, আপনি দুই ভাই ভীম ও দুর্যোধনের মহাযুদ্ধ দেখুন।

ভীম ও দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন বলরাম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমি ঋষিদের মুখে শুনেছি যে, কুরুক্ষেত্র পরম পাবন পুণ্যময় তীর্থ। এই তীর্থ স্বর্গ প্রদায়ক। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণরা সর্বদা এর সেবা করে থাকেন। যে সেই স্থানে যুদ্ধ করতে করতে দেহ ত্যাগ করবে, তার নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সঙ্গে বাস করবার সৌভাগ্য লাভ হবে। সুতরাং আমরা সকলে এখান হতে সমস্ত পঞ্চক তীর্থে গমন করব। এই ভূমি দেবলোকে প্রজাপতির উত্তরবেদি নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিলোক এই পূণ্যতম সনাতন তীর্থে যুদ্ধ করে মৃত মানুষ স্বর্গে যায়।

যুধিষ্ঠির বলরামের প্রস্তাবে সম্মত হলে সকলে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। দুর্যোধনও গদা হস্তে পাণ্ডবদের সঙ্গে পদব্রজে গেলেন।

কবচ বন্ধন করে দুই বীর ভীমসেন ও দুর্যোধন যুদ্ধভূমিতে দুটি ক্রুদ্ধ মদমত্ত হাতীর ন্যায় প্রকাশিত হলেন। দুর্যোধন যখন ভীমকে আহ্বান করলেন তখন নানা প্রকার ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হল। (প্রাদুরাসন্ সুঘোরাণি রূপাণি বিধিধান্যুত।) বিদ্যুতের শব্দের সঙ্গে প্রচণ্ড বায়ু বইতে লাগল, চারদিক ধূলায় আচ্ছাদিত হয়ে উঠল। আকাশ হতে তীব্র এবং বজ্রের প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে রোমাঞ্চকর শত শত উল্কা ভূমি বিদীর্ণ করে পড়লো। অমাবস্যা ব্যতীতই রাহু সূর্যকে গ্রাস করে ফেললেন এবং বন ও বৃক্ষগুলি সহ ধরণী অত্যন্ত কাঁপতে লাগল। অধোভাগে ধূলি ও কাঁকর বর্ষণ করতে করতে রুক্ষ বাতাস বইতে লাগল, পর্বতগুলির শিখর খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ধরাতলে পড়ল। নানা

প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট মৃগরা দশদিকে ছুটতে লাগল। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ঘোরাকৃতি শৃগালরা মুখ হতে অগ্নি উদ্গীরণ করতে করতে নানা প্রকার অমঙ্গল সূচক শব্দ করছিল। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ উঠছিল। দিক গুলি যেন তখন প্রজ্বলিত হয়ে উঠল এবং মৃগরাও কোন এক আগামী অমঙ্গলসূচক শব্দ করল। কুয়ার জল সেই সময় চারদিক বর্দ্ধিত হল এবং উচ্চৈঃস্বরে চারদিক হতে কোলাহল শোনা গেল। এইসব বহু অশুভ ইঙ্গিত দেখে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—

ভাই, দুর্যোধন যুদ্ধে আমাকে কোন প্রকারে পরাজিত করতে পারবে না। আজ আমি আমার দীর্ঘ কালের ক্রোধ দুর্যোধনের উপর আরোপ করব, যেমন অর্জুন খাণ্ডব বনে অগ্নির উপর নিক্ষেপ করেছিল। আজ আপনার হৃদয়ের কণ্টক আমি দূর করব। আজ গদার আঘাতে পাপী দুর্যোধনকে বধ করে তার শরীরকে শত শত ভাগে খণ্ড খণ্ড করে দেব। (ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য)

ভীম দুর্যোধনকে তাঁর পূর্ব পাপ কর্মের কথা স্মরণ করতে বললেন। দুর্যোধনও নির্ভয়ে বললেন, বৃকোদর এরূপ বড় বড় কথা বলে কি লাভ ? তুমি আমার সঙ্গে সংগ্রাম কর। আজ আমি তোমার যুদ্ধ লিপ্সা পূর্ণ করব। তোমার মত কোন লোকই অন্য প্রাকৃত মানুষের ন্যায় দুর্যোধনকে কথার দ্বারা ভয় দেখাতে পারবে না। দীর্ঘকাল ধরে তোমার সঙ্গে গদা যুদ্ধের যে অভিলাষ আমার ছিল, সৌভাগ্যবশতঃ তা দেবতারা পূর্ণ করেছেন।

কিং বাচ্য বহুনোক্তেন কথিতেন চ দুর্মতে।
বাণী সম্পদ্যতামেষা কর্মণা মা চিরং কৃথাঃ॥ (শঃ) ৫৬।৪১

—দুর্মতে, বাক্যের দ্বারা নিজের বহু প্রশংসা করে কি লাভ হবে ? তুমি যা করতে পারবে, তা কার্যে পরিণত করে দেখাও।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে তুমুল গদা যুদ্ধ শুরু হল, কৃষ্ণ অর্জুনকে জানালেন ন্যায় যুদ্ধে ভীম কোন প্রকারেই দুর্যোধনকে পরাজিত করতে পারবে না। (কৃষ্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) সুতরাং ভীম গদার দ্বারা দুর্যোধনের

তুই উরু ভঙ্গ করে তার প্রতিজ্ঞা পালন করলেই একমাত্র জয় সম্ভব। এই কথা শুনে অর্জুন ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম জঙ্ঘাতে হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন।

এই সঙ্কেতে ভীম যুদ্ধে গদা দ্বারা দুর্যোধনের সুন্দর উরুতে আঘাত করে তাঁর উরু ভেঙ্গে দিলেন। দুর্যোধন সমস্ত আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে ভূমিতে পড়ে গেলেন। দুর্যোধন পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রাকৃতিক নানা অশুভ ইঙ্গিত দেখা গেল। দুর্যোধন ধরাশায়ী হলে ইন্দ্র সেস্থানে রক্ত ও ধূলি বর্ষণ করতে লাগলেন, সেই সময় আকাশে যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচদের মহা কোলাহল শোনা গেল।

ভীম ভূতলে পতিত দুর্যোধনের গদা কেড়ে নিলেন এবং বাম পদের দ্বারা তাঁর মস্তক মর্দিত করে তাঁকে ক্রূর ও কপট বলে তিরস্কার করলেন। ভীমের এই আচরণে যুধিষ্ঠির তাঁকে উল্টে তিরস্কার করলেন।

বলরাম ভীমের এই আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নিজ দুই বাহু উপরে উঠিয়ে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করতে করতে বললেন, ভীমসেন, তোমায় ধিক্‌!

এই ধর্মযুদ্ধে নাভির নিম্নে এই যে প্রহার করা হয়েছে, তা গদা যুদ্ধে কখনও দেখা যায় নাই। নাভির নীচে আঘাত করা উচিত না। এটাই গদা যুদ্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। অতঃপর তিনি কৃষ্ণকে বললেন—

ন চৈষ পতিতঃ কৃষ্ণ কেবলং মৎসমোহসমঃ ॥
আশ্রিতস্য তু দৌর্বল্যাদাশ্রয়ঃ পরিভর্ৎস্যতে। (শঃ) ৬০।৮-৯

—কৃষ্ণ, দুর্যোধন আমার ন্যায় বলবান ছিল, গদা যুদ্ধে তার সমান কেউই ছিল না। এস্থলে অন্যায় করে ভীমসেন কেবল দুর্যোধনকেই ভূপতিত করেনি, শরণাগতের দুর্বলতার জন্য শরণদাতাকেও ভর্ৎসনা করা হয়।

বলরামের এই উক্তি গদা যুদ্ধে দুর্যোধনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না তাই প্রমাণ করে। বলরাম সেই সভাতে সর্ব সমক্ষে বললেন, দুর্যোধনকে অধর্ম উপায়ে বধ করে ভীম এ জগতে কপটী যোদ্ধা

যোদ্ধা রূপে বিখ্যাত হবে। দুর্যোধন সরলতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, এই অবস্থায় সে নিহত হয়েছে, অতএব সে সনাতন সদ্গতি প্রাপ্ত হবে—এই কথা বলে বলরাম দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করলেন।

পাণ্ডব সৈন্যরা ভীমের প্রশংসা ও দুর্যোধনের নিন্দা করায় কৃষ্ণ তাদের বললেন, মৃত শত্রুকে পুনরায় বধ করা উচিত নয়। তোমরা এই মন্দমতি দুর্যোধনকে বারবার কঠোর বাক্যের দ্বারা আঘাত করছ। এই নির্লজ্জ পাপীও সেই সময়েই নিহত হয়েছিল, যখন সে লোভাকৃষ্ট হয়ে পাপী ব্যক্তিদের নিজের সহায়ক করে বন্ধুদের শাসন অতিক্রম করেছিল। (লুব্ধঃ পাপসহায়শ্চ সুহৃদাং শাসনাতিগঃ।) বিদুর, দ্রোণ, কৃপাচার্য, ভীষ্ম এবং সৃঞ্জয়গণ বারবার প্রার্থনা করলেও এই দুর্যোধন পাণ্ডবদের পৈত্রিক ভাগ দেয়নি। এই নরাধম এখন কোন কিছুরই যোগ্য নয়, এখন সে কারও শত্রুও নয় এবং কারও মিত্রও নয়। এই দুর্যোধন শুষ্ক কাষ্ঠের তুল্য কঠিন। একে কটুবাক্যের দ্বারা অধিক নত করে কি লাভ হবে? এখন শীঘ্র নিজ নিজ রথে উঠ। আমরা এখনই শিবিরে যাব। সৌভাগ্যবশতঃ এই পাপাত্মা নিজ মন্ত্রী, জ্ঞাতি ও ভ্রাতা বান্ধবদের সঙ্গে নিহত হয়েছে।

কৃষ্ণের মুখে এরূপ নিন্দা শুনে দুর্যোধন অমর্ষের বশীভূত হয়ে পড়লেন এবং দুই হাতে ভূমি ভর করে পশ্চাৎ ভাগের সাহায্যে উঠে বসলেন। তারপর কৃষ্ণের দিকে ভ্রূভঙ্গী করে যদিও শরীরে প্রাণান্তক বেদনা অনুভব করছিলেন, তথাপি তা ভুলে গিয়ে দুর্যোধন কঠোর বাক্যে কৃষ্ণকে বললেন,

কংসদাসের পুত্র, আমি যে অধর্ম উপায়ে গদাযুদ্ধে নিহত হয়ে ভূপতিত হয়েছি, এই কুকীর্তির জন্য কি তোমার লজ্জা হচ্ছে না? আমার উরু ভাঙ্গবার জন্য তুমি অর্জুনকে দিয়ে ভীমকে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলে, তা কি আমি বুঝতে পারিনি?

ঘাতয়িত্বা মহীপালানৃজুযুদ্ধান্ সহস্রশঃ॥
জিহ্মৈরুপায়ৈর্বহুভির্ন তে লজ্জা ন তে ঘৃণা। (শঃ) ৬১।২৯-৩০

—সরলতার সঙ্গে ধর্মানুকুল যুদ্ধরত সহস্র সহস্র ভূপতিদের বহু সংখ্যক কুটিল উপায়ের দ্বারা বিনাশ করিয়ে তোমার লজ্জা হচ্ছে না এবং এই নীচ কর্মের জন্য তোমার দয়াও হচ্ছে না।

যিনি প্রতিদিন সহস্র সহস্র বীর যোদ্ধাদের ধ্বংস করছিলেন, সেই ভীষ্মকে তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রে রেখে বিনাশ করিয়েছিলে, অশ্বত্থামা নামে এক হাতী নিহত হলে তার নাম ব্যবহার করে তোমরা দ্রোণাচার্যকে ছলে অস্ত্র ত্যাগ করিয়েছিলে - তা কি আমি জানতে পারিনি ? এই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্যকে ঐ অবস্থায় ভূপতিত করিয়েছিল, যা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ, কিন্তু তুমি তাকে নিষেধ করনি। অর্জুনকে বধ করবার জন্য প্রার্থিত ইন্দ্রের শক্তিকে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়েছ। তোমা অপেক্ষা অধিক মহাপাপী আর আছে ? (কস্ত্বত্তঃ পাপকৃত্তমঃ।) বলবান ভূরিশ্রবার হস্ত ছিন্ন হয়েছিল এবং সে আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করে উপবিষ্ট ছিল। এই অবস্থায় তোমারই দ্বারা প্রেরিত হয়ে মহাত্মা সাত্যকি তাঁকে বধ করল। (ত্বয়াভি সৃষ্টেন হতঃ শৈনেয়েন মহাত্মনা) কর্ণ অর্জুনকে জয় করবার ইচ্ছায় যাচ্ছিল, সেই সময় নাগরাজ অশ্বসেন যে কর্ণের বাণের সঙ্গে অর্জুনকে বধ করবার জন্য যাচ্ছিল, তুমি তাকে বধ করেছ। (ব্যংসনেনাশ্বসেনস্য পন্নগেন্দ্রস্য বৈ পুনঃ।) তারপর যখন কর্ণের রথের চক্র ভূমিতে প্রোথিত হল এবং তা তুলবার জন্য কর্ণ ব্যগ্র-ভাবে চেষ্টা করছিল, সেই সময় তাকে শঙ্কটাপন্ন ও পরাজিত জেনে তোমরা ভূপাতিত করেছ। (পাতিতঃ সমরে কর্ণশ্চক্রব্যগ্রোহ-গ্রণীর্নৃণাম্।)

যদি মাং চাপি কর্ণঞ্চ ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ সংযুতৌ॥
ঋজুনা প্রতিযুধ্যেথা ন তে স্যাদ্ বিজয়ো ধ্রুবম্।

(শঃ) ৬১।৩৭-৩৮

—যদি আমার সঙ্গে এবং কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের সঙ্গে সরলভাবে তোমরা যুদ্ধ করতে, তবে নিশ্চয়ই তোমাদের পক্ষে জয়লাভ হত না।

তোমার ন্যায় একজন অনার্য ব্যক্তি কুটিল পথের আশ্রয় নিয়ে স্বধর্ম পালনে আসক্ত আমাদের এবং অন্যান্য রাজাদের বিনাশ করিয়েছে।

দুর্যোধনের এই খেদ যে কোন পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করবে। দুর্যোধন যদিও সারা জীবন পাণ্ডবদের সঙ্গে বৈরী ভাব নিয়ে জীবন যাত্রা করছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে তিনি ন্যায় পথেই থেকেছেন। কৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবরা যদি দুর্যোধনের উল্লেখিত অধর্ম উপায় যুদ্ধকালে অনুসরণ না করতেন, তবে পাণ্ডবদের জয় কখনই সম্ভব হত না।

দুর্যোধনের এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বললেন, গান্ধারীনন্দন, তুমি পাপ পথে চলেছিলে, তাই তুমি ভ্রাতা, পুত্র, বান্ধব সেবক ও সুহৃদদের সঙ্গে নিহত হয়েছো। বীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য তোমার দুষ্কর্মের ফলেই নিহত হয়েছেন। কর্ণ ও তোমারই স্বভাবের অনুসরণ করছিল, তাই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। (কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তব শীলানুবর্তকঃ।) তুমি শকুনির পরামর্শে আমার পরামর্শ সত্ত্বেও পাণ্ডবদের পৈতৃক সম্পত্তি তাদের প্রত্যর্পণ করনি। তুমি যখন ভীমকে বিষ খাইয়েছিলে, সমস্ত পাণ্ডবদের তাদের জননীর সঙ্গে জতুগৃহে দগ্ধ করবার ষড়যন্ত্র করেছিলে, পাশা খেলায় পূর্ণ সভাকক্ষে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করেছিলে, তখন তোমার বিবেক কোথায় ছিল? তখনই তুমি বধ যোগ্য হয়েছিলে। (তদৈব তাবদ দুষ্টাত্মন্ বধ্যস্তং নিরপত্রপা।) তুমি পাশা খেলায় জুয়াড়ী শকুনির দ্বারা পাশা খেলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ধার্মিক যুধিষ্ঠিরকে কৌশলে পরাজিত করেছিলে। সেই পাপে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছো। (নিকৃত্যা যৎ পরাজৈষী-স্তস্মাদসি হতো রণে) পাণ্ডবরা যখন মৃগয়া করবার জন্য তৃণবিন্দুর আশ্রমে গিয়েছিল, সেই সময় পাপী জয়দ্রথ বনের মধ্যে দ্রৌপদীকে যে লাঞ্ছিত করেছিল, পাপাত্মা, তোমারই অপরাধে বহু যোদ্ধা বালক অভিমন্যুকে যে বধ করেছিল—এইসব কারণেই আজ তুমি যুদ্ধে নিহত হয়েছ। (ত্বদ্‌দোষৈর্নিহতঃ পাপ তস্মাদসি হতো রণে)।

যুদ্ধে অর্জুন কখনও কোন অন্যায় কাজ করেনি। অর্জুন বহু সুযোগ পেয়েও যুদ্ধে কর্ণকে বধ করেনি, অতএব তুমি তার বিষয়ে এই সব কথা বল না। দেবতাদের অভিমত জেনে তাঁদের প্রিয় ও মঙ্গল করবার জন্য আমি অর্জুনের উপর মহানাগাস্ত্র প্রয়োগ হতে দিইনি। আমি তাকে ব্যর্থ করেছি।

ত্বঞ্চ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণো দ্রৌনিস্তথা কৃপঃ।

বিরাটনগরে তস্য অনৃশংস্যাচ্চ জীবিতাঃ॥ (শঃ) ৬১।

—তুমি ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য বিরাটনগরে অর্জুনের দয়ায় জীবিত ছিলে।

তোমাদের জন্য অর্জুন গন্ধর্বদের উপর যে পরাক্রম প্রয়োগ করেছিল, পাণ্ডবরা এখানে তোমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তাতে কি অধর্ম হয়েছে? বীর পাণ্ডবরা নিজেদের বাহুবলে জয়লাভ করেছে। তুমি পাপী তাই নিহত হয়েছো। (জিতবন্তো রণে বীরা পাপোঽসি নিধনং গতঃ।)

অতঃপর কৃষ্ণ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন—

যান্যকায্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে॥

বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্বং হি তদনুষ্ঠিতম্। (শঃ) ৬১।৪৭-৪৮

—তুমি যে সব কাজকে আমার পক্ষে অনুচিত বলে বর্ণনা করেছ, সে সমস্ত তোমার গুরুতর অপরাধের জন্যই করতে হয়েছে।

তুমি বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের নীতি সম্বন্ধীয় কথা শুননি, বৃদ্ধ পুরুষদের সেবা করনি বা তাঁদের হিতকর বাক্যও শোননি। তুমি লোভের বশবর্ত্তী হয়ে যেমন কুকর্ম করেছ, তার পরিণাম তুমি নিজেই ভোগ করলে।

কৃষ্ণ দুর্যোধনের পাপের ঝাঁপি তাঁর সামনে খুলে ধরে, কৌরব যোদ্ধারা কেন যুদ্ধে নিহত হয়েছেন তার কারণ বিশ্লেষণ করে সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের এই ভয়ঙ্কর পরিণতির কারণ নির্ণয় করলেন।

কৃষ্ণ এক এক করে দুর্যোধনের কুটিল কাজ ও পথের উল্লেখ করে

তাঁকে বধ করার মধ্যে কারও কোন অন্যায় হয়নি তা বললেও দুর্যোধন তবু নিজের কাজকে সমর্থন করে বললেন,

অধীতং বিধিবদ্ দত্তং ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা॥
মূর্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং কো নু স্বন্ততরো ময়া। (শঃ) ৬১।৫০-৫১

—আমি বিধি পূর্বক বেদাধ্যয়ন করেছি, দান করেছি, আসমুদ্র পৃথিবী শাসন করেছি এবং শত্রুদের মস্তকের উপর পা রেখেছি। আমার মত ভাল পরিণাম কার হয়েছে?

স্বধর্মের প্রতি ক্ষত্রিয় বন্ধুদের যা অভীষ্ট, আমি সেই মৃত্যু লাভ করেছি। অতএব আমা অপেক্ষা উত্তম পরিণাম আর কার হয়েছে? যা অন্য রাজাদের পক্ষে দুর্লভ, সেই দেববৃন্দের পক্ষে সুলভ মানব ভোগ আমার লাভ হয়েছে। আমি উত্তম ঐশ্বর্য পেয়েছি, অতএব আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিণতি আর কার হয়েছে? (ঐশ্বর্যং চোমত্তং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া।)

এ প্রসঙ্গে দুর্যোধন একটি মনোজ্ঞ কথা বলেছেন --

সসুহৃৎ সানুগশ্চৈব স্বর্গং গন্তাহমচ্যুত॥
যূয়ং নিহতসঙ্কল্পাঃ শোচন্তে বর্তয়িষ্যথ। (শঃ) ৬১।৫৩-৫৪

—অচ্যুত, আমি সুহৃদ ও অনুগামীদের সঙ্গে স্বর্গলোকের পথে এবং তোমরা সকলে ভগ্ন মনোরথ হয়ে শোচনীয় জীবন বহন কর।

মৃত্যুর প্রাক্কালে দুর্যোধন যেন যুধিষ্ঠিরের অন্তরের বেদনা পূর্বাহ্নে বুঝতে পেরেছিলেন। এবং কুরু রাজ্যের ভবিষ্যৎ ছবি তাঁর চোখে ফুটে উঠেছিল। দুর্যোধনের অন্তরের এই সত্যের সঠিক ভাষা দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘পুরস্কার’ কবিতায়—

সকল কামনা করিয়া পূর্ণ,
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ,
পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণ-সিংহাসনে।

স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার,
রাজপুত্রবধূ যত অনাথার
মর্ম-বিদার রব।
'জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়'
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়,
পরিহাস বলে' আজি মনে হয়।
মিছে মনে হয় সব।

এইখানে রামায়ণের রাম চরিত্রের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন, তাঁর অধিবাস পর্যন্ত হয়ে গেছে—কিন্তু প্রভাতে উঠে তাঁকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যেতে হল। লঙ্কা কাণ্ড করে তিনি সীতাকে উদ্ধার করলেন বটে, কিন্তু অযোধ্যায় ফিরে প্রজারঞ্জনের জন্য তাঁকে পুনরায় বনবাসে পাঠাতে হল। অতঃপর আবার যখন তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন সীতা বসুমতীর গর্ভে অন্তর্হিত হয়েছেন। মহাভারত ও রামায়ণ এই দুই মহাকাব্য বাস্তবপক্ষে বিষাদভরা যদিও আংশিক মিলনের মধ্যে যবনিকা পড়েছে।

কবিগুরুর 'পুরস্কার' কবিতায় তিনি দুর্যোধনের কথার প্রতিধ্বনি করে রামায়ণের অনুরূপ পরিণতিতে আক্ষেপ করে বলেছেন—

তা'র পরে দেখ শেষ কোথা এর—
ভেবে দেখ কথা সেই দিবসের,
এত বিষাদের এত বিরহের
এত সাধনের ধন,
সেই সীতা দেবী রাজসভা মাঝে
বিদায়-বিনয়ে নমি' রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমান লাজে
হইলা অদর্শন।

ভারতবর্ষের এই দুই মহাকাব্যের মিলনের বা জয়ের মধ্যে নাই কোন আনন্দ উচ্ছ্বাস, বরং বেদনার মূর্ছনা গুমরে গুমরে উঠেছে। তাই সীতার অন্তর্ধানের পর রাম রাজ্য ত্যাগ করলেন। যুধিষ্ঠিরও ভীমকে রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ ইচ্ছা করেছিলেন। সুতরাং মৃত্যুর মধ্যে রাবণ ও দুর্যোধন যে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন, রণক্ষেত্রে বীর মৃত্যু বরণ করে তাঁরা স্বর্গলোকে গেছেন। আর জয়ী রাম ও যুধিষ্ঠির নিরানন্দের সাগরে যেন ডুবে গেলেন। জয়ের মূর্ছনা তাঁদের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল তুলতে পারে নি। বরং বিষাদের করুণ রাগিনীতে মহাকাব্য-দ্বয়ে ট্র্যাজেডির সুর ধ্বনিত হয়েছে।

দুর্যোধন আরও বলেছেন—

ন মে বিষাদো ভীমেন পাদেন শির আহতম্।
কাকা বা কঙ্ক গৃধ্রা বা নিধাস্যন্তি পদং ক্ষণাৎ॥ (শঃ) ৬১।৫৩

– ভীম তার পা দিয়ে আমার মস্তকে যে আঘাত করেছে, এতে আমার কোন খেদ নেই। কারণ ক্ষণকালের মধ্যেই ত কাক, কঙ্ক বা শকুনিরা এর উপর তাদের পা রাখবে।

দুর্যোধনের এই উক্তিতে যে কোন পাষাণ হৃদয়ের পাঠকের ও বুক গলে যায়। কত না দুঃখে, কত না ক্ষোভে এরূপ মর্মন্তুদ উক্তি দুর্যোধনের মত দাম্ভিক বীরের মুখ হতে বের হয়েছে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

দুর্যোধনের এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর পবিত্র সুগন্ধ পুষ্প প্রবলভাবে বর্ষিত হতে লাগল। গন্ধর্বরা মনোরম বাদ্য ধ্বনি করতে থাকেন এবং অপ্সরার দল দুর্যোধনের সুযশ গাইতে লাগলেন। এবং সিদ্ধগণ উত্তম, উত্তম বলে তাঁর প্রশংসা করতে থাকেন। অতঃপর

ববৌ চ সুরভির্বায়ুঃ পুণ্যগন্ধোমৃদুঃ সুখঃ। (শঃ) ৬১।৫৭

—পবিত্র মনোহর মৃদু এবং সুখ প্রদায়ক ও গন্ধবাহী বায়ু বইতে

লাগল। সমস্ত দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং আকাশ বৈদূর্য্যমণিতুল্য নীলাভ হয়ে গেল।

অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্টা বাসুদেবপুরোগমাঃ।
দুর্যোধনস্য পূজাং তু দৃষ্টা ব্রীড়ামুপাগমন্॥ (শঃ) ৬১।৫৮

—বাসুদেবাদি সমস্ত পাণ্ডব পক্ষীয়গণ এই অদ্ভুত কথা ও দ্যুলোক দ্বারা দুর্যোধনের অর্চনা দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন।

উপরোক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে দুর্যোধন একেবারে উপেক্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন না।

ভীষ্মাদি পরম আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী ও বীরদের মৃত্যুতে পাণ্ডবরা শোকগ্রস্ত হলে কৃষ্ণ তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

দুর্যোধন দ্রুত অস্ত্র চালনায় পারদর্শী। সুতরাং কেউই তাকে পরাজিত করতে পারত না। এবং ভীষ্মাদি বীররাও অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। ধর্ম যুদ্ধে তোমরা তাঁদের পরাজিত করতে পারতে না। তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি বারবার মায়ার দ্বারা নানা উপায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এঁদের সকলকে বিনাশ করেছি। আমি কপটাচারণ না করলে তোমাদের পক্ষে জয়লাভ, রাজ্য ও ধন পাওয়া সম্ভব হত না।

তথৈবায়ং গদাপাণির্ধাতরাষ্ট্রো গতক্লমঃ।
ন শক্যো ধর্মতো হন্তুং কালেনাপীহ দণ্ডিনা॥ (শঃ) ৬১।৬৬

—এই গদাধারী ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনও যুদ্ধের দ্বারা পরিশ্রান্ত হত না। তাকে দণ্ডধারী কালও ধর্মানুসারে যুদ্ধে বধ করতে সমর্থ নন।

কৃষ্ণের মুখে দুর্যোধনের এই প্রশংসার মূল্য কম নয়। কৃষ্ণের এই অভিমতও অকৃত্রিম। যে দুর্যোধনকে তিনি কখনও পছন্দ করেননি, বরং তাঁর অন্যায় কাজের জন্য বারবার তিরস্কার করেছেন আজ অকৃত্রিম প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তিনি পাণ্ডবদের আরও বললেন, তোমরা যে শত্রুদের বিনাশ করছো, এজন্য মনে কোন প্রকার খেদ রেখো না। শক্তিশালী বহু

সংখ্যক শত্রু নানাবিধ উপায় ও কূটনীতি প্রয়োগে বধ্য। (মিথ্যাবধ্যা-স্তথোপায়ৈর্বহবঃ মাত্রবোঽধিকাঃ।) কৃষ্ণ নিজের দোষ স্খালনের জন্য পূর্ব কালের কথা উল্লেখ করে বললেন—

পূর্বৈরনুগতো মার্গো দেবৈরসুরঘাতিভিঃ।
সদ্ভিশ্চানুগতঃ পন্থাঃ স সর্বৈরনুগম্যতে॥ (শঃ) ৬১।৬৮

—অসুরহন্তা পূর্ববর্ত্তী দেবতারাও এই পথই অবলম্বন করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথে যান, তা সকলে অনুসরণ করে থাকে।

অতঃপর কৃষ্ণ সন্ধ্যাকালে বিশ্রাম করবার জন্য সকলকে শিবিরে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। এবং দুর্যোধনকে নিহত দেখে সকলে হৃষ্ট চিত্তে প্রত্যাগমন করলেন।

মুমূর্ষু দুর্যোধন সঞ্জয়কে বললেন—ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শকুনি, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃতবর্মা আমার রক্ষক ছিলেন তথাপি আজ আমার এ দশা হয়েছে। কালকে অতিক্রম করা নিশ্চয় কঠিন। (কালো হি দুরতিক্রমঃ।) আমি একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলাম। কিন্তু আজ আমার এই দশা হয়েছে।

কালং প্রাপ্য মহাবাহো ন কশ্চিদতিবর্ততে। (শঃ) ৬৪।১০

—প্রকৃতপক্ষে কালের কবলে পড়ে কেউই তাকে অতিক্রম করতে পারে না।

আমার পক্ষের জীবিত বীরদের বলবে যে ভীম গদা যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে আমাকে বধ করেছে। পাণ্ডবরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের প্রতি বহু জঘন্য নৃশংস কাজ করেছে। পাণ্ডবরা যে অন্যায় কাজ করেছে, তার জন্য তাদের সাধুগণের সভায় অনুতাপ করতে হবে। ছলের দ্বারা জয়লাভ করে কোন্ শক্তিশালী পুরুষ প্রসন্ন হতে পারে? অথবা যে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে, তার সম্মান কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ করবেন? অধর্ম দ্বারা জয়লাভ করে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি খুশী হয়, যেমন পাপী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন হয়েছে? উরু ভঙ্গ

হয়ে যখন আমি পড়ে আছি, এই অবস্থায় ভীম আমার মস্তকে পদাঘাত করেছে। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি ?

দুর্যোধনের এই খেদ পাঠক মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। দুর্যোধনের মত মহারথীকে অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর মস্তকে পদাঘাত করা গর্হিত অপরাধ। এটা বীর ভীম চরিত্রের একটি কলঙ্ক। কোন বীরই ভীমের উশৃঙ্খল আচরণকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারে না।

আমার পিতা মাতা যুদ্ধধর্মে অভিজ্ঞ। তাঁরা উভয়ে আমার মৃত্যু সংবাদে দুঃখে পীড়িত হবেন। তুমি তাঁদের জানাবে যে আমি বীর শয্যা গ্রহণ করেছি।

ইষ্টং ভৃত্যা ভৃতাঃ সম্যগ্ ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা। (শঃ) ৬৪।১৮

—আমি যজ্ঞ করেছি, যারা আমার ভরণ পোষণ যোগ্য ছিল তাদের ভরণ পোষণ করেছি এবং সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীকে ভালরূপে শাসন করেছি।

আমি জীবিত শত্রুদের মস্তকে পদার্পণ করেছি, যথাশক্তি ধনদান ও মিত্রদের প্রিয় কাজ সম্পন্ন করেছি। এই সঙ্গে সমস্ত শত্রুদের সর্বদা ক্লেশ দান করেছি। জগতে এমন কোন পুরুষ আছে যার বিনাশ আমার বিনাশের মত সুন্দরভাবে ঘটেছে ? (কো নু স্বন্ততরো ময়া।)

মানিতা বান্ধবাঃ সর্বে বশ্যঃ সম্পূজিতো জনঃ॥

ত্রিতয়ং সেবিতং সর্বং কো নু স্বন্ততরো ময়া। (শঃ) ৬৪।২০-২১

—আমি সমস্ত বন্ধুদের সম্মান করেছি। আমার বশীভূত লোকদের সৎকার করেছি এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম সবেরই সেবা করেছি। আমার ন্যায় সুন্দর মৃত্যু কার হয়েছে ?

এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত কৃতকর্মের উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি তাঁর জীবনের সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে মৃত্যু বরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর ন্যায় কার মৃত্যু এত সুন্দর ?

যুদ্ধ হতে তিনি পলায়ন করেননি। পরাজয় বরণ করে শত্রুতা

হতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেননি এবং কখনও কোনরূপ দুর্বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে পরাজিত হননি—এটাই তাঁর জীবনের গৌরব।

সুপ্তং বাথ প্রমত্তং বা যথা হন্যাদ্ বিষেণ বা ॥
এবং ব্যুৎক্রান্তধর্মেণ ব্যুৎক্রম্য সময়ং হত। (শঃ) ৬৪।২৭-২৮

—যেমন কোন নিদ্রিত বা উন্মত্ত মানুষকে বধ করা হয় কিংবা বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়, তেমনি ধর্ম-অতিক্রমকারী পাপী ভীম গদা যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে আমাকে বধ করেছে।

অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, ও কৃপাচার্য—এদের সকলকে আমার কথা জানাবে। পাণ্ডবরা বহুবার যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করেছে। অতএব তারা যেন কখনও তাদের বিশ্বাস না করেন।

এই সমস্ত বলার পর তিনি বললেন—তিনি তাঁর মৃত আত্মীয় বন্ধু ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের পদানুসরণ করে বীর শয্যায় শায়িত হচ্ছেন। তিনি নিজের অবস্থার তুলনা করে বললেন আমার অবস্থা সেই পথিকের মত হয়েছে যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গীদের নিকট হতে বিচ্যুত হয়েছে।

দুর্যোধনের এই বিলাপ শুনে সকলের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠলো। সংবাদ বাহকেরা অশ্বত্থামাকে এই সংবাদ জানালো।

ধনাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যরা যেমন শ্রেষ্ঠ রাজাকে পরিবৃত করে থাকে, তেমনি মাংসভক্ষী ভয়ঙ্কর ভূতরা চারদিকে দুর্যোধনকে পরিবৃত করে রেখেছিল। তখন দুর্যোধনকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বিনষ্ট বাঘের ন্যায় মনে হচ্ছিল। দুর্যোধনকে ভূতলে পতিত থাকতে দেখে কৃপাচার্যাদি সকলে তাঁর পার্শ্বে ভূমিতে বসে পড়লেন। অশ্রুসিক্ত অশ্বত্থামা বললেন,—

ন নূনং বিদ্যতে সত্যং মানুষে কিঞ্চিদেব হি।
যত্র ত্বং পুরুষব্যাঘ্র শেষে পাংশুষু রূষিতঃ ॥ (শঃ) ৬৫।১৩

—এই মনুষ্যলোকে কিছুই সত্য নয়। যেহেতু তোমার ন্যায় একজন পুরুষ ব্যাঘ্র ধূলায় ধুসরিত হয়ে পতিত রয়েছো।

তুমি পূর্বে সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সমগ্র ভূমণ্ডলের উপর আজ্ঞা প্রদান করতে। সেই তুমি আজ একাকী এই নির্জন বনে কি করে পতিত রয়েছ?

দুঃখং নূনং কৃতান্তস্য গতিং জ্ঞাতুং কথঞ্চন।

লোকানাঞ্চ ভবান্ যত্র শেষে পাংশুষু রূষিতঃ॥ (শঃ) ৬৫।১৬

—কাল ও লোক সকলের গতি জানা অত্যন্ত কঠিন। যার ফলে তুমি আজ কালের অধীন হয়ে ধুলিতে শয়ন করে আছ।

রাজাদের অগ্রগামী শত্রু তাপন মহারাজ দুর্যোধন তৃণসহ ধুলো গ্রাস করছে। এটা কালেরই বিপরীত গতি দেখ। (সতৃণং গ্রসতে পাংশুং পশ্য কালস্য পর্যয়ম্।)

তিনি দুর্যোধনকে আরও বললেন, তুমি ত নিজের সাম্রাজ্য লক্ষ্মীর দ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় ছিলে। আজ তোমার এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হল। এটা দেখে এই স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কোনও মানুষেরই সম্পত্তি সর্বদা স্থির থাকে না। (শক্র বিস্পর্দিনো ভৃশম্।)

অশ্বত্থামার কথা শুনে দুর্যোধনের নেত্রদ্বয় হতে শোকাশ্রু বইতে লাগল। তিনি শোকাশ্রু মুছে কৃপাচার্যাদি সমস্ত বীরদের বললেন,

ঈদৃশো লোকধর্মোঽয়ং ধাত্রা নির্দিষ্ট উচ্যতে।

বিনাশঃ সর্ব ভূতানাং কালপর্যায়মাগতঃ॥ (শঃ) ৬৫।২৩

—মর্ত্যলোকে এটাই নিয়ম, বিধাতাই এটার নির্দেশ দিয়েছেন। এরূপ বলা হয়েছে। সেইজন্য কালক্রমে একদিন না একদিন সমস্ত প্রাণীদের বিনাশ হবে।

সেই বিনাশের সময় এখন আমারও উপস্থিত হয়েছে। যা আপনারা দেখছেন। একদিন আমি সমস্ত পৃথিবী পালন করেছি। আজ এই অবস্থায় উপনীত হয়েছি। তবু এই বিষয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, যে কোন বিপদের সময় আমি কখনও পলায়ন করিনি। বিশেষতঃ পাপীরাই আমাকে ছলনা করে বধ করেছে। (দিষ্ট্যাহং নিহতঃ পাপৈশ্ছলেনৈব বিশেষতঃ) সৌভাগ্যবশতঃ আমি যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা

সংগ্রাম করবার জন্য উৎসাহ দেখিয়েছি এবং জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবরা নিহত হবার পর আমি স্বয়ং যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করছি। এতে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাদের এই নরসংহার হতে মুক্ত দেখছি। এই সঙ্গে আপনারা কুশলে আছেন এবং কিছু করতে সমর্থ—এটাও আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। আপনারা আমাকে স্নেহ করেন, সেজন্য আমার এই অবস্থায় এখানে আপনারা দুঃখ করবেন না।

যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষয়াঃ॥ (শঃ) ৬৫।২৮
—যদি আপনাদের দৃষ্টিতে বেদশাস্ত্র প্রামাণিক হয়ে থাকে, তবে আমি অক্ষয়লোক অধিকার করছি।

মন্যমানঃ প্রভাবঞ্চ কৃষ্ণস্যামিতেজসঃ।
তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং ক্ষত্রধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ॥ (শঃ) ৬৫।২৯
—আমি কৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাবকে মানি এবং কখনও তার প্রেরণায় ভালরূপে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ধর্ম হতে বিচলিত হইনি। আমি সেই ধর্মের ফল পেয়েছি।

অতএব আমি কোন প্রকারেই শোকের যোগ্য নই। আপনারা সকলে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে পরাক্রম প্রকাশ করেছেন এবং সর্বদা আমাকে জয়ী করবার চেষ্টা করেছেন। তথাপি দৈবের বিধান অতিক্রম করা সকলেরই পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। (যতিতং বিজয়ে নিত্যং দৈবং তু দুরতিক্রমম্।) এই কথা বলতে বলতে দুর্যোধনের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হল এবং তিনি বেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে নীরব হলেন। দুর্যোধনের এই অবস্থা দেখে অশ্বত্থামা অগ্নির মত প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি হাত দিয়ে হাত ঘসতে লাগলেন এবং অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে দুর্যোধনকে বললেন, নীচ পাণ্ডবরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে আমার পিতাকে বধ করিয়েছে। কিন্তু আমি সেই জন্যও ততটা সন্তপ্ত হইনি, যেমন আজ তোমার মৃত্যুতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

আমি আজ শপথ করে যা বলছি, তা শোন। আমি আজ

প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ কৃষ্ণের সামনেই সমস্ত পাঞ্চালদের সর্ববিধ উপায়ে যমালয়ে প্রেরণ করব। এর জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

অশ্বত্থামার এই কথা শুনে দুর্যোধন কৃপাচার্যকে বললেন, আচার্য, আপনি অতি সত্বর জলপূর্ণ কলস নিয়ে আসুন।

দুর্যোধনের কথা শুনে কৃপাচার্য জলপূর্ণ কলস নিয়ে তাঁর নিকট আসলেন। তখন দুর্যোধন কৃপাচার্যকে বললেন, আপনি অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করুন। অশ্বত্থামার অভিষেক শেষ হলে অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে সিংহ ধ্বনি করে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করে প্রস্থান করলেন।

মুমূর্ষু অবস্থাতেও তখনও পাণ্ডবদের বিনাশের অভিপ্রায় দুর্যোধনের হৃদয় জুড়ে ছিল। তাই তিনি অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করে তাঁর জয়যাত্রা কামনা করলেন।

রজনীর অন্ধকারে অশ্বত্থামাও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চাল বীরদের হত্যা করে এসে সেই শুভ সংবাদ দিয়ে মুমূর্ষু দুর্যোধনের মুখে আনন্দের হাসি ফোটালেন।

কাশীদাসী মহাভারতে এই কাহিনীর অনুরূপ চিত্র আঁকা হয়েছে :

পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে॥

— — —

পঞ্চ মুণ্ড নেহ আমি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে॥

— — —

হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্যোধন॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বোধে সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

— — —

একে একে পঞ্চ মুণ্ড ভাঙ্গে দুর্যোধন
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চ জন ॥ (সৌ)

—পঞ্চ পাণ্ডবকে হত্যা করেছে, এই আনন্দে দুর্যোধন অন্তিম কালেও উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। কিন্তু অনায়াসে সেই সব বীরদের মস্তক ভাঙতে পেরে তিনি বুঝেছিলেন এরা পাণ্ডবের পঞ্চপুত্র পঞ্চ পাণ্ডব নয়। তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ—

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই পঞ্চ জনে ॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য সাধিলে।
কুরুকুলে জল-পিণ্ড দিতে না রাখিলে ॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি।
যাহার সহায় হরি কমলার পতি ॥
নির্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে।
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে ॥
এত বলি অনুতাপ করে বহুতর। (সৌ)

—মরণের পথিক দুর্যোধনের এ বিবেক দংশন লক্ষ্যণীয়।

বেদব্যাসের মহাভারতে সমস্ত পাঞ্চাল এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে হত্যা করে কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা দুর্যোধনের নিকট প্রত্যাগমন করলেন। তাঁরা দেখলেন দুর্যোধন মৃতপ্রায় হয়ে ভূমিতে পড়ে রয়েছেন। তখনও তাঁর কিছু শ্বাস অবশিষ্ট ছিল। তারপর তাঁরা রথ হতে নেমে তাঁকে চারদিকে পরিবেষ্টিত করে উপবেশন করলেন।

তাঁরা দেখলেন দুর্যোধনে উরু বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর চেতনা প্রায় লোপ পাচ্ছে এবং তিনি মাটিতে রক্তবমি করছেন। তাঁর কাছে যাবার জন্য ভয়ঙ্কর বহু সংখ্যক হিংস্র প্রাণী ও কুকুর চারদিক পরিবেষ্টিত করে কিছু দূরে অবস্থান করছে। দুর্যোধন তাঁর ভক্ষণকারী এই সব হিংস্র প্রাণী হতে কোনরূপে অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করছেন। এই সময় তার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল, তিনি মৃত্যু শয্যায় ছটফট করছিলেন। দুর্যোধনের মত বীরের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে Shakespeare এর

একটি মূল্যবান উক্তি মনে পড়ে। **Though it sleep long, the venom of great guilt, when death, or danger or detection comes, will bite the spirit fiercely.** জীবনের এই চরম শোচনীয় মুহূর্ত্তে দুর্যোধনের মধ্যে নিশ্চয় আত্মগ্লানি এসেছিল। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের হিতোপদেশ উপেক্ষা করে লোভের আগুনে তিনি তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয় বন্ধুদের পোড়াননি, নিজেও সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

দুর্যোধনের মত মহাবীর ও অহঙ্কারী মহারাজার এই পরিণতি যথার্থই বেদনাদায়ক। দুর্যোধনের এই পরিণতি এই শিক্ষা দিচ্ছে যে—ভবিতব্যকে কোন রূপেই অস্বীকার করা যায় না। তাই তাঁর মত একজন মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তিকে আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত হয়ে ভূমি আশ্রয় করে সমরক্ষেত্রে একাকী শেষ মুহূর্তের ভয়াবহ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

কৃপাচার্য আক্ষেপ করে বললেন—বিধাতার পক্ষে কোন কিছুই করা কঠিন নয়। যিনি একদিন একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন, এই সেই রাজা দুর্যোধন এখানে নিহত হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পতিত আছেন। তাঁর সুবর্ণ গদা, যা তিনি কখনও ত্যাগ করেননি, সেই গদাকে স্বর্গের পথে দুর্যোধন ত্যাগ করছেন। এইভাবে তিনি দুর্যোধনের যশ গান করে তাঁর বর্ত্তমান অবস্থার জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন।

অশ্বত্থামা বিলাপ করে দুর্যোধনের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও পাণ্ডবদের নিন্দা করেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জন্য শোক করেন। তিনি আরও বললেন, মহারাজ দুর্যোধন, আপনি যদি জীবিত থাকেন, তবে এই আনন্দদায়ক কথা শুনে যান। পাণ্ডব পক্ষে সাতজন (পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং আমাদের পক্ষে তিন (কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা) জন জীবিত আছেন।

দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নর সব পুত্রই নিহত হয়েছে। সমস্ত পাঞ্চালদের

আমি সংহার করেছি। এবং মৎস্য দেশের অবশিষ্ট সৈন্যরাও নিহত হয়েছে।

কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য হতপুত্রা হি পাণ্ডবাঃ।

সৌপ্তিকে শিবিরং তেষাং হতং সনরবাহনম্॥ (সৌঃ) ৯।৫১

– আপনি দেখুন, শত্রুর কর্মের কিরূপ প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে এবং পাণ্ডবদের সব পুত্রদের বধ করা হয়েছে। রাত্রিতে নিদ্রিত থাকবার সময় মানুষ ও বাহনদের সঙ্গে তাঁদের সমস্ত শিবিরকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আমি স্বয়ং রাত্রে শিবিরে প্রবেশ করে পাপাচারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় কণ্ঠ রোধ করে বধ করেছি।

এই আনন্দদায়ক সংবাদ শুনে দুর্যোধনের পুনরায় চেতনা ফিরে এল এবং তিনি বললেন আজ আচার্য কৃপ ও কৃতবর্মার সঙ্গে তুমি যে কাজ করেছ তা ভীষ্ম, কর্ণ বা তোমার পিতা দ্রোণাচার্যও করতে পারেননি। শিখণ্ডীসহ এই নীচ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যে নিহত হয়েছে, এতে আজ আমি নিশ্চয়ই নিজেকে ইন্দ্রতুল্য বলে মনে করছি। তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক। এখন স্বর্গে আবার আমাদের পুনর্মিলন হবে, এই কথার সঙ্গে দুর্যোধনের শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

দুর্যোধন রাজ্য শাসনে দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রজারঞ্জক নৃপতি। রূপেও খ্যাতি ছিল তাঁর। দুর্যোধন চরিত্রে নীচতা, স্বার্থপরতা, রূঢ়তা, আত্মম্ভরিতা যদি না থাকতো, তবে তিনি যে কোন বীরের সমতুল্য হয়ে শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের কতকগুলি দোষ তাঁর সদ্‌গুণাবলিকে সারা জীবন আচ্ছাদিত করে তাঁকে লোক চোখে হেয় করে রেখেছিল।

রাবণ ও দুর্যোধন ভারতীয় দুই মহাকাব্যের দুই দুরাত্মা রূপে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের শেষ পরিণতি যেমন একই প্রকার, তাঁদের চরিত্রেও অনুরূপ বিচিত্র সাদৃশ্য আছে।

উভয়েরই যেন আপন বংশ ধ্বংসের জন্য জন্ম। উভয়েরই জন্মক্ষণে

নানা অশুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। উভয়েই পরশ্রীকাতর, খল প্রকৃতি, ক্রূর স্বভাবের।

দুর্যোধনের অন্যায় লোভ শুধু পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল না। ঐ লোভ সুদূর প্রসারী ছিল। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্মার প্ররোচনায় বিনা শত্রুতাতেও দুর্যোধন বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। বিরাট রাজার ঐশ্বর্য দুর্যোধনের ঈর্ষার হেতু হয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিফল তিনি ছদ্মবেশী অর্জুনের নিকট হতে পেয়েছেন।

দুর্যোধনের আক্রমণের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল পঞ্চপাণ্ডব। রাবণের তুলনায় দুর্যোধনের দুষ্কর্ম সীমাবদ্ধ ছিল।

রাবণ স্বভাবতঃই দুশ্চরিত্র। পরপীড়ণেই ছিল তাঁর স্বাভাবিক আনন্দ। সীতা শূর্পনখার বিবাদ একটা ছলনা মাত্র। কারণ বিনা প্ররোচনায় তিনি বহু নারীকে লাঞ্ছিত করেছেন।

রাবণের সঙ্গে রামের বিবাদ ঘটাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। রাবণের অত্যাচারে মুনিগণ শঙ্কিত, দেবকুল নিঃশঙ্ক থাকতে পারতেন না। মুনিদের রক্ষার্থেও রাম রাবণের যুদ্ধ অনিবার্য হয়েছিল। তেমনি পৃথিবীর ভার লাঘব করবার জন্য যুদ্ধ অনিবার্য হয়েছিল এবং দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতা, আত্মীয় ও বান্ধবদের জন্য সেই যুদ্ধ ঘটানো হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দৈবই তাদের ভাগ্য রূপ ঘুড়ির সুতা টেনেছিল।

রাবণ বৈমাত্রেয় ভাই কুবেরকে পরাজিত করে তাঁর পুষ্পক রথ হরণ করে ছিলেন। বিনা কারণে যমপুরীতে গিয়ে যমরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। দেববালা হরণ করে নিজের ভোগ লালসা চরিতার্থ করাও রাবণের অন্যতম দুষ্কর্ম ছিল। রাবণের লক্ষ্য ছিল দেবকুল, দুর্যোধনের ছিল দেবাশ্রিত পঞ্চপাণ্ডব।

রাবণ ও দুর্যোধন উভয়েই ছিলেন অশিষ্ট ও ভদ্র ব্যবহার বর্জিত। পূজনীয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অনীহা। এটাই এই দুই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় বন্ধুদের উভয়েই পদে পদে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পঞ্চ পাণ্ডবের শরে বিপর্যস্ত হয়ে দুর্যোধন বারবার ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণপ্রভৃতির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন যে তাঁরা সর্বান্তঃকরণে যুদ্ধ করছেন না বা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। তাই কৌরব সৈন্যরা যুদ্ধে এত নিহত হচ্ছে এবং কৌরব বীররাও পরাজিত হচ্ছেন। তেমনি রাবণকে তাঁর মাতামহ মাল্যবান সীতাকে সমর্পণ না করলে রাবণ বংশ ধ্বংস হবার আশঙ্কার কথা জানালে, রাবণ কঠোর ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করে শত্রুর প্রতি পক্ষপাতিত্বের দোষে অভিযুক্ত করেন। জননী নিকষা ও ভাই বিভীষণকেও সৎ পরামর্শের জন্য লাঞ্ছিত করেন। মায়ামৃগ রূপ নিয়ে রামকে বিভ্রান্ত করতে রাবণ মারীচকে আদেশ দিলেন। মারীচ রামের শক্তি ও গুণের বর্ণনা করে রাবণকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলে, রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ পালন না করলে তাকে হত্যা করবেন বলে ভয় দেখান।

দুর্যোধনের চরিত্রেও একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ধৃতরাষ্ট্র যখন সৎ উপদেশ দিয়ে পুত্রের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন, তখন তাঁকেও অশালীন ভাষায় ভৎর্সনা করেছেন। পিতৃবৎ বিদুরের সৎ পরামর্শের জন্যও দুর্যোধন তাঁকেও ভৎর্সনা করেছেন। পিতামহ ভীষ্ম, জননী গান্ধারী, পিতৃবৎ বিদুর ও আচার্য দ্রোণ ও কৃপ বার বার যুদ্ধ পরিহার করে শান্তির কথা বলেছেন, কিন্তু দুর্যোধন কারো কথাতেই গুরুত্ব দেননি। তিনি অপরকে সম্মান দেখাতে যেমন জানেন না, তেমনি বৃদ্ধ ও প্রজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছেন বার বার।

দূত সর্বদা অবধ্য ও মাননীয়। কুরু সভায় কৃষ্ণ আসছেন শুনে দুর্যোধন তাঁকে বেঁধে রাখবেন মনস্থ করেছিলেন। কারণ তিনি নাকি পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতী। তেমনি রাবণ দূত হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতিকে বধ করবার হুকুম দিয়েছিলেন, নানা ভাবে তাঁদের লাঞ্ছিত করেছেন। কূট রাজনীতিজ্ঞ হয়েও, উভয়েই নীতি বিরুদ্ধ কাজ করেছিলেন।

দুর্যোধনের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও অদূরদর্শিতায় অভাবের ফলে কুরুপক্ষের পরাজয় হতে থাকায়, দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মের প্রতি সন্দিহান হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছেন, আপনি যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন, তবে কর্ণকে সেনাপতি হবার অনুমতি দিন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিকে যুদ্ধ ত্যাগ করতে বলা চরম অপমান। সর্বজন পূজ্য বৃদ্ধ পিতামহকে এইভাবে অপমান করতে দুর্যোধন দ্বিধা বোধ করেননি। এর দ্বারা তাঁর অশিষ্ট. অভদ্র ব্যবহারেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

যে কোন প্রকারে শত্রুর মনোবল নষ্ট করে তাকে হতোদ্যম করা রাবণ ও দুর্যোধনের অন্যতম রণ কৌশল। যুদ্ধে রামের জয় যখন সুনিশ্চিত তখন রাবণ রামের মায়া ছিন্ন মস্তক দেখিয়ে সীতার মনোবল নষ্ট করবার প্রয়াস করেন। সেই প্রকার মায়া সীতা তৈরী করে রাবণ পুত্র মেঘনাদের হনুমানের সামনে ঐ মস্তক ছিন্ন করে রামের মনোবল নষ্ট করাই উদ্দেশ্য ছিল।

পঞ্চপাণ্ডব বনবাসের ক্লেশ ও অপমান সহ্য করেছেন, কিন্তু তাতেও দুর্যোধন সন্তুষ্ট নন। তাই কূট প্রকৃতির মাতুল শকুনির পরামর্শে পঞ্চ পাণ্ডবকে আরও নানাভাবে ক্লেশ ও বিব্রত করবার চেষ্টা করেছেন। অসময়ে দুর্বাসা মুনিকে পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য কৃষ্ণের কৃপায় পঞ্চপাণ্ডব সেই যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিলেন।

রাবণ ও দুর্যোধন উভয়েই যোদ্ধা। রাবণ একক শক্তিতে নির্ভরশীল, দুর্যোধন মিত্রশক্তির উপর আস্থাবান। রাবণের পক্ষাবলম্বী যোদ্ধাগণ সকলেই তাঁর আত্মীয়বর্গ বা অমাত্যবর্গ। দুর্যোধনের যোদ্ধাগণ আত্মীয়, বন্ধু ও ভিন্ন দেশীয় নৃপতিরা।

রানী মন্দোদরী রাবণকে বার বার সীতাকে প্রত্যর্পণ করে বংশ রক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু রাবণ সেই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ সীতাকে ফেরৎ দিলে বিভীষণ হাসবে, দেবতারা

তাঁকে দুর্বল মনে করবে—এই অপবাদ অপেক্ষা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুও তাঁর কাছে শ্রেয়ঃ। তেমনি দুর্যোধনও যুদ্ধে সবংশে নিধন অবশ্যম্ভাবী জেনেও অন্যের পরিহাসের কারণ হবেন মনে করে যুদ্ধ হতে তিনি বিরত হননি। এমন কি যখন সকলেই প্রায় নিহত হল, তখনও যুদ্ধ হতে কেউ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

প্রিয়জনদের ও সন্তানদের মৃত্যুতে উভয়কেই শোকাতুর হতে দেখা গেছে। কিন্তু তবু দুষ্ট প্রবৃত্তি তাঁরা পরিত্যাগ করতে কখনও পারেন নি।

রাবণের অমিত বিক্রমের কথা সর্বজন জ্ঞাত। দুর্যোধনের পরাক্রম সম্বন্ধে স্বয়ং কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে প্রশংসা করেছেন। স্ত্রীপর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধন সম্বন্ধে বলেছেন -

> ন ধর্মঃ সৎকৃতঃ কশ্চিন্নিত্যং যুদ্ধমভীপ্সতা।
> অল্পবুদ্ধিরহঙ্করী নিত্যং যুদ্ধমিতি ব্রুবন।
> ক্রুরো দুর্মর্ষণো নিত্যমসন্তুষ্টশ্চ বীর্যবান্॥ (স্ত্রী) ১।৩১

—তিনি সদা যুদ্ধ ইচ্ছা করতেন, সেজন্য তিনি কখনও কোন ধর্মেরই সমাদরের সঙ্গে অনুষ্ঠান করেন নাই। এই দুর্যোধন অল্পবুদ্ধি ও অহঙ্কারী ছিলেন। সেইজন্য তিনি নিত্য যুদ্ধ যুদ্ধ বলেই চীৎকার করতেন। তাঁর হৃদয় ক্রুরতায় পূর্ণ ছিল। ইনি সর্বদা অমর্ষে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং প্রবল পরাক্রমী হলেও, কখনো নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না।

স্ত্রীপর্বে শোকার্ত্তা গান্ধারী কৃষ্ণকে বলছেন—

> দুর্যোধনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
> কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যঞ্চ কৃতোহয়ং কুরুসংক্ষয়ঃ॥ (স্ত্রী) ১৪।১৬

—কুরুকুলের এই সংহার ও দুর্যোধন, আমার ভ্রাতা শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনের অপরাধেই হয়েছে।

L' Estrange এর মতে **Wickedness may prosper for**

a while, but in the long run he that sets all knaves at work will pay them.

এই উক্তিটি রাবণ ও দুর্যোধন উভয়ের চরিত্রে প্রয়োগ করা চলে। রাবণ বংশ ধ্বংস ও কুরুবংশ ধ্বংসের মাধ্যমে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

সমাপ্ত